হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

পার্ল মেইডেন

রূপান্তর: ইসমাইল আরমান

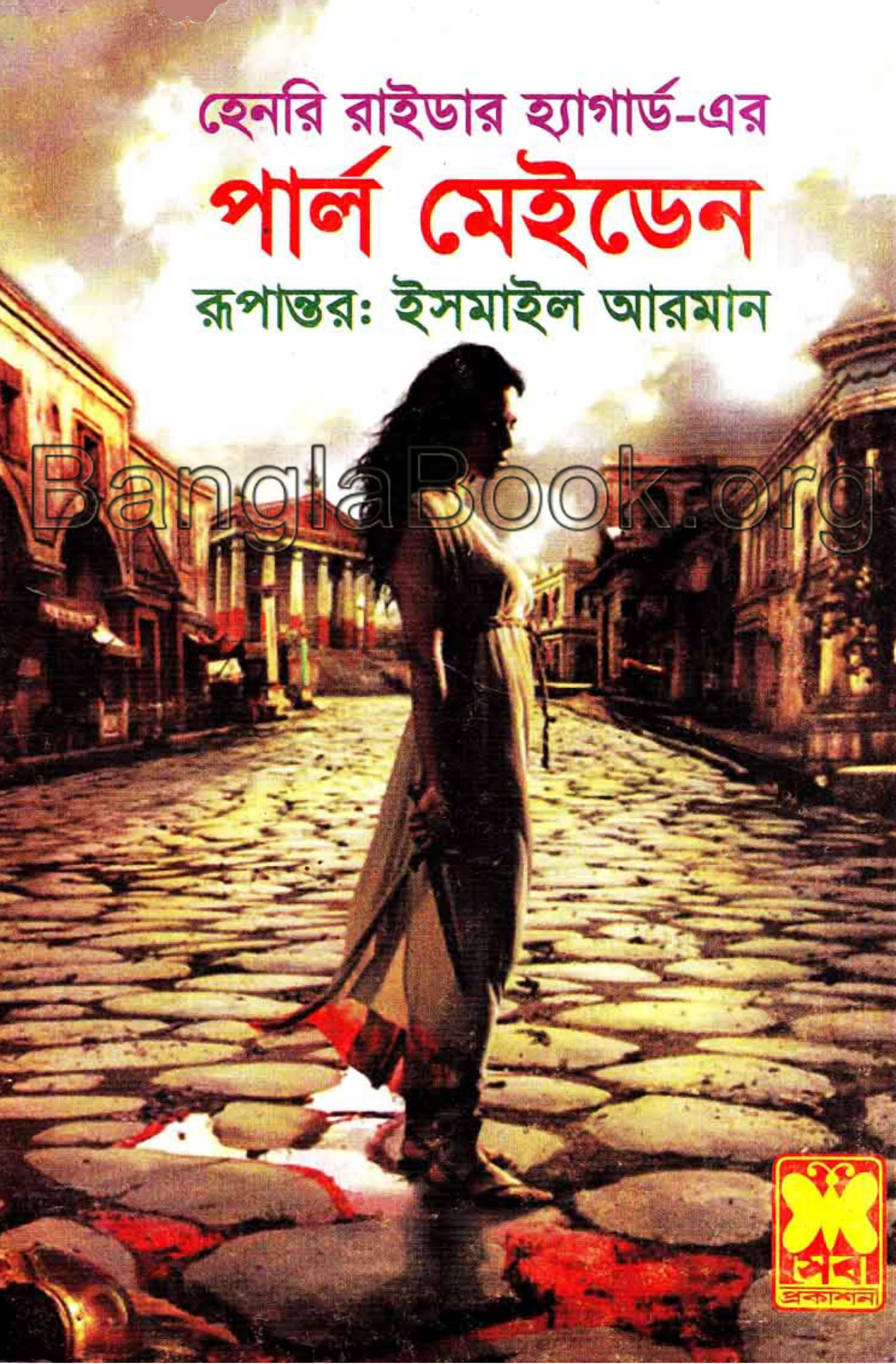

BanglaBook.org

সেবা প্রকাশনী

www.BanglaBook.org

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

অবিস্মরণীয় উপন্যাস

পার্ল মেইডেন

রূপান্তর: ইসমাইল আরমান

এ-গল্প মিরিয়ামের।
পিতৃ-মাতৃহীন, অসহায়, আশ্রিতা এক খ্রিস্টান তরুণী...
ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধের মাঝখানে যে-মেয়েটি
ন্যায়, সত্য ও শান্তির জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করেছিল।
এ-গল্প মারকাসের।
দুঃসাহসী, দক্ষ, নিবেদিতপ্রাণ এক রোমান সৈনিক...
মিরিয়ামের ভালবাসা যাকে বদলে দিয়েছিল।
এ-গল্প ক্যালেবের।
রুক্ষ, একগুঁয়ে, প্রতিশোধপরায়ণ এক ইহুদি যুবক...
মিরিয়ামের প্রত্যাখ্যান যাকে উন্মাদ করে তুলেছিল।

এ-গল্প হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের লেখা।
শাশ্বত প্রেম, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আর
নির্দয় প্রতিহিংসার এক রুদ্ধশ্বাস উপাখ্যান।
আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে কি?

BanglaBook.org

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.BanglaBook.org

এক

সিজারিয়ার বন্দিশালা

মাঝরাত পেরিয়ে গেছে পুরো দুই ঘণ্টা আগে, তারপরও সিরীয় উপকূলের সিজারিয়ার বেশিরভাগ মানুষই জেগে—উৎসব চলছে শহরটায়। রোমানদের প্রত্যক্ষ আশীর্বাদে প্যালেস্টাইনের ক্ষমতায় এসেছেন রাজা হেরড এগ্রিপা... তাদের তো খুশি রাখতেই হবে। গোটা সাম্রাজ্যের শক্তিশালী সমস্ত যোদ্ধা, সেইসঙ্গে হাজার হাজার সৈনিক নিয়ে বিশাল এক বাহিনী গড়েছেন সম্রাট ক্লডিয়াস, সামরিক অগ্রযাত্রার এই পর্যায়ে ওটা এসে পৌঁছেছে সিজারিয়ায়; তাদের সম্মানেই এই উৎসব। সাগরপারের গোটা সৈকত জুড়ে খাটানো হয়েছে অসংখ্য তাঁবু, তারপরও জায়গা হয়নি এই বিপুল সংখ্যক সৈন্যদের, এ ছাড়া উৎসবে যোগ দিতে দূর-দূরান্ত থেকে আসা বাড়তি লোকজন তো আছেই... জনসংখ্যার ভারে নাভিশ্বাস বেরিয়ে যাচ্ছে গোটা শহরের। সরাইখানাগুলো ভরে গেছে বহু আগে, সুযোগ বুঝে সাধারণ বাসিন্দারা উপরি কামানোর ইচ্ছেয় নিজেদের বাড়িঘর ভাড়া দিতে শুরু করেছিল, সেগুলোতেও আর জায়গা নেই। বসার ঘর, করিডর, চিলেকোঠা আর ছাদ দখল শেষে বাগান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে ভাড়াটেরা—শতশত এখন থাকছে রাস্তার পাশেও। সূর্য ডোবার পর থেকে চঞ্চল হয়ে উঠেছে গোটা নগরী, যেন মৌমাছির চাক... ভরে গেছে গুঞ্জনে। রাত গভীর হতেই থেমেছে আনন্দোৎসব, বেহেড মাতালরা পড়ে রয়েছে এখানে-সেখানে, আর আধ-মাতালরা যার যার থাকার

www.BanglaBook.org

জায়গায় ফিরতে ফিরতে আলোচনা করছে সারাদিনের আনন্দময় সার্কাস, মল্লযুদ্ধ, নাচ-গান—এসব নিয়ে। চোখে ঘুম নেই তাদের, গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে পরদিনের জন্য!

ছোট্ট একটা পাহাড়ের উপরে সিজারিয়ার বন্দিশালা, অ্যাম্ফিথিয়েটারের খুব কাছে। ওখানে আটকে থাকা মানুষগুলোর প্রতিক্রিয়া অবশ্য বাকিদের চেয়ে একদমই আলাদা। গরাদ লাগানো জানালা দিয়ে ভেসে আসা হৈ-হুল্লোড়ের আওয়াজে মোটেই আনন্দিত হয় না ওরা, ভয় ও বিতৃষ্ণায় মুখ কুঁচকে ফেলে। কারণ তাদেরকেই অ্যাম্ফিথিয়েটারের মাঠে গিয়ে মরণপণ যুদ্ধ করে উন্মত্ত জনতাকে আনন্দ যোগাতে হয়। বন্দিশালার একটা অংশে আছে *মেলফ্যাক্টর* বা অসৎকর্মী নামে পরিচিত একশোর মত ইহুদি—বিভিন্ন রাজনৈতিক অপরাধের অভিযোগে আটক করা হয়েছে। তাদেরকে লড়তে হয় আরেক অংশে আটক হয়ে থাকা একদল বেদুঈনের সঙ্গে। বেদুঈনরা তাদের ঐতিহ্য অনুসারে লড়াইয়ের সময় সঙ্গে একটা করে ধারালো তলোয়ার রাখার সুযোগ পায়, কিন্তু অসৎকর্মীদের কাছে ছোট একটা ছুরি ছাড়া কিচ্ছু থাকে না। লড়াইটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একপেশে হয়ে দাঁড়ায়—তবে করার নেই কিছুই, দর্শকরা শুধু রক্তপাত আর খুনোখুনি দেখতে পেলেই খুশি। পিছু হটারও উপায় থাকে না, কেউ কাপুরুষতা দেখালে তাকে তাৎক্ষণিক মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। রাজা এগ্রিপা অবশ্য লড়াইয়ে বিজয়ীদের নিঃশর্ত মুক্তি দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন, তবে এখন পর্যন্ত ইহুদি শিবিরে তেমন সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়েছে।

বন্দিশালার ভিন্ন আরেকটা অংশে রয়েছে তৃতীয় একদল মানুষ—সংখ্যায় পঞ্চাশ-ষাটজনের বেশি হবে না তারা, প্রায় সবাই বৃদ্ধ কিংবা নারী কিংবা শিশু। যুবক নেই একজনও, তাদের বাছাই করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গ্ল্যাডিয়েটর হিসেবে লড়াই করার জন্য। এই বিশেষ বন্দিদের সবাই খ্রিস্টান নামে একদল নতুন

www.BanglaBook.org

ধর্মাবলম্বী—যিশুর অনুসারী। মহান মানুষটাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছেন রোমান গভর্নর পন্টিয়াস পিলেট, তবে শাসক মশায়ের নিজের কপালের তেমন কোনও পরিবর্তন ঘটেনি এর ফলে। অল্প সময়ের ব্যবধানে *গল* দ্বীপে নির্বাসনে যেতে হয়েছে তাঁকে, সেখানে তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে শোনা যায়। নিজ শাসনামলে জুডেয়াতে কোনও জনপ্রিয়তাই ছিল না পন্টিয়াসের, একের পর এক বিতর্কিত কাজকর্ম করে সবার বিরাগভাজন হয়ে উঠেছিলেন তিনি। মৃত্যুর পর বেচারাকে প্রায় ভুলে গেছে সবাই, কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো—পন্টিয়াস যাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন, সেই যিশুর জনপ্রিয়তা মৃত্যুর পর থেকে দিনকে দিন বাড়ছে। বিশ্বাসীদের সবাই তাঁকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে দিয়েছে, তিনি না থাকলেও প্রচার করে বেড়াচ্ছে খ্রিস্টধর্মের বাণী—অথচ কাজটা আইনত দণ্ডণীয়। গোঁড়া ইহুদিরা এসব মানুষকে সোজাসাপটা ভাষায় ধর্মবিরোধী বলে ঘোষণা করেছে। ফারিসি, সাডুকি, যিলট, লিভাইট... এমন সব ইহুদি গোত্র একাট্টা হয়েছে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে, রাজা এগ্রিপার কাছে জোরালো আর্জি পেশ করা হয়েছে—তিনি যেন এসব অবিশ্বাসীদের কঠিন সাজার ব্যবস্থা করেন।

ধৈর্য ধরে সব শুনেছেন এগ্রিপা... প্রতিক্রিয়াহীনভাবে। ধর্মযাজকদের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় তাঁর শরীরের রক্ত মোটেই টগবগিয়ে ওঠেনি। ক্ষমতার লোভে যেদিন রোমানদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, সেদিন থেকে সব রকম ধর্মবিশ্বাস বিসর্জন দিয়েছেন তিনি। বিবেক আর ধর্মকে নিজের ভিতরে পুষে রোমানদের মত ন্যায়-নীতিহীন জাতের সঙ্গে হাত মেলানো যায় না। এখন এগ্রিপা যা-ই করেন, সেটা ঈশ্বরের জন্য নয়, নিজের ভাল-মন্দ ভেবে। যখন যেটা করলে স্বার্থ উদ্ধার হয়, তা-ই করেন তিনি। এজন্যই জেরুসালেমের উপাসনালয়ে জিহোভার প্রতি যেমন অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন, বেরাইটাসে তেমনি করেছেন জুপিটারের প্রতিও—দুটো

www.BanglaBook.org

সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটো ধর্ম। তা নিয়ে বিশেষ চিন্তা নেই এগ্রিপার, দুই দলকেই যে নিজের হাতে রাখা গেছে, তাতেই তিনি খুশি। এবারও ইহুদিদের খুশি রাখতে তেমনই একটা কাজ করতে হলো, যদিও খ্রিস্টানদের কখনোই বড় কোনও হুমকি বলে মনে হয়নি তাঁর কাছে। ওরা সংখ্যায় অল্প, তা ছাড়া গণ্যমান্য বা ক্ষমতাবান কেউ নেইও ওদের মধ্যে... নিজেরাই অসহায়, কার কী ক্ষতি করতে পারবে? তারপরও গোঁড়া ইহুদিদের বশে রাখার জন্য তাদের অন্যায় দাবি মেনে নিলেন রাজা, খ্রিস্টানদের দমন করার নির্দেশ দিলেন।

প্রথমেই গ্রেফতার করা হলো জেমস নামে স্বর্গীয় যিশুর এক ঘনিষ্ঠ অনুচরকে, জেরুসালেমে এনে তার শিরশ্ছেদ করা হলো। এরপর পিটার নামে এক প্রভাবশালী ধর্মপ্রচারককে ধরে কারাগারে ঢোকানো হলো, তার অনুসারীদের বেশিরভাগের কপালে জুটল মৃত্যুদণ্ড। গণহারে খ্রিস্টানদের আটক করতে শুরু করল এগ্রিপার সৈন্যরা—বন্দিদের অনেককে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করল ইহুদিরা, স্বাস্থ্যবান যুবকদের পাঠিয়ে দেয়া হলো বেরাইটাস সহ বিভিন্ন শহরে, গ্ল্যাডিয়েটর হিসেবে লড়ার জন্য। সুন্দরী কুমারী যুবতী আর তরুণীরা বিক্রি হতে থাকল ক্রীতদাস হিসেবে, সেইসঙ্গে বিবাহিতা আর অসুন্দরীসহ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পরিণত হতে হচ্ছে সার্কাসের হিংস্র পশুদের খাদ্যে।

সিজারিয়ার কারাগারে বন্দি খ্রিস্টানদের জন্যও একই পরিণতি অপেক্ষা করছে। আজ সারাদিনের উৎসব শেষে ঘোষণা করা হয়েছে, পরদিন সকালে অ্যাম্ফিথিয়েটারে নিয়ে গিয়ে ইহুদিদের দৃষ্টিতে *অপ্রয়োজনীয়* ষাটজন খ্রিস্টান নারী, শিশু এবং বুড়োবুড়ি... যাদের ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করা যাবে না, তাদেরকে ত্রিশটা সিংহ দিয়ে খাওয়ানো হবে। অবশ্য রাজা এগ্রিপা দয়াপরবশ হয়ে ঘোষণা দিয়েছেন, কেউ যদি সিংহের হাত থেকে বেঁচে ফিরে আসতে পারে, তা হলে তাকে সসম্মানে মুক্তি

www.BanglaBook.org

দেয়া হবে। কথাটা যে স্রেফ বাগাড়ম্বর, তা বুঝতে বাকি নেই কারও। ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে থেকে কোনও দুর্বল নারী, শিশু বা বৃদ্ধের পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব নয়।

খ্রিস্টান বন্দিদের প্রকাণ্ড কক্ষটার ভিতরে দরজার কাছাকাছি বসে আছে দুজন নারী, ওখান থেকে গরাদের ফাঁক দিয়ে পাহারারত প্রহরীদের পরিষ্কার দেখা যায়। ওদের মধ্যে বয়সের ফারাক অনেক, সামাজিক অবস্থানেরও বিরাট ব্যবধান রয়েছে—কারাগারের হাজারো দুর্ভোগের পরও সেটা এখনও বোঝা যায়। প্রথম মেয়েটি তরুণী—বয়স বিশ-একুশের বেশি হবে না; নাম র‍্যাশেল। টায়ারের এক সম্ভ্রান্ত ইহুদি বংশে জন্ম, ওর বাবা বেনোনি ওখানকার হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তিত্ব, বিরাট ব্যবসায়ী; তাঁর একমাত্র সন্তান এই র‍্যাশেল, ভালবেসে বিয়ে করেছিল গ্রিক-সিরীয় বংশোদ্ভুত টগবগে যুবক ডিমাসকে। সুখেই জীবন কাটছিল স্বামী-স্ত্রীর, কিন্তু যিশুর ডাকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করাটাই যেন কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে ওদের জন্য—গ্রেফতার হয়ে কারাগারে জীবন কাটাতে হচ্ছে। ধরা পড়ার কিছুদিন পরই গ্ল্যাডিয়েটর হিসেবে বেরাইটাসে পাঠানো হয়েছিল ডিমাসকে, ওখানে সে মারা গেছে বলে শোনা গেছে।

র‍্যাশেলের সঙ্গিনীর বয়স চল্লিশের ঘরে—ওরই একান্ত দাসী এই মাঝবয়েসী মহিলা, নাম নেহুশতা। শরীরে আরব এবং নিগ্রোদের মিশ্র রক্ত বইছে নেহুশতার, জন্ম লিবিয়ার উপকূলে। অল্প বয়েসেই ইহুদি দাস-ব্যবসায়ীরা অপহরণ করে তাকে, বিক্রি করে দেয় ফিনিশিয়ান একদল বণিকের কাছে; তারা আবার দ্বিতীয় দফায় টায়ার নগরীতে এনে হাটে তোলে অল্পবয়সী মেয়েটাকে, সেখান থেকে বেনোনি কিনেছিলেন তাকে। জীবনে অনেক ঝড়-ঝাপটা সয়েছে নেহুশতা, চেহারাটা সে-কারণে ধীরে ধীরে রুক্ষ হয়ে উঠেছে। অবশ্য মুখশ্রী কঠোর হলেও মনটা তার অত্যন্ত নরম, বেনোনির স্ত্রীর মৃত্যুর পর র‍্যাশেলকে ছোটবেলা

www.BanglaBook.org

থেকে সে-ই কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। র‍্যাশেলের প্রতি টান থেকে খ্রিস্টান হয়েছিল সে-ও, তাই একই ভাগ্য বরণ করতে হচ্ছে তাকে।

বন্দিশালার মেঝেতে বসে সামনে-পিছে মৃদু দুলছে র‍্যাশেল, মাথা নিচু, দু'হাত একত্র হয়ে বুকের সামনে—নিঃশব্দে প্রার্থনা করছে। জানালা দিয়ে এক চিলতে চাঁদের আলো এসে পড়ছে ভিতরে। প্রার্থনা শেষে সেদিকে তাকিয়ে নিজের অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল র‍্যাশেল। বলল, 'এ-ই আমাদের জীবনের শেষ রাত, নোউ।' বলার ভঙ্গিতে বেদনার ছাপটা চাপা রইল না। 'আর কখনও এমন চাঁদের আলো দেখতে পাবো না—সেটা বিশ্বাসই হতে চাচ্ছে না।'

মাতৃভূমিতে নোউ নামেই পরিচিত ছিল নেহুশতা, ক্রীতদাসী হিসেবে কেনার পর নামটা বদলে দিয়েছিলেন বেনোনি—গায়ের রং তামাটে বলে নেহুশতা... মানে তামা বলে ডাকতে শুরু করেন তাকে। ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি বেনোনির স্ত্রীর, তিনি আগের নামটাই ব্যবহার করতে থাকেন, মায়ের দেখাদেখি মেয়েও একই জিনিস শিখেছে।

এখন র‍্যাশেলের কথা শুনে মৃদু হাসল নোউ ওরফে নেহুশতা। বলল, 'এত ভেঙে পড়ছেন কেন, মালকিন? মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে যা-কিছু শুনেছি আমরা, তার সিকিভাগও যদি সত্যি হয়, তা হলে তো এরচেয়ে অনেক-অনেক সুন্দর জায়গা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। চাঁদের আলোর জন্য হা-হুতাশ করছেন, অথচ স্বর্গের কথা ভাবছেন না?'

'আমরা যে স্বর্গেই যাবো, তা কে বলল তোমাকে?'

'বলতে হবে কেন, আমরা কি যাওয়ার যোগ্য নই?'

'তাও... সুন্দর পৃথিবীটা ছেড়ে যেতে কার-ই বা ইচ্ছে হয়, বলো?'

'আমার কী মনে হয়, জানেন মালকিন?' সামনের দিকে একটু

www.BanglaBook.org

ঝুঁকে বলল নেহুশতা। 'কাল আমরা মরব না।'

'মিথ্যে আশা দিয়ো না। সিংহের মুখে ফেলে দেয়া হবে আমাদেরকে, ওখান থেকে বেঁচে ফিরে আসা অসম্ভব।'

'সিংহকে আমি ভয় পাই না,' দৃঢ় গলায় বলল নেহুশতা। 'সিংহের দেশের মানুষ আমি, আমার বাবাকে লোকে *সিংহের মনিব* বলে ডাকত, তিনি যে-কোনও সিংহকে চোখের পলকে পোষ মানাতে পারতেন। সিংহের সঙ্গে খেলা করতে করতে বড় হয়েছি আমি।'

'এগুলো তোমার ওই পোষা সিংহ নয়, নোউ!'

'তাতে কী? রক্ত তো একই, তাই না? সিংহের মনিবের মেয়েকে ঠিকই চিনতে পারবে ওরা।'

'এসব শুধু মিথ্যে সান্ত্বনা,' হতাশ গলায় বলল র‍্যাশেল। 'রূঢ় বাস্তব এ-ই যে, কাল আমাদের নৃশংসভাবে খুন করে এগ্রিপা তার সিজারকে সম্মান দেখাবে।'

'মৃত্যুই যদি কপালে থাকে, তা হলে মরব,' শান্ত কণ্ঠে বলল নেহুশতা। 'কিন্তু আমাদের মরণটাকে শয়তানটার স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যবহার হতে দেব কেন? আমার খোঁপায় বিষের একটা ছোট বোতল লুকানো আছে, মালকিন। আসুন, ওটা খেয়ে এখুনি আমরা অন্যভুবনে পাড়ি জমাই।'

'তা হয় না, নোউ,' মাথা নাড়ল র‍্যাশেল, হাত বোলাল নিজের ফোলা পেটের উপরে—আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা সে। 'নিজের জীবন হলে নেয়া যেত, কিন্তু এখন তো আমার ভিতরে আরেকজন বাস করছে।'

'কাল সিংহের হাতে আপনি মারা গেলে ও-ই কি বেঁচে থাকবে?' যুক্তি দেখাল নেহুশতা। 'মৃত্যুটা এখন হলো, না আগামীকাল, তাতে কী এসে-যায়?'

'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ, নোউ। কাল কী ঘটবে, তা কেউ বলতে পারে না। অলৌকিকভাবে আমরা তো বেঁচেও যেতে

www.BanglaBook.org

পারি, শুধু শুধু এখন আত্মহত্যার মত মহাপাপ করে লাভ কী? আমাদের ভাগ্য ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই আমাদের বাঁচা-মরার সিদ্ধান্তটাও তাঁকেই নিতে দাও।'

'তাই বলে আপনাকে আমি সিংহের খাবার হতে দেব না কিছুতেই। তার আগেই আপনাকে আমি চিরমুক্তি দিয়ে নিজেও আত্মহত্যা করব, মালকিন!'

'কী বলছ এসব, নোউ! ইহকাল-পরকাল সবই তো খোয়াবে এ-কাজ করলে!'

'ইহকাল-পরকাল নিয়ে ভাবি না আমি, মালকিন। আমার সমস্ত চিন্তা আপনাকে ঘিরে। এজন্যে ওপরঅলা আমাকে যে-শাস্তিই দিন, আমি মাথা পেতে নেব।'

'জানি, আমাকে ভালবাসো বলেই এসব বলছ, কিন্তু তারপরও তোমাকে আমি নিষেধ করতে বাধ্য হচ্ছি,' র‍্যাশেল বলল। 'মরতে আমি ভয় পাই না; মরলে তো আমার প্রিয়তম স্বামীকে আবার দেখতে পাবো, তা-ই না? আমার চিন্তা হচ্ছে শুধু বাচ্চাটাকে নিয়ে, ওকে যদি কোনোভাবে বাঁচানো যেত...'

'আমার জীবন দিয়ে হলেও যদি সেটা সম্ভব হতো, তা হলে আমি অবশ্যই চেষ্টা করে দেখতাম, মালকিন।'

আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলল র‍্যাশেল। 'আমি সেটা জানি, নোউ।'

জানালার ফাঁক দিয়ে এই সময় ভেসে এল ক্রুদ্ধ গর্জনের আবছা শব্দ। র‍্যাশেল বলল, 'সিংহরা ডাকছে, নোউ, শুনতে পাচ্ছ?'

অন্ধকারে কান পেতে নেহুশতাও শুনল সেই শব্দ। অ্যাম্ফিথিয়েটারের বিশাল টাওয়ারের কাছ থেকে... যেখানে দক্ষিণ দেয়ালটা শেষ হয়েছে... ভেসে আসছে পশুরাজের হিংস্র চিৎকার। অ্যাম্ফিথিয়েটারের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে তা ছড়িয়ে পড়ছে দূর-দূরান্তে... যেন এক অশুভ সঙ্গীতে মেতে উঠেছে

www.BanglaBook.org

অন্যভুবনের কোনও দানব। বন্দিশালার মানুষগুলো কেঁপে কেঁপে উঠল এই অপার্থিব গর্জন শুনে।

দরজায় পাহারা দিতে থাকা প্রহরীর মুখে হাসি ফুটল অবস্থাটা দেখে। সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'ধৈর্য ধরো, বাছারা! আজ তোমাদের খালি পেটে রাখা হচ্ছে বটে, কিন্তু সকাল হলেই তো রাজভোজ করানো হবে!'

ভয়ার্ত গুঞ্জন শুরু হলো বন্দিদের মধ্যে। নেহুশতা অবশ্য তাতে যোগ দিল না, কী যেন একটা হিসেব করছে মনে মনে। খানিক পরে বলল, 'সব মিলিয়ে ন'টা সিংহ আছে ওখানে, মালকিন। সবক'টাই পুরুষ... মদ্দা।'

'শুধু ডাক শুনেই বুঝে ফেললে?' একটু অবাকই হলো র‍্যাশেল।

'ছোটবেলায় এসবই শেখানো হয়েছে আমাকে,' জানাল নেহুশতা। 'দূর থেকে ডাক শুনে সিংহ গুণতে হতো। আহ্, মনে হচ্ছে সেই শৈশবে ফিরে গেছি, মালকিন—মরুভূমির মাঝখানে আমার বাবার তাঁবুতে বসে আছি।'

'আমার মাথা ঘুরছে,' বলে টলে উঠল র‍্যাশেল।

তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেলল নেহুশতা, দুহাতে আলগোছে তুলে নিয়ে চলল ঘরটার মাঝামাঝি—ওখানে একটা ফোয়ারা আছে। ওটার গোড়ায় র‍্যাশেলকে নামিয়ে রাখল সে, পাথরে হেলান দিয়ে বসাল, তারপর আঁজলা ভরে পানি এনে মুখে ছিটাতে শুরু করল।

ঠিক তখুনি দরজা খোলার শব্দ হলো। চোখ তুলে সবাই দেখল, নতুন একদল নারী, পুরুষ আর শিশুকে ঢোকানো হচ্ছে বন্দিশালায়। প্রহরী ঘোষণা করার সুরে বলল, 'টায়ার থেকে নতুন মাল এসেছে!' তাদের পিছনে পাল্লাটা আবার বন্ধ করে দিল সে। 'খিদে নিয়ে ভেবো না, সকালে খাবার পাবে... জীবনের শেষ খাবার... কোনও অতৃপ্তি থাকবে না!' বিশ্রী করে হাসল লোকটা।

www.BanglaBook.org

'সিংহের পেটে যাবে তো, নিজেদের পেটটা তার আগে ভরিয়ে নিতে দেয়া হবে তোমাদের।'

বৃদ্ধা এক মহিলা রয়েছেন দলটার শেষে, ঠিকমত হাঁটতে পারছেন না। ধীরে ধীরে উল্টো ঘুরলেন তিনি, দু'চোখে আগুন জ্বলছে। 'আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করছ?' রাগী গলায় বললেন বৃদ্ধা। 'আমি কে, জানো? সন্ন্যাসিনী অ্যানা—ভবিষ্যৎ দেখতে পাই আমি।' হাতের ছড়িটা উঁচু করলেন তিনি। 'তুমি তো একটা বিশ্বাসঘাতক। এই বলে দিচ্ছি, জীবনের শেষ খাবার তুমিই খেয়ে ফেলেছ।'

প্রহরী লোকটা সিরিয়ান, নাম রুফাস, খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেও আবার সেটা বিসর্জন দিয়েছে স্বার্থসিদ্ধির আশায়। বৃদ্ধা কী করে সেটা জানলেন, বুঝতে পারল না সে। কিন্তু খেপে গেল কথাটা শুনে। 'কী বললি বুড়ি? আমি শেষ খাবার খেয়েছি?' গাল দিয়ে কোমরের খাপ থেকে ছোরা বের করল সে।

হেসে উঠলেন বৃদ্ধা। 'আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? ঠিক আছে, ওই ছুরির আঘাতেই তোমার মরণ হবে।' বলে আবার উল্টো ঘুরলেন তিনি, সঙ্গীদের অনুসরণ করলেন।

প্রহরীর মুখ দিয়ে কথা বেরুল না, কেন যেন ভয় পেয়ে গেছে সে।

ফোয়ারার সামনে গিয়ে থামলেন বৃদ্ধা, র‍্যাশেল আর নেহুশতা তাঁকে স্বাগত জানাল।

'আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।'

'যিশু তোমাদেরও মঙ্গল করুন,' স্মিত হেসে বললেন বৃদ্ধা।

'আমাকে চিনতে পারছেন না, মাদার?' জিজ্ঞেস করল র‍্যাশেল।

চোখ ছোট করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন বৃদ্ধ ধর্মযাজিকা। 'কে তুমি?'

'আমি র‍্যাশেল, মাদার অ্যানা! বেনোনির মেয়ে!'

www.BanglaBook.org

'র‍্যাশেল!' বিস্মিত হয়ে বললেন অ্যানা, চিনতে পেরেছেন এবার। 'হা ঈশ্বর! তুমি এখানে কেন?'

'খ্রিস্টান হয়েছি যখন, এখানেই তো আমার ঠাঁই হবার কথা, তাই না?' তিক্ত হাসি হাসল র‍্যাশেল। 'আপনি বসুন, মাদার। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে। নোউ, ওঁকে সাহায্য করো।'

লিবিয়ান দাসীর কাঁধে ভর দিয়ে ফোয়ারার গোড়ায় বসলেন অ্যানা, সত্যিই ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন তিনি, সারা শরীর ব্যথা করছে। টায়ার থেকে একটা গাধায় চড়িয়ে আনা হয়েছে তাঁকে, এই বয়সে গাধার পিঠের ঝাঁকুনি সহ্য না হবারই কথা। তাড়াতাড়ি বৃদ্ধাকে পানি খেতে দিল র‍্যাশেল।

তেষ্টা মিটতেই একটু সুস্থির হলেন অ্যানা। র‍্যাশেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে এখানে দেখব, সেটা কল্পনাই করিনি। গোঁড়া ইহুদি বেনোনির মেয়ে খ্রিস্টান হবে, এটাই কি ভেবেছি কখনও?'

'অনেকদিন দেখা হয়নি তো, তাই খবর জানেন না,' বলল র‍্যাশেল। 'আপনি ছিলেন কোথায়?'

'জেরুসালেমে,' জানালেন অ্যানা। 'গত দু'বছর থেকে ওখানেই ছিলাম। বন্দি হিসেবে গত রোববারে টায়ারে ফেরত আনা হয়েছে আমাকে।'

'তা হলে তো আমার বিয়ের খবরও শোনেননি।'

'না,' মাথা নাড়লেন অ্যানা। 'তা, সুপাত্রটি কে?'

'ব্যবসায়ী ডিমাস। ছ'মাস আগে বেরাইটাসের অ্যাম্ফিথিয়েটারে খুন করা হয়েছে ওকে।' বলে ফোঁপাতে শুরু করল র‍্যাশেল।

'আমি শুনেছি ঘটনাটা—গ্ল্যাডিয়েটর হিসেবে লড়াই করতে রাজি হয়নি বলে এগ্রিপা সবার সামনে ওর শিরশ্ছেদ করেছে।' থেমে র‍্যাশেলের পিঠে হাত বোলালেন অ্যানা। 'কেঁদো না, বাছা। এখন কাঁদলে চলবে না। আমাকে তোমার কাহিনি

www.BanglaBook.org

শোনাও—এতকিছু ঘটল কীভাবে?'

চোখ মুছল র‍্যাশেল। 'পরস্পরকে ভালবাসতাম আমরা, ধর্মীয়ভাবেও কোনও সমস্যা ছিল না—দুজনেই ইহুদি ছিলাম। তা ছাড়া ডিমাস ছিল ধনী, বাবার ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী। বিয়ে হলে দ্বন্দ্বটা কেটে যাবে বলে বাবাও রাজি হয়ে গিয়েছিলেন—ভেবেছিলেন, মেয়েজামাইকে নিয়ে একচেটিয়া ব্যবসা করবেন। ঘটেছিলও তা-ই। কিন্তু বিয়ের এক মাস পর বদলে গেল সবকিছু। স্বর্গীয় যিশুর সহচরেরা ধর্মপ্রচারের জন্য টায়ারে এলেন, আমি আর ডিমাস কৌতূহলী হয়ে তাঁদের ভাষণ শুনতে গেলাম। ভাষণটা শুনে দারুণভাবে প্রভাবিত হলাম আমরা, সেই রাতেই খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নিলাম।

'আমার বাবার ব্যাপারে আপনি তো জানেন, মাদার। গোঁড়া ইহুদি তিনি, খ্রিস্টানদের দুচোখে দেখতে পারেন না। আমি তাই আমাদের ধর্মান্তরিত হবার কথাটা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ডিমাস কোনোরকম লুকোচুরি করতে রাজি হয়নি। সোজা বাবার সামনে গিয়ে সব খুলে বলে ও। শুনে ভীষণ খেপে যায় বাবা, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে আমাদের গালাগাল করতে শুরু করে, শেষ পর্যন্ত রোমানদের হাতে ধরিয়ে দেয়। সিজারিয়ার এই বন্দিশালায় সেই থেকে আটক আমরা, মাঝে ডিমাসকে ওরা নিয়ে গেছে বেরাইটাসে, সেখানেই...' আবার কেঁদে ফেলল র‍্যাশেল।

'নিজেকে শান্ত করো, র‍্যাশেল। পরকালে তোমার জন্যে অনন্ত সুখ অপেক্ষা করছে। এখনকার কষ্টটা তো স্রেফ একটা পরীক্ষা, ঈশ্বরকে স্মরণ করো—এই বিপদ কেটে যাবে।'

'আমার জন্য তো কাঁদছি না, মাদার। কাঁদছি আমার বাচ্চাটার জন্য। পৃথিবীর আলো দেখার আগেই ও মারা যাবে—মা হয়ে আমি তা কী করে মেনে নিই, বলুন?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে র‍্যাশেলের দিকে তাকালেন অ্যানা। 'এ-ই ব্যাপার? তা হলে একটা ভবিষ্যদ্বাণী শোনাই তোমাকে।' গম্ভীর

www.BanglaBook.org

গলায় বললেন তিনি। 'তোমার এই বাচ্চা যে শুধু পৃথিবীর আলো দেখবে, তা-ই নয়, ও পরিপূর্ণ একটা জীবনের অধিকারী হবে। সত্য আর সুন্দরের পথে মানুষকে দিশা দেখাবে ও, লোকের মুখে মুখে ওর নাম উচ্চারিত হবে।'

'ক্... কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব?' বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইল র‍্যাশেল।

'সবই সম্ভব, কারণ আগামীকাল আমরা সিংহের হাতে মরব না, বাছা,' স্থির কণ্ঠে জানালেন অ্যানা। 'অন্যভাবে কেউ কেউ মারা যেতে পারে, তবে অন্তত সিংহের কামড় বা থাবায় নয়।'

'আমরা... আমরা বেঁচে যাব?' উত্তেজিত গলায় বলল নেহুশতা। 'বাচ্চাটাও তা হলে জন্ম নেবে?'

'অবশ্যই,' অ্যানা বললেন। 'তবে তোমার মালকিন খুব শীঘ্রি ওঁর স্বামীর কাছে চলে যাবেন বলে আশঙ্কা করছি আমি।'

'তা হলে আমার আর বেঁচে থেকে লাভ কী?' হাহাকার করে উঠল নেহুশতা।

'দুঃখিত, তুমি এত সহজে মরছ না,' অ্যানা হাসলেন। 'বাচ্চাটার দায়িত্ব নিয়ে এই মাটির পৃথিবীতেই আরও অনেক বছর কাটাতে হবে তোমাকে!'

BanglaBook.org

দুই

সাদা পেঁচা

পরদিন। র‍্যাশেল আর ওর সঙ্গীসাথীদের যখন অ্যাম্ফিথিয়েটারে

www.BanglaBook.org

নিয়ে যাওয়া হলো, তখনও ঠিকমত সূর্য ওঠেনি; কিন্তু ওখানে মানুষজনের ভিড় ঠিক ভরদুপুরের মতই। খুব ভোর থেকে শুরু হয় প্রতিদিনের অনুষ্ঠান, অ্যাম্ফিথিয়েটারে বিশ হাজার দর্শকের ধারণক্ষমতা থাকলেও তা যথেষ্ট নয়, জায়গা না পেয়ে অনেককেই ফিরে যেতে হয়, তাই আগে থেকেই সবাই চেষ্টা করে ওখানে হাজির হতে। বন্দিরা যখন পৌঁছুল, তখন গেটে ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেছে, ভর্তি হয়ে গেছে বেশিরভাগ আসন, একটা অংশ শুধু খালি রাখা হয়েছে রাজা এগ্রিপা, তাঁর সভাসদ আর অন্যান্য উচ্চবংশীয় লোকজনের জন্য।

আর্কেডের নীচে বসানো একটা বড় টেবিলে নিয়ে যাওয়া হলো সিংহের ভোজ হতে আসা খ্রিস্টানদের। ওখানে ওদের জন্য মদ আর রুটিসহ নানা রকম খাবারদাবার রাখা হয়েছে—শেষ খাবার হিসেবে! ক্ষুধার্ত বন্দিরা অবশ্য তা নিয়ে ভাবল না, বন্দিশালায় আধপেটা থাকতে থাকতে বাকি সব চিন্তা দূর হয়ে গেছে ওদের মধ্য থেকে, পেটপুজো-ই এ-মুহূর্তে ওদের একমাত্র মনোযোগের বস্তু হয়ে উঠল। সন্ন্যাসিনী অ্যানা প্রার্থনা পরিচালনা করলেন, তারপরেই সবাই হামলে পড়ল খাবারের উপরে।

টেবিল খালি হতে বেশি সময় লাগল না। এরপর শুরু হলো প্রার্থনা—সবাইকে নিয়ে ঈশ্বরের কাছে হাত তুললেন অ্যানা, জীবনের সমস্ত ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চাইলেন পরম করুণাময়ের কাছে। প্রার্থনার ফাঁকে ফাঁকে বন্দিদের মনের জোর বাড়াবার জন্য ভাষণও দিয়ে চললেন তিনি। পার্থিব এই জগতের ওপারে সত্যিকার বিশ্বাসীদের জন্য যে-অনন্ত সুখ অপেক্ষা করছে, সেটা মনে করিয়ে দিলেন। বৃদ্ধার এই প্রচেষ্টা সফল হলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্দিদের চেহারা থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব দূর হয়ে যেতে শুরু করল। আশু-মৃত্যুকে আর ওরা ভয় পাচ্ছে না।

আরও কিছুক্ষণ হয়তো চলত এই ধর্মকর্ম, কিন্তু প্রধান কারারক্ষক এসে পড়ায় বাধা পড়ল। ইতরের মত কাঠখোট্টাভাবে

www.BanglaBook.org

সবাইকে অ্যাম্ফিথিয়েটারের মাঠে যেতে আদেশ দিল সে। মাথা ঝাঁকিয়ে সবাইকে আদেশটা পালন করতে ইশারা করলেন অ্যানা, জোড়ায় জোড়ায় খ্রিস্টান বন্দিরা হাঁটিতে শুরু করল, সন্ন্যাসিনী অ্যানা রইলেন সবার সামনে।

সশস্ত্র প্রহরীদের এসকর্টে সংকীর্ণ একটা প্যাসেজ ধরে অ্যাম্ফিথিয়েটারের প্রবেশতোরণে পৌঁছুল দলটা। গেটের ভারী পাল্লাদুটো খুলতে শুরু করল দুজন দ্বাররক্ষী, ওপাশ থেকে ভেসে এল উন্মত্ত জনতার হর্ষধ্বনি—খেলা শুরু হতে যাচ্ছে দেখে তাদের উল্লাস আর বাধ মানছে না। ইশারায় সঙ্গীসাথীদের শান্ত থাকতে বললেন অ্যানা, তারপর গুনগুন করে একটা ধর্মসঙ্গীত গাইতে শুরু করলেন... কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বাকিরাও তাল মেলাল তাতে।

গেট খুলে গেছে, ধাক্কা দিয়ে খ্রিস্টানদের মাঠে ঢোকানো হলো। ইতোমধ্যে মার্চপাস্ট করে গ্ল্যাডিয়েটর, অশ্বারোহী আর মল্লযোদ্ধাদের কয়েকটা দল ঢুকেছে ওখানে, সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে... কিন্তু তাদের নিয়ে তেমন উচ্ছ্বাস নেই গ্যালারির ইহুদি দর্শকদের মধ্যে। তবে খ্রিস্টানরা ঢুকতেই হৈ-হৈ করে উঠল তারা—মুখ দিয়ে গালাগালের তুবড়ি ছোটাচ্ছে অবিশ্বাসীদের উদ্দেশে। কেউ কেউ তো কয়েক কাঠি বাড়া—সামনে এসে থুতু-ও ছিটাল। দর্শকদের সঙ্গে তাল মিলিয়েই যেন হুঙ্কার করে উঠল কয়েকটা সিংহ—গ্যালারির নীচে একপাশে একটা খাঁচার মধ্যে রাখা হয়েছে ক্ষুধার্ত পশুগুলোকে।

অবিচল রইল খ্রিস্টানেরা, গলা আরও চড়িয়ে গাইতে থাকল ধর্মসঙ্গীত। দর্শকরা যেন খেপে গেল এতে—হাতের কাছে যে-যা পেল, ছুঁড়তে শুরু করল মাঠের দিকে। পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত প্রহরীরা এগিয়ে এল ব্যাপারটা সামাল দিতে, কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন রাজা, তাঁর সামনে এই বিশৃঙ্খলা চললে কারও ঘাড়ে আর মাথা থাকবে

www.BanglaBook.org

না। চাবুক মেরে খ্রিস্টানদের গান থামাতে বাধ্য করা হলো।

খানিক পরেই আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বেজে উঠল ট্রাম্পেট—রাজা এসে পড়েছেন, এটা তারই সঙ্কেত। প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে এক ঘোষক তাঁর আগমনবার্তা ঘোষণা করল। কয়েক মিনিট পরই দেখা গেল এগ্রিপাকে, সঙ্গীসাথীর বহর নিয়ে অ্যাম্ফিথিয়েটারের গ্যালারিতে উদয় হলেন তিনি, হাঁটতে হাঁটতে হাত নেড়ে সবাইকে অভিবাদন জানাচ্ছেন। দর্শকেরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে, তুমুল হর্ষধ্বনির মাধ্যমে রাজাকে স্বাগত জানাল তারা।

গ্যালারিতে স্থাপন করা একটা সিংহাসনে বসলেন এগ্রিপা, সঙ্গীসাথীরা যার যার পদমর্যাদা অনুসারে তাঁকে ঘিরে অন্যান্য আসনে বসল। আরেকবার ট্রাম্পেট বাজল, এবার রাজাকে সম্মান দেখানোর আনুষ্ঠানিকতা। একপাশ থেকে মাঠে দাঁড়ানো গ্ল্যাডিয়েটর, অশ্বারোহী আর মল্লযোদ্ধারা মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করতে শুরু করল। মুখে চেঁচিয়ে বলছে, 'রাজা দীর্ঘজীবী হোন!' স্মিত হেসে তাদের অভিবাদন নিলেন এগ্রিপা, হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন।

সবশেষে এল খ্রিস্টান বন্দিদের পালা—কুর্নিশ না করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ওরা। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করলেন এগ্রিপা, কিন্তু ওদের হাবভাবে কোনও কোনও পরিবর্তন না আসায় তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল।

'কুর্নিশ করো!' চেঁচিয়ে উঠল প্রধান কারারক্ষক।

জবাব না দিয়ে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন অ্যানা, তাঁর দেখাদেখি বাকিরাও। গ্যালারিতে ক্রুদ্ধ হুঙ্কার দিয়ে উঠল দর্শকেরা, প্রিয় রাজাকে অবিশ্বাসীরা অপমান করছে... এ কীভাবে সহ্য করা যায়?

হাত নেড়ে সবাইকে চুপ করতে নির্দেশ দিলেন এগ্রিপা। পুরো অ্যাম্ফিথিয়েটার জুড়ে পিনপতন নীরবতা নেমে এল কয়েক

www.BanglaBook.org

মুহূর্তের মধ্যে। এবার তিনি তাকালেন অবাধ্য খ্রিস্টানদের নেত্রীর দিকে। কড়া গলায় জানতে চাইলেন, 'এসবের মানে কী? আমাকে অবমাননা করছ কেন তোমরা? এর ফলাফল যে কত ভয়াবহ হতে পারে, তা জানো? এক্ষুণি তোমাদের সবার শিরশ্ছেদ করতে পারি আমি...'

'মাফ করবেন, মহানুভব,' শান্ত স্বরে বললেন অ্যানা, গলা গমগম করছে তাঁর। 'নিরীহ আর অসহায় খ্রিস্টানদের উপর আপনি যে-অত্যাচার চালিয়েছেন, তারপরে আপনাকে আর আমরা নিজেদের রাজা হিসেবে মানতে রাজি নই। কুর্নিশ করার তো প্রশ্নই ওঠে না। মরার ভয় দেখাবেন না, আমরা তো এখানে মরতেই এসেছি... তাই না?'

দপ্ করে চোখদুটো রাগে জ্বলে উঠল এগ্রিপার। 'কী বললে! তোমরা আমাকে রাজা মানো না?'

'না!' দৃঢ় গলায় বললেন অ্যানা। 'তবে হ্যাঁ, আর একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করতে অসুবিধে নেই আমাদের। কিন্তু সমস্যা হলো, আপনার জীবনটা দীর্ঘ হতে যাচ্ছে না। সত্যি বলতে কী... ওটা একটু পরেই ফুরিয়ে যাবে।'

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন এগ্রিপা। চেঁচিয়ে বললেন, 'অনুষ্ঠান শুরু করো এক্ষুণি! আর আমি চাই, সবার আগে এই খ্রিস্টান বেয়াদবগুলোকে সিংহ দিয়ে খাওয়ানো হোক।'

হুল্লোড় করে উঠল দর্শকেরা। দ্রিম দ্রিম করে ঢাক বেজে উঠল, ট্রাম্পেটে বেজে উঠল আজকের অনুষ্ঠান শুরু হবার সঙ্কেত। তবে হৈ-হট্টগোলে মোটেই উত্তেজিত হলেন না অ্যানা, মুচকি হেসে হাতের ছড়িটা উঁচু করলেন তিনি—ইশারায় রাজার মাথার উপরের শামিয়ানাটা দেখিয়ে দিচ্ছেন। সেদিকে তাকিয়ে এগ্রিপার চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেল।

মস্ত এক সাদা পেঁচা এসে বসেছে শামিয়ানার

www.BanglaBook.org

কিনারায়—দিনের বেলায় পেঁচার মত নিশাচরের এই উপস্থিতি অস্বাভাবিক বৈকি! তবে এগ্রিপার চেহারার আতঙ্কটা সে-কারণে নয়, আসল কারণ ভিন্ন। এই পেঁচা একটা সঙ্কেত... ভয়ঙ্কর একটা সঙ্কেত। বহুদিন আগে এক জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়েছিলেন, এগ্রিপার জীবনের দুটো বিশেষ মুহূর্তে উদয় হবে এই সাদা পেঁচা—তাঁর মহাবিজয়ের দিনে... আর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে। কথাটা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে একবার—যেদিন প্যালেস্টাইনের সিংহাসনে বসলেন এগ্রিপা, সেদিন সকালে সত্যিই দেখা দিয়েছিল পাখিটা। দ্বিতীয়বার উদয় হয়েছে আজ... এখন! আর তার মানে হচ্ছে...

তীব্র আতঙ্কে পেঁচাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন এগ্রিপা, ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই যেন ওটাও মাথা ঘুরিয়ে রেখেছে। কয়েক মুহূর্ত রাজার চোখে চোখ রেখে স্থির থাকল পাখিটা, তারপর ডানা ঝাপটে উড়ে চলে গেল। পরমুহূর্তে কী যেন হলো, বুক খামচে টলে উঠলেন এগ্রিপা, ধপ করে বসে পড়লেন সিংহাসনে। ব্যাপারটা লক্ষ করে হায় হায় রব উঠল তাঁর সঙ্গীসাথীদের মধ্যে, রাজার কাছে ছুটে এল তারা।

'আ...আমাকে প্রাসাদে নিয়ে চলো,' দুর্বল কণ্ঠে বললেন এগ্রিপা। 'আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে...'

ধরাধরি করে রাজাকে তুলে ফেলল কয়েকজন ভৃত্য, গ্যালারি থেকে বের করে নিয়ে যেতে শুরু করল। রেলিঙের কাছে এসে একজন মন্ত্রী ঘোষণা করল, 'রাজা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আজকের অনুষ্ঠান তাই স্থগিত করা হলো। সবাই ঘরে ফিরে যান।'

তীব্র গুঞ্জনে ভরে গেল পুরো অ্যাম্ফিথিয়েটার, হতাশা-বিস্ময়... সব মিশে আছে দর্শকদের কণ্ঠে। হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'বেজন্মা খ্রিস্টানগুলো নিশ্চয়ই রাজাকে জাদু করেছে! ধর্ ওদের! মার!'

www.BanglaBook.org

চোখের পলকে শত শত ইহুদি একাট্টা হয়ে গেল, লাফিয়ে লাফিয়ে তারা নামতে শুরু করল অ্যাম্ফিথিয়েটারের মাঠে—খ্রিস্টানদের খুন করবার জন্য। প্রহরীরা বাধা দিতে চাইল, কিন্তু উন্মত্ত জনতার সামনে খড়কুটোর মত উড়ে গেল তাদের ঠুনকো প্রতিরোধ। আতঙ্কের একটা ঢেউ বয়ে গেল মাঠের বন্দিদের মধ্যে, খ্রিস্টানরা তো বটেই... গ্ল্যাডিয়েটর আর অন্যান্য যোদ্ধারাও সাহস হারিয়ে ফেলল হিংস্র ইহুদিদের দেখে। জীবন বাঁচাতে পাগলের মত ছোটাছুটি শুরু করল তারা।

মহা-হট্টগোলের মধ্যে র‍্যাশেলের হাত ধরে টান দিল নেহুশতা। 'এদিকে আসুন, মালকিন। আমরা বেরিয়ে যাব।'

'ক্...কীভাবে?'

'আসুন, দেখতেই পাবেন।'

দৌড়াতে শুরু করল ওরা। ছুটন্ত বন্দি, যোদ্ধা আর হামলাকারী ইহুদিদের এঁকেবেঁকে ফাঁকি দিল পোড়-খাওয়া লিবিয়ান দাসী, শরীরে একটা আঘাতও না নিয়ে র‍্যাশেলসহ পৌঁছে গেল অ্যাম্ফিথিয়েটারের একটা প্রান্তে। ওখানে একটা ছোট্ট দরজা রয়েছে... প্রহরীদের আসা-যাওয়ার জন্য। দরজার সামনে একজন মাত্র পাহারাদার—রুফাস, কাল রাতের বন্দিশালার সেই প্রহরী।

দুই বন্দিকে দরজার দিকে এগোতে দেখেই ঝট করে হাতে বর্শা তুলল রুফাস। কড়া গলায় বলল, 'খবরদার! কাছে আসার চেষ্টা কোরো না! মরবে তা হলে!'

'নিরীহ দুজন মেয়েকে খুন করবে তুমি?' রাগী গলায় বলল নেহুশতা।

'এখান দিয়ে বেরুনোর চেষ্টা করেই দেখো!'

আরও দশ-পনেরোজন বন্দি দরজার কাছে এসে পড়েছে র‍্যাশেল আর নেহুশতার পিছু পিছু, তাদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল লিবিয়ান দাসী, সঙ্গে সঙ্গে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল নিঃসঙ্গ

www.BanglaBook.org

প্রহরীর উপর। বাধা দিতে পারল না রুফাস, ধাক্কা খেয়ে চিত হয়ে পড়ে গেল সে, হাত থেকে ছুটে পড়ে গেল বর্শাটা। লাফ দিয়ে ভূপাতিত প্রহরীর বুকে উঠে বসল নেহুশতা, কোমরের খাপ থেকে কেড়ে নিল রুফাসের ছুরিটা। ঝটকা দিয়ে ওকে ফেলে দিতে চাইল প্রহরী, তবে সুযোগ পেল না, তার আগেই শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে রুফাসের বুকে ছুরিটা গেঁথে দিল নেহুশতা।

ব্যথায় চিৎকার করে উঠল ইহুদি প্রহরী, বারকয়েক ঝাঁকি খেয়ে নিস্তেজ হয়ে গেল। অ্যানার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়েছে—নিজের ছুরিতেই মরেছে রুফাস।

উঠে দাঁড়াল নেহুশতা। র‍্যাশেল কাঁপছে এই খুনের দৃশ্য দেখে, কিন্তু ও অবিচল রয়েছে। কাপড়ে রক্তমাখা হাত আর ছুরি মুছে বলল, 'আসুন মালকিন, দাঁড়িয়ে থাকবেন না।'

কোনোমতে মাথা ঝাঁকাল র‍্যাশেল। নেহুশতা দরজাটা খুলে ধরেছে, ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে ঢুকে পড়ল ও, সঙ্গে অন্যান্য বন্দিরা। ওপাশটায় আধো-অন্ধকার একটা প্যাসেজ, সেটা ধরে ছুটতে শুরু করল সবাই।

BanglaBook.org

তিন

শস্য-গুদাম

প্যাসেজের অন্যপ্রান্তের একটা দরজা দিয়ে অ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে বেরিয়ে এল দলটা, মুক্তি পেয়েই সবাই এদিক-সেদিক ছুটে পালিয়ে গেল। পিছনে পড়ে রইল শুধু র‍্যাশেল আর নেহুশতা।

www.BanglaBook.org

ভারী পেট নিয়ে র‍্যাশেল দ্রুত ছুটতে পারছে না। ওকে নিয়ে পাশের একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়ল লিবিয়ান দাসী, উঁচু একটা দেয়ালের ছায়ায় এসে থামল।

পরবর্তী করণীয় নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল নেহুশতা—অসুস্থ মালকিনকে নিয়ে বেশিদূর যেতে পারবে না, শহর ছাড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, তার আগেই ধরা পড়ে যাবে। কী করা যায়? দুশ্চিন্তা নিয়ে আশপাশটা দেখল ও। কপাল ভাল বলতে হবে, এদিকটা অ্যাম্ফিথিয়েটারের পিছনের অংশ... শহরের প্রাচীন একটা এলাকা, মানুষজন খুব একটা বাস করে না এখানে, রাস্তায় লোক-সমাগমও নেই বললে চলে। কায়দামত একটা জায়গা বের করতে পারলে অনেকক্ষণ লুকিয়ে থাকা যাবে, ওদের খোঁজে আসা প্রহরীদের ফাঁকি দেয়াও কঠিন হবে না। কিন্তু তেমন জায়গা কোথায় পাওয়া যায়?

একশো গজ দূরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা পুরনো ভবনের পিছনদিকটা নজর কাড়ল নেহুশতার, বিরাট একটা দরজা আছে ঢোকার জন্যে। কীসের ভবন ওটা, কে জানে। তবে ওটায় লুকানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। নিজের শরীরে র‍্যাশেলকে ভর দেয়ালো ও, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ভবনটার দিকে। দরজার গোড়ায় পৌঁছে মালকিনকে মাটিতে বসাল, তারপর ঠেলা দিল পাল্লায়। প্রথমে অনড় রইল ভারি কবাট, তবে হাল ছাড়ল না নেহুশতা, ঠেলেই চলল... দরজাটা তালা দেয়া বলে মনে হচ্ছে না ওর কাছে। শেষ পর্যন্ত হার মানল দরজাটা, ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে খুলে গেল। মানুষ ঢোকার মত ফাঁকা হতেই র‍্যাশেলকে আবার দাঁড় করাল ও, নিয়ে চলল ভিতরে। ভবনে ঢুকে দরজাটা ঝটপট বন্ধ করে দিল লিবিয়ান দাসী, হুড়কো তুলে দিল।

ঘরটার উপর এবার নজর দিল নেহুশতা, আসলে ওটা একটা গুদাম। এখানে-ওখানে স্তূপ করে রাখা বিভিন্ন আকারের অসংখ্য বস্তা, মেঝেতে পড়ে থাকা উদ্বৃত্ত দেখে বোঝা গেল—সব

www.BanglaBook.org

শস্যদানায় ভর্তি। তেমন দামী কিছু নয়, তাই হয়তো মালিক লোকটা দরজায় তালা দেয়নি। আপাতত গা-ঢাকা দেয়ার জন্যে মন্দ নয় গুদামটা, তবে জায়গাটার মালিক ফিরে এলে কী হবে, বলা মুশকিল।

চিন্তাটা মন থেকে দূর করে দিল নেহুশতা, যখনকারটা তখন দেখা যাবে। কয়েকটা বস্তা সাজিয়ে র‍্যাশেলকে বসার ব্যবস্থা করে দিল ও। গুদামের এক কোনায় চৌবাচ্চা আছে, ভাঙা একটা পাত্র কুড়িয়ে সেখান থেকে পানি নিয়ে এল, খেতে দিল মালকিনকে।

পানিতে চুমুক দিয়ে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল র‍্যাশেল। বলল, 'আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, আমরা মুক্তি পেয়েছি। অ্যানার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়েছে!'

'মুক্তি এখনও পাইনি, মালকিন,' বলল নেহুশতা। 'শুধু সিংহের মুখ থেকে পালিয়ে এসেছি। এটাকে মুক্তি বলে না।'

'ভয় দেখাচ্ছ নাকি?'

'না, শুধু বাস্তবতা জানাচ্ছি আপনাকে। এখনও খুশি হবার মত কিছু ঘটেনি। মুক্তি পেতে হলে আরও অনেক দূর যেতে হবে আমাদের। বিশ্রাম নিন, শক্তি সঞ্চয় করুন। সামনে আরও বিপদ মোকাবেলা করতে হবে আমাদেরকে।'

'এই শরীর নিয়ে আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়, নোউ।'

'যেতে হবে, মালকিন। অন্তত আপনার অনাগত সন্তানের কথা ভেবে হলেও আপনাকে চেষ্টা করতে হবে।'

'কী জানি...'

হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল নেহুশতা, ঠোঁটের উপর আঙুল তুলে র‍্যাশেলকে চুপ করতে বলল। বাইরে পায়ের শব্দ... সেইসঙ্গে উঁচু গলায় কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। দুজন প্রহরী এসেছে ওদের খোঁজে।

'অ্যাই, কোথায় যাচ্ছ?' শোনা গেল একটা কণ্ঠ। 'এদিকে তো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেউ নেই।'

'বুড়ো লোকটা তো কসম খেয়ে বলল, নিগ্রো চাকরাণী আর পোয়াতি মেয়েটা এই রাস্তায় এসেছে। নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে পড়েছে,' দ্বিতীয়জন বলল।

'লুকাবে কীভাবে? তেমন কোনও জায়গা তো দেখছি না। বুড়ো নিশ্চয়ই ভুল দেখেছে, চোখের যা অবস্থা দেখলাম...'

'তাও খুঁজে দেখি। চাকরাণীটা রুফাসকে ছুরি মেরেছে, ওকে এত সহজে পার পেতে দেয়া যায় না।'

'ঠিক আছে, যা তোমার মর্জি। তবে পণ্ডশ্রম করতে যাচ্ছ... এটা আগেই বলে দিচ্ছি।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতায় কাটল। তারপরই হঠাৎ উত্তেজিত গলায় দ্বিতীয় প্রহরী বলল, 'ওই দেখো, একটা দরজা! ওখান দিয়েই নিশ্চয়ই...'

'হাহ্, কথা আর পেলে না!' অবজ্ঞার সুরে বলল প্রথম প্রহরী। 'ওটা আমরাম সওদাগরের গুদাম, আমি চিনি। ব্যাটা একটা কিপটের হাড্ডি... ওর মত লোক কখনও গুদামের দরজা খোলা রাখবে না। আর দরজা খোলা না থাকলে মেয়েদুটো ভিতরে ঢুকবে কীভাবে?'

'এসোই না দেখি,' বিরক্ত গলায় বলল দ্বিতীয় প্রহরী। 'দেখা ছাড়া কথা বলো কেন?'

দম আটকে এল র‍্যাশেলের, এক্ষুণি লোকদুটো ওদের আবিষ্কার করে ফেলবে। নেহুশতার চেহারাও কঠিন হয়ে উঠেছে, রুফাসের ছুরিটা হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছে ও। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দরজার বাইরে পৌঁছে গেল প্রহরীরা, পাল্লা ঠেলতে শুরু করল। হুড়কো লাগাতে ভোলেনি বলে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল নেহুশতা, নইলে ব্যাটারা ঢুকে যেত ভিতরে।

'নাহ্, বন্ধ দেখছি,' কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলি করে হতাশ গলায়

www.BanglaBook.org

বলল দ্বিতীয় প্রহরী।

'আগেই তো বলেছিলাম!' মনে করিয়ে দিল প্রথমজন।

'এত সহজে হাল ছাড়ছি না,' গোঁয়ারের মত বলল দ্বিতীয় প্রহরী। 'দেয়ালে অনেক ফুটো আছে, উঁকি দিয়ে দেখছি ভিতরে আসলে কেউ আছে কি না।'

টান দিয়ে র‍্যাশেলকে মাটিতে নামাল নেহুশতা, দুজনে হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল একসারি বস্তার আড়ালে। দীর্ঘ কয়েকটা মিনিট নীরবে কেটে গেল, সময় যেন কাটছেই না। শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে যতভাবে পারে, দেয়ালের ফুটো দিয়ে ভিতরটা পর্যবেক্ষণ করে চলেছে প্রহরী। অবশ্য একটা সময়ে এসে ধৈর্য হারাল সে, বিরক্ত হয়ে সরে গেল।

'খামোকা সময় নষ্ট, ভিতরে কেউ নেই। চলো অন্য কোথাও দেখি।'

সশব্দে হেসে উঠল তার সঙ্গী, বিদ্রূপ করে কী যেন বলল, তাতে খেপে উঠল লোকটা। কথা বলতে বলতে চলে গেল ওরা গুদামের পিছন থেকে। এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল দুই পলাতকা, উঠে বসল। ঢোঁক গিলে র‍্যাশেল বলল, 'বড্ড বাঁচা বেঁচেছি।'

'হ্যাঁ,' নেহুশতা মাথা ঝাঁকাল। 'ঈশ্বর নিজ হাতে রক্ষা করেছেন আমাদের। তবে বিপদ পুরোপুরি কাটেনি, ওই আমরাম সওদাগর নিজেই চলে আসতে পারে এখানে...'

কথা শেষ হলো না, তার আগেই গুদামের সামনের দরজায় তালা খোলার শব্দ হলো। ঝলমলে পোশাক পরা এক মাঝবয়েসী লোক ঢুকল গুদামে—আমরাম সওদাগর, হাসিখুশি চেহারার এক ফিনিশিয়ান বণিক সে। খাদ্যশস্য কেনাবেচা তার অসংখ্য ব্যবসার একটা। গুদামে অযাচিত অতিথির উপস্থিতি সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই তার, দরজা ভেজিয়ে একপাশের একটা টেবিলে চলে গেল—ওখানে রাখা চামড়ার খাতায় হিসেবপত্র

www.BanglaBook.org

লিখতে শুরু করল।

সতর্কভাবে লোকটাকে এড়িয়ে দরজার কাছে চলে গেল নেহুশতা, ছিটকিনি আটকে দিল। শব্দটা কান এড়াল না আমরামের, ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল সে। লিবিয়ান দাসীকে দেখে বিস্ময় ফুটল তার চোখে, র‍্যাশেল জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে একদিকে বসে... ওকেও দেখতে পেল মাথা ঘুরিয়ে।

'একী!' অবাক কণ্ঠে বলল সওদাগর। 'তোমরা কারা?'

'চেঁচাবেন না,' শীতল কণ্ঠে বলল নেহুশতা। 'আমি সামান্য এক দাসী, আর ইনি আমার মালকিন। নেহাত ঠেকায় পড়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছি, আপনাকে বিপদে ফেলতে নয়।'

'অ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে কারা যেন পালিয়েছে শুনলাম,' আমরাম বলল। 'তোমরাই নাকি?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল নেহুশতা।

'তা হলে তো বিপদে ফেলেই দিয়েছ আমাকে,' বিরক্ত গলায় বলল আমরাম। 'রাজার প্রহরীরা যদি জানতে পারে... যাক গে, ভিতরে ঢুকেছ কীভাবে?'

'পিছনের দরজাটা খোলা ছিল।'

'নিশ্চয়ই বজ্জাত কুলিগুলোর কাজ!' রাগী গলায় বলল সওদাগর। 'এক্ষুণি গিয়ে হারামজাদাদের পিঠের চামড়া তুলে ফেলব আমি...'

'দুঃখিত, আপনি কোথাও যাচ্ছেন না,' কঠিন গলায় বলল নেহুশতা।

'মানে! তুমি আমাকে বাধা দেবে নাকি?'

'অবশ্যই! প্রহরীদের ডেকে আনার কোনও সুযোগ দেব না আপনাকে।' হাতের ছুরিটা দেখাল নেহুশতা। 'আমি নিরস্ত্র নই, ছুরি চালাতেও দ্বিধা করব না। একটু আগেই অ্যাম্ফিথিয়েটারে একজনকে খুন করে এসেছি, আপনাকেও দরকার হলে করব।'

মুচকি হাসল আমরাম। 'ছুরি তো একটা আমার কাছেও

www.BanglaBook.org

থাকতে পারে!'

'বের করুন তা হলে,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল নেহুশতা। 'দেখা যাক, কার জয় হয়। তবে আগেই বলে দিচ্ছি, আমি মরুভূমির বেদুঈনের মেয়ে। ছুরি চালাতে চালাতে বড় হয়েছি। এরপরও যদি মরতে চান...'

'থাক, থাক, আর বলতে হবে না,' হাত নেড়ে বলল আমরাম। 'তোমরা বেদুঈনেরা যে কেমন ভয়ঙ্কর, তা আমি খুব ভাল করে জানি। তা ছাড়া আমি ধাপ্পা দিচ্ছিলাম, আমার কাছে আসলে ছুরি-কাঁচি কিচ্ছু নেই। খামোকা জান খোয়ানোর কোনও মানে হয় না। তারচেয়ে বলো, তোমরা কী চাও? এখানে তো আর অনন্তকাল বসে থাকতে পারবে না, আমাকেও আটকে রাখতে পারবে না।'

'চাই তো সিজারিয়া থেকে পালাতে, আপনি সেটার ব্যবস্থা করতে পারবেন?'

'হয়তো পারব,' বলল আমরাম। 'কিন্তু তাতে আমার কী লাভ?'

র‍্যাশেলকে দেখাল নেহুশতা। 'আমার মালকিন টায়ারের এক বিখ্যাত ব্যবসায়ীর একমাত্র সন্তান। ওঁকে ওখানে পৌঁছে দিলে আপনি অঢেল পুরস্কার পাবেন।'

'কে এই ব্যবসায়ী?'

'বেনোনি, নাম শুনেছেন?'

'শুনব না কেন? হোমরা-চোমরা মানুষ, তাঁর সঙ্গে তিনবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে আমার... একবারও জিততে পারিনি। ভদ্রলোকের অনেক টাকা!'

'তা হলে তো বুঝতেই পারছেন, আপনার দু'হাত ভরিয়ে দেয়া হবে।'

'রাখো, রাখো,' বাধা দিয়ে বলল আমরাম। 'বেনোনির ব্যাপারে সবই জানা আছে আমার। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করায় মেয়েকে

www.BanglaBook.org

সে-ই তো ধরিয়ে দিয়েছিল। এখন আবার ফেরত পেয়ে টাকা দেবে কেন? গোঁড়া ইহুদি একটা... তোমাদের সাহায্য করলে আমাকেই যদি উল্টো ধরিয়ে দেয়? ইহুদিদের কোনও বিশ্বাস নেই।'

'মালিকের সম্পর্কে ভিতরের খবর কিছুই জানেন না বলে এসব বলছেন,' নেহুশতা বলল। 'বাইরে থেকে যেমনই দেখাক, আসলে তিনি অতটা কঠিন নন। মেয়েকেও খুবই ভালবাসেন। সমাজের চোখে নিজেকে আপোসহীন প্রমাণ করার জন্য আমার মালকিনকে রাজার সৈন্যদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার পর থেকে মরমে মরমে মরে যাচ্ছেন তিনি। সিজারিয়ায় আমাদের নিয়ে আসবার আগে শেষবার দেখা করতে এসেছিলেন মালিক, তখন তাঁর চোখ দেখেই সব বুঝতে পেরেছি আমি। অতএব বুঝতেই পারছেন, একমাত্র সন্তানকে ফিরে পেলে তিনি কতটা খুশি হয়ে উঠবেন...'

'তারপরও ঝুঁকি তো একটু থেকেই যায়...'

'তা হলে এখানেই বসে থাকুন... মরুন আমাদের সঙ্গে!' রাগী কণ্ঠে বলল নেহুশতা। 'কারণ প্রাণ থাকতে আপনাকে আমি কোথাও যেতে দেব না।'

'তুমি দেখছি ভারি নাছোড়বান্দা! নাম কী তোমার?'

'নেহুশতা। বলুন, কী ঠিক করলেন?'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল আমরাম। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, করব তোমাদের সাহায্য। লাভের আশায় নয়, তোমরা অসহায়... দুর্বল বলে। আজ রাতে আমার একটা জাহাজ টায়ারে যাচ্ছে, ওটায় তুলে দেব তোমাদের। তবে সেটার আয়োজন করতে হলে আমাকে যেতে দিতে হবে তোমাদের।'

'অসম্ভব!' মাথা নাড়ল নেহুশতা। 'ফিনিশিয়ানদের আমি বিশ্বাস করি না। ওরাই আমাকে ক্রীতদাস বানিয়েছিল।'

'দাস-ব্যবসা শুধু ফিনিশিয়ানরা নয়, আরও অনেকে করে।

www.BanglaBook.org

শুধু শুধু আমাদের দোষারোপ করছ কেন? দুনিয়ায় কোনও জাত-ই সাধু নয়। আমরা অন্তত টায়ারের লোকজনের মত নিজের মেয়েকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে তুলে দিই না।'

থমকে গেল নেহুশতা, কথাটা দাগ কেটেছে ওর মনে। নিচু স্বরে বলল, 'কিন্তু... আপনি যে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না, সেটার নিশ্চয়তা কী?'

'পৃথিবীতে কোনও কিছুরই নিশ্চয়তা দেয়া যায় না,' আমরাম দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল। 'স্রেফ ভাগ্য আর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতে হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। আমি শুধু কথা দিতে পারি, আর কিছু নয়। বিশ্বাস-অবিশ্বাস তোমাদের ব্যাপার। শুধু এটুকু জেনে রেখো, আমাকে আটকে রেখে তোমরা অনন্তকাল বাঁচতে পারবে না। বরং যেতে দিলে একটা গতি হতে পারে।'

'আপনি বিশ্বাসঘাতকতা না করুন, আপনার জাহাজের লোকজন তো করতে পারে।'

'হুম, এটা অবশ্য ঠিক বলেছ।' মাথা নিচু করে ভাবল আমরাম। 'আচ্ছা, আমি যদি সঙ্গে যাই? তা হলে চলবে?'

'যাবেন আপনি?' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল র‍্যাশেল, এতক্ষণে মুখ খুলেছে ও।

'নিশ্চয়ই, বাছা,' মৃদু হেসে বলল আমরাম। 'তোমাদের সাহায্য করতে পারলে খুশিই হব আমি।'

'কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব...'

'থাক, ওসব বলতে হবে না। আগে তোমাদের নিরাপদে টায়ারে তো নিয়ে যাই!'

সন্দেহ মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে নেহুশতার চোখ থেকে। বুঝতে পারছে, লোকটা আসলেই আন্তরিক; ভণিতা করছে না। সত্যিকার একজন ভালমানুষ এই আমরাম; ফিনিশিয়ান একজন বণিক এই চরিত্রের হতে পারে, তা ভাবতেই পারেনি ও। তাড়াতাড়ি দরজাটা ছেড়ে সরে দাঁড়াল তাই। 'যান আপনি, ঈশ্বর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনার সহায় হোন।'

'তোমরাও এসো,' দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল আমরাম। 'বাইরে একটা সিঁড়ি আছে, ওটা ধরে ছাদে চলে যাও। নইলে কুলিরা মাল নিতে এলে ধরা পড়ে যাবে। আমি সন্ধ্যা নামলে ফিরে আসব, ততক্ষণ ওখানেই অপেক্ষা করো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে র‍্যাশেলকে সাহায্য করল নেহুশতা, সওদাগরের পিছু পিছু দুজনে বেরিয়ে গেল গুদাম থেকে।

চার

মিরিয়ামের জন্ম

সূর্যাস্তের একঘণ্টা পর ছাদ থেকে দুজন মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখল নেহুশতা। প্রথমজন আমরাম, অন্যজন অপরিচিত—মাথায় একটা বস্তা বয়ে নিয়ে আসছে। একটু পরেই নীচ থেকে ডাক শোনা গেল, মালকিনকে নিয়ে নেমে এল ও। ঢুকল গিয়ে গুদামের ভিতরে।

বস্তার মুখ খুলছে আমরাম, দ্বিতীয় লোকটা চলে গেছে। ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল নেহুশতা, তারপর এগোল সওদাগরের দিকে। 'কে ছিল সঙ্গে?' জানতে চাইল ও।

'আমার এক চাকর,' জানাল আমরাম। 'ওকে নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাদের। কাউকে কিচ্ছু বলবে না ও।' বস্তার ভিতর থেকে রুটি, ফল আর পানীয়ের বোতল বের করছে সে। 'এসো, খেয়ে নাও। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকাল র‍্যাশেল আর নেহুশতা, আসলেই ক্ষুধার্ত ওরা, খাবার পেয়ে আর দেরি করল না, বসে পড়ল খেতে। আমরামকেও সাধল, তবে সওদাগর জানাল—খেয়ে এসেছে সে।

বস্তাটা এখনও ফোলা। ভিতরে আর কী আছে, জানতে চাইল র‍্যাশেল।

'জামা-কাপড় নিয়ে এসেছি,' বস্তা থেকে নতুন পোশাক বের করতে করতে বলল আমরাম। 'রাস্তা দিয়ে যাবার সময় তোমাদের যাতে চিনতে না পারে কেউ।'

'আপনাকে বিশ্বাস করে ভুল করিনি দেখছি!' বলল র‍্যাশেল।

'জাহাজের কেউ কিছু সন্দেহ করেনি তো?' জিজ্ঞেস করল নেহুশতা। 'আপনি হঠাৎ করে টায়ার যাবেন শুনে ওরা কারণ জানতে চায়নি?'

'মালিকের মর্জি নিয়ে ওদের কোনও ধরনের প্রশ্ন তোলার সুযোগ দিই না আমি,' বলল আমরাম। 'শুধু বলেছি, হঠাৎ একটা কাজ পড়ে গেছে টায়ারে।'

'আমাদের কথা বলেছেন কিছু?'

'এটুকুই যে, দুজন আত্মীয়া যাবেন আমার সঙ্গে। আর কিছু নয়। তোমরা তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া শেষ করো। তারপর কাপড় পাল্টে নাও। হাতে বেশি সময় নেই। জাহাজের ওরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

খেতে খেতে আমরামের কাছ থেকে শহরের খবর শুনল র‍্যাশেল আর নেহুশতা। রাজা এগ্রিপা মারা গেছেন, অ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে প্রাসাদে নেবার আধঘণ্টা পরই হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় তাঁর। পুরো সিজারিয়ায় এখন শোকের মাতম চলছে, সেইসঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে অনিশ্চয়তা। এগ্রিপার একমাত্র সন্তান স্রেফ একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু, তাই সিংহাসনে কে বসবে—সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারছে না রাজসভা। মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত রোমানদের কোনও প্রতিনিধি সিজারিয়ার

www.BanglaBook.org

শাসনভার গ্রহণ করবে—সেটা সুখবর নয়। বিবেকহীন, নির্দয় রোমান শাসকদের সম্পর্কে জানা আছে সবার। ওরা শাসন নয়, শোষণ করে। প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যৎ নিয়ে সবাই তাই আতঙ্কিত। পুরো শহরেই বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে। ব্যাপারটা একদিক থেকে ভাল—পলাতক খ্রিস্টানদের নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না কেউ। র‍্যাশেল আর নেহুশতা সহজেই শহর ছেড়ে বেরুতে পারবে।

বন্দিদের খবরও জানাল আমরাম। খুব বেশি কেউ পালাতে পারেনি, হিংস্র ইহুদিরা খুন করেছে বেশ কয়েকজনকে—সন্ন্যাসিনী অ্যানা তাদের একজন; যারা বেঁচে গেছে, তাদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বন্দিশালায়। উৎসব ইতোমধ্যে মুলতবি ঘোষণা করা হয়েছে, বন্দিদের নিয়ে কী করা হবে—সে-ব্যাপারে এখনও কিছু ঠিক করা হয়নি।

দ্রুত আহারপর্ব শেষ করল র‍্যাশেল আর নেহুশতা, তারপর বস্তার আড়ালে গিয়ে পোশাক বদলে নিল। এখন ওদের অভিজাত ফিনিশিয়ান নারীর মত দেখাচ্ছে। প্রস্তুতি শেষ হতেই আর অপেক্ষা করল না আমরাম, ওদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। নির্জন রাস্তা বেছে বেছে চলতে থাকল ওরা, তবে তার প্রয়োজন ছিল না। শহরের বিহ্বল অবস্থা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—লোকজন উদ্‌ভ্রান্তের মত ছোটাছুটি করছে, বাজার-সদাই করে রাখছে প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার আশঙ্কায়। রাজবাহিনীর প্রহরী আর সৈনিকেরা উদাসীন, বেশিরভাগই বিভিন্ন পানশালায় ঢুকে মদ গিলছে।

কিছু সময় পর জাহাজঘাটায় পৌঁছে গেল তিনজনে। ছোট্ট একটা নৌকা নিয়ে দুজন নাবিক অপেক্ষা করছিল, ওদের সেটায় চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো আধ মাইল দূরে নোঙর করে থাকা আমরামের জাহাজে। ডেকে উঠতেই ক্যাপ্টেন অভ্যর্থনা জানাল। র‍্যাশেল আর নেহুশতাকে নিজের আত্মীয়া হিসেবে পরিচয় করিয়ে

www.BanglaBook.org

দিল আমরাম, বলল ওরা আলেকজান্দ্রিয়ায় যাচ্ছে।

'ওঁদের জন্য কেবিন তৈরি রাখা হয়েছে,' জানাল ক্যাপ্টেন। 'যান, বিশ্রাম নিন। বাতাস বাড়লেই আমরা নোঙর তুলে রওনা হব।'

একজন নাবিক এগিয়ে এসে পথ দেখাল, নির্ধারিত কেবিনে নিয়ে গেল দুই মহিলা-যাত্রীকে। এর একঘণ্টা পর টায়ারের পথে যাত্রা শুরু করল জাহাজ।

প্রথম দিনটা নিরুদ্বিগ্নভাবে কাটল, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে এসে শুরু হলো ঝামেলা। জাহাজের কয়েকজন নাবিক সিজারিয়ার অ্যাম্ফিথিয়েটারে উৎসব দেখতে গিয়েছিল, ওদের একজন চিনে ফেলল নেহুশতাকে। সারা জাহাজে কানাঘুষো শুরু হলো—দুজন খ্রিস্টান এসে উঠেছে জাহাজে। ব্যাপারটাকে অশুভ বলে ভাবতে শুরু করল কেউ কেউ। তাদের আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণ করার জন্যই যেন হঠাৎ খারাপ হতে শুরু করল আবহাওয়া। আকাশ ঢেকে গেল কালো মেঘে, উত্তর দিক থেকে ছুটে এল দুরন্ত হাওয়া, বিশাল বিশাল ঢেউ উঠল সাগরে। পুরো জাহাজ ঢেউয়ের ধাক্কায় টালমাটাল করছে।

পরিস্থিতি খারাপ দেখে জাহাজের মুখ ঘোরাতে নির্দেশ দিল ক্যাপ্টেন। অ্যাপোলোনিয়ায় একটা যাত্রা-বিরতি নেবার কথা ছিল, কিন্তু ওদিকে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই পরিকল্পনাটা বাতিল করা হলো। সোজা আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে যাচ্ছে এখন জাহাজ। কুসংস্কারাচ্ছন্ন নাবিকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে, তাদের ধারণা—দুজন অবিশ্বাসীকে জাহাজে তোলাতেই গজব নেমে এসেছে তাদের উপর।

তৃতীয় দিন ভয়ানক ঝড়ের মুখে পড়ল জাহাজ। পাহাড়-সমান একেকটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে খোলের উপর, ডেক ভেসে যাচ্ছে পানিতে। তুমুল বাতাসে পাল মেলা সম্ভব নয়,

www.BanglaBook.org

তাই শুধু দাঁড় বেয়ে এগোচ্ছিল জাহাজ, কিন্তু রুদ্র সাগরের বিরুদ্ধে লড়াই করে আর পেরে উঠল না মাল্লা-রা। নিয়ন্ত্রণহীন খড়কুটোর মত ভেসে যাচ্ছে এবার জলযানটা। ক্যাপ্টেন আর সাহসী কয়েকজন নাবিক হাল ধরে সিধে রাখছে কেবল, নইলে অনেক আগেই উল্টে যেত।

দুপুর নাগাদ ঘটল মর্মান্তিক ঘটনাটা। প্রচণ্ড বাতাস আর ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেঙে পড়ল প্রধান মাস্তুল, সেটা গিয়ে পড়ল ডেকের উপর দড়িদড়া টানাটানিতে ব্যস্ত কয়েকজনের উপর—মুহূর্তেই মারা পড়ল তারা। এদের একজন হচ্ছে আমরাম স্বয়ং, পরিস্থিতি খারাপ দেখে নাবিকদের সাহায্য করতে গিয়েছিল সে।

আর সহ্য হলো না জাহাজের লোকজনের, সোজা দুই নারী যাত্রীর কেবিনে গিয়ে হাজির হলো তারা—অভিশপ্ত মানুষদুটোকে সাগরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু দরজা আটকে দাঁড়াল নেহুশতা, হুমকি দিল—কেউ ভিতরে ঢুকলেই ছুরি মেরে খুন করে ফেলবে। লিবিয়ান দাসীর রুদ্রমূর্তি দেখে থমকে গেল উন্মত্ত নাবিকেরা, পিছিয়ে গেল ধীরে ধীরে। ওদেরকে খেদিয়ে দিয়ে দরজা আটকে দিল নেহুশতা, ফিরে এল মালকিনের কাছে।

অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে র‍্যাশেলের। সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে ক্রমাগত বমি করছে, মিশে গেছে বিছানার সঙ্গে। নড়তে-চড়তেই পারছে না। সন্ধে নাগাদ শুরু হলো আরেক বিপদ—প্রসব-যন্ত্রণা! সেবা-শুশ্রূষা করে চলল নেহুশতা। মালকিনের পাশ ছেড়ে গেল না এক মুহূর্তের জন্যও।

পরদিন ভোরে জন্ম হলো ফুটফুটে এক কন্যাসন্তানের। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে মায়ের সামনে তুলে ধরল নেহুশতা। হেসে বলল, 'দেখুন মালকিন, অবিকল আপনার মত হয়েছে!'

'কাছে এসো,' দুর্বল গলায় বলল র‍্যাশেল। 'দেখতে দাও আমাকে।' চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর, শরীর থেকে রক্ত

www.BanglaBook.org

সরে গেছে। চোখ পিটপিট করে মেয়েকে দেখল কয়েক পলক। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ও এখন থেকে তোমার দায়িত্ব, নোউ।'

'কী বলছেন এসব?' বিস্মিত গলায় বলল নেহুশতা। 'আপনার মেয়ে আমার দায়িত্ব হতে যাবে কেন?'

'আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে, নোউ,' কান্নাভেজা কণ্ঠে বলল র‍্যাশেল। 'এ-সত্য কেউ বদলাতে পারবে না। ওপারের ডাক শুনতে পাচ্ছি আমি।'

'না! আমি আপনাকে মরতে দেব না, মালকিন!'

'ঈশ্বরের ইচ্ছেয় বাধ সাধার তুমি-কে? তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, এখন আর কেউ কিছু করতে পারবে না। যাও, পানি নিয়ে এসো। সময় থাকতেই নিজের কর্তব্যটুকু শেষ করি।'

কাঁদতে কাঁদতে একটা পাত্রে পরিষ্কার পানি নিয়ে এল নেহুশতা। তাতে আঙুল ভিজিয়ে বাচ্চার কপালে একটা পবিত্র ক্রুশ আঁকল র‍্যাশেল। বলল, 'আজ থেকে ও খ্রিস্টান, নোউ। ওর নাম রাখলাম আমি মিরিয়াম... আমার মায়ের নামে। তোমার উপর বিরাট একটা দায়িত্ব সঁপছি আমি—কথা দাও, আমার মেয়েকে খ্রিস্টান হিসেবে বড় করবে তুমি, ওকে একজন সত্যিকার অনুসারী করে তুলবে।'

'আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব, মালকিন... যদি ঈশ্বর আমাদের বাঁচিয়ে রাখেন আর কী!'

'যতদিন বাঁচুক, যত ঘণ্টা বাঁচুক... আমার মেয়ের যেন ধর্মচ্যুতি না হয়, নোউ। ও যেন কোনও অ-খ্রিস্টানকে বিয়ে না করে, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে তোমাকে।'

'কিন্তু আমি তো সামান্য এক দাসী, মালকিন। আমার পক্ষে কি একাকী আপনার সন্তানকে লালনপালন করা সম্ভব হবে?'

'তোমাকে পারতে হবে, নোউ। আর হ্যাঁ, যদি এই হতচ্ছাড়া জাহাজ থেকে মাটিতে নামতে পার, তা হলে সাহায্যও পাবে

www.BanglaBook.org

তুমি।'

'টায়ারে যেতে বলছেন? আপনার বাবার কাছে?'

'না! অন্তত এখনই নয়। আমার মেয়েকে তা হলে আবার ইহুদি বানিয়ে ফেলবে বাবা। যদি যেতেই হয়, তা হলে এমন একটা সময়ে যেয়ো, যখন আমার মেয়ে বুঝতে শিখবে... দুই ধর্মের ভালমন্দ বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।'

'ততদিন কে সাহায্য করবে আমাদেরকে?'

'*এসেনি*-তে যেতে হবে তোমাকে। ওটা আমার মায়ের দেশ। আমার মামা আছে ওখানে—নাম ইথিয়েল। উনি ইহুদি হলেও মহৎহৃদয় একজন মানুষ। বিধর্মীদের ঘৃণা করেন না। ওঁর কাছে গিয়ে আমার কথা বললে নিশ্চয়ই সাহায্য পাবে।'

'মালকিন!' হাহাকারের মত শোনাল নেহুশতার ডাক।

শক্তি ফুরিয়ে এসেছে র‍্যাশেলের, শেষবারের মত হাত বুলিয়ে সন্তানকে আদর করল, তারপর চোখ মুদে শুরু করল প্রার্থনা। দুহাত এক করে বুকের কাছে ধরে রেখেছে, জীবনের সমস্ত ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাইছে সৃষ্টিকর্তার কাছে। প্রার্থনাটুকু দীর্ঘ হলো না, একটু পরেই হাতদুটো ঢলে পড়ল বিছানায়।

র‍্যাশেল মারা গেছে।

ডুকরে কেঁদে উঠল নেহুশতা। সদ্যজাত মিরিয়ামকে কোলে নিয়ে বিছানার পাশে অনেকক্ষণ বসে থাকল ও, তারপর চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। ওর কাঁধে অনেক বড় দায়িত্ব দিয়ে গেছেন মালকিন, ভেঙে পড়লে চলবে না। চাদর দিয়ে মৃতদেহটা ঢেকে দিল ও, তারপর বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে।

বাইরের দৃশ্য বিস্ময়কর। গতকাল থেকে কেবিন ছেড়ে বেরোয়নি নেহুশতা, তাই জানত না কী ঘটেছে। ঝড় থেমে গেছে পুরোপুরি, আকাশ পরিষ্কার, সাগর শান্ত। জাহাজটা ভাঙাচোরা অবস্থায় আটকে আছে একসারি পাথরের মাঝে। মানুষজনের চিহ্ন

www.BanglaBook.org

দেখা যাচ্ছে না, নাবিকেরা সম্ভবত রাতেই নৌকায় করে পালিয়েছে, অভিশপ্ত খ্রিস্টানদের সঙ্গে এক জাহাজে থাকার সাহস করেনি। পরিত্যক্ত জাহাজকে রুদ্র সাগর লোফালুফি করতে করতে এনে ফেলেছে এই পাথরসারির মধ্যে। ডানে তাকাতেই তীর দেখতে পেল নেহুশতা—খুব কাছে, বড়জোর দুইশ' গজ দূরে। পানিও নেই তেমন, ভাটা চলছে বোধহয়, নামতে থাকা স্রোতের আড়াল থেকে প্রায়ই উঁকি দিচ্ছে ছোটখাট ডুবোপাথরের মাথা... চলে গেছে একেবারে সৈকত পর্যন্ত। সাঁতার না কেটেই পৌঁছুনো যাবে ডাঙায়।

মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকাল নেহুশতা, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল ওদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়ার জন্য। তারপর প্রস্তুতি নিতে শুরু করল ডাঙায় নামার জন্য। পুরো জাহাজ তল্লাশি করে খাবারদাবার আর পানি সংগ্রহ করল ও। শুকনো কাপড়চোপড়ও নিল। আমরামের কেবিনে একটা সিন্দুকে পাওয়া গেল নানা রকম মণিমুক্তো আর স্বর্ণমুদ্রা। নাবিকেরা বোধহয় জানত না এগুলোর কথা, তাই ফেলেই চলে গেছে। ওখান থেকে খরচ চালাবার মত যথেষ্ট পরিমাণ পাথর আর মুদ্রা নিল নেহুশতা। সবকিছু একটা ঝোলায় বেঁধে ফেলল।

জাহাজের খোলে লাগানো মই বেয়ে পাথরসারির উপর নেমে এল নেহুশতা—কাঁধে ঝোলা আর বুকে শিশু মিরিয়ামকে নিয়ে। রুক্ষ, বন্ধুর পাথরের পিঠ ধরে তীরের দিকে হাঁটতে শুরু করল। কিছুদূর গিয়ে উল্টো ঘুরল ও, শেষবারের মত তাকাল আটকে থাকা জাহাজের দিকে... পানি বাড়লেই ওটা আবার ভেসে চলে যাবে অথৈ সাগরে।

'বিদায়, মালকিন!' অশ্রুসজল চোখে বলল নেহুশতা। তারপর উল্টো ঘুরে আবার শুরু করল চলতে।

www.BanglaBook.org

পাঁচ

এসেনিতে আশ্রয়

জাহাজ ছাড়ার ঠিক ছ'মাস পর মিরিয়ামকে নিয়ে এসেনিতে পৌঁছুল নেহুশতা। এই দীর্ঘ সময়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। ডাঙায় পৌঁছুনোর কয়েক ঘণ্টা পর একটা গ্রামে পৌঁছেছিল লিবিয়ান দাসী, ট্যাক্স দেয়া নিয়ে ঝামেলা করায় রোমানরা ওটা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। প্রচুর মানুষও মেরে গেছে তারা, তার ভিতর নিরীহ বৃদ্ধ-নারী-শিশুও রয়েছে। বেঁচে যাওয়া মানুষদের মধ্যে একজন সন্তানহারা মা-কে পায় নেহুশতা, তার দুধের বাচ্চাকে খুন করা হয়েছে। ওই মহিলাই কোলে তুলে নেয় মিরিয়ামকে, বুকের দুধ খেতে দেয়। গ্রামটাতে অনেকদিন থেকেছে ওরা, তারপর... মিরিয়াম যখন একটু সুস্থ-সবল হয়েছে, তখন দুটো গাধা কিনে করে রওনা হয়েছে এসেনি-র দিকে।

জেরুসালেম পেরিয়ে জর্দানের পাহাড়ি এলাকায় নেহুশতা আর মিরিয়াম যখন পৌঁছুল, তখন শরতের শেষভাগ চলছে। এসেনি গ্রামটা পাহাড়ের পাদদেশে, সুন্দর একটা জায়গায়। সীমানায় এসে আধঘণ্টা বিশ্রাম নিল নেহুশতা, তারপর গাধায় চড়ে ঢুকে পড়ল ওখানে।

গ্রামটা খুব একটা বড় নয়, রাস্তাঘাটও সংকীর্ণ। বেশ কিছু মানুষকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল—সবাই পুরুষ, একজনও নারী নেই। কারণ জানার জন্য সময় নষ্ট করল না নেহুশতা, একজনের

www.BanglaBook.org

দিকে এগিয়ে গিয়ে ইথিয়েলের খোঁজ জানতে চাইল।

গ্রামবাসী লোকটার পরনে সাদা আলখাল্লা, একটা কুঁড়ের আঙিনায় বসে রান্নাবান্নার কাজ করছিল। প্রশ্ন শুনে এক পলক শুধু তাকাল নেহুশতার দিকে, তারপরই আবার মাথা ঘুরিয়ে ফেলল। কথা বলল অন্যদিকে তাকিয়ে, যেন ওর দিকে তাকালে কোনও অপরাধ হয়ে যাবে। 'ইথিয়েল মাঠে গেছে,' বলল সে। 'গ্রামের অন্যপ্রান্ত দিয়ে বেরুলেই আমাদের খেত দেখতে পাবে, ওখানে দুটো সাদা ষাঁড় দিয়ে হাল চাষ করছে ও।'

ধন্যবাদ জানিয়ে আবার গাধায় চড়ল নেহুশতা, একটু পরই পৌঁছে গেল খেতের কিনারে। একজনকেই দেখা গেল ওখানে হাল চাষ করতে—মাঝবয়েসী একজন পুরুষ, মুখভর্তি দাড়ি, সৌম্য চেহারা। সাদা একটা আলখাল্লা পরে আছেন ইনি-ও, কোমরে চামড়ার বেল্ট। হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডাকল নেহুশতা। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলেন মানুষটা, তবে সামনে এসে গ্রামের সেই লোকটার মত আচরণ করলেন তিনি... মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন।

'ব্যাপার কী?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল নেহুশতা। 'এখানকার কেউ আমার দিকে তাকাচ্ছে না কেন?'

'আমাদের গোত্রের নিষেধ আছে বলে,' গম্ভীর গলায় বললেন মাঝবয়েসী মানুষটি। 'আমরা যাজক-গোত্র... চিরকুমার। মেয়েদের সঙ্গে কোনও ধরনের সংশ্রব আমাদের জন্য পুরোপুরি নিষিদ্ধ।'

এ-ধরনের গোত্র সম্পর্কে জানা আছে নেহুশতার, তাই বিশেষ অবাক হলো না। ধর্ম-কর্মের প্রতি নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে এসব পুরুষ, নারীজাতিকে মোহ বলে মনে করে। র‍্যাশেলের মামা ইহুদিদের তেমনই একটা গোত্রে যোগ দিয়েছেন, বোঝা যাচ্ছে এখন। তবে ওঁর পরিচয়টা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাই ও জিজ্ঞেস করল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনি কি ইথিয়েল?

www.BanglaBook.org

টায়ারের ব্যবসায়ী বেনোনির স্বর্গীয় স্ত্রী মিরিয়ামের ভাই?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন যাজক। 'তুমি কে?'

'আমার নাম নেহুশতা। মিরিয়াম আর ওঁর মেয়ে র‍্যাশেলের দাসী ছিলাম আমি।'

'ছিলে মানে? এখন আর নও?'

'দুই মালকিনকেই হারিয়েছি আমি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল নেহুশতা। 'মালকিন মিরিয়ামকে তো বহুদিন আগেই ঈশ্বর আপন করে নিয়েছেন... ছ'মাস আগে মালকিন র‍্যাশেলও মারা গেছেন।'

'কী! র‍্যাশেল মারা গেছে? কীভাবে?'

র‍্যাশেলের দীর্ঘ কাহিনি খুলে বলল নেহুশতা। শেষে কোলের বাচ্চাটাকে দেখিয়ে বলল, 'এ-ই হলো মালকিনের সন্তান, আপনার বোনের নামে ওর নামও মিরিয়াম রেখেছেন মালকিন। আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন ওকে। বলেছেন, এসেনিতে এসে যেন আপনার সঙ্গে দেখা করে সব খুলে বলি। তা হলে আপনি আমাদের আশ্রয় দেবেন।'

'বুঝলাম সবই, কিন্তু তোমাদের আমি আশ্রয় দিই কী করে?' বিব্রত কণ্ঠে বললেন ইথিয়েল। 'বললাম না, আমরা যাজক-গোত্র? মেয়েদের সঙ্গে সংশ্রব রাখা আমাদের আইনবিরুদ্ধ। আমাদের মাঝে কোনোদিন কোনও মেয়ে থাকেনি... তোমরা থাকবে কী করে?'

'তাই বলে নিজের রক্তকে ফিরিয়ে দেবেন? অবুঝ একটা শিশু... যে নিজের বাবা-মা'কে হারিয়েছে, আত্মীয় হয়ে আপনি যদি ওকে আশ্রয় না দেন, কে দেবে?'

'কিন্তু আমি তো আইন ভাঙতে পারব না!'

'আইন!' রেগে গেল নেহুশতা। 'কেমন আইন আপনাদের... অসহায়, এতিম একটা দুধের বাচ্চাকে যেটা আশ্রয় দেয় না! এ-কেমন আইন, যা নিজের রক্তকে অস্বীকার করতে শেখায়? নিজেদের যাজক বলেন আপনারা? ছিহ্! বিপন্ন নারী-শিশুকে যারা

www.BanglaBook.org

সাহায্য করে না, তারা কখনও সৃষ্টিকর্তার সেবক হতে পারে না। নিজেদের বানানো আইনের দোহাই দিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছেন আমাদের, কিন্তু ঈশ্বর যে-আইন ঠিক করে দিয়েছেন দুনিয়ার জন্য, সেটার কথা একবারও ভাবলেন না?'

'খামোকা রেগে যাচ্ছ,' বললেন ইথিয়েল। 'আমাদের আইন বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করতে নিষেধ করেনি। তোমরা দুজন মেয়ে বলেই যত সমস্যা।'

'একটা বাচ্চা আর বয়স্কা মহিলা আপনাদের বিপথে নিয়ে যাবে বলে ভয় পাচ্ছেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল নেহুশতা।

'তা হয়তো নেবে না,' স্বীকার করলেন ইথিয়েল। 'কিন্তু ব্যাপারটা খুব জটিল। কেউ সাহায্য চাইলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া উচিত নয়, অন্যদিকে তোমরা আবার মেয়ে... নাহ্, আমার একার পক্ষে সিদ্ধান্ত দেয়া সম্ভব নয়। এক কাজ করো, আমাকে একটু সময় দাও। গ্রামের পরিচালকদের সঙ্গে কথা বলে দেখি, তাঁরা কী বলেন।'

'আমরা ততক্ষণ কোথায় থাকব?'

'গ্রামের পূর্বদিকে নিচু জাতের লোকেদের আবাস... ওরা যাজক নয়, বিয়ে-শাদীর অনুমতি আছে ওদের। ওখানেই আপাতত থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তোমাদের। আরও অনেক মেয়ে আছে ওখানে, দু-একদিন থাকতে তোমাদের অসুবিধে হবে না। এই ফাঁকে আমি পরিচালকদের মতামত নিয়ে নিতে পারব।'

আপাতত এর চেয়ে বেশি কিছু চেয়ে লাভ নেই, বুঝতে পারল নেহুশতা। মাথা ঝাঁকিয়ে ইথিয়েলের প্রস্তাবে সায় দিল ও। তবে চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপটা লুকাতে পারছে না। এসেনিতে যদি আশ্রয় না পায়, তা হলে ছোট্ট বাচ্চাটাকে নিয়ে ওর কোনও যাবার জায়গা নেই।

'চিন্তা কোরো না,' সাহস দেয়ার সুরে বললেন ইথিয়েল। 'আমি অবশ্যই সাধ্যমত চেষ্টা করব তোমাদের হয়ে।'

www.BanglaBook.org

'ঈশ্বর যেন সেই চেষ্টাকে সফল করেন,' বিড়বিড় করে বলল নেহুশতা।

গ্রামের পূর্ব প্রান্তের একটা বাড়িতে অস্থায়ীভাবে থাকতে দেয়া হলো নেহুশতা আর শিশু মিরিয়ামকে। নিচু জাতের এক এসেনিজ দম্পতি ওদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিল। সেবা-যত্নের কোনও ত্রুটি হলো না, তিনটা দিন ওই বাড়িতে আরামেই কাটিয়ে দিল ওরা।

চতুর্থ দিন সকালে ডাক পড়ল ওদের। পথ দেখিয়ে গ্রামের ঠিক মাঝখানে একটা বড় বাড়িতে নেহুশতা আর মিরিয়ামকে নিয়ে গেল দুজন যাজক। ভিতরে ঢুকে বোঝা গেল, ওটা আসলে বিচারকক্ষ। বিশাল একটা হলঘরে পাতা হয়েছে সারি সারি বেঞ্চ, মাথায় রয়েছে বড় একটা টেবিল, গোত্রের পরিচালকদের বসার জন্য। বেঞ্চের সারি আর টেবিলের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় পরিচালকদের মুখোমুখি রাখা আছে আরেকটা কাঠের তৈরি আসন—সাক্ষী বা অপরাধীকে জেরা করার সময় ওখানে বসানো হয়। মিরিয়ামকে কোলে নিয়ে নেহুশতাও ওখানেই বসল। পরিচালকদের দল আর বহু দর্শক এসে গেছে আগেই, ভিতরটা লোকে লোকারণ্য।

শুরু হলো জেরা।

ইথিয়েল আগেই দুই আশ্রয়প্রার্থীর কাহিনি শুনিয়ে রেখেছেন গোত্র-পরিচালকদের, তাই নেহুশতাকে নতুন করে কিছু বলতে হলো না। ওদের কাহিনির বিভিন্ন অংশ নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকলেন একেকজন পরিচালক, ঘটনার সত্যি-মিথ্যে যাচাই করে নিচ্ছেন। বোঝার চেষ্টা করছেন, লিবিয়ান দাসী আর ছ'মাস-বয়েসী বাচ্চাটা আসলেই সহায়-সম্বল-আশ্রয়হীন কি না। বলা বাহুল্য, সব প্রশ্নেরই সন্তোষজনক জবাব দিতে পারল নেহুশতা।

www.BanglaBook.org

আধঘন্টা চলল প্রশ্নোত্তর পর্ব। তারপর নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন পরিচালকেরা। দুই আশ্রয়প্রার্থীর ধর্ম নিয়েই তাঁদের মধ্যে বেশি দ্বিধা-বিভক্তি দেখা গেল। বিধর্মী দুজন মানুষকে নিজেদের সমাজে স্থান দেয়া ঠিক হবে না বলে মত প্রকাশ করলেন কয়েকজন। তবে অনেকে ওদের পক্ষও নিলেন। তাঁদের বক্তব্য—খ্রিস্টানদের সম্পর্কে কখনও কোনও মন্দ কথা শোনা যায়নি, ওদেরকে শান্তিকামী বলেই জানে সবাই। খ্রিস্টানেরা অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও সম্মান করে, কখনও কোনও ধর্মকে অবমাননা করে না। কাজেই এই দুই খ্রিস্টান নারী ও শিশু এসেনিজদের জন্যে কোনও হুমকি হতে পারে না।

নেহুশতা আর মিরিয়াম নারীজাতি বলেও বিরোধিতা করল কেউ কেউ। যদিও নেহুশতার যৌবন পেরিয়ে গেছে, কিন্তু বাচ্চাটার তো পেরোয়নি! ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠবে ও, তরুণী থেকে যুবতী হবে। তখন কি এসেনিজ পুরুষেরা ওর মোহে আক্রান্ত হবে না? এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন প্রধান পরিচালক, একটা দোটানায় পড়ে গেলেন তিনি। মেয়েমানুষ বলে এদেরকে তাড়িয়ে দেবেন, নাকি অসহায় মানুষ হিসেবে আশ্রয় দেবেন? এক পর্যায়ে নেহুশতা আর মিরিয়ামকে বিচারকক্ষ থেকে সরিয়ে নেবার নির্দেশ দিলেন তিনি, যাতে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে একান্তে আলাপ করতে পারেন... উপস্থিত দর্শকদেরও মতামত নিতে পারেন।

যাবার আগে মিরিয়ামকে দুহাতে উঁচু করে ধরল নেহুশতা, যাতে সবাই ওকে দেখতে পায়। আবেদনের সুরে বলল, 'সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় দয়া করে আপনারা এই নিষ্পাপ বাচ্চাটার অবস্থা আর ওর মৃত মায়ের শেষ ইচ্ছেটার কথা ভাববেন। এখানে যদি আপনারা ঠাঁই না দেন, তা হলে পৃথিবীর আর কোথাও যাবার জায়গা নেই ওর।'

কথা শেষ করে বেরিয়ে গেল নেহুশতা। পাশের একটা ছোট

www.BanglaBook.org

ঘরে আধঘণ্টা বসে থাকতে হলো ওকে। এই সময়টায় আবছাভাবে বিচারকক্ষে তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলতে শোনা গেল। একসময় শেষ হলো আলোচনা, ডেকে পাঠানো হলো ওদের।

মিরিয়ামকে নিয়ে যখন দ্বিতীয়বারের মত ঢুকল নেহুশতা, তখন পুরো বিচারকক্ষে থমথমে নীরবতা বিরাজ করছে। নির্ধারিত আসনে বসল লিবিয়ান দাসী, ওর দিকে তাকিয়ে প্রধান পরিচালক বললেন, 'আমাদের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে। তোমরা আমাদের এখানে আশ্রয় পাবে, তবে আমাদের গোত্রের সদস্য হিসেবে নয়, অতিথি হিসেবে। অতিথিরা যেমন অনন্তকাল মেজবানের ঘরে থাকতে পারে না, তেমনভাবে তোমরাও থাকতে পারবে না...'

'কতদিন থাকতে পারব আমরা?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল নেহুশতা।

'বাচ্চাটার বয়েস আঠারো হওয়া পর্যন্ত। তারপর এই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে তোমাদের, নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। রাজি আছ?'

মাথা ঝাঁকাল নেহুশতা। আঠারো বছর কম সময় নয়।

'এর মধ্যে আরও কিছু শর্ত আছে,' বললেন প্রধান পরিচালক। 'আমাদের গোত্রের নিয়মকানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে তোমাদের। অপ্রয়োজনে আমাদের যাজকদের সঙ্গে মেলামেশা, কিংবা কথাও বলতে পারবে না। একটা বাড়ি দেয়া হবে তোমাদের, সেখানে থাকবে। সপ্তাহে একদিন আমাদের পরিচালকদের একটা দল গিয়ে বাচ্চার খোঁজখবর নেবে, ওর সেবাযত্নে যদি বিন্দুমাত্র গাফিলতি দেখি, তোমাকে বহিষ্কার করব আমরা...'

'ও নিয়ে আপনাদের ভাবতে হবে না,' প্রতিবাদের সুরে বলল নেহুশতা। 'আমার ছোট মালকিনের প্রতি আমি কোনোদিনই অবহেলা করব না।'

'তা হলে তো ভালই। আর হ্যাঁ, বড় হবার সময় আমরা এই

www.BanglaBook.org

বাচ্চাকে শিক্ষা-দীক্ষা দেব। ওকে ধর্মান্তরিত করার কোনও চেষ্টা করা হবে না, কিন্তু আমাদের ধর্ম আর গোত্রের সমস্ত আদর্শ সম্পর্কে ওকে জানতে হবে। এই শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে কোনও ওজর-আপত্তি চলবে না। কী দাসী, তুমি এসব শর্ত মানতে রাজি আছ?'

মাথা নিচু করে একটু ভাবল নেহুশতা। তারপর বলল, 'আপনারা তো আপনাদের ধর্মের শিক্ষা দেবেন, পাশাপাশি আমি ওকে আমাদের খ্রিস্টধর্মের দীক্ষা দিতে পারব তো?'

'পারবে।'

'তা হলে সমস্ত শর্ত মেনে নিতে আমি রাজি।'

'খুব ভাল,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন প্রধান পরিচালক। 'ইথিয়েল, ওদের নিয়ে যাও। আজ থেকে এই শিশু আর ওর দাসী আমাদের অতিথি।'

BanglaBook.org

ছয়

ক্যালেব

নিয়তি মানুষের সঙ্গে কতই না খেলা খেলে! মিরিয়ামের কথাই ধরা যাক—জন্মের আগেই পিতাকে হারিয়েছে ও, পৃথিবীর আলো দেখতে না দেখতে মা-কেও। কিন্তু এসেনিতে এসে নেহুশতা আর যাজকদের মধ্যে মা-বাবার ছায়া ঠিকই ওকে জুটিয়ে দিলেন বিধাতা। স্রেফ একজন অনাথ বাচ্চা হিসেবে নারীবর্জিত ধর্মের মানুষগুলো ঠাঁই দিয়েছিল ওকে, কিন্তু আস্তে আস্তে সবার অজান্তে

www.BanglaBook.org

পুরো এসেনির চোখের মণিতে পরিণত হলো ও। অসহায়... সেই সঙ্গে গোত্রের একমাত্র শিশু বলেই হয়তো সবাই নিয়মিত খেয়াল রাখত ওর দিকে, খোঁজখবর নিত; ধীরে ধীরে সেটাই একটা অদৃশ্য টান হয়ে দাঁড়াল, কীভাবে যেন সবার মনে জায়গা দখল করে নিল ছোট্ট মিরিয়াম। যাজকদের রুক্ষ-কঠিন জীবনে ও-ই একমাত্র আনন্দ, ও-ই পৃথিবীর সৌন্দর্য আর মুক্তির একমাত্র প্রতীক।

এই অনুভূতির কথা প্রকাশ্যে কেউ স্বীকার করবে না, তবে ব্যাপারটা যে মিথ্যে নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল মিরিয়ামের সাত বছর বয়েসে। হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ল ও, সঙ্গে সঙ্গে পুরো গ্রামেই যেন আঁধার নেমে এল। যাজকদের সবার মুখ দুশ্চিন্তায় আমসি হয়ে গেল, দূর-দূরান্ত থেকে নিজেরাই কয়েকজন ভাল চিকিৎসক ডেকে নিয়ে এল তারা। বিশেষ প্রার্থনায় রাতের পর রাত কাটাতে থাকল সবাই। ঈশ্বর সেই ডাকে সাড়া দিলেন, সুস্থ হয়ে গেল মিরিয়াম। এসেনি গ্রামে আবারও প্রাণের সাড়া ফিরল যেন।

এভাবেই যাজকদের অকুণ্ঠ ভালবাসা আর স্নেহে বড় হতে থাকল মিরিয়াম। ধীরে ধীরে মায়ের মত রূপসী হয়ে উঠছে ও—একহারা শরীর, মুখটা মায়াবী, গায়ের রঙ উজ্জ্বল ফর্সা। চোখদুটো বড় বড়—জলপাই আকারের, মণিদুটো নীল। কোমর-সমান ঢেউ-খেলানো চুল। তাকালে চোখ ফেরানো যায় না।

আট বছর বয়েসে ওর শিক্ষাগ্রহণ শুরু হলো। সবচেয়ে জ্ঞানী তিনজন যাজককে নিয়োগ করা হলো এ-কাজে। লেখাপড়া শুরু হতেই দেখা গেল, মিরিয়াম খুব ভাল ছাত্রী। বোধবুদ্ধি খুব পরিষ্কার, যে-কোনও বিষয় সহজেই আত্মস্থ করে নিতে পারে। আস্তে আস্তে ধর্মীয় বিষয়-আশয়, প্রাচীন সভ্যতা, ইতিহাস আর বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠল ও। দশ বছর বয়েসে চতুর্থ

www.BanglaBook.org

একজন শিক্ষক নিয়োগ করা হলো। তিনি ওকে ভাস্কর্য তৈরি করা শেখালেন, সেই সঙ্গে শেখালেন গান গাইতে আর কয়েকটা বাদ্যযন্ত্র বাজাতে। এভাবেই লেখাপড়ার পাশাপাশি শিল্পকলায়ও দক্ষ হয়ে উঠল ও। এসবের ফাঁকে ফাঁকে নেহুশতা ওকে খ্রিস্টধর্মের দীক্ষাও দিয়ে চলেছে সবসময়।

প্রকৃতিও মিরিয়ামের বড় হয়ে ওঠায় যথেষ্ট ভূমিকা রাখল। এসেনি গ্রাম সাগরের কাছাকাছি, নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। সময় পেলেই গাছগাছালি আর সাগরপারে সময় কাটায় মিরিয়াম। প্রকৃতিকে জানতে চেষ্টা করে, প্রকৃতির কাছ থেকে বিভিন্ন জিনিস শেখার চেষ্টা করে। এর ফলে অল্প বয়েসেই যথেষ্ট পরিণত হয়ে উঠল ও। এগারোতম জন্মদিনে পরিচালকেরা যখন ওকে শুভেচ্ছা জানাতে এলেন, তখন সোজাসাপ্টা ভাষায় একজন খেলার সাথী চেয়ে বসল। বাচ্চা মেয়ের অবুঝ আবদার নয়, নিজের চাহিদার পিছনে যুক্তিও দেখাল ও। পরিচালকদের বুঝিয়ে দিল, ওর বয়েসী একটা শিশুর বড় হয়ে ওঠার সময় একজন সঙ্গীর প্রয়োজন কতখানি।

ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনায় বসলেন পরিচালকেরা, কিন্তু হাজার চেষ্টায়ও ছোট্ট মেয়েটার যুক্তিগুলোকে কাটাতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত ঠিক করা হলো, সমবয়েসী একজন খেলার সাথী দেয়া হবে মিরিয়ামকে। গ্রামের পাশে থাকা নিচু জাতের পরিবারগুলো থেকে ক্যালেব নামে একটি ছেলেকে নির্বাচন করা হলো এ-জন্যে, মিরিয়াম আর ওর জন্ম একই বছরে।

ক্যালেবের বাবা হিলেল ছিল এক উচ্চবংশীয় ইহুদি, রোমানদের সঙ্গে কোনও বিরোধ ছিল না তার। কিন্তু রাজা এগ্রিপার মৃত্যুর পর কাসপিয়াস ফেডাস যখন গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন সুযোগসন্ধানী যিলট-রা তাকে বেঈমান আখ্যা দিয়ে খুন করে, সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নেয়। সদ্যজাত ক্যালেবকে নিয়ে তখন ওর মা চলে আসেন এই এলাকায়, ছেলে

www.BanglaBook.org

একটু বড় হলে তাকে এসেনিজ যাজক বানানোর বাসনায়।

এই ক্যালেব-ই হয়ে গেল মিরিয়ামের সাথী। দেখতে-শুনতে খারাপ নয় ও, চিন্তাশক্তিও পরিষ্কার। কালো চোখদুটোয় সারাক্ষণ কী যেন খেলা করতে থাকে। বুদ্ধিমান... ধূর্ত এবং দুঃসাহসী। গুণগুলো খারাপ নয়, কিন্তু নিজের মেজাজ সবসময় নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না ক্যালেব, সেটাই সমস্যা। কাউকে ক্ষমাও করতে জানে না। মায়ের মুখে যিলটদের চক্রান্ত আর তাতে রোমানদের প্রচ্ছন্ন সমর্থনের কথা শুনেছে ও, দুটো জাতের উপরই তীব্র ঘৃণা জন্মেছে, দিন দিন তা বাড়ছে আরও। ক্যালেবের আরেকটা বদগুণ হচ্ছে একগুঁয়ে স্বভাব—নিজে যা চায়, তা সে যে-কোনও মূল্যে হাসিল করবে। ব্যর্থতা সহ্য করতে পারে না সে, নিজে একটা জিনিস না পেলে তা অন্যকেও পেতে দেবে না—এমনই তার প্রতিহিংসা।

ছোট্ট একটা ছেলের এসব স্বভাব নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না, এসেনিতেও তা-ই ঘটল। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো নেহুশতা। বয়েস কম হয়নি লিবিয়ান দাসীর, এক দেখাতেই মানুষ চিনতে জানে; তাই ক্যালেবকে দেখেই মিরিয়ামকে সতর্ক করে দিল ও। সেটা আবার খেলাচ্ছলে মিরিয়াম বলে দিল ক্যালেবকে। সেই থেকে নেহুশতার নাম ওর ঘৃণার খাতায় উঠে গেল।

মিরিয়াম অবশ্য ক্যালেবকে পছন্দ করে, এক অর্থে ভালও বাসে। তবে নেহুশতা, কিংবা গ্রামের পিতৃতুল্য যাজকদের ও যেভাবে ভালবাসে, সেভাবে নয়। কারণটা কী, তা ও নিজেও বলতে পারবে না। ক্যালেব রুক্ষ স্বভাবের হলেও কখনও মিরিয়ামের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না। বরং ওর জন্যে সে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে। মিরিয়ামের চাহিদার দিকে কড়া নজর রাখে, ওকে খুশি রাখার জন্যে সারাক্ষণ তৎপর থাকে, কখনও একা হতে দেয় না। ছোটবেলায় স্রেফ আকর্ষণ

www.BanglaBook.org

এবং ভাল লাগার কারণে এসব করত ক্যালেব; বয়স যত বাড়ল, ততই একতরফা প্রেমের দিকে গড়াল ব্যাপারটা। ক্যালেব ভালবাসতে শুরু করল মিরিয়ামকে, কিন্তু মিরিয়াম নয়। ও যদি ক্যালেবকে পাল্টা ভালবাসত, তা হলে এই কাহিনি অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মিরিয়ামের কাছে ছেলেটা শুধুই একজন ভাল বন্ধু। আর কিছু নয়।

মিরিয়ামের প্রতি প্রেম-ভালবাসা ক্যালেবের একমাত্র দুর্বলতা। নইলে দুনিয়ার আর কাউকেই পছন্দ করে না সে। তেরো বছর বয়স হতেই ওর মা মারা গেল, তারপর থেকে হয়ে গেল আরও খেপাটে। রোমান আর যিলটদের তো দু'চোখে দেখতে পারে না, এবার এসেনিজ যাজকদের নামেও আড়ালে-আবডালে আজেবাজে কথা বলে বেড়াতে লাগল। নিজেদের ধর্ম নিয়ে যে এই যাজকেরা ব্যস্ত থাকে, বাকি পৃথিবীতে কী ঘটল না ঘটল, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না—এটা ওর সহ্য হয় না। বোঝা গেল, ভবিষ্যতে যাজক হবার কোনও ইচ্ছেই নেই ক্যালেবের। এখানেও থাকতে চায় না, শুধু মিরিয়ামের কারণে রয়ে গেছে।

মিরিয়াম অবশ্য চেষ্টা করল ওকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দিতে, কিন্তু লাভ হলো না। দৃশ্যমান কিংবা অদৃশ্য... কোনও স্রষ্টার প্রতিই বিশ্বাস নেই ক্যালেবের। সে শুধু একজনকেই পুজো করতে রাজি আছে—সেই মানুষকে, যে রোমানদের ক্ষমতাচ্যুত করে উচিত সাজা দিতে পারবে।

এ-ই হলো ক্যালেব।

যাই হোক, সময় গড়িয়ে চলল। দিন থেকে মাস, মাস থেকে বছর... এভাবে কেটে যেতে থাকল। জুডেয়াতে বিপ্লব ঘটল, জেরুসালেমে ঘটল গণহত্যা। থিয়োডাসের মত ভুয়া পয়গম্বরের আগমন ঘটল, তার ডাকে অনেক বোকা অনুসারী জুটল, তারা আবার রোমানদের হাতে নিশ্চিহ্নও হয়ে গেল। একের পর এক

www.BanglaBook.org

সিজারের উত্থান-পতন হলো, ইহুদিদের মহা-মন্দিরের নির্মাণ প্রায় শেষ হয়ে এল... আরও কত কী!

সাগরপারের এসেনিতে কিন্তু এসবের কোনও প্রভাব পড়ল না। পরিবর্তন বলতে শুধু কিছু বৃদ্ধ যাঁজক মারা গেলেন, আর তাঁদের জায়গায় নতুন যাজকেরা যোগ দিল। এ ছাড়া সব রইল আগের মত। যাজকেরা চাষাবাদ আর ধর্মকর্ম নিয়ে ব্যস্ত রইল, মিরিয়াম আর ক্যালেব খেলাধুলা করতে করতে বড় হতে থাকল।

অবশেষে... মিরিয়ামের বয়স যখন সতেরো, তখন প্রথম বিপদ হানা দিল শান্তিময় এই জনপদে।

জেরুসালেমের উঁচু পদের পুরোহিতেরা কখনোই এসেনিজ যাজকদের পছন্দ করত না, তাদের চোখে এরা স্রেফ নামকাওয়াস্তে ইহুদি; কারণ জেরুসালেমে নির্মাণাধীন মহা-মন্দিরে এসেনিজরা কখনও কিছু দান করেনি। ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা নয়, আসলে ধর্মপ্রাণ এসেনিজরা দান বা অর্ঘ্যে বিশ্বাস করে না। ধর্মের নামে কোনও কিছু আদান-প্রদানের চর্চাই নেই তাদের ভিতর। এ-কারণে বহুবার জেরুসালেম থেকে বিভিন্ন জিনিস চাওয়া সত্ত্বেও ওরা ফিরিয়ে দিয়েছে। এই আচরণটাকে চরম বেয়াদবি বলে ধরে নেয় ওখানকার পুরোহিতেরা, শেষ পর্যন্ত মিরিয়ামের বয়স যখন সতেরো, তখন একদিন জেরুসালেমের প্রধান পুরোহিত অ্যানানোস একদল সৈনিক পাঠাল অর্ঘ্য আদায় করতে। বলা বাহুল্য, এসেনিজ যাজকেরা এবারও রাজি হলো না, ফলে গায়ের জোর খাটাল সৈনিকেরা। মারধর-লুটপাট শুরু করল তারা।

সৌভাগ্যক্রমে সেদিন মিরিয়াম আর নেহুশতা গ্রামে ছিল না, দুজনে গিয়েছিল কাছাকাছি জেরিকো শহরে... কিছু কেনাকাটা সারতে। বিকেলবেলা ফিরছিল ওরা, গ্রামের কাছে পাহাড়ের পাথুরে একটা অংশে পৌঁছুতেই দেখা পেল ক্যালেবের। পিঠে

www.BanglaBook.org

তূণভর্তি তীর আর হাতে ধনুক নিয়ে বেরিয়েছে ছেলেটা।

'মিরিয়াম!' বলে উঠল ক্যালেব। 'ভালই হলো তোমাদের দেখা পেয়ে। আসলে তোমার খোঁজেই আসছিলাম।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল মিরিয়াম।

'সাবধান করে দিতে। গ্রামে যেয়ো না। জেরুসালেম থেকে সৈন্য এসেছে—ঘরদোর আর শস্যভাণ্ডার লুঠ করছে ওরা, মানুষজনকেও পেটাচ্ছে। এই দেখো না, আমাকেও মেরেছে।' কাঁধের কাছে বড় একটা কালসিটে দাগ দেখাল ক্যালেব।

'কী বলছ!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল মিরিয়াম। 'তা হলে তো বিরাট বিপদ! জেরিকোতে ফিরে যাব?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল ক্যালেব। 'ওরা ওখানেও যাবে বলে শুনেছি।' একটু ভাবল ও। 'এক কাজ করো, ঘুরপথে গ্রামের কাছাকাছি গিয়ে লুকিয়ে থাকো। সৈন্যরা চলে গেল তারপর যেয়ো ভিতরে।'

'ভাল বুদ্ধি,' বলল নেহুশতা। 'চলুন মালকিন।'

পা বাড়াতে গিয়ে থেমে গেল মিরিয়াম। ক্যালেবকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' ওর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ঘুরে এল বন্ধুর তীর-ধনুকের উপরে।

'একটা হায়েনা বড্ড জ্বালাচ্ছে আমাদের ভেড়াগুলোকে,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল ক্যালেব। 'দেখি, শিকার করতে পারি কি না। তোমরা যাও।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল ক্যালেব। বিস্মিত কণ্ঠে মিরিয়াম বলল, 'আজব তো! আজকের দিনেই ও হায়েনা-শিকারে বেরুল কেন? মানা করব নাকি...'

কবজি ধরে টেনে ওকে হাঁটতে বাধ্য করল নেহুশতা। বলল, 'ব্যাপারটায় আপনি না জড়ালেই ভাল করবেন। আপনার বন্ধু মানুষ-হায়েনা শিকার করতে গেছে।'

'মানে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'যে-লোকটা ওকে মেরেছে, তাকেই শিকার করতে বেরিয়েছে ক্যালেব।'

'হায় যিশু! এ তো প্রতিশোধ! নিষিদ্ধ কাজ!' আঁতকে উঠল মিরিয়াম।

'ওর চোখে নয়,' সংক্ষেপে বলল নেহুশতা। 'এ-নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, মালকিন। চলুন, আমরা যাই।'

গ্রামের পাশের পাহাড়ের একটা সমতল চাতালে গিয়ে উঠল মিরিয়াম আর নেহুশতা, ওখান থেকে নজর দিল নীচে। পুরো গ্রামে লুটতরাজের স্পষ্ট চিহ্ন দেখা গেল; এখনও হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে সৈন্যরা। অনেকে অবশ্য মাতাল, বিনে পয়সায় মদ পেয়ে দেদারসে গিলেছে। ঘণ্টাখানেক পর শেষ হলো তাণ্ডব। গাধায় টানা গাড়িতে লুটের বস্তা তুলে যার যার ঘোড়ায় চড়ল সৈন্যরা, দল বেঁধে এরপর বেরিয়ে গেল গ্রাম থেকে।

বহরটা দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিল মিরিয়াম আর নেহুশতা, হঠাৎ শুনতে পেল চিৎকার। সরু একটা গিরিখাতের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল সৈন্যেরা, ওখানে কী যেন ঘটেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘোড়ায় চড়ে খাতটার দুপাশের ঢালে উঠতে দেখা গেল বেশ কয়েকজন সৈন্যকে, উত্তেজিত হাবভাব, কাকে যেন খুঁজছে। ধরাধরি করে একজনকে গাধার গাড়িতে তুলতেও দেখা গেল, লোকটা নিঃসন্দেহে আহত... কে জানে, মারাও গিয়ে থাকতে পারে।

বেশ কিছুক্ষণ ঢালে তল্লাশি চালাল অশ্বারোহীরা, তবে একসময় ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিল। আহত সঙ্গীকে নিয়ে পুরো বহরটা আবার রওনা হয়ে গেল জেরিকোর দিকে।

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে নেহুশতার দিকে তাকাল মিরিয়াম। অর্থপূর্ণ সুরে লিবিয়ান দাসী বলল, 'মনে হচ্ছে ক্যালেব ওর হায়েনাটাকে শিকার করতে পেরেছে। তবে আমরা কিছুই দেখিনি, গ্রামে গিয়ে এ-বিষয়ে কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তাতে শুধু

www.BanglaBook.org

ঝামেলাই বাড়বে।'

মাথা ঝাঁকাল মিরিয়াম। তারপর নেহুশতার পিছু পিছু নামতে শুরু করল পাহাড় থেকে।

সন্ধ্যেবেলায় গ্রামে ফিরল ক্যালেব। এসেই সোজা দেখা করতে গেল মিরিয়ামের সঙ্গে। বাড়ির দরজা খুলল নেহুশতা, ক্যালেবকে দেখে ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ও।

'কী ব্যাপার?' অধৈর্য কণ্ঠে বলল ক্যালেব। 'এভাবে কী দেখছ?'

'হায়েনাটার দিকে তীর ছুঁড়েছ, না?' বলল নেহুশতা। 'ফলাফল কী? মারতে পেরেছ?'

চোখে বিস্ময় ফুটল ক্যালেবের। 'কী করে বুঝলে?'

'বিকেলে যখন দেখা হলো, তখন তোমার তূণে ছ'টা তীর ছিল; এখন দেখছি পাঁচটা। অন্যটা নিশ্চয়ই কোথাও খামোকা ফেলে দিয়ে আসোনি?'

'তোমার চোখ বড্ড চোখা, নেহুশতা,' হেসে বলল ক্যালেব। 'হ্যাঁ, তীর ছুঁড়েছি বটে। তবে ওটা লেগেছে কি না, বলতে পারব না। দেখার সুযোগ পাইনি।'

'তীর-ধনুকে তোমার হাত তো বেশ পাকা বলেই জানি। এ-কথা বোলো না যে, হায়েনাটা তোমাকে ফাঁকি দিতে পেরেছে।'

'তোমার সঙ্গে শিকার নিয়ে বাতচিত করবার ইচ্ছে নেই আমার। পথ ছাড়ো, বুড়ি। ভিতরে ঢুকতে দাও। আর হ্যাঁ, মিরিয়ামকে ডাকো। ওর সঙ্গে কথা আছে আমার...'

কথা শেষ না হতেই মিরিয়াম উদয় হলো দরজার কাছে। ইশারায় নেহুশতাকে ভিতরে যেতে বলল ও, ক্যালেবকে ঢুকতে দিল। লিবিয়ান দাসী চোখের আড়াল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল মিরিয়াম, তারপর বন্ধুর মুখোমুখি হলো। কঠিন গলায় বলল, 'ক্যালেব, সত্যি করে বলো—তুমি কি আসলেই হায়েনা শিকার

www.BanglaBook.org

করতে গিয়েছিলে?'

'কী আশ্চর্য! তোমার সন্দেহ আছে নাকি?'

'অবশ্যই। পাহাড়ের উপর থেকে সৈন্যদের দেখেছি আমরা। আমার সঙ্গে লুকোচুরি কোরো না, সত্যি কথা বলো—ওদের একজনকে কি তুমিই আহত করেছ?'

জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল ক্যালেব।

'কী করেছ তুমি, ক্যালেব?' ঘটনার সত্যতা টের পেয়ে আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল মিরিয়াম। 'প্রতিশোধ নিয়েছ? জানো না, এসেনিজ আইনে ওটা কত বড় গর্হিত একটা কাজ?'

'আইনে আত্মরক্ষার জন্য যে-কোনও পদক্ষেপ নেবারও বিধান আছে, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন?' থমথমে গলায় বলল ক্যালেব।

'কীসের আত্মরক্ষা? আড়াল থেকে লুকিয়ে সৈন্যদের উপর তীর ছুঁড়েছ তুমি!'

'ওরা সৈন্য ছিল না। ছিল সৈন্যের বেশধারী একদল চোর-ডাকাত! আমাদের গ্রাম তছনছ করে দিয়ে গেছে ওরা, ইচ্ছেমত লুটপাট চালিয়েছে। তুমি বলছ, এর জন্যে ওদের শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল না?'

'শাস্তি দেয়ার অধিকার একমাত্র ঈশ্বর রাখেন, তুমি নও।'

'হয়েছে,' বিরক্ত গলায় বলল ক্যালেব। 'এসব তত্ত্বকথা অনেক শুনেছি আমি, শুনতে শুনতে কান পচে গেছে। আর শোনার ইচ্ছে নেই। কান খাড়া করে শোনো—হ্যাঁ, আমি তীর ছুঁড়ে ওই শয়তানগুলোর একটাকে খুন করেছি। কেন করেছি, জানো? ও আমার গায়ে হাত তুলেছে, আমাকে কুত্তার বাচ্চা বলে গাল দিয়েছে। এরপর আর আমার পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব ছিল না। এজন্যে যদি আমার কোনও অপরাধ হয়ে থাকে, তা-ই সই। তুমি চাইলে গ্রামের পরিচালকদের কাছে গিয়ে নালিশও দিতে পারো, আমি পরোয়া করি না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি নালিশ দেব না, ক্যালেব,' বলল মিরিয়াম। 'কারণ তোমাকে আমি তীর ছুঁড়তে দেখিনি। আমার দুঃখটা অন্যখানে। তুমি আমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলেছ। তখন তুমি আমাকে সাবধান করে দিতে যাওনি, গিয়েছ প্রতিশোধ নিতে। আমার সঙ্গে যদি দেখা না হতো, সৈন্যদের কথা জানতে পারতাম না, সোজা গাঁয়ে ঢুকে ওদের খপ্পরে পড়ে যেতাম। এসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামাওনি। আমার ভালমন্দ না ভেবে তুমি গেছ নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে। তোমার কাছে বন্ধুত্বের চেয়ে ওটাই অনেক বড় ছিল।'

'আমার বন্ধুর সংখ্যা নগণ্য, তাই প্রতিহিংসা বন্ধুত্বের চেয়ে বড় হতে পারে। কিন্তু জেনে রাখো, মিরিয়াম, ওটা আমার ভালবাসার চেয়ে বড় নয়।'

'ভালবাসা!' চমকে উঠল মিরিয়াম। 'কী বলছ তুমি, ক্যালেব?'

'যা শুনছ, তা-ই,' অবিচল ভঙ্গিতে বলল ক্যালেব। 'আজ একটা অপরাধ যখন করেই ফেলেছি, তখন আরেকটা করলেও কিছু যাবে-আসবে না। তাই পরিষ্কার ভাবে জানাচ্ছি তোমাকে... মিরিয়াম, আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'তু... তুমি পাগল হয়ে গেছ!' কথা আটকে যাচ্ছে মিরিয়ামের। 'এসেন্সি-তে নারী-পুরুষের প্রেম-ভালবাসার কোনও স্থান নেই।'

'তা হলে পাগলই আমি। যেদিন থেকে তোমাকে দেখেছি, সেদিন থেকেই তোমার প্রেমে পড়েছি আমি। এই প্রেম আমার মৃত্যুর আগে থামবে না। মানো কিংবা না-ই মানো, ব্যাপারটা সত্যি। তুমি আমাকে ভাল না বাসলে ক্ষতি নেই, আমি কখনও জোর খাটাতে যাব না। কিন্তু জেনে রাখো, তুমি আমার... চিরকালের জন্য। তোমার জীবনে অন্য কোনও পুরুষের উপস্থিতি আমি সহ্য করব না।' খপ করে মিরিয়ামকে আঁকড়ে ধরে কাছে

www.BanglaBook.org

টানল ক্যালেব, ওকে চুমু খেল।

ধাক্কা দিয়ে ক্যালেবকে সরিয়ে দিল মিরিয়াম। 'এটা কী করলে?'

'আমার চিহ্ন তোমার ঠোঁটে এঁকে দিলাম, যাতে কখনও আমার কথাগুলো না ভোলো তুমি,' হাসল ক্যালেব। 'ভেবো না, আর কখনও এভাবে চুমু খাব না... যদি না তুমি চাও আর কী!'

'তুমি... তুমি একটা শয়তান!' রাগী গলায় বলল মিরিয়াম। 'আমি যতটা ভেবেছিলাম, তারচেয়েও বড় শয়তান তুমি!'

'ঠিক ধরেছ, আমি শয়তান-ই,' বলল ক্যালেব। 'এমন এক শয়তান, যার মত করে কেউ তোমাকে কোনোদিন ভালবাসবে না। বিদায়।' ঘুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল ও।

BanglaBook.org

সাত

মারকাস

সেদিন রাতেই লুটেরা সৈন্যদলের এক অফিসার ফিরে এল এসেনিতে। জানাল, গ্রাম থেকে ফেরার পথে তাদের এক সঙ্গীকে তীর ছুঁড়ে আহত করা হয়েছে, জেরিকোয় পৌঁছুনোর পর মারা গেছে লোকটা। অফিসারের ধারণা, তীরটা এই গ্রামেরই কেউ ছুঁড়েছে। গোত্রের পরিচালকেরা ক্যালেবের কুকীর্তির কথা জানতেন না, তাই সরাসরি অস্বীকার করলেন অভিযোগটা। অফিসার তখন জানাল, বিষয়টার ফয়সালা হবে জেরুসালেমের প্রধান আদালতে, ওখানে যেন এসেনি থেকে প্রতিনিধি পাঠানো

www.BanglaBook.org

হয়। একইসঙ্গে একটা হুঁশিয়ারি দিল সে—এই সমন অগ্রাহ্য করলে ফলাফল ভাল হবে না। বড় সৈন্যদল এনে পুরো এসেনি গুঁড়িয়ে দেয়া হবে।

অগত্যা ইথিয়েলসহ আরও দুজন যাজককে জেরুসালেমে পাঠালেন প্রধান পরিচালক। ওখানে টানা বেশ কয়েকদিন রোমান শাসক অ্যালবিনাসের দরবারে অ্যানানোস আর ইথিয়েলের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলল, কিন্তু খুনটা যে এসেনি-র কেউ করেছে, সেটা আর প্রমাণ হলো না। তবে এত সহজে হার মানতে রাজি নয় প্রধান পুরোহিত অ্যানানোস, এসেনিজদের কোনও না কোনও পদ্ধতিতে সে ভুগিয়েই ছাড়বে। তার বুদ্ধিতে অ্যালবিনাস প্রস্তাব দিলেন, এসেনিজরা মৃত সৈনিকের জন্য ক্ষতিপূরণ দিক, তা হলে ব্যাপারটা আর আগে বাড়তে দেয়া হবে না। ইথিয়েল আর অন্য দুই যাজক তীব্র প্রতিবাদ জানালেন—দোষ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেবার প্রশ্নই আসে না। শেষ পর্যন্ত পুরো ঘটনাটার তদন্তে একজন অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, সে ঘটনাস্থলে গিয়ে রহস্যটা উদ্ঘাটন করবে।

দু'মাস পেরিয়ে গেল, এরপর এল সেই অফিসার... বিশজন সৈনিকের একটা দল নিয়ে।

সেদিন সকালে হাঁটতে বেরিয়েছিল মিরিয়াম আর নেহুশতা, হঠাৎ পাহাড়ি পথ ধরে রোমান সৈনিকদের একটা দলকে এগিয়ে আসতে দেখল। ভয় পেয়ে লুকিয়ে পড়তে যাচ্ছিল ওরা, কিন্তু দলের সামনে থাকা অশ্বারোহী মানুষটা ঘোড়া ছুটিয়ে এল ওদের লক্ষ্য করে, পথ আটকে দাঁড়াল।

'দাঁড়াও, পালিয়ো না,' বলল অশ্বারোহী অফিসার—বয়সে যুবক সে। 'আমি তোমাদের ক্ষতি করব না।'

'কী চান আপনি?' গলার স্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে জিজ্ঞেস করল মিরিয়াম।

'এসেনি গ্রামটা কোথায়, বলতে পারো?'

www.BanglaBook.org

'কেন?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল মিরিয়াম। 'ওখানে লুটপাট করবেন?'

'না, না, তা করব কেন?' হেসে উঠল অফিসার। 'আমি এসেছি সরকারি কাজে... একটা ঘটনার তদন্ত করতে।'

'ও!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মিরিয়াম। 'তা-ই বলুন।'

'কে তুমি, মেয়ে?' জানতে চাইল অফিসার। 'এসেনি নিয়ে তোমার এত চিন্তা কেন?'

'আমি যে ওখানেই থাকি।'

'তুমি!' অবাক হলো অফিসার। 'একটা মেয়ে! আমি তো জানতাম গ্রামটা বুড়ো-হাবড়া একদল ধর্মযাজকের আবাস, ওখানে মেয়েদের কোনও স্থান নেই।'

'আমি আসলে ওদের আশ্রিতা। তবে ওখানে গেলে সেটা বুঝতে পারবেন না। গ্রামের সবাই আমাকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসে।'

'হুম, তা হলে তো ওরা খুব ভালমানুষ বলে মনে হচ্ছে। অথচ জেরুসালেমের পুরোহিতেরা আমাকে কত কী-ই না বুঝিয়ে পাঠিয়েছে...'

'ওরা সত্যিই ভাল,' মিরিয়াম বলল। 'সৎ, দয়ালু... আপনি গেলেই দেখবেন। পিছনের ঢালটার ওপারেই আমাদের গ্রাম, আপনি চাইলে আমরা পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি।'

'তা হলে তো খুবই ভাল হয়,' বলল অফিসার, ঝটপট ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল। 'একটু অপেক্ষা করো, আমার লোকেদের সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।'

হেঁটে পিছনের সৈনিকদের দিকে চলে গেল সে, সবাইকে একত্র করে আদেশ-নির্দেশ দিতে শুরু করল। এতক্ষণে তাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ মিলল। অত্যন্ত সুপুরুষ এই অফিসার, বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি হবে না। পেটানো শরীর, রোদে-পোড়া তামাটে গায়ের রঙ। চোখদুটো মায়াবী,

www.BanglaBook.org

ঢেউ খেলানো চুল নেমে এসেছে ঘাড় পর্যন্ত। হাঁটাচলায় সামরিক ভাব... তারপরও এক ধরনের গর্বিত, অভিজাত ভঙ্গি নজর কাড়ে। হাসিটাও অত্যন্ত প্রাণবন্ত। হঠাৎ করেই এই সুদর্শন যুবকটিকে ভাল লেগে গেল মিরিয়ামের, কেন... বলতে পারবে না। হয়তো লোকটা রুক্ষ প্রকৃতির ক্যালেবের চেয়ে একেবারে ব্যতিক্রম বলেই।

কথা শেষ হয়েছে অফিসারের, মিরিয়াম আর নেহুশতার কাছে ফিরে এসে বলল, 'আমরা তৈরি। পথ দেখাও।'

'ঘোড়ায় চড়ুন,' মিরিয়াম বলল। 'আমরা সামনে হাঁটছি।'

'সেটা কি ভাল দেখাবে?' বলল অফিসার। 'তারচেয়ে যদি পাশাপাশি হাঁটি, কোনও আপত্তি আছে? যেতে যেতে কথাও বলতে পারব আমরা।'

পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল নেহুশতা আর মিরিয়াম। রোমান এই অফিসারের সহজ-সরল আচরণে অবাক হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে ওরা একত্রে বলল, 'না, না, আপত্তি কীসের?'

'চলো তা হলে, রওনা হই।'

উল্টো ঘুরে গ্রামের দিকে হাঁটতে শুরু করল মিরিয়াম আর নেহুশতা, ঘোড়ার লাগাম ধরে পাশাপাশি রইল রোমান অফিসার। সে বলল, 'ভাল কথা, তুমি বলে ডাকছি বলে কিছু মনে করোনি তো?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল মিরিয়াম।

'আসলে বয়েসে তুমি আমার ছোট হবে তো, তাই...'

'বললাম তো, আমি কিছু মনে করিনি।'

'খুব ভাল,' হাসল অফিসার। 'আমাদের পরিচয়টা হয়ে যাক তা হলে। আমি ক্যাপ্টেন মারকাস, এমিলিয়াসের ছেলে... এককালে আমার বাবাকে একনামে সবাই চিনত। তবে আমি অত বিখ্যাত হতে পারিনি, ভবিষ্যতে হব... এমন সম্ভাবনাও কম।

www.BanglaBook.org

বাবার নামটাই শুধু রয়েছে আমার সঙ্গে, আর কিছু নয়। এখন আমি স্রেফ একজন সৈনিক... জেরুসালেমের শাসক অ্যালবিনাসের সৈনিক। এতদিন মিশরে ছিলাম, হঠাৎ করে ডেকে পাঠানো হয়েছে এসেনিতে আসতে—এখানে নাকি একজন সৈন্য খুন হয়েছে... সেটার রহস্য উদ্ঘাটন করতে। এই-ই হলো আমার পরিচয়। এবার তোমাদেরটা জানতে পারি?'

ইতস্তত করল মিরিয়াম, এই অচেনা যুবককে নিজের সব কথা খুলে বলবে কি না, বুঝতে পারছে না। ওর এই দ্বিধা দেখে মুখ খুলল নেহুশতা, মারকাসকে ভাল লাগছে তার-ও।

'প্রভু, ইনি আমার মালকিন। টায়ারের গ্রিক-সিরিয়ান ব্যবসায়ী ডিমাস আর তাঁর স্ত্রী র‍্যাশেলের একমাত্র সন্তান...'

'টায়ার সম্পর্কে জানি,' বাধা দিয়ে বলল মারকাস। 'দু'মাস আগে গিয়েছিলাম ওখানে। বেশ কয়েকদিন থেকেছি। ডিমাস আর র‍্যাশেল... ওঁরা তো বেঁচে নেই বোধহয়?'

'জী না, ছোট মালকিনের জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছেন র‍্যাশেল। আর ডিমাস খুন হয়েছেন আরও আগে... রাজা এগ্রিপার নির্দেশে, বেরাইটাসের অ্যাম্ফিথিয়েটারে।'

'বেরাইটাস! ভদ্রলোক অসৎকর্মী ছিলেন নাকি?'

'না, হুজুর। ডিমাস আর র‍্যাশেল... দুজনই ছিলেন খ্রিস্টান।'

'হুম, বুঝতে পেরেছি। বড্ড অন্যায়... খামোকাই খ্রিস্টানদের ঘৃণা করে লোকে। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কারণে ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়েছে আমাকে, কখনও খারাপ কিছু দেখিনি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওদের ধর্মটা তো প্রশংসার দাবি রাখে!' মিরিয়ামের দিকে তাকাল মারকাস। 'কিন্তু বাবা-মা খ্রিস্টান হলে তুমি এসেনিজ হলে কীভাবে?'

'আমিও খ্রিস্টান,' মিরিয়াম জানাল। 'খ্রিস্টান হিসেবেই এসেনিজরা স্থান দিয়েছে আমাকে।'

www.BanglaBook.org

মারকাসের দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটল। 'এতজন এসেনিজের মধ্যে থেকেও তুমি ধর্ম পাল্টাওনি? বাপরে, তুমি নিশ্চয়ই খুব শক্ত মেয়ে।'

কী বলবে বুঝতে না পেরে হাসল মিরিয়াম।

'যাক গে,' কাঁধ ঝাঁকাল মারকাস। 'টায়ারে কি তোমার কোনও আত্মীয়-স্বজন নেই?'

'মালকিনের নানা আছেন ওখানে,' বলল নেহুশতা। 'বিখ্যাত ব্যবসায়ী বেনোনি...'

'আমি চিনি তাঁকে,' মারকাস বলল। 'গোঁড়া ইহুদি... একজন যিলট। রোমানদের কেন যেন ভীষণ ঘৃণা করেন। তবে ভদ্রলোক অত্যন্ত সফল ব্যবসায়ী, সারা টায়ারে ওঁর মত ধনী আর কেউ নেই।' একটু বিস্ময় নিয়ে মিরিয়ামের দিকে তাকাল ও। 'এমন নানা বেঁচে থাকতে তুমি এই অজ পাড়া-গাঁয়ে পড়ে আছ কেন?'

'জবাবটা তো নিজেই দিলেন,' তিক্ত হাসি হাসল মিরিয়াম। 'নানা হচ্ছেন গোঁড়া ইহুদি, আর আমি খ্রিস্টান! জায়গাই দেবেন না হয়তো।'

'যোগাযোগ করে দেখেছ?'

'না,' মাথা নাড়ল মিরিয়াম। 'আসলে আমার মা-ই চাননি আমি নানার কাছে বড় হই। ওঁর ইচ্ছেতে নোউ আমাকে নিয়ে এসেছে এসেনিতে, আমার নানীর ভাই... ইথিয়েল নানার কাছে।'

'মালিক বেনোনি সম্ভবত জানেনেই না যে, তাঁর একজন নাতনি আছে,' যোগ করল নেহুশতা।

'ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো!' মন্তব্য করল মারকাস। 'তোমাদের এভাবে লুকিয়ে থাকবার পিছনে তো কোনও কারণ দেখছি না। বেনোনির ধন-সম্পত্তি... উনি মারা গেলে এসব দেখবে কে?'

'ধন-সম্পত্তির চেয়ে ধর্ম আর মানুষের স্বাধীনতার মূল্য অনেক বেশি, প্রভু,' নেহুশতা বলল। 'আপনি তো সবই জেনে গেলেন আমার মালকিনের সম্পর্কে। এখান থেকে ফিরে যাবার পর দয়া

www.BanglaBook.org

করে বেনোনির কাছে ওঁর কথা বলে দেবেন না।'

'চিন্তা কোরো না, অকারণে একজনের কথা আরেকজনের কাছে লাগাই না আমি,' আশ্বাস দেয়ার সুরে বলল মারকাস। 'তবে একটা জিনিস কিন্তু এখনও জানা বাকি রয়ে গেল।'

'কী?'

'তোমার মালকিনের নামটা।'

'জী... আমার নাম মিরিয়াম,' মৃদু স্বরে বলল মিরিয়াম।

'মিরিয়াম...' নামটা নিজের মুখে উচ্চারণ করল মারকাস। 'সুন্দর মানুষের জন্য সুন্দর নামই বটে।'

কথা বলতে বলতে গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ওরা। মিরিয়াম আঙুল তুলে গ্রামের আশপাশের সবকিছু চিনিয়ে দিচ্ছে মারকাসকে। আলাপচারিতায় মগ্ন থাকায় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ওরা, হঠাৎ সামনে খসখস শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল। পরমুহূর্তেই রাস্তার পাশের ঝোপঝাড় ভেঙে বেরিয়ে এল ক্যালেব। ইদানীং মিরিয়ামকে এড়িয়ে চলছে ও, তবে আজকের ব্যাপার ভিন্ন। রোমান সাজে থাকা একজন মানুষের সঙ্গে প্রেমিকাকে হাঁটতে দেখে একইসঙ্গে ঈর্ষা আর ক্রোধ জেগেছে ওর মনে, রাস্তায় উঠে সোজা মারকাসের সামনে এসে অগ্নিদৃষ্টি হানল।

'ক্যালেব, এসো পরিচয় করিয়ে দিই,' স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল মিরিয়াম। 'ইনি হচ্ছেন রোমান ক্যাপ্টেন মারকাস—বিশেষ কাজে আমাদের গ্রামে এসেছেন। ওঁকে একটু পরিচালকদের দরবারে নিয়ে যেতে পারবে?'

কুশল বিনিময়ে মোটেই আগ্রহ দেখাল না ক্যালেব, রোমান অফিসারকে সঙ্গে নিতে বলায় আরও যেন খেপে গেল। রাগী গলায় বলল, 'রোমানদের আবার পথ দেখাতে হয় নাকি? ওরা তো গায়ের জোরেই পথ করে নিতে জানে!'

কথাটা শেষ করেই উল্টো ঘুরল ক্যালেব, গটমট করে হেঁটে

www.BanglaBook.org

ঝোপঝাড়ের আড়ালে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। বন্ধুর অভদ্র আচরণে অপ্রস্তুত হয়ে গেল মিরিয়াম, বিব্রত দৃষ্টিতে তাকাল মারকাসের দিকে।

রোমান অফিসারের কপালে ভ্রূকুটি ফুটে উঠেছে। গম্ভীর গলায় বলল, 'হুম, এসেনিজরা তা হলে একেবারে শান্তিকামী নয়। অন্তত একজন তো দেখছি খুবই রোম-বিদ্বেষী।'

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলল মিরিয়াম। 'ওকে ভুল বুঝবেন না। ক্যালেব একটু বদমেজাজী স্বভাবের, অপরিচিত মানুষকেও পছন্দ করে না।'

'সত্যি বলতে কী, আমারও ওকে পছন্দ হয়নি। ওর চোখের তারায় হিংস্রতা দেখতে পেয়েছি আমি।'

'ও অমনই। দয়া করে রাগ করবেন না।' সামনের পথটা দেখাল মিরিয়াম। 'এই-ই আপনাদের পথ। এই রাস্তা ধরে সোজা গ্রামে ঢুকে যান, বড় একটা বাড়ি পাবেন। ওখানেই পরিচালকেরা থাকেন।'

'তোমরা যাচ্ছ কোথায়?'

'আমাদের বাড়ি গাঁয়ের আরেক প্রান্তে, অন্য পথে যেতে হবে ওখানে। এবার বিদায় দিন আমাদের।'

'নিশ্চয়ই,' বলে হাসল মারকাস। 'তবে আবার দেখা পাবার আশায় রইলাম। পথ দেখানোর জন্য ধন্যবাদ।'

মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল মিরিয়াম, তারপর নেহুশতাকে নিয়ে সরে এল রোমানদের কাছ থেকে।

দুই আশ্রিতার বাড়ির ঠিক পাশে আরেকটা বড় বাড়ি আছে, সামনে আঙিনা একটাই—বাগান করা হয়েছে, সীমানা ভাগ করা হয়েছে গুল্মের নিচু প্রাচীর দিয়ে। বাড়িটাকে এসেনিজ-রা অতিথিশালা হিসেবে ব্যবহার করে, বহিরাগত যাজকেরা এলে থাকতে দেয়। তবে বাইরের মানুষ খুব একটা আসে না এই

www.BanglaBook.org

গ্রামে, বাড়িটা বছরের বেশিরভাগ সময় ফাঁকাই থাকে।

আজ অবশ্য অন্য ঘটনা ঘটল। মিরিয়াম আর নেহুশতা বাড়ি ফেরার কয়েক ঘণ্টা পরই ব্যস্ততা দেখা দিল অতিথিশালায়—ওটা ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করা হচ্ছে। বিকেল বেলা মিরিয়ামের বাড়ির দরজায় টোকা পড়ল, দরজা খুলতেই দেখা গেল ইথিয়েলকে। হাতে একটা ঝোলা... কাপড়চোপড় আর নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন—কয়েকদিন থাকার প্রস্তুতি।

'কী ব্যাপার, নানা?' একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মিরিয়াম।

'রোমান এক অফিসার এসেছে দলবল নিয়ে... ওই যে খুনটা হলো—ওটার তদন্ত করতে। পাশের বাড়িটায় থাকতে দেয়া হয়েছে ওদের, আমাকে বলা হয়েছে ওদের দেখাশোনা করতে—যত্ন-আত্তির যেন কমতি না হয়। তাই ভাবলাম, এখানেই চলে আসি। নইলে রাত-বিরাতে ওরা আমাকে ডেকে পাবে না।'

'পাশের বাড়িতে রোমান সৈন্যেরা থাকবে?'

'হ্যাঁ। তবে ভয় পাস নে। ওদের ক্যাপ্টেনকে যদ্দূর দেখলাম, ভালমানুষই মনে হলো। খুব ভদ্র।'

'তা আর বলতে হবে না,' হাসল মিরিয়াম। 'ওঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমাদের।'

'কখন?' ইথিয়েল অবাক!

'সকালে। আমি আর নেহুশতা ফুল তুলতে গিয়েছিলাম, রোমানরা তখনই এসে পৌঁছেছে।'

বিরক্ত চোখে লিবিয়ান দাসীর দিকে তাকালেন ইথিয়েল। 'তোমাদের কি আক্কেল হবে না? কতবার না বলেছি, কাউকে সঙ্গে না নিয়ে গ্রামের বাইরে যাবে না? যদি আজেবাজে লোকের খপ্পরে পড়তে?'

'শুধু শুধু চিন্তা করছেন,' নেহুশতা বলল। 'আমরা তো প্রায়ই ঘুরতে যাই, আজ পর্যন্ত কোনও আজেবাজে লোক দেখিনি

www.BanglaBook.org

এসেনির আশপাশে।'

'থাক, আর যুক্তি দেখাতে হবে না,' গরম গলায় বললেন ইথিয়েল। 'এখন থেকে সাবধানে চলাফেরা করবে। ওই ক্যাপ্টেন ভালমানুষ হতে পারে, কিন্তু ওঁর সৈন্যদের মনে কী আছে, কে জানে। অযথা ওদের সামনে যেয়ো না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল মিরিয়াম আর নেহুশতা। জিনিসপত্র রেখে বেরিয়ে গেল ইথিয়েল—রোমানদের সঙ্গে দিনের বাকি সময়টা থাকতে হবে তাকে।

সেদিন রাতে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল মিরিয়াম... মারকাসকে নিয়ে। ওরা দুজনে বিশাল এক পাল-তোলা জাহাজে অভিযানে বেরিয়েছে, ক্ষণে ক্ষণে বিপদে পড়ছে... আর সারাক্ষণ ওকে বুকে আগলে রাখছে রোমান অফিসার, সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করছে। হঠাৎ ক্যালেবকে দেখতে পেল ও, চোখে তীব্র ঘৃণা মেশানো দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দুজনের দিকে, হাতে একটা রক্তাক্ত ছোরা!

ধড়মড় করে উঠে বসল মিরিয়াম, ঘুম ভেঙে গেছে। জানালায় আলোর আভা... তারমানে ভোর হতে শুরু করেছে। নিজের উপর রাগ হলো ওর—এমন একটা স্বপ্ন দেখার মানেটা কী! নেহুশতাকে ডেকে আলাপ করবে ভাবল, কিন্তু পরমুহূর্তে স্বাভাবিক লজ্জাবোধে আক্রান্ত হলো ও। এমন স্বপ্নের কথা কাউকে বলা যায় না।

বেলা একটু চড়তেই পিছনের আঙিনায় গেল মিরিয়াম, ওখানে একটা ছোট্ট ছাউনিতে বসে মূর্তি বানায় ও। অনেক ধরনের শিল্পকর্ম-ই শিখিয়েছে ওর এসেনিজ শিক্ষক, কিন্তু ভাস্কর্য তৈরির মত আনন্দ আর কিছুতে পায় না মিরিয়াম। কাজটায় সহজাত একটা দক্ষতাও রয়েছে ওর। ইদানীং বড় একটা কাজে হাত দিয়েছে ও—পুরনো একটা মার্বেল পাথরের স্তম্ভ কুঁদে ওর নানার আবক্ষ মূর্তি বানাচ্ছে। নেহুশতার সাহায্য নিয়ে কাজটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল ও, হঠাৎ শেডের ভিতর নতুন মানুষের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উপস্থিতি টের পেয়ে চোখ তুলে তাকাল।

ইথিয়েল এসে ঢুকেছেন ছাউনিতে। মিরিয়ামকে তাকাতে দেখে বলল, 'ভালই হলো তোকে এখানে পেয়ে। সামনের বাগানে তোর বানানো মূর্তিগুলো দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন ক্যাপ্টেন মারকাস, তাই এখানে নিয়ে এসেছি কাজ দেখাতে।'

ইথিয়েলের পিছু পিছু রোমান অফিসারকে দেখা গেল ছাউনিতে ঢুকতে। বর্ম-টর্ম বাদ দিয়ে স্রেফ একটা সাদা রঙের কোর্তা পরে আছে। আঁতকে উঠে মিরিয়াম বলল, 'করেছ কী, নানা! আগে বলোনি কেন যে ওঁকে এখানে নিয়ে আসবে! আমার অবস্থা দেখেছ? এভাবে কি একজন ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা জানানো যায়?' জামাকাপড় থেকে মার্বেলের ধুলো ঝাড়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও।

'উত্তেজিত হয়ো না,' বলে উঠল মারকাস। 'আমি তোমার কাজ দেখতে এসেছি, মেহমানদারি পেতে নয়। তা ছাড়া...' একটু থেমে মিরিয়ামকে ভাল করে দেখল ও। 'যে সুন্দর, সে সব অবস্থাতেই সুন্দর।' বলার ভঙ্গিতে মুগ্ধতা চাপা রইল না।

'কীসের কথা বলছেন? মূর্তিটা?' বুঝতে না পেরে বলল মিরিয়াম। 'নাহ্, সুন্দর হলো কোথায়? আপনি রোমের মানুষ, ওখানে নিশ্চয়ই এরচেয়ে অনেক... অনেক গুণ সুন্দর মূর্তি দেখেছেন?'

'মোটেই না,' মূর্তিটার দিকে এবার নজর দিল মারকাস। 'আমি শিল্পের সমঝদার নই, তবে একেবারে আনাড়িও নই। বিখ্যাত ভাস্কর গ্লকাসের নাম শুনেছ? ও আমার বন্ধু, ওর সমস্ত কাজ দেখেছি আমি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি... গ্লকাসের পক্ষেও এত সুন্দর করে মূর্তি তৈরি করা সম্ভব না।'

'কী যে বলেন না! কোথায় গ্লকাস, আর কোথায় আমি!'

'না, না, তোমাকে খুশি করার জন্য বলছি না,' মারকাস বলল। 'সত্যিই তোমার হাতের কাজ অসাধারণ! তোমার নানাকে

www.BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করে দেখো, বাগানের ভাস্কর্যগুলো দেখে আমি এ-কথাই বলেছি।'

'আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করবেন না দয়া করে।'

'কী আশ্চর্য! ভেবেছ কী আমাকে? একজন শিল্পীর ঘরে এসে তাকে নিয়ে মশকরা করব? আমি কি একটা উল্লুক নাকি?'

মারকাসের বলার ভঙ্গিটা এতই হাস্যকর হলো যে, নিজেকে আর ঠেকাতে পারল না মিরিয়াম, হেসে ফেলল শব্দ করে। গলা মিলিয়ে হাসছে নেহুশতাও, ইথিয়েলের ঠোঁটেও হাসির আভাস ফুটল।

'হুম, এবার দেখি আমিই ঠাট্টা-মশকরার পাত্র হয়ে গেছি,' ওদের দিকে তাকিয়ে বলল মারকাস।

'দুঃখিত, ক্যাপ্টেন,' হাসি থামিয়ে বলল মিরিয়াম। 'আপনাকে অপমান করার জন্য হাসিনি। আসলে...'

'থাক, কৈফিয়ত দিতে হবে না,' ওকে বাধা দিল মারকাস। 'হাসলে ক্ষতি নেই, মানুষের জীবনের হাসির প্রয়োজন আছে। যাক গে, এই মূর্তিগুলো নিয়ে কী করো তুমি, জানতে পারি?'

'আমার হয়ে নানা বিক্রি করে। টাকাটা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া হয়।'

'দাম কেমন পাও?'

'সাধারণত রূপার এক শেকেলের মত,' জানালেন ইথিয়েল। 'একবার অবশ্য এক আরব ব্যবসায়ী এখান দিয়ে যাবার পথে ফরমায়েশ দিয়ে একটা মূর্তি তৈরি করিয়েছিল, তখন চার শেকেল দিয়েছিল। ওটাই সর্বোচ্চ!'

'কী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মারকাস। 'এক শেকেল... চার শেকেল... এ-দামে তো আপনার নাতনির পুরো জীবনে বানানো সমস্ত মূর্তি কিনে নিতে পারে যে-কেউ। না, না, এ ভারি অন্যায়। সঠিক দাম পাওয়া উচিত আপনাদের... আমিই দেব সেটা।' ইথিয়েলের মূর্তিটার দিকে তাকাল ও। 'এই যে, এটা আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাছে বিক্রি করুন।'

'না, না,' মাথা নাড়ল মিরিয়াম। 'এটা আমি নানাকে উপহার দেবার জন্য বানাচ্ছি, কিছুতেই বিক্রি করব না।'

'তোমার ইচ্ছেকে আমি সম্মান করি,' বলল মারকাস, তারপর ডুবে গেল চিন্তায়। হঠাৎ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর, মিরিয়ামের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আমি তো এখানে বেশ কয়েকদিন থাকব... এই সুযোগে আমারই একটা মূর্তি বানিয়ে দাও না কেন তুমি? ওটাই কিনে নেব। কী বলো?'

জবাব না দিয়ে নানার দিকে তাকাল মিরিয়াম। সেটা লক্ষ করে মারকাস জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, কোনও সমস্যা?'

'না, সমস্যা নয়,' বললেন ইথিয়েল। 'তবে বাইরের কারও মূর্তি তৈরি করতে হলে পরিচালকদের অনুমতি নিতে হবে ওকে।'

'শিল্পী তার শিল্প করবে... এতে অনুমতি নেয়ার কী আছে?'

'দুঃখিত, ভুল বুঝবেন না। মূর্তি বানাতে নিষেধ নেই ওর, তবে বাইরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে কিছু বিধি-নিষেধ পালন করি আমরা। আপনাকে তো মূর্তির মডেল হিসেবে অনেকটা সময় কাটাতে হবে মিরিয়ামের সঙ্গে, তাই অনুমতি নেয়া প্রয়োজন।'

'ঠিক আছে, নিন অনুমতি। তার আগে টাকা-পয়সার ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যাক।' মিরিয়ামের দিকে ফিরল মারকাস। 'আমার মূর্তি বানাতে কত নেবে তুমি?'

'পাথরের দাম আছে, আমার যন্ত্রপাতিও ক্ষয় হয় খোদাই করার সময়,' বলল মিরিয়াম। এক মুহূর্ত ভাবল ও, দেখাই যাক—এই রোমান যুবক সত্যিকার দাম দিতে রাজি হয় কি না। 'এই ধরুন, পঞ্চাশ শেকেল নেব।'

'পঞ্চাশ!' ভুরু কোঁচকাল মারকাস। 'এটা কোনও দাম হলো? আমি ধনী নই, তারপরও তোমাকে আমি দুইশ' শেকেল দেব।'

'কী!' চমকে উঠল মিরিয়াম। 'পাগল হয়ে গেছেন নাকি?

www.BanglaBook.org

সামান্য একটা পাথরের মূর্তির জন্য দুইশ' শেকেল... না, না, এত দাম আমি কিছুতেই নেব না। নইলে আপনিই পরে ফিরে গিয়ে বদনাম করবেন, এসেনিতে একদল ডাকাতের খপ্পরে পড়েছিলেন...'

'একটুও বাড়িয়ে বলছি না,' মারকাস বলল। 'গ্লকাস আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, মূর্তি-টূর্তির দামের ব্যাপারে আমার ভাল ধারণা আছে। তোমার হাতের কাজের মূল্য মাত্র পঞ্চাশ শেকেল হতে পারে না।'

'তাই বলে চারগুণ? অসম্ভব! আমি এত টাকা কিছুতেই নিতে পারব না।' মাথা নাড়ল মিরিয়াম।

'বেশ, তুমি যদি না চাও, আমি তো আর জোর করে দিতে পারব না,' হার মেনে নিল মারকাস। তারপর তাকাল ইথিয়েলের দিকে। 'যান, অনুমতি নেয়ার ব্যবস্থা করুন। যত দ্রুত সম্ভব, কাজটা শুরু করিয়ে দিতে চাই আমি।'

BanglaBook.org

আট

মারকাস বনাম ক্যালেব

মিরিয়ামকে মারকাসের মূর্তি বানাবার অনুমতি দেয়া হবে কি না, এ-ব্যাপারে এসেনির গোত্র-পরিচালকদের মধ্যে মতদ্বৈততা দেখা দিল। একদল কাজটাতে কোনও ক্ষতি দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু আরেকদল মিরিয়ামের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। একজন রোমান ক্যাপ্টেনকে গ্রামের সবচেয়ে আদরের ধনটির সঙ্গে অবাধে সময়

www.BanglaBook.org

কাটাতে দিতে রাজি নন তাঁরা; কে জানে, লোকটা ওর কোনও অনিষ্ট করে কি না! শেষ পর্যন্ত গোত্রের পরিচালক মধ্যবর্তী একটা পন্থা বের করলেন। জেরুসালেমের আশীর্বাদপুষ্ট এই ক্যাপ্টেনকে চটালে পুরো গ্রামেরই ক্ষতি হতে পারে, তাই তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন—মিরিয়ামকে মূর্তি বানাতে দেয়া হবে, তবে কাজটা কমপক্ষে তিনজন করে যাজকের উপস্থিতিতে করতে হবে। রোমান ক্যাপ্টেনকে মিরিয়ামের সঙ্গে একা হতে দেয়া যাবে না।

কথাটা শুনে মারকাস কিছু মনে করল না, মিরিয়ামের ব্যাপারে গ্রামের সবার যে একটা অদৃশ্য টান আছে, সেটা ও আগেই বুঝতে পেরেছে। তাই খুশিমনেই রাজি হয়ে গেল ও।

পরদিন থেকে শুরু হলো কাজ। সকালে মারকাস নিজের কাজকর্ম সেরে দুপুরের দিকে চলে গেল মিরিয়ামের ছাউনিতে, ওখানে তিনজন যাজক ইতোমধ্যে উপস্থিত হয়ে গেছেন—মিরিয়ামের শিল্পকর্ম-শিক্ষকও আছেন ওঁদের মধ্যে। একটা টুলে মিরিয়ামের মুখোমুখি বসল ও, যাজকেরা আলাদা তিনটে আসনে বসলেন একটু দূরে। মারকাসের বসার ভঙ্গি ঠিকঠাক করে হাতুড়ি আর ছেনি নিয়ে পাথর কুঁদতে শুরু করে দিল মিরিয়াম।

সবার জন্যে ঠাণ্ডা পানীয় নিয়ে একটু পরে হাজির হলো নেহুশতা। যাজকদের দেখে ঠাট্টার সুরে বলল, 'এঁরাও কি নিজের মূর্তি বানাবার জন্য লাইন ধরেছেন নাকি?'

'উঁহুঁ,' মুচকি হেসে বলল মিরিয়াম। 'ওঁরা শিল্প-বোদ্ধা। আমার ভুল-ত্রুটি ধরতে এসেছেন।'

কথাটা শুনে হাসল সবাই।

এগিয়ে চলল কাজ। মারকাস খানিক পর পর উসখুস করছে, তবে তিন যাজক উপস্থিত থাকায় মিরিয়ামের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে গল্প করতে পারছে না। ওকে নড়তে দেখে চোখের ভাষায় ভর্ৎসনা করল মিরিয়াম, এরপর থেকে মারকাস সুবোধ বালক হয়ে গেল।

www.BanglaBook.org

মূর্তির মতই স্থির হয়ে গেল, যাতে মিরিয়ামের কাজে সুবিধে হয়।

বেশ গরম পড়েছে, তা ছাড়া যাজকেরা সবাই উঠেছেন খুব ভোরে... ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাঁদের শরীরে ক্লান্তি ভর করল। একঘেয়ে মূর্তি বানানোর কাজ দেখতে দেখতে ঝিমুনি এসে গেল সবার মধ্যে, এক পর্যায়ে যাজকেরা ঘুমিয়েও পড়লেন। আড়চোখে চেয়ারে এলিয়ে পড়া দেহগুলো দেখে মারকাস হাসল, মিরিয়ামকে বলল, 'ওই দেখো, আমার চেয়ে ভাল মডেল তৈরি হয়ে গেছে।'

মিরিয়ামও হেসে ফেলল। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। একটু অপেক্ষা করুন, এমন দৃশ্য হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।'

পাশ থেকে একতাল কাদামাটি তুলে নিল ও। দ্রুত হাতে ঘুমন্ত তিন যাজকের ছোট্ট তিনটে মূর্তি বানিয়ে ফেলল। একটু পরেই অবশ্য ধড়মড় করে উঠে বসলেন তাঁরা, নিজেদের ঘুমন্ত অবস্থার মূর্তি দেখে হেসে উঠলেন গলা ছেড়ে। গুরুগম্ভীর পরিবেশটা সহজ হয়ে এল মুহূর্তেই।

এভাবে একটার পর একটা দিন কেটে যেতে থাকল। প্রতিদিন দুপুরে মূর্তি তৈরির কাজ করে মিরিয়াম, যাজকেরা বসে বসে ঘুমান, নেহুশতাও দিবানিদ্রার জন্যে চলে যায় বাড়ির ভিতরে। জেগে থাকে শুধু মারকাস আর মিরিয়াম, তিন যাজকের উপস্থিতিতে... তারপরেও সেটা ওদের নিজস্ব সময় হয়ে দাঁড়ায়। কাজ চলতে থাকে, আর ফাঁকে ফাঁকে গল্প করতে থাকে ওরা। জীবনের গল্প, অভিজ্ঞতার গল্প... এসব ছাড়িয়ে আরও অনেক বিষয় নিয়ে আলাপচারিতায় মগ্ন হয়ে থাকে ওরা।

একদিন উঠে এল ধর্মের প্রসঙ্গ। নিজের ধর্ম সম্পর্কে মারকাসকে বিস্তারিত জানাল মিরিয়াম। খ্রিস্টানদের আদর্শ আর উদ্দেশ্য নিয়ে সবকিছু খোলাসা করে দিল রোমান ক্যাপ্টেনের কাছে।

'শুনতে তো ভালই লাগছে,' সঙ্গিনীর কথা শেষ হলে বলল মারকাস। 'তবে বুঝতে পারছি না, তোমাদের এসব নীতি

www.BanglaBook.org

আজকালকার জামানায় চলে কি না।'

'কেন, আপনার সন্দেহ কোথায়?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল মিরিয়াম।

'কী আর বলব, বয়স আমার বেশি নয়, তবে এরই মধ্যে অনেক ধর্ম দেখেছি। সবাই যার যার দেবতার মূর্তি বা প্রতিকৃতিকে পুজো করে। কিন্তু তোমরা বলছ এক অদৃশ্য শক্তির কথা! যা দেখা যায় না, তাতে বিশ্বাস করবে কেন মানুষ?'

'বিশ্বাসটাই আমাদের ধর্মের প্রধান ভিত্তি। না-দেখেই সর্বশক্তিমানের অস্তিত্বকে মেনে নিতে হবে আপনাকে।'

'হুম, এ-কথা তোমাদের যিশু বলেছেন, তাই না? কিন্তু ভদ্রলোক যে মিথ্যে বলেননি, তার প্রমাণ কী?'

'প্রমাণ তো পাওয়া যাবে মৃত্যুর পর, যখন ঈশ্বর বিশ্বাসীদের পুনরুত্থান করবেন... অনন্ত জীবনের জন্য।'

'তার মানে এই কথাটাও বিশ্বাস করতে হবে,' কাঁধ ঝাঁকাল মারকাস। 'থাক, এসব নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল। অনন্তকালের জন্য যদি কিছু হয়, তা হলে তোমার হাতের শিল্প-ই হবে...'

'কথাটা ঠিক নয়,' প্রতিবাদ করল মিরিয়াম। 'এই মূর্তির আবেদন হারিয়ে যেতে পারে সময়ের সঙ্গে, কিংবা মূর্তিটাই ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস টিকে থাকবে আজীবন...' যাজকদের একজনকে জেগে উঠতে দেখে থেমে গেল ও।

জেগে ওঠা যাজক মিরিয়ামের শিল্পকর্মের শিক্ষক, নিজেও একজন দক্ষ ভাস্কর। চোখ রগড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন এগোচ্ছে কাজ?'

'ভাল,' মিরিয়াম বলল। 'তবে নাকের অংশটা নিয়ে সামান্য সমস্যা হচ্ছে। আপনি একটু সাহায্য করবেন?'

আসন ছেড়ে উঠে এলেন শিক্ষক। সামনে এসে মুগ্ধ দৃষ্টিতে

www.BanglaBook.org

দেখলেন ছাত্রীর কাজ। বললেন, 'প্রিয় মিরিয়াম, আমি এককালে ভাল মূর্তি বানাতাম, কিন্তু তুমি তো দেখছি এখন আমাকেও ছাড়িয়ে গেছ। না, আমি তোমার কাজে হাত লাগাবার উপযুক্ত নেই এখন। যা করার নিজেই করো।'

'ভুলটা কোথায় হচ্ছে, সেটা তো ধরিয়ে দেবেন!'

দেখিয়ে দিলেন শিক্ষক। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওটা ঠিক করে ফেলল মিরিয়াম। পিছিয়ে এসে দেখল কাজটা, তারপর বলল, 'এই তো ঠিক হয়ে গেছে। আপনার দৃষ্টি খুব চোখা, গুরু। শুধু শুধু নিজেকে ছোট করছেন।'

'না মা,' স্মিত হাসলেন যাজক। 'আমার প্রতিভাটুকু চেষ্টার ফসল, কিন্তু তোমারটা সৃষ্টিকর্তার দেয়া। আমি দেখিয়ে না দিলেও তুমি নিজেই ওটা ঠিক করে ফেলতে পারতে।'

'দেখেছ?' ভুরু নাচাল মারকাস। 'আমার কথাটাই বলছেন উনি। তুমি একজন অসাধারণ ভাস্কর।'

'বড্ড বক বক করছেন আপনারা,' বিব্রত গলায় বলল মিরিয়াম। 'এত কথা বললে আমি কাজ করব কীভাবে?'

এভাবেই এগিয়ে চলল মিরিয়ামের ভাস্কর্য খোদাই। সবসময় অবশ্য কথা বলে না ও আর মারকাস, দুজনেই বুঝতে পেরেছে—সত্যিকার অর্থে পরস্পরের সঙ্গ পাবার ক্ষেত্রে আলাপচারিতা মুখ্য নয়। সময় কাটাবার জন্য মাঝে মাঝে গান গায় মিরিয়াম, ওর গলা ভাল... সুরেলা, গান শুনে অন্যজগতে হারিয়ে যায় রোমান ক্যাপ্টেন, জীবনটাকে অন্যরকম মনে হয় ওর কাছে। নিজের অজান্তেই নিজেদের ছোট্ট জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় সময় কাটাচ্ছে মারকাস আর মিরিয়াম।

এসেনি গ্রামে একজন অবশ্য আনন্দ খুঁজে পাচ্ছে না এই দুই নর-নারীর ঘনিষ্ঠতায়, সে হচ্ছে ক্যালেব। দূর থেকে প্রেয়সী আর ওই সুদর্শন রোমানকে দেখে ঈর্ষায় বুক জ্বলে ওর, মনের গহীনে ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছাড়ে ক্রোধ। খুব ভাল করেই ক্যালেব বুঝতে পারছে,

www.BanglaBook.org

তার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাপারটা একেবারেই ভাল চোখে দেখছে না ও, শুধুমাত্র উপায়ান্তর না থাকায় মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে। তারপরও ভিতরে ভিতরে তীব্র ঘৃণা করছে ও মারকাসকে, চেহারায় সেটা গোপন করছে না। মাঝে মাঝে গ্রামের রাস্তায় দেখা হয়ে যায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর, তখন ওর চোখের মণিতে জ্বলতে থাকা বিপদসঙ্কেত মারকাসের নজর এড়ায় না।

ইদানীং ক্যালেবের সঙ্গে দেখাই হয় না মিরিয়ামের, ওকে এড়িয়ে চলছে ছেলেটা। হয়তো এটাই ভাল। নিজের ভিতর রাগ পুষে রাখেনি ও, বন্ধুকে ক্ষমা করে দিয়েছে; তবে একটা ভয় রয়ে গেছে মনে। ক্যালেবের ভিতরের প্রতিহিংসাপরায়ণ রূপটা উন্মোচিত হয়ে গেছে ওর সামনে, বুঝতে পারছে—মিথ্যে হুমকি দেয়নি ছেলেটা, অন্য কোনও পুরুষ মিরিয়ামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে গেলেই তার ক্ষতি করে বসবে। মারকাসের দিকে তাকালেই ভয়টা আরও জেঁকে বসে মনে। কষ্টের ব্যাপার হলো, এই ভয়টার কথা রোমান ক্যাপ্টেনকে খুলে বলতে পারছে না ও।

তবে মিরিয়াম জানে, একটা না একটা সময়ে ঠিকই ক্যালেবের জন্য মারকাসের মুখোমুখি হতে হবে ওকে। হলোও তাই।

একদিন বিকেলে কাজে মগ্ন ছিল ও, হঠাৎ মারকাস বলে উঠল, 'একটা সুখবর আছে। আমার এসেনিতে আসবার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। জেরুসালেমের সেই সৈন্যকে কে খুন করেছে, তা জানতে পেরেছি।'

'কে?' দায়সারা ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল মিরিয়াম, না-জানার ভান করছে।

'তোমার বন্ধু... ক্যালেব!'

হাত থেকে ছেনি খসে পড়ল মিরিয়ামের, আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তিন যাজকের দিকে তাকাল ও... কথাটা ওঁরা শুনতে পেয়েছেন কি না দেখার জন্য। কিন্তু না, বরাবরের মত ঘুমে মগ্ন

www.BanglaBook.org

তিনজনেই। ঢোঁক গিলে ও চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এ-কথা পরিচালকদের কাউকে জানিয়েছেন?'

মাথা নাড়ল মারকাস, মিরিয়ামের আচরণ দেখে বিস্ময় জেগেছে ওর মনে।

'আপনার পায়ে পড়ি, কাউকে জানাবেন না!' অনুনয় করল মিরিয়াম।

'কেন?'

'এখানে নয়, পরে... একান্তে কথা বলব আমি আপনার সঙ্গে।'

'কোথায়... কখন?' উত্তেজিত কণ্ঠে জানতে চাইল মারকাস। মিরিয়ামের সঙ্গে একা হবার সুযোগ দেখে পুলক অনুভব করছে, হোক না সেটা ক্যালেবের কুকীর্তির কারণে।

'সূর্য ডোবার এক ঘণ্টা পর, বাগানে।' মিরিয়াম বলল। 'আমি অপেক্ষা করব।'

'ঠিক আছে, আমি সময়মত চলে আসব।'

সূর্য ডুবল, পশ্চিম আকাশ থেকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল লালিমা। অন্ধকারের প্রতিদ্বন্দ্বী এখন শুধু কাস্তের মত চাঁদের হালকা আলো—বিশ্বচরাচরকে স্নাত করে দিচ্ছে শান্তি আর সৌন্দর্যে। পাহাড়ের রুক্ষ কিনারাগুলো অনেকটাই মোলায়েম মৃদু আলোর ফলে, দূরের সাগরের পানিও থেকে থেকে চিকচিক করে উঠছে। গ্রামের সমস্ত বাগানে লাগানো হাসনাহেনার গাছে ফুল ফুটেছে, সেই সৌরভে মাতোয়ারা চারদিক। এ এক আশ্চর্য পরিবেশ। মুগ্ধ হয়েই যেন পৃথিবী ডুবে গেছে নিস্তব্ধতায়। শুধু ব্যতিক্রম কয়েকটা নেড়ি কুকুর—মাঝে মাঝেই ডাক ছাড়ছে ওগুলো।

'হুঁ... ক্যালেবের মত একটা মানুষকে নিয়ে আলোচনার জন্য আদর্শ রাতই বটে!' সকৌতুকে ভাবল মারকাস। সৃষ্টিকর্তা যে

www.BanglaBook.org

রসিক, তাতে আর সন্দেহ নেই ওর মনে। নইলে আজকের রাতটাকেই এমন সুন্দর করে দিয়েছেন কেন? আজ তো মানুষের প্রেম করার কথা, একজন অপরাধীকে নিয়ে গোপন শলা-পরামর্শ করার কথা নয়।

নির্ধারিত সময়ের একটু আগেই মিরিয়ামের বাগানে এসে পৌঁছেছে মারকাস—সময়ানুবর্তিতার জন্যে নয়, তর সইছিল না আসলে। এসেছে সাবধানে, গাছগাছালির ছায়ায় ছায়ায়, যাতে কেউ দেখতে না পায়। এ-মুহূর্তে বড় একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে ও, অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছে মিরিয়ামের জন্য।

একটু পরেই সামনে পায়ের আওয়াজ হলো। আবছা আলোয় সাদা পোশাক পরা মিরিয়ামকে এগোতে দেখল মারকাস, বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গেল ওর। চাঁদের আলোয় অন্যভুবনের অপ্সরার মত লাগছে ওকে। পরমুহূর্তে ভুরু কুঁচকে গেল রোমান ক্যাপ্টেনের, মিরিয়ামের পিছু পিছু গাঢ় পোশাক পরিহিতা নেহুশতাও রয়েছে। ওকে এখানে নিয়ে আসবার কারণ কী!

সামনে এসে থামল মিরিয়াম। মারকাসের ভ্রূকুটি লক্ষ করে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, নোউকে নিয়ে এসেছি, যাতে আমাদের এই গোপন সাক্ষাৎ নিয়ে আজেবাজে কথা রটাতে না পারে কেউ। প্রয়োজন হলে ও আমাদের হয়ে সাক্ষী দেবে—আমরা কোনও অবৈধ কাজ করিনি।'

'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকাল মারকাস। 'তোমার যুক্তি বুঝতে পারছি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, ক্যাপ্টেন...'

'এসব আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিলে হয় না? আমাকে নাম ধরে ডাকো, আপনি ছেড়ে তুমি বলো। আমার তো মনে হয়, আমাদের বন্ধুত্ব অন্তত এটুকু গভীরতা পেয়েছে।'

'ইয়ে...' ইতস্তত করে বলল মিরিয়াম, 'তুমি যা চাও, তা-ই

www.BanglaBook.org

হবে, মারকাস।'

হাসল রোমান ক্যাপ্টেন। 'খুব খুশি হলাম।'

'খুশি হবার কিছু নেই। আমিই বরং কৃতজ্ঞ, তুমি এই অসময়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে বলে।'

'আবার আনুষ্ঠানিকতা শুরু করলে?' কপট রাগ দেখাল মারকাস। 'আসল কথা খুলে বলছ না কেন? আমাকে কেন ডেকেছ?'

'দুঃখিত,' মিরিয়াম বলল। 'আসলে ব্যাপারটা ক্যালেবকে নিয়ে...'

'ওই খুনিটাকে নিয়ে আলোচনার কী আছে? নিজেই তো নিজের সর্বনাশ করেছে ও। তারচেয়ে এসো অন্য কিছু নিয়ে গল্প করি। আজকের রাতটা কত সুন্দর, দেখেছ?'

'কিন্তু আমি তো ক্যালেবের ব্যাপারেই কথা বলতে ডেকেছি তোমাকে!'

'কী মুশকিল! ঠিক আছে, বলো কী বলবে। তবে সংক্ষেপে সারবে। ও একজন খুনি... আর কোনও খুনিকে নিয়ে আমি নিজের একান্ত সময় বিসর্জন দিতে রাজি নই।'

'ক্যালেব সম্পর্কে কতটুকু জানো তুমি, মারকাস?'

'জানাজানি মানে, আসল জিনিসটাই তো জেনে গেছি। আমার লোকজনকে খবর নিতে মাঠে নামিয়েছিলাম। ওরা একজন রাখালকে খুঁজে পেয়েছে, লোকটা খুনের দিন বিকেলে তীর-ধনুক হাতে ক্যালেবকে পাহাড়ি ঢালে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকতে দেখেছে। আরও প্রমাণ আছে আমার হাতে। খুন হওয়া লোকটার শরীরে যে-তীরটা বিঁধে রয়েছিল, সেটা নিয়ে এসেছি আমি। ওটা দেখিয়ে জানার চেষ্টা করেছি, এমন তীর কে ব্যবহার করে। তোমাদের গ্রামের বেশ কয়েকজন স্বীকার করেছে, ওই রকম তীর ক্যালেবের কাছে দেখেছে ওরা। কাজেই সন্দেহের অবকাশ নেই, খুনটা ও-ই করেছে। আগামীকাল ওকে গ্রেফতার করব আমি,

www.BanglaBook.org

জেরুসালেমে নিয়ে যাব। ওখানেই ওর বিচার হবে।'

'না-আ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মিরিয়াম। 'এ-কাজ কোরো না! ক্যালেবের কোনও দোষ নেই। খুন হওয়া লোকটা ওর গায়ে হাত তুলেছিল, তাই প্রতিশোধ নিয়েছে ও। আঘাতের বদলে আঘাত... এটা কি অন্যায়?'

'অবশ্যই,' জোর গলায় বলল মারকাস। 'চড়-থাপ্পড় দিয়েছে বলে খুন করে ফেলবে? এ কেমন কথা?'

জবাব দিতে পারল না মিরিয়াম।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে এবার মারকাস প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'ক্যালেবকে যে ওই লোক মেরেছিল, এ খবর তুমি জানলে কী করে?'

'আ... আমি কিছুই জানি না, মারকাস,' বলল মিরিয়াম। 'আমি শুধু জানি, ও নির্দোষ।'

কয়েক মুহূর্ত শীতল দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করল রোমান ক্যাপ্টেন। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ক্যালেবের জন্যে তোমার এত টান কেন, জানতে পারি?'

'ও আমার একমাত্র বন্ধু, ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছি আমরা।'

বিদ্রূপ-মেশানো হাসি হাসল মারকাস। বলল, 'ভালই জুটি তোমাদের... ঠিক যেমন কবুতর আর বাজপাখির! নাকি ভুল করছি আমি? ওর মত তোমার ভিতরেও একটা হিংস্র পশু বাস করে না তো! সেজন্যেই এত টান দুজনের?'

'তুমি আমাকে অপমান করছ!' অভিযোগ ফুটল মিরিয়ামের গলায়।

হাত নাড়ল মারকাস। 'তোমাকে অপমান করবার কোনও ইচ্ছে নেই আমার। যাক গে, আসল কথা বলো। কী চাও তুমি আমার কাছে?'

'একটাই জিনিস—তুমি ক্যালেবকে গ্রেফতার কোরো না। ওই... ওই সাক্ষীদের কথা তোমার বিশ্বাস না করলেও চলে।

www.BanglaBook.org

ফিরে গিয়ে বলতে পারবে, এসেনি-র লোকেরা মিথ্যে বলায় ওস্তাদ, ক্যালেবের ব্যাপারেও সাক্ষীরা মিথ্যে বলেছে তোমাকে।'

'এ তো মিথ্যাচার!'

'তাও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলতেই হবে তোমাকে। তোমার পায়ে পড়ি, মারকাস!'

একটু চুপ করে থাকল রোমান ক্যাপ্টেন। তারপর বলল, 'ক্যালেব তোমার শুধু খেলার সাথী নয়, তাই না? সত্যি করে বলো তো, তোমাদের মধ্যে কি প্রেম-ভালবাসা চলছে?'

'কী যা-তা বলছ!' একটু যেন রেগে গেল মিরিয়াম।

'যা-তা?' বাঁকা সুরে বলল মারকাস। 'ক্যালেবের চোখে ঈর্ষার আগুন দেখেছি আমি, মিরিয়াম। তোমাকে যদি ভাল না-ই বাসে, তা হলে আমাকে দেখলে এভাবে খেপে যায় কেন?'

'ও আমাকে ভালবাসে,' নিচু গলায় বলল মিরিয়াম। 'কিন্তু আমি বাসি না। যিশুর কিরে, আমি মিথ্যে বলছি না। বিশ্বাস না হলে নোউকে জিজ্ঞেস করো।'

'দরকার নেই, প্রশ্নের জবাব আমি তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই। বলছ ওকে ভালবাসো না, তবুও ওর জন্যে তোমার মনে এত দরদ কেন? কেন ওকে বাঁচাতে আমার কাছে ছুটে এসেছ?'

'ক্যালেবকে আলাদা চোখে দেখার কিছু নেই, মারকাস। তোমার জন্যেও আমি একইভাবে যে-কারও কাছে ছুটে যাব। কারণ, তোমাদের দুজনকেই আমি বন্ধু ভাবি... আর বন্ধুকে বাঁচানো আমার কর্তব্য। ক্যালেব খুন করে থাকতে পারে, কিন্তু কাজটা ও শখের বশে করেনি; ওকে ওই রকম একটা অন্যায় করতে বাধ্য করা হয়েছিল।'

'ভাল বলেছ,' শান্ত কণ্ঠে বলল মারকাস। 'ভাষণটা চমৎকার হয়েছে। কিন্তু আমার মনের সন্দেহ পুরোপুরি দূর হয়নি।' একদৃষ্টিতে মিরিয়ামের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও। চাঁদের আলোয় মেয়েটার রূপ যেন কয়েক গুণ বেড়ে গেছে, অকস্মাৎ দুর্বলতা

www.BanglaBook.org

অনুভব করল ও। হৃদয়ের গহীনে ক্যালেবের প্রতি ঈর্ষা আর মিরিয়ামের প্রতি আকর্ষণ দু'মুখো সাপের মত লকলকিয়ে উঠছে, নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না রোমান ক্যাপ্টেন। শীতল গলায় বলল, 'ক্যালেবকে তুমি ভালবাসো না? বেশ, আমাকে চুমু খেয়ে সেটা প্রমাণ করো!'

থমকে গেল মিরিয়াম। 'চুমু! তাতে কীভাবে আমার কথার সত্যতা প্রমাণ হবে?'

'জানি না... জানার ইচ্ছেও নেই,' নির্বিকার গলায় বলল মারকাস। 'আমাকে চুমু খাও, তা হলেই আমি বিশ্বাস করব—এসেনির লোকেরা মিথ্যেবাদী, ক্যালেব কারও ক্ষতি করতে পারে না।'

'আর যদি আমি রাজি না হই?'

'তা হলে তোমার বন্ধুর জন্য ফাঁসির দড়ি অপেক্ষা করছে।'

সভয়ে মারকাসের মুখের দিকে তাকাল মিরিয়াম, তাতে মিথ্যে হুমকির কোনও চিহ্ন দেখতে পেল না। নেহুশতার দিকে ফিরল ও, জিজ্ঞেস করল, 'নোউ? আমি এখন কী করব?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিবিয়ান দাসী। বলল, 'মালকিন, এই সুপুরুষ ক্যাপ্টেনকে যদি আপনার মন থেকে চুমু খেতে ইচ্ছে হয়, আমি বাধা দেব না, কাউকে বলেও দেব না। তবে চুমুটা যদি ক্যালেবের মত একজন অর্বাচীনের জন্য খান, তা হলে সেটা চরম বোকামি হবে।'

'কিন্তু ও যে আমার বন্ধু!' দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল মিরিয়াম। উভয়সঙ্কটে পড়ে কিংকর্তব্য স্থির করতে পারছে না বেচারি। তবে একটু পরেই নিজেকে সামলে নিল ও। সোজা হয়ে চোখ মুছে বলল, 'হোক বোকামি, তাও শুধু ক্যালেবকে বাঁচাবার জন্যই তোমাকে চুমু খাব আমি, মারকাস। মনের টান থেকে নয়।' এক পা এগিয়ে গেল ও।

তক্ষুনি সচকিত হয়ে উঠল মারকাস—এ কী করছে ও!

www.BanglaBook.org

এভাবে একটা মেয়ের অসহায়ত্বের সুযোগ নিচ্ছে... ও কি পশু হয়ে গেল? তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল ও। বলল, 'ক্ষমা করো... ক্ষমা করো আমাকে তুমি, মিরিয়াম। আমি... আমি আসলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। আমার অন্যায় হয়ে গেছে...'

'না!' অনুনয় করল মিরিয়াম। 'তোমার দোষ নেই, আমিই তো তোমাকে অন্যায় করতে বলছি, মিথ্যে বলতে বলছি। কাছে এসো, আমি আমার অন্যায়ের মাশুল দেব।'

'তোমার সম্মানহানি করতে পারব না আমি, মিরিয়াম,' বলল মারকাস। 'আমাকে লজ্জা দিয়ো না। ক্যালেবের প্রাণভিক্ষা চাও? যাও, দিলাম। আমি ওকে গ্রেফতার করব না... কথা দিচ্ছি।'

'আপনারা দুজনই পাগল হয়ে গেছেন,' বলে উঠল নেহুশতা। 'মালকিন, কী করছেন আপনি? কাকে বাঁচাচ্ছেন? এই মহৎহৃদয় ক্যাপ্টেন আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্যালেবকে ছেড়ে দিচ্ছেন ঠিকই; কিন্তু সে তো ওঁকে ছাড়বে না।'

'ভাগ্যে যা আছে, তা-ই হবে, নেহুশতা,' বলল মারকাস। 'আমি ও-নিয়ে চিন্তিত নই। মিরিয়াম কোনও ভুল করছে না।'

দাসীর দিকে তাকাল মিরিয়াম। 'ঠিকই বলেছ তুমি, নোউ। ও সত্যিই মহৎহৃদয়।'

হাত তুলল মারকাস। 'এখন তা হলে আমি যাই, মিরিয়াম। যদি মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, তা হলে আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো।'

হঠাৎ কী যেন হলো মিরিয়ামের, ঝাঁপিয়ে পড়ে মারকাসকে জড়িয়ে ধরল... ওভাবেই থাকল কয়েক মুহূর্ত। তারপর সংবিৎ ফিরে পেতেই লজ্জিত ভঙ্গিতে সরিয়ে নিল নিজেকে, মৃদু সুরে বলল, 'বিদায়!'

মাথা ঝাঁকিয়ে উল্টো ঘুরল মারকাস। হাঁটতে শুরু করল, মিরিয়াম আর নেহুশতাও ফিরে গেল ঘরে।

ওদের কারোই জানা নেই, আড়াল থেকে সব দেখতে পেয়েছে ক্যালেব। মিরিয়ামের মুখোমুখি হয় না ও, তবে

www.BanglaBook.org

সবসময়ই চোখে চোখে রাখে। এই নজরদারি ক্যালেব শুরু করেছে এসেনিতে মারকাস আসার পর থেকে। আজও সন্ধ্যা হতেই বাগানের গাছপালার আড়ালে ঘাপটি মেরে ছিল সে, এ-কারণে রোমান ক্যাপ্টেন আর নিজের প্রেমিকার গোপন মোলাকাত দেখে ফেলেছে। তবে একটু দূরে ছিল ক্যালেব, ওদের আলাপচারিতা কিছুই শুনতে পায়নি, শুধু ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পেরেছে—আবেগঘন ব্যাপার-স্যাপার ঘটছে ওখানে। শেষ পর্যন্ত মিরিয়ামকে মারকাসের শরীর জড়িয়ে ধরতে দেখে মাথায় আগুন জ্বলে উঠল তার। নিঃসন্দেহ হলো, এরা অভিসার করছিল।

রাগ আর ঈর্ষায় উন্মাদ হয়ে গেছে ক্যালেব, চুপিসারে পিছু নিল মারকাসের, পোশাকের আড়াল থেকে একটা ছোট তলোয়ার বের করে ফেলেছে। পিছন থেকে হামলা করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে খতম করে ফেলবে বলে ঠিক করেছে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে মারকাসের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেল। তবে অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন এত সহজে ঘায়েল হবার পাত্র নয়, কীভাবে যেন বুঝে ফেলল আগ্রাসী শত্রুর উপস্থিতি। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল ও।

'কে ওখানে?' ধমকের সুরে বলল মারকাস। 'সামনে এসো!'

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ক্যালেব, চোখে-মুখে হিংস্রতা ফুটে রয়েছে। তলোয়ারটা বাগিয়ে ধরে বলল, 'আমি ক্যালেব, মারকাস।'

'ক্যালেব! কী চাও তুমি? হাতে তলোয়ার কেন?'

'ভেবেছ কিছুই বুঝি না?' খেপাটে গলায় বলল ক্যালেব। 'মিরিয়ামের সঙ্গে গোপন অভিসার করে বেড়াবে, আর আমি কিছু টের পাব না? তোমার জারিজুরি খতম, মারকাস!'

'মূর্খ কোথাকার!' বাঁকা হাসি দিয়ে বলল মারকাস। 'আমি অভিসারে যাইনি, তোমার গর্দান নিয়ে কথা বলতে গিয়েছিলাম। মিরিয়াম অনুরোধ করেছে বলে ওটাকে ধড়ের সঙ্গে রাখতে দিয়ে এসেছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'চোপ! মিথ্যে বলে লাভ নেই। আমি সব দেখেছি। আমার কাছ থেকে মিরিয়ামকে কেড়ে নেবার মতলব এঁটেছ, না? তা কিছুতেই হবে না। আমি তোমাকে খুন করব।'

'বোকামি কোরো না,' শান্ত গলায় বলল মারকাস। 'এইমাত্র তোমার জীবন বাঁচিয়ে দিয়ে এসেছি আমি। এখন যদি আমাকে খুন করো, দুনিয়ার কেউ তোমাকে আর বাঁচাতে পারবে না। মাথা ঠাণ্ডা করো, বয়স কম তোমার, আবেগের বশে পাগলামি করছ। যদি বাড়ি ফিরে যাও, আমি সব ভুলে যেতে রাজি আছি।'

'জ্ঞান দিতে হবে না!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ক্যালেব। 'সব বুঝি আমি। মিরিয়ামের জীবনে আমরা দুজন একসঙ্গে থাকতে পারি না, তাই একজনকে মরতে হবে... আর সেটা হবে তুমি। মরার জন্য তৈরি হও, রোমান!'

'তোমার দেখি মাথা খারাপ হয়ে গেছে,' বিরক্ত গলায় বলল মারকাস। 'বুঝতেই পারছ না, কার সঙ্গে লাগতে এসেছ। এখন আমি এক ডাক দিলেই আমার সৈন্যেরা এসে তোমাকে কচুকাটা করে ফেলবে।'

'কেন? নিজের লড়াই নিজে লড়তে জানো না?' চ্যালেঞ্জের সুর ক্যালেবের কণ্ঠে।

অহমিকায় আঘাত লাগল মারকাসের। বলল, 'বেশ, যদি তা-ই চাও, আমার কোনও আপত্তি নেই। এসো লড়াই করি। তবে তার আগে শেষ একটা সুযোগ দিতে চাই। চলে যাবে কি না বলো।'

'অসম্ভব!' গোঁয়ারের মত বলল ক্যালেব। 'আজ রাতে এখান থেকে আমাদের কেবল একজন ফিরে যাবে।'

'ঠিক আছে, তা হলে এসো।' খাপ থেকে নিজের তলোয়ার বের করল মারকাস।

মুখোমুখি হলো দুজনে—যেন দুটো বিপরীত জাতির প্রতিনিধি হিসেবে। একদিকে মারকাস... রোমানদের অবিচল, সতর্ক,

www.BanglaBook.org

সাহসী ভঙ্গি নিয়ে; অন্যদিকে ক্যালেব... ইহুদিদের চাঞ্চল্য, ক্ষিপ্রতা আর ক্রোধ নিয়ে। স্বল্প আলোর সঙ্গে দৃষ্টি মানিয়ে নেবার জন্য ক্যালেব চোখ ছোট করে রেখেছে, হিংস্র ভঙ্গিতে মুখ খিঁচিয়ে রেখেছে ও, সারা দেহের পেশি তিরতির করে কাঁপছে। কিন্তু মারকাস শান্ত, উত্তেজনার লেশমাত্র নেই ওর চেহারায়।

ওভাবেই কাটল কয়েক মুহূর্ত। তারপর আচমকা চিৎকার করে ছুটে এল ক্যালেব, উন্মত্তের মত তলোয়ার ঘোরাচ্ছে... প্রতিপক্ষকে ফালি ফালি করে দিতে চায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লড়াইটা ওই এক আক্রমণেই ফয়সালা হয়ে গেল।

তলোয়ার ঘোরানো দেখেই ক্যালেবের আনাড়িপনা বুঝে গেছে মারকাস। দক্ষ সৈনিক ও, এমন আক্রমণ মোকাবেলা করা ওর জন্যে ছেলেখেলা মাত্র। চাইলেই এক আঘাতে অপরপক্ষকে খুন করে ফেলতে পারে। তবে বোকা ছেলেটার প্রাণ নেয়ার ইচ্ছে নেই ওর, তাই চট করে একপাশে সরে গিয়ে ক্যালেবের তলোয়ারকে ফাঁকি দিল ক্যাপ্টেন, তারপর পাশ থেকে সজোরে প্রতিপক্ষের মুঠোয় ধরা বাটের কাছাকাছি নামিয়ে আনল নিজের তলোয়ারটা—ক্যালেবের হাত থেকে অস্ত্রটা যাতে পড়ে যায়। হিসেবে একটু গরমিল হয়ে গেল, তলোয়ারটা পড়ল ঠিকই তবে একই সঙ্গে ক্যালেবের ডান হাতের তর্জনী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তলোয়ারের পাশাপাশি মাটিতে পড়ল কাটা আঙুলটাও।

তীব্র যন্ত্রণায় আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল আহত তরুণ, তবে নিজেকে সামলে নিল পরমুহূর্তেই। চেষ্টা করল মাটিতে থেকে তলোয়ার তুলতে, কিন্তু ততক্ষণে ওটাকে পা দিয়ে চেপে ধরেছে মারকাস। অসহায় দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ক্যালেব।

'কী, তোমার শিক্ষা হয়েছে তো?' কঠিন গলায় বলল মারকাস। 'এখন দফা হও।'

'না-আ!' চেঁচাল ক্যালেব। 'কেউ একজন মরার আগে

www.BanglaBook.org

এ-লড়াই শেষ হবে না।'

'লড়াই শেষ, গর্দভ! তুমি হেরে গেছ।'

রক্তাক্ত হাতে টান দিয়ে নিজের পোশাকের সামনের দিক ছিঁড়ে ফেলল ক্যালেব, বুক পেতে দিল। 'যদি জিতেই থাকো, তা হলে এক্ষুনি খুন করো আমাকে... এক্ষুনি!'

'এসব নাটুকেপনা অভিনেতাদের শোভা পায়, তোমাকে নয়,' বিরক্ত গলায় বলল মারকাস। 'এখন ভাগো এখান থেকে।' ধমক দিল ও। 'তোমার প্রাণ নেব না আমি। তবে জেনে রাখো, ভবিষ্যতে যদি কখনও আমাকে বা মিরিয়ামকে জ্বালাতে আসো, তা হলে কিন্তু খুন করে ফেলব! বুঝেছ?'

কয়েক মুহূর্ত মারকাসের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ক্যালেব। তারপর উল্টো ঘুরে কাতরাতে কাতরাতে চলে গেল, রক্তাক্ত হাতটা চেপে ধরে রেখেছে শরীরের সঙ্গে। ছেলেটা দৃষ্টিসীমার আড়ালে যেতেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল মারকাস, তলোয়ারটা ঢুকিয়ে রাখল খাপে। পিছনে শুকনো পাতায় মড়মড় শোনা গেল... ঘাড় ফিরিয়ে নেহুশতাকে এগিয়ে আসতে দেখল ও।

'তুমি কোত্থেকে?'

'বাড়ির জানালা থেকে ক্যালেবকে আপনার পিছু নিতে দেখলাম, প্রভু। তাই ছুটে এসেছি।' নেহুশতা জানাল।

'দরকার ছিল না, ওকে আমি সামলে নিয়েছি,' মারকাস বলল।

'তা-ই তো দেখলাম। তবে ওকে বাগে পেয়েও ছেড়ে দিয়ে কাজটা ঠিক করেননি। এখন থেকে আরও খ্যাপা হয়ে যাবে ক্যালেব, আপনার একজন ভয়ঙ্কর শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।'

'কী আর করা!' হালকা গলায় বলল মারকাস। 'দয়া দেখানোর কিছু কিছু কুফল তো আছেই!'

ভুরু কোঁচকাল নেহুশতা। 'রোমানরা কাউকে দয়া দেখায় বলে তো শুনিনি!'

www.BanglaBook.org

'তা হলে তোমাদের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছি আমি। মিরিয়াম সারাদিন যেভাবে খ্রিস্টধর্মের বাণী শোনায়... এমন তো হবেই!' মুচকি হাসল মারকাস। 'এখন তা হলে আসি। ক্যালেবের তলোয়ারটা সুন্দর, ওটা নিয়ে যাও সঙ্গে। বিদায়।'

নয়

ফ্লোরাসের ন্যায়বিচার

পরদিন সকালে এসেনিদের সম্মিলিত প্রার্থনায় অনুপস্থিত থাকল ক্যালেব, ওকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সত্যি বলতে কী, আর কোনোদিনই এসেনিতে দেখা যায়নি ওকে। রাতের আঁধারে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে ছেলেটা। বেশ কিছুদিন পর অবশ্য একটা চিঠি পাঠিয়েছিল ক্যালেব, তাতে লেখা—এসেনিজ যাজক হবার বাসনা ত্যাগ করেছে ও, অজ্ঞাত কোনও জায়গায় নিহত পিতার মিত্রদের কাছে আশ্রয় নিয়েছে, চেষ্টা করছে হারানো সহায়-সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে। ক্যালেবের গ্রাম-ত্যাগ নিয়ে অবশ্য কেউই তেমন মাথা ঘামাল না, মুখে কিছু না বললেও ভিতরে ভিতরে সবাই জানত—অস্থিরচিত্ত এই তরুণের মধ্যে যাজক হবার গুণাবলী নেই। তা ছাড়া তীর নিয়ে মারকাসের তদন্তের ফলে ইহুদি সৈন্যের খুনের সঙ্গে ক্যালেবের সম্পৃক্ততার বিষয়ে কম-বেশি আঁচ করতে পারছিল সবাই, তাই ধরে নিল—শাস্তির হাত থেকে বাঁচতেই পালিয়ে গেছে ও। সত্যি কথাটা জানে শুধু মারকাস আর নেহুশতা; সেইসঙ্গে মিরিয়াম—একান্ত দাসীর কাছ

www.BanglaBook.org

থেকে রাতের সেই লড়াইয়ের কথা শুনেছে ও... বুঝতে পেরেছে, পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে এসেনি ছেড়েছে ক্যালেব।

এক সপ্তাহ কেটে গেল, এর মধ্যে মিরিয়াম আর মারকাসের দেখা হলো না। দেখা হবার অজুহাতও নেই। মূর্তিটা তৈরির জন্য রোমান ক্যাপ্টেনকে আর প্রয়োজন হচ্ছে না, অবয়বটা পাথরের গায়ে তুলে ফেলেছে মিরিয়াম, এখন শুধু ঘষামাজার মাধ্যমে ঠিকঠাক করছে। তারপরও চেষ্টা করলে হয়তো দেখা করতে পারত দুজনে, কিন্তু ওকে এড়িয়ে চলছে মারকাস। সে-রাতের ঘটনার পর থেকে তীব্র মর্মপীড়ায় আক্রান্ত হয়েছে সে, মিরিয়ামের অসহায়ত্বের সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করছিল... এ-কথা ভুলতে পারছে না। নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে তাই, দেখা না করে নিজেকে শাস্তি দিচ্ছে।

অষ্টম দিন সকালে মূর্তিটার গায়ে শেষবারের মত কাজ করছিল মিরিয়াম, এমন সময় ছাউনির সামনে কার যেন ছায়া পড়ল। চোখ তুলে তাকাতেই মারকাসকে দেখতে পেল ও—পুরোদস্তুর সামরিক সাজ, মাথায় শুধু শিরস্ত্রাণটা নেই।

মুখে খুশির আভা ফুটে উঠল মিরিয়ামের, তবে মার্কাস বিষণ্ন। মাথা নিচু করে বলল, 'আমি বিদায় নিতে এসেছি, মিরিয়াম।'

'বিদায়!' মুখের রক্ত সরে গেল মিরিয়ামের। 'তুমি চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। সন্ধ্যা নামলেই রওনা দেব।'

মিরিয়ামের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। কোনোমতে আবেগটাকে চাপা দিয়ে বলল, 'আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। চাইলে মূর্তিটাকে নিয়ে যেতে পারো তুমি।'

'ওটা নেব বলেই এসেছি। দামটা কি তোমাকে দেব?'

'না, আমার নানাকে দিয়ো,' মিরিয়াম বলল। 'আর যদি তোমার আপত্তি না থাকে, মূর্তিটা আমি বেঁধে-ছেঁদে দিতে চাই, যাতে পথে ওটা নষ্ট না হয়।'

www.BanglaBook.org

'নিশ্চয়ই, আমার আপত্তি নেই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে একটা ন্যাকড়া তুলে নিল মিরিয়াম। মূর্তিটাকে মুছতে মুছতে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'কেন চলে যাচ্ছ, জানতে পারি?'

'এখানে আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে,' মারকাস জানাল। 'ভয় পেয়ো না, এসেনি সম্পর্কে ভাল রিপোর্টই দেব আমি জেরুসালেমে, যাতে ওরা ভবিষ্যতে তোমাদের উপর আর খেপে না থাকে। তবে ওটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, আরও ক'টা দিন এখানে কাটিয়ে গেলে ক্ষতি হতো না...'

'তা হলে যাচ্ছ কেন?'

'আমার চাচা কাইয়াস... রোমে থাকেন—অত্যন্ত ধনী, সিজার নিরোর ঘনিষ্ঠ মানুষ। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি, চিকিৎসকেরা বলছে মৃত্যুশয্যা। শেষবারের মত আমাকে দেখতে চেয়েছেন, জরুরি খবর নিয়ে কাল রাতে একজন দূত এসেছে।'

'তা হলে তো তোমাকে যেতেই হবে।'

'হ্যাঁ... কিন্তু এভাবে চলে যেতে আমার ভাল লাগছে না।'

'কীভাবে গেলে ভাল লাগত?' মলিন হাসি হেসে জানতে চাইল মিরিয়াম।

'কোনোভাবেই না। তোমাকে বিদায় জানানোটা আমার জন্য কখনও সুখকর হতে পারে না।'

'এভাবে কেন বলছ?'

এগিয়ে এসে মিরিয়ামের হাত ধরল মারকাস। চোখে চোখ রেখে বলল, 'জানতে চাও? তা হলে শোনো—আমি তোমাকে ভালবাসি। মানো কিংবা না-ই মানো, এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সত্য।'

'হাত ছাড়ো, মারকাস,' বলল মিরিয়াম। 'এসব কথা শোনা আমার জন্য পাপ।'

'কেন?' বিস্মিত গলায় বলল মারকাস। 'আমি অন্যায় কিছু

www.BanglaBook.org

বলেছি?'

'অন্যায় নয়, তবে ভুল করেছ তুমি,' সাবধানে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল মিরিয়াম। 'এখন যাও, আমাকে কাজ শেষ করতে হবে। তুমি রওনা হবার আগেই মূর্তিটা তৈরি করে রাখতে হবে।'

'কী বলছ এসব, মিরিয়াম?' হাহাকারের মত শোনাল মারকাসের গলা। 'আমাকে তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি সত্যিই তোমাকে ভালবাসি... তোমাকে স্ত্রী করে ঘরে তুলতে চাই।'

বড় করে শ্বাস ফেলল মিরিয়াম। তারপর বলল, 'আমি তোমাকে অবিশ্বাস করি না, মারকাস। কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না, আমাদের মধ্যে এক সমুদ্র ফারাক রয়েছে... বিয়ের মত চিরন্তন বাঁধনে বাঁধা পড়া কোনোদিনই সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে...'

'কোন্ সমুদ্রের কথা বলছ? ক্যালেব?'

মাথা নাড়ল মিরিয়াম। 'আগেই বলেছি, ক্যালেব আমার কেউ নয়।'

'তা হলে?'

'আমাদের ধর্ম, মারকাস। তুমি রোমান, আমি খ্রিস্টান। ঈশ্বর আমাদের দু'ভাগ করে রেখেছেন... এ-বিভেদ কী করে দূর করি, বলো?'

'তুমি কি আমাকে বোকা বানাতে চাইছ?' একটু যেন রেগে গেল মারকাস। 'আমি খুব ভাল করেই জানি, তোমাদের ধর্মে বিয়ের ব্যাপারে কোনও বাধা-নিষেধ নেই। আমি নিজেই অনেক খ্রিস্টানকে অন্য ধর্মের পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে দেখেছি।'

'তোমার জানায় ভুল নেই, কিন্তু আমার অবস্থাটা অন্যরকম।'

'কী সেই অবস্থা?'

'আমার মায়ের শেষ ইচ্ছে, মারকাস,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল

www.BanglaBook.org

মিরিয়াম। 'মরার আগে তিনি নোউকে বলে গেছেন, আমি যেন কিছুতেই কোনও বিধর্মীকে বিয়ে না করি। তাঁর সেই ইচ্ছে-র অমর্যাদা করতে পারব না আমি।'

'কাউকে যদি প্রাণের চেয়েও ভালবাস, তবুও না?'

'তবুও না, মারকাস। তুমি যাও।'

ভগ্নহৃদয়ে উল্টো ঘুরতে গিয়ে থমকে গেল মারকাস। মিরিয়ামের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'যাবার আগে একটা কথা শুধু বলো, তুমি কি আমাকে ভালবাস?'

কোনও দ্বিধা বা জড়তা দেখা গেল না মিরিয়ামের মধ্যে। পরিষ্কার গলায় ও বলল, 'হ্যাঁ... ঈশ্বর ক্ষমা করুন আমাকে... আমি তোমাকে ভালবাসি। তবু আমার হাত-পা বাঁধা। ভালবাসার চেয়ে ধর্ম আর মায়ের শেষ ইচ্ছে আমার কাছে অনেক... অনেক বড়। কিছুই করার নেই আমার।'

মিরিয়ামের স্বীকারোক্তি শুনে খুশিতে দুলে উঠেছে মারকাসের হৃদয়। একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় খেলে গেল ওর। বলল, 'আমি খ্রিস্টান হয়ে যাব, মিরিয়াম। তা হলে আমাদের মধ্যে আর কোনও বিভেদ থাকবে না।'

'ব্যাপারটা এত সহজ নয়, মারকাস,' দ্বিমত পোষণ করল মিরিয়াম। 'আমাকে পাবার জন্য লোক-দেখানো খ্রিস্টান হয়ে লাভ নেই। আমি নিজেই সেটা মেনে নেব না। তোমাকে মনে-প্রাণে, কাজে-কর্মে... সবকিছুতে খ্রিস্টান হতে হবে। পারবে?'

'সব পারব আমি... তুমি যদি আমাকে দীক্ষা দাও।'

'আমি দিতে পারব না, তা হলে তুমি আমার আকর্ষণে বাঁধা পড়ে রইবে। এই দীক্ষা তোমাকে নিতে হবে অন্য কোথাও, আমাদের ধর্মের প্রতি সত্যিকার অনুরাগ থেকে। নিজের কাজ আর আচরণ দিয়ে খাঁটি খ্রিস্টান হতে হবে তোমাকে।'

'সে তো অনেক সময়ের ব্যাপার। ততদিন কি তুমি অপেক্ষা করবে? তোমার মত মেয়ের জন্য তো সুপাত্রের অভাব হবে না।'

www.BanglaBook.org

'আমি তো বলেছি, আমি তোমাকে ভালবাসি। আর কোনও পুরুষ আমাকে আকৃষ্ট করতে পারবে না, মারকাস। আমি আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল মারকাস, দুঃখ-ক্লেশ সরে গিয়ে চেহারায় আশ্চর্য এক দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে। 'তোমার এই ভালবাসার মর্যাদা আমি রাখব, মিরিয়াম! কথা দিচ্ছি, একদিন আমি খাঁটি খ্রিস্টান হয়ে ফিরে আসব... তোমার যোগ্য হয়ে।' হাঁটু গেড়ে বসল রোমান ক্যাপ্টেন, প্রেমিকার হাতে চুমু খেল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বিদায় প্রিয়তমা।'

'ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুন!' কোনোমতে বলল মিরিয়াম।

উল্টো ঘুরে মারকাস বেরিয়ে গেল ছাউনি থেকে। চোখদুটো নিজের অজান্তেই ভিজে উঠল মিরিয়ামের, না-তাকিয়েও বুঝতে পারল, ঘর থেকে বেরিয়ে নেহুশতা ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'ওহ্ নোউ, কী করব আমি, বলতে পারো? ওই মানুষটা আমার হৃদয় নিয়ে চলে গেছে, রেখে গেছে শুধু অসহ্য কষ্ট! আমি কীভাবে সহ্য করব?'

'এমন কোনও কষ্ট নেই, যা সইবার শক্তি ঈশ্বর মানুষকে দেননি, মালকিন,' সান্ত্বনার সুরে বলল নেহুশতা। 'তা ছাড়া কষ্টের পরই মানুষের জীবনে সুখ আসে। নিশ্চিন্ত থাকুন, ক্যাপ্টেন মারকাস আবার আপনার জীবনে ফিরে আসবেন।'

'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ, মালকিন। ক্যাপ্টেন মারকাসকে নিয়ে আপনার ভাবনার কিছু নেই। তবে অন্য একটা বিষয়ে আপনার সঙ্গে এখুনি কথা বলা দরকার।'

'কী বিষয়?'

'আপনার জন্মদিনের বিষয়ে। বয়েস আঠারো হতে চলেছে আপনার... আর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই। তারপরই এই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে আমাদের, সেই শর্তেই আশ্রয় দেয়া

www.BanglaBook.org

হয়েছিল আমাদের।'

'ব্যাপারটা আমি জানি। তবে তখনকার সঙ্গে এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন। তোমার কী ধারণা, এসেনিজরা আমাকে তাড়িয়ে দেবে?'

'ওঁরা আপনাকে ভালবাসেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনি নিজেই একটু আগে ক্যাপ্টেনকে বলেছেন—ভালবাসার চেয়ে ধর্মবিশ্বাস অনেক বড়। এসেনিজরা নিরুপায়, মালকিন। ব্যাপারটা নিয়ে ইতোমধ্যে পরিচালকদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে খবর পেয়েছি আমি। ওঁরা খুব বিপদে পড়ে গেছেন, আপনাকে কিছু বলতে পারছেন না, আবার নিজেদের নীতিও বিসর্জন যাবার পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে। এ-অবস্থায় সিদ্ধান্তটা আপনাকেই নিতে হবে। গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়ে ওঁদের বাঁচাতে পারেন আপনি।'

মিরিয়ামকে বিহ্বল দেখাল। 'কিন্তু... কিন্তু আমাদের তো যাবার কোনও জায়গা নেই। কে আশ্রয় দেবে আমাদের? চলবই বা কীভাবে?'

'আশ্রয় নেব কেন?' নেভুশ্তা বলল। 'নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেব আমরা। আপনি একজন ভাল শিল্পী, বড় কোনও শহরে যেতে পারলে আয়-রোজগারের সমস্যা হবে না।'

'আমার শিক্ষক আর মারকাসের কথা যদি সত্যি হয় আর কী!' ম্লানভাবে হাসল মিরিয়াম। 'তারপরও কথা আছে। নামডাক ছড়ানোর আগে শিল্পীদের তেমন কোনও আয় হয় না, এর জন্যে সময় প্রয়োজন। ততদিন আমাদের খাওয়া-পরা চলবে কীভাবে?'

'ও নিয়ে ভাববেন না, আপনাকে নিয়ে আমরাম সওদাগরের জাহাজ থেকে নামার সময় বেশ কিছু মণিমুক্তো নিয়েছিলাম আমি, তার মধ্যে বেশ কিছু রয়ে গেছে এখনও। ওগুলো বিক্রি করে কয়েক মাস চালিয়ে নেয়া যাবে।'

'তারমানে আমরা চলে যাব?'

www.BanglaBook.org

'সেটাই সবার জন্যে মঙ্গল হবে, মালকিন। ভেবে দেখুন, আপনার জন্য ক্যাপ্টেন মারকাস আর ক্যালেবের মধ্যে লড়াই হয়েছে। যতই দিন যাবে, এ-ধরনের লড়াই আরও হতে থাকবে এসেনিতে। আপনি কি তা-ই চান?'

মাথা নাড়ল মিরিয়াম। 'তোমার কথাই ঠিক, নোউ। ঠিক আছে, চলে যাব আমি এ-গ্রাম ছেড়ে।'

মারকাসের সঙ্গে লড়াইয়ের পর কয়েক ঘণ্টা ছটফট করেছে ক্যালেব—কাটা আঙুলের ব্যথায়, সেই সঙ্গে প্রেমের ব্যর্থতা আর পরাজয়ের জ্বালা সইতে না পেরে। পরিণত বয়সে সব ধরনের প্রতিকূলতা মেনে নেয় মানুষ, তবে তরুণ-খেপাটে স্বভাবের ক্যালেবের মধ্যে সেই বোধবুদ্ধি আসেনি। ছোট একটা পোঁটলায় নিজের কাপড়-চোপড় আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল সে, সেটাকে একটা লাঠির মাথায় বেঁধে কাঁধে ঝোলাল, তারপর বেরিয়ে গেল এসেনি থেকে।

গ্রামটা দৃষ্টিসীমার আড়াল হবার আগে শেষবারের মত পাহাড়ের ঢাল থেকে পিছু তাকাল ও, ছোট হয়ে আসা মিরিয়াম আর নেহুশতার বাড়িটার দিকে তাকিয়ে প্রতিজ্ঞা করল, এত সহজে হার মানবে না। মুখে একটা নিষ্ঠুর হাসি ফোটাল ক্যালেব, ওকে না মেরে ভালই করেছে মারকাস। আরেকবার ওই রোমানের মুখোমুখি হবার সুযোগ পাওয়া গেছে। তবে সেজন্যে এখন থেকে নিজেকে তৈরি করবে ও। দ্বিতীয় লড়াইটা হবে সেয়ানে-সেয়ানে, অভিজ্ঞ এক রোমান সৈনিকের বিরুদ্ধে অপ্রস্তুত এক গ্রাম্য তরুণের নয়। সেই লড়াইয়ে মারকাস দুটো মহামূল্যবান জিনিস হারাবে—নিজের জীবন আর মিরিয়ামকে!

এরপর উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করল সে।

জেরুসালেমে চলে গেল ক্যালেব। মায়ের মুখে তাঁর এক বান্ধবীর কথা শুনেছিল ও, ভদ্রমহিলা ক্যালেবের বাবা মারা যাবার

www.BanglaBook.org

পর অসহায় মা-ছেলেকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, নানানভাবে সাহায্য করেছিলেন। সেই মহিলার বাড়ি খুঁজে বের করল ও, কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখল, মায়ের বান্ধবী মারা গেছেন কয়েক বছর আগে। তবে তাঁর ছেলে জীবিত আছে, সে ক্যালেবের ব্যাপারে জানে, ওকে থাকতে দিল বাড়িতে।

কাটা আঙুলের ক্ষত শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল ক্যালেব, তারপর আশ্রয়দাতার কাছ থেকে কিছু টাকা আর কাপড়চোপড় ধার নিয়ে চলে গেল জুডেয়া-তে, রোমান গভর্নর জেসিয়াস ফ্লোরাসের সঙ্গে দেখা করতে। ইতোমধ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করে ফেলেছে ও, সেটাকে বাস্তবে রূপ দিতেই এই পদক্ষেপ। রোমানদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করে ক্যালেব, তারপরও ওদের সাহায্য ছাড়া পরিকল্পনা সফল করা সম্ভব নয়, তাই গেল ওখানে।

অবশ্য পরিচয়হীন ক্যালেবের জন্য গভর্নরের সাক্ষাৎ পাওয়া সহজ হলো না। টানা বেশ কয়েকদিন তাঁর প্রাসাদের অপেক্ষাকক্ষে যাওয়া-আসা করতে হলো ওকে। তবে হাল ছাড়ল না ক্যালেব, অসীম ধৈর্য নিয়ে প্রতিদিনই গিয়ে ধরনা দিতে থাকল ওখানে। শেষে... একদিন প্রাসাদের রক্ষীরা সদয় হলো ওর প্রতি, ওকে নিয়ে গেল গভর্নরের সামনে।

জেসিয়াস ফ্লোরাস ছোটখাট মানুষ। মুখভর্তি দাড়ি, উজ্জ্বল দুচোখ আর হাসিখুশি চেহারা দেখে তাঁকে কেউকেটা বলে মনে হয় না। তবে বাস্তবতা হলো, পুরো রোমান সাম্রাজ্যে তাঁর মত ক্ষমতাবান এবং ধুরন্ধর গভর্নর খুব কমই আছে। ক্যালেব সামনে আসতেই অনুসন্ধিৎসু চোখে ওকে জরিপ করলেন ফ্লোরাস, তারপর জলদগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তুমি? কী চাও আমার কাছে?'

'আমি আপনার রাজ্যের নগণ্য এক ইহুদি এতিম, হুজুর,' বলল ক্যালেব, চেহারায় রোম-বিদ্বেষের ছিটেফোঁটাও নেই, হাত কচলাচ্ছে... অভিনয় করছে আসলে। 'আপনার মহানুভবতার কথা

www.BanglaBook.org

শুনে বড় আশা করে এসেছি ন্যায়বিচারের জন্যে।'

তোষামোদে খুশি দেখাল ফ্লোরাসকে। বললেন, 'বিচার চাও ভাল কথা, কিন্তু তার জন্যে মূল্য দেবার ক্ষমতা কি আছে তোমার? দেখে তো রাস্তার ফকির মনে হচ্ছে তোমাকে।'

'ন্যায়বিচার পেলে আপনার যে-কোনও চাহিদা পূরণের ক্ষমতা থাকবে আমার, হুজুর।'

'হুম,' একটু ভাবলেন ফ্লোরাস। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, আগে শুনে দেখি তোমার আর্জি-টা, তারপর নাহয় বুঝে দেখব।'

'আপনার অশেষ দয়া,' কৃতজ্ঞতা জানাল ক্যালেব।

ওর বাবা হিলেল কীভাবে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন, তা বিস্তারিতভাবে খুলে বলল ক্যালেব। ভদ্রলোক রোমানদের সমর্থক ছিলেন, তারপরও সুযোগসন্ধানী যিলট-রা কীভাবে ওঁকে বেঈমান সাজিয়ে উপস্থাপন করেছিল, এরপর খুন করেছিল... সব জানাল। এসব ঘটনা অসংখ্যবার মায়ের কাছে শুনেছে ও, প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে, ফ্লোরাসের ছোটখাট জিজ্ঞাসার জবাব দিতে অসুবিধে হলো না। গভর্নর অবশ্য ষড়যন্ত্রের গল্প শুনতে মোটেই আগ্রহী নন, তিনি মনোযোগ দিলেন হিলেলের সহায়-সম্পত্তির বিবরণের উপর। ক্যালেবের কাছে সব শোনার পর চোখদুটো চকচক করে উঠল তাঁর—হ্যাঁ, আপাতদৃষ্টিতে দরিদ্র এই তরুণ যদি সব সম্পত্তি ফেরত পায়, তা হলে সত্যিই তাঁর যে-কোনও চাহিদা পূরণ করতে পারবে।

গভর্নরের এই মনোভাব ক্যালেবও বুঝতে পেরেছে, গল্প শেষ করেই ও আলোচনা জুড়ে দিল—ফ্লোরাস যদি ওর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করে দেন, তা হলে বিনিময়ে তাঁকে কী কী দেবে। দর-কষাকষিতে চমৎকার কৌশল খাটাল ও, জেরুসালেমের সমস্ত সম্পত্তি সিজারের নামে উৎসর্গ করে দেবে বলে কথা দিল। শুনে খুশি হয়ে উঠলেন ফ্লোরাস, বুঝতে পারলেন—প্রকারান্তরে তাঁকেই

www.BanglaBook.org

ওগুলো দিয়ে দিচ্ছে ক্যালেব। ও নিজে অবশ্য টায়ারে ওর বাবার সমস্ত ফসলি-জমি আর সেখানকার বাড়ি নিতে চাইল, তাতে কিছু মনে করলেন না গভর্নর, চাষাবাদের জমির চাইতে জেরুসালেমের মত অভিজাত জায়গার সম্পত্তির মূল্য অনেক বেশি। ব্যাপারটা দেখে মনে মনে হাসল ক্যালেব—জেরুসালেমে জমির দাম বেশি হতে পারে, কিন্তু টায়ারের সম্পত্তি থেকে শস্য বাবদ মোটাসোটা অঙ্কের বাঁধা-আয় আছে, জেরুসালেমে তা নেই। ভাগাভাগিতে আসলে জিতছে ও-ই।

ফ্লোরাস অবশ্য এত গভীরভাবে ভাবছেন না কিছু। জেরুসালেমে সম্পত্তি পাবার লোভে অন্ধ হয়ে গেছেন, ক্যালেবের কাছ থেকে ষড়যন্ত্রকারী যিলটদের নাম নিলেন তিনি, পরদিন থেকেই তাদের বিরুদ্ধে নেমে পড়লেন। সবাইকে এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রেফতার করা হলো, তাদের সমস্ত সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো। ক্যালেবকে চুক্তি মোতাবেক টায়ারের জমিজমা বুঝিয়ে দিলেন গভর্নর, সেইসঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তিরও একটা ভাগ দিলেন। চালাক-চতুর এই ইহুদি তরুণকে পছন্দ হয়েছে তাঁর, বুঝতে পেরেছেন—এই ছেলে ভবিষ্যতে অনেকদূর যাবে। এমন একজনকে হাতের মুঠোয় রাখতে পারলে তাঁরই সুবিধা।

এভাবেই... এসেনি ছাড়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যে, ক্যালেব... অসহায় এক এতিম তরুণ থেকে পরিণত হলো সম্ভ্রান্ত, প্রভাবশালী এক মানুষে। সত্যি, ভাগ্য মানুষকে নিয়ে কতই না খেলা খেলে!

www.BanglaBook.org

দশ

বেনোনি

কয়েকদিন পর ঘোড়ায় চড়ে জেরুসালেম থেকে বেরিয়ে এল ক্যালেব, টায়ারে যাচ্ছে, নিজের সম্পত্তি ওখানকার রোমান প্রশাসকের কাছ থেকে বুঝে নিতে। ভাগ্যের পাশাপাশি চেহারা-সুরতও পাল্টে গেছে ওর, কয়েকদিন আগেকার দরিদ্র-অনাথ তরুণের সঙ্গে ওর এখন আর কোনও মিলই নেই। পরনে বহুমূল্য পোশাক, ঘোড়াটাও দামি, সঙ্গে চাকর-বাকরের বহর রয়েছে। অর্থ, সম্পদ, ক্ষমতা... সবকিছু রোমান গভর্নরের কল্যাণে পেয়েছে ও, কিন্তু তাই বলে ওদের প্রতি ঘৃণা দূর হয়নি। শহর থেকে বেরিয়ে একবার পিছু ফিরে তাকাল, মনে মনে ঠিক করল—কোনও একদিন রোমানদের তাড়িয়ে ও নিজে ওখানকার শাসক হবে। ব্যাপারটা শুধু প্রতিহিংসা নয়, এটা ওর উচ্চাভিলাষ-ও বটে।

টায়ারে শুধুমাত্র সম্পত্তি বুঝে নিতে নয়, আরও একটা কারণে যাচ্ছে ক্যালেব। ওখানকার বিখ্যাত ব্যবসায়ী বেনোনি সম্পর্কে জানে ও, উনি যে মিরিয়ামের মাতামহ, তা-ও জানে; মিরিয়ামই বলেছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবে ও, বিশেষ একটা উদ্দেশ্য রয়েছে তার পিছনে।

যাঁকে নিয়ে ওর এ-চিন্তা, তিনি অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে সচেতন নন। ক্যালেব যখন গন্তব্যে পৌঁছুল, তখন নিজের

www.BanglaBook.org

প্রাসাদোপম অট্টালিকার উপরতলার বারান্দায় বসে সাগরের দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে রয়েছেন তিনি। টায়ার শহরটা ভূমধ্যসাগরের মাঝখানে একটা দ্বীপে, মূল ভূখণ্ড থেকে কয়েক মাইল দূরে। দ্বীপের কিনারায় একটা খাড়া ঢালের উপরে তৈরি করা হয়েছে বেনোনির বাড়ি, ওটার পায়ের কাছে সারাক্ষণ আছড়ে পড়ে উদ্দাম ঢেউ... যেন রুদ্র সাগর মাথা কুটে মরছে অপরাজেয় এক শক্তির কাছে।

বাড়িটাও দেখবার মত। দামি মার্বেল পাথরে গড়া, ভিতরের দেয়াল আর মেঝে ঢেকে দেয়া হয়েছে লেবানন থেকে আনা সিডার কাঠে, বিছানো হয়েছে পারস্য থেকে আনা দামি গালিচা। আসবাবপত্র তৈরি করা হয়েছে সোনা, রূপা আর হাতির দাঁত দিয়ে, পুরো অভ্যন্তরই অসংখ্য দামি আর দুষ্প্রাপ্য জিনিসপত্রে সাজানো।

বাড়ির মালিকও কম যান না। বয়স হয়ে গেছে বেনোনির, কিন্তু এখনও তিনি সুদর্শন। চোখের কালো মণিতে আজও আগুন জ্বলে; মাথার ঢেউ খেলানো চুল পেকে ধূসর হয়েছে বটে, কিন্তু টিকালো নাক, দৃঢ় চোয়াল আর চওড়া কপাল এখনও ধরে রেখেছে আভিজাত্যকে। তবে এ-সবই বাহ্যিক, ভিতরে ভিতরে দুর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি... বিবেকের দংশনে। বারান্দায় বসে সুনীল সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখদুটো বার বার ভিজে উঠছে বেনোনি-র, মনে পড়ে যাচ্ছে মেয়ের কথা। বিড় বিড় করে নিজেকে অভিসম্পাত করছেন তিনি—ক্ষণিকের উত্তেজনায় জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদটিকে হারিয়েছেন, অগাধ টাকা-পয়সা থাকার পরও আজ তাই তিনি নিঃস্ব।

মাথা নিচু করে প্রয়াত সন্তানের কাছে ক্ষমা চাইলেন বেনোনি... প্রতিদিনের মত। ঈশ্বরের কাছে ওর শান্তিময় পরকালের জন্য প্রার্থনা করলেন। আর তখনই দরজায় একজন আরব চাকর উদয় হলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইলেন বেনোনি।

'মাফ করবেন, মালিক। জেরুসালেম থেকে ক্যালেব নামে এক ভদ্রলোক এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'কোন্ ক্যালেব...' বলতে বলতে থেমে গেলেন বেনোনি, মনে পড়ে গেছে। রোমান সৈন্যরা এর হয়েই তো কয়েকদিন আগে বেশ কিছু ইহুদি যিলটকে ধরে নিয়ে গেছে। হঠাৎ তাঁর কাছে এসেছে কেন ছেলেটা? কাঁধ ঝাঁকালেন বেনোনি। 'ঠিক আছে, নিয়ে এসো এখানে।'

একটু পরেই পথ দেখিয়ে অতিথিকে বারান্দায় নিয়ে এল চাকর। সামনে এসে কপালে হাত ঠেকিয়ে বেনোনিকে সম্মান জানাল ক্যালেব, বৃদ্ধ ব্যবসায়ী খেয়াল করলেন—ওর একটা আঙুল নেই।

পাল্টা অভিবাদন জানালেন বেনোনি, বসতে দিলেন অতিথিকে।

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল ক্যালেব। 'আপনি টায়ারের এত গণ্যমান্য মানুষ... তাই সম্মান জানাতে এলাম। তা ছাড়া শুনেছি আপনি আমার বাবা... হিলেলের বন্ধু ছিলেন।'

'ঠিকই শুনেছ,' বেনোনি বললেন। 'ভাল বন্ধু ছিলাম আমরা। তোমার বাবাও খুব ভালমানুষ ছিল, বাজে কিছু লোক তাকে চক্রান্ত করে ফাঁসিয়ে দিয়েছিল।'

'জানি আমি,' মাথা ঝাঁকাল ক্যালেব। 'তাই ফিরে এসেছি, সম্পত্তি উদ্ধার করেছি।'

'কিন্তু সেটা করতে গিয়ে তো গভর্নর ফ্লোরাস দোষীদের পাশাপাশি বেশ কিছু নিরীহ ইহুদিকেও জেলে ঢুকিয়েছে... এটা জানো? ওদের সম্পত্তির উপর অনেকদিন থেকেই নজর ছিল তার, সুযোগ পেয়ে সেগুলো হাতিয়ে নিতে দেরি করেনি।'

'তাই নাকি? জানতাম না তো!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল ক্যালেব। 'ইয়ে... আমি আসলে ওই গভর্নরের ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে

www.BanglaBook.org

একটু আলোচনা করতে এসেছি। শুনেছেন হয়তো, সে আমার অর্ধেক সম্পত্তি সিজারের নাম করে রেখে দিয়েছে।' অভিযোগের সুর ওর কণ্ঠে, নিজেই যে ওগুলো দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, তা প্রকাশ করছে না।

'তোমার কপাল ভাল যে সবটাই রেখে দেয়নি।'

'এটা কোনও কথা হলো না। নিশ্চয়ই কোনও আইন আছে, যা দিয়ে আমি ওগুলো ফিরে পেতে পারি!'

'নেই,' মাথা নাড়লেন বেনোনি। 'রোমের আইন রোমানদের জন্য, আমাদের জন্য নয়। চাইলে সিজারের দরবারে একটা আর্জি পেশ করতে পারো, তবে ফল কী হবে—তা চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায়। এসব চিন্তা বাদ দিয়ে যেটুকু পেয়েছ, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো, প্রভুর কাছে শুকরিয়া আদায় করো।'

'তা তো এমনিতেও করছি। সব হারিয়েছিলাম, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার দয়ায় অনেক কিছু ফিরে পেয়েছি। সে যাকগে... তা হলে বলছেন, মামলা-মোকদ্দমা করে লাভ নেই কোনও? বাকি সম্পত্তির কথা ভুলে যাব?'

'এ-মুহূর্তে সেটাই মঙ্গল হবে তোমার জন্য। গভর্নর ফ্লোরাসের বিচারের দায়িত্ব জিহোভার উপর ছেড়ে দাও।'

'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকাল ক্যালেব। 'কী আর করা!'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করল। তারপর বেনোনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি টায়ারেই থাকবে বলে ঠিক করেছ?'

'হ্যাঁ, আপাতত,' ক্যালেব বলল, 'অন্তত যতদিন না এখানকার জমিজমা দেখাশোনার জন্য বিশ্বস্ত কাউকে পাচ্ছি। তবে শহর আমার ভাল লাগে না, কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। আসলে গ্রামে বড় হয়েছি কিনা!'

'কোন্ গ্রামে বড় হয়েছ তুমি?'

'জেরিকোর কাছাকাছি... এসেনিতে। আমার মা চেয়েছিলেন আমাকে ওখানকার যাজক বানাতে, কিন্তু ওদের আমি একেবারেই

www.BanglaBook.org

পছন্দ করতে পারিনি...'

'পছন্দ হবার কথাও নয়, অদ্ভুত জাত একটা,' একমত হলেন বেনোনি। 'আমি খুব ভাল করেই ওদের ব্যাপারে জানি। আমার স্ত্রী-র এক ভাই ওদের গোত্রে যোগ দিয়েছে কিনা! নাম ইথিয়েল... চেনো?'

'চিনব না কেন? মিরিয়ামের নানার কথা বলছেন তো?'

'মিরিয়ামের নানা!' চমকে উঠলেন বেনোনি। 'মিরিয়াম তো আমার স্ত্রী-র নাম, ইথিয়েল ওর ভাই।'

'না, না, এই মিরিয়াম ওঁর বোনের নাতনি। নানীর নামেই নাম রাখা হয়েছে হয়তো, আমি ঠিক বলতে পারব না। ওর মা জাহাজডুবিতে মারা যাবার পর নেহুশতা নামে এক লিবিয়ান দাসী বাচ্চাটাকে নিয়ে প্রায় আঠারো বছর আগে হাজির হয় এসেনিতে, ইথিয়েলের কাছে আশ্রয় নেয়।'

প্রায় চমকে উঠলেন বেনোনি—বলে কী এই ছেলে? ইথিয়েলের বোনের নাতনি... মিরিয়াম নাম... দাসী নেহুশতা... এসব কি কাকতাল হতে পারে? তা হলে... তা হলে এই মেয়ে নিশ্চয়ই র‍্যাশেলের সন্তান, তাঁর একমাত্র বংশধর! উত্তেজিত হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ ব্যবসায়ী, জিজ্ঞেস করলেন, 'এই মিরিয়াম সম্পর্কে আমাকে বলো, ক্যালেব।'

মুচকি হাসল ক্যালেব—যাক, বেনোনির আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পেরেছে। তাঁর ঘনিষ্ঠ মানুষ হতে অসুবিধে হবে না আর। বলল, 'এসেনিতে আশ্রয় পাওয়া প্রথম মেয়ে ও। পুরো গ্রামের সবার চোখের মণি। মজার ব্যাপার কী, জানেন? ও কিন্তু বিধর্মী, এসেনিজ ধর্মের কেউ নয়। ওর মা খ্রিস্টান ছিল, ও-ও খ্রিস্টান। এসেনিজদের মাঝে বড় হয়েও ওদের ধর্ম গ্রহণ করেনি ও।'

'হুম!' গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকালেন বেনোনি। অল্পস্বল্প সন্দেহ যা ছিল, তা-ও দূর হয়ে গেছে কথাটা শুনে। তিনি নিশ্চিত, এই মিরিয়াম তাঁরই নাতনি, মৃত্যুর আগে র‍্যাশেল নিশ্চয়ই জন্ম দিয়ে

www.BanglaBook.org

গেছে ওর। এত বছর কেন কিছু জানতে পারেননি, তা-ও পরিষ্কার। র‍্যাশেলের ভয় ছিল, তিনি ওর সন্তানকে ইহুদি বানিয়ে ফেলবেন। সেজন্যেই তাঁর বদলে ইথিয়েলের কাছে মিরিয়ামকে নিয়ে গেছে নেহুশতা, কারণ নীতিবান এসেনিজ-রা কখনও কাউকে ধর্মান্তরিত হবার জন্য চাপাচাপি করে না।

মনটা কষ্টে ভরে গেল বেনোনির। আপন মেয়ে তাঁকে কতটা অবিশ্বাস করত, তা বোঝা যাচ্ছে এ-থেকে। একমাত্র উত্তরাধিকারী... নিজের রক্ত হওয়া সত্ত্বেও মিরিয়ামকে দেখা তো দূরের কথা, ওর অস্তিত্ব সম্পর্কে পর্যন্ত জানতে দেয়া হয়নি তাঁকে।

'দেখতে কেমন হয়েছে ও?' দীর্ঘশ্বাসটাকে চাপা দিয়ে জানতে চাইলেন বেনোনি।

'আমি ওকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মানবী বলে মনে করি, জনাব!' বলল ক্যালেব। 'তবে রূপটাই ওর একমাত্র গুণ নয়। সুন্দর, শিক্ষিত, দয়ালু একটা মন আছে ওর। মানুষ হিসেবে ও সাধারণ কেউ নয়।'

'খুব প্রশংসা করছ দেখছি,' একটু হাসলেন বেনোনি। 'পছন্দ করো ওকে?'

'আমাদের ভাগ্য এক সুতোয় গাঁথা, জনাব। একসঙ্গে বড় হয়েছি আমরা, বাকি জীবনও একসঙ্গেই কাটাব। আমরা বিয়ে করব।'

'সব ঠিক হয়ে গেছে?'

'ইয়ে... ঠিক তা হয়নি,' ইতস্তত করে বলল ক্যালেব। 'থাক, আজ আপনাকে আর আমার প্রেমের কাহিনি বলে বিরক্ত করব না। তবে কাল যদি আপনি আমার বাড়িতে রাতের খাবারটা খান, তা হলে সম্মানিত বোধ করব। গল্পও করা যাবে তখন।'

চমৎকার একটা টোপ দিয়েছে ও, ফেরাতে পারলেন না বেনোনি। বললেন, 'অবশ্যই... অবশ্যই যাব আমি। শুধু

www.BanglaBook.org

মিরিয়ামের গল্প নয়, জেরুসালেমে ইদানীং কী ঘটছে না ঘটছে, তা-ও জানা দরকার, ওখান থেকেই তো এসেছ তুমি। তাই না?'

'চোখ-কান অবশ্য খোলা রাখার চেষ্টা করি আমি,' বলল ক্যালেব। 'সাধারণ লোকে জানে না, এমন অনেক খবরই দিতে পারব আপনাকে।'

'তা হলে তো খুবই ভাল।'

'আজ তা হলে আসি,' উঠে দাঁড়াল ক্যালেব। 'কাল রাতে আপনার প্রতীক্ষায় থাকব।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল ও। বারান্দায় আবার একা হয়ে গেলেন বেনোনি, উদাস ভাবটা আবার পেয়ে বসল তাঁকে। তবে এবার মেয়ের কথা ভাবছেন না, ভাবছেন নাতনি মিরিয়ামের কথা, সেই সঙ্গে ক্যালেবকে নিয়েও। ছেলেটাকে খুব একটা সুবিধের বলে মনে হয়নি তাঁর কাছে, তবে ও তরুণ, ধনী। চেষ্টা করলে হয়তো ওকে ইহুদিদের স্বার্থে ব্যবহার করা যাবে। এমন বয়স আর অর্থনৈতিক অবস্থাসম্পন্ন মানুষ খুবই প্রয়োজন তাঁদের, তাই এখনই ওকে দূরে সরিয়ে দেয়া যাবে না।

গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন বেনোনি, সময় কীভাবে পেরিয়ে যাচ্ছে খেয়ালই করলেন না। সংবিৎ ফিরল আরব চাকরটা আবার দরজায় এসে গলা খাঁকারি দেয়ায়। বিরক্ত চোখে তার দিকে তাকালেন বৃদ্ধ ব্যবসায়ী। জিজ্ঞেস করলেন, 'আবার কী?'

'মাফ করবেন, মালিক। একজন রোমান ক্যাপ্টেন আপনার দর্শনপ্রার্থী। নাম মারকাস, নীচে অপেক্ষা করছেন।'

'মারকাস?' ভুরু কোঁচকালেন বেনোনি, পরমুহূর্তে চিনতে পারলেন। কয়েক মাস আগে টায়ারে এসেছিল এই ক্যাপ্টেন, তখনই পরিচয়। মানুষ হিসেবে মন্দ না। অর্থকষ্টে ভুগছিল, তাঁর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছে, অন্যান্য রোমান অফিসারদের মত লুট করেনি। আজ আবার কী চায়?

'বলে দাও আমার শরীর ভাল না,' বললেন বেনোনি।

www.BanglaBook.org

'দু-তিনদিন পরে যেন আসে।'

'বললেন ব্যাপারটা জরুরি। কালই নাকি রোমে চলে যাচ্ছেন...'

'হুম, নিয়ে এসো তা হলে।' হয়তো ধারের টাকা ফেরত দিতে এসেছে, অনুমান করলেন বেনোনি।

একটু পরেই বারান্দায় হাজির হলো মারকাস। এসেনি থেকে ফেরার পর বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও রোমে যেতে পারেনি ও। ফিরে এসে ওখানকার রিপোর্ট জমা দিয়েছে, সেটা নিয়ে অ্যালবিনাসের দরবারে নানা ধরনের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে, এরপর নানা রকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিল। সবকিছু মিটিয়ে রওনা হয়েছে এতদিনে, তবে যাত্রাটা নিরুদ্বিগ্ন হয়নি। রোমে যাবার পথে ওকে নতুন একটা কাজ গছিয়েছেন অ্যালবিনাস, আজ বেনোনির কাছে আসবার পিছনে সেটাই কারণ।

বৃদ্ধ ব্যবসায়ীকে অভিবাদন জানাল মারকাস। তবে কুশল বিনিময়ে উৎসাহী দেখাল না বেনোনিকে। কাঠখোট্টা সুরে তিনি বললেন, 'আপনাকে বেশি সময় দিতে পারব না, শরীর ভাল নেই। সুদ-সহ টাকাটা ফেরত দিয়ে চলে যান।'

'ফেরত!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল মারকাস। 'আমি তো আরও ধার নিতে এসেছি।'

'মাথা খারাপ হয়েছে নাকি আপনার? আগের টাকা ফেরত না পেয়ে আবার টাকা দেব... ভেবেছেন কী আমাকে?'

'দেখুন, আপনার সব টাকা সুদে-আসলে ফেরত পেয়ে যাবেন,' মারকাস বলল। 'চাইলে কিছু বেশিও দেব। কিন্তু এ-মুহূর্তে অন্তত এক হাজার শেকেল আমার খুব দরকার।'

'এক হাজার! আগেরটাও তো বাকি পড়েছে। এত টাকা একসঙ্গে ফেরত দেবেন কীভাবে? সোনার খনি-টনি পেতে যাচ্ছেন নাকি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অনেকটা সে-রকমই। সিজারের ঘনিষ্ঠ সহচর কাইয়াসের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন, তিনি আমার চাচা। মৃত্যুশয্যায় আছেন, বিয়েও করেননি... আমি ওখানে যাচ্ছি নিজের উত্তরাধিকার বুঝে নিতে।'

'তা হলে বিরাট বড়লোক হতে যাচ্ছেন আপনি, ক্যাপ্টেন। যদি ওখানে পৌঁছুতে পারেন আর কী!'

'আপনার সন্দেহ আছে?' তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন ছুঁড়ল মারকাস।

'আমাকে ভুল বুঝবেন না,' বেনোনি বললেন। 'তবে ব্যাপার হলো কী, আজকালকার জামানা খুব খারাপ। সম্পত্তির লোভে খুনখারাপি তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আপনাকে বঞ্চিত করার জন্য ষড়যন্ত্র পাকানো হতে পারে... রোম-ও অনেক দূরে, পথে বহু কিছুই ঘটে যেতে পারে! আর যদি আপনি মরে-টরে যান, আমার টাকার কী হবে...'

'আপনার আশঙ্কা অমূলক। নিরাপত্তা নিয়ে কোন ভয় নেই, আমার সঙ্গে বেশ কিছু সৈন্যও যাচ্ছে রোমে।'

'তারপরও ভয় তো থেকেই যায়। নিশ্চিত হব কী করে, বলুন? এই যে, মাঝখানে এতগুলো দিন কোনও খোঁজখবর দিলেন না, আমার মনের অবস্থা কী হয়েছিল, জানেন?'

'আমি এতদিন এসেনিতে ছিলাম, ওখান থেকে যোগাযোগের কোনও উপায় ছিল না...'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' বাধা দিলেন বেনোনি। 'আপনি কি জেরিকোর কাছাকাছি এসেনি গ্রামের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, কেন?'

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ ব্যবসায়ী। 'খুলে বলুন আমাকে, ওখানে কী কী দেখেছেন?'

'হঠাৎ এসেনির মত একটা অজ পাড়া-গাঁ নিয়ে আপনার এত আগ্রহ কেন?'

'সেটা পরে শুনবেন, এখন খুলে বলুন সব।'

www.BanglaBook.org

'বলতে রাজি আছি, কিন্তু আপনি আমাকে টাকা ধার দেবেন কি না বলুন।'

'দেব। যা-চান, তা-ই দেব। কিন্তু দয়া করে এসেনির গল্প শোনান আমাকে।'

'হঠাৎ এই আগ্রহের কারণ কী, জানতে পারি?'

নিজেকে সামলে নিলেন বেনোনি। বললেন, 'তেমন কিছু না। একটু আগে এক অতিথি এসেছিল, এসেনিতে বড় হয়েছে সে। আমাকে একটা অদ্ভুত গল্প শোনাল... যাজকদের মাঝখানে নাকি একটা মেয়ে থাকে ওখানে...'

সতর্ক হয়ে উঠল মারকাস, মিরিয়ামের ব্যাপারে জেনে ফেলেছে নাকি বেনোনি? পরখ করে দেখার সিদ্ধান্ত নিল ও। বলল, 'ভুল বলেনি, সত্যিই একটা মেয়ে থাকে ওখানে। কিন্তু কে এই অতিথি?'

'অল্পবয়েসী এক তরুণ...'

'হাতের কোনও আঙুল কাটা ছিল ওর?' থমথমে গলায় জানতে চাইল মারকাস, অনুমান করতে পারছে—এসেনি ত্যাগ করে কে টায়ারে আসতে পারে।

'হ্যাঁ,' দ্বিধান্বিত গলায় বললেন বেনোনি। 'কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?'

'কারণ আঙুলটা আমিই কেটে নিয়েছি। ওর নাম ক্যালেব, তাই না?' মুখটা কঠিন হয়ে গেছে মারকাসের, বুঝতে পারছে—বেনোনির কাছে মিরিয়ামের পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছে বদমাশটা। 'কী বলেছে সে আপনাকে?'

একটু চুপ করে রইলেন বেনোনি। তারপর বললেন, 'পরিষ্কার করে বলেনি কিছু, তবে আমি বুঝতে পেরেছি—মেয়েটা আমার নাতনি, ওর নাম মিরিয়াম।'

'ব্যাপারটা ও খুব ভাল করেই জানে,' রাগী গলায় বলল মারকাস। 'জেনেশুনেই আপনাকে বলতে এসেছে।'

www.BanglaBook.org

'তাতে ক্ষতি তো হয়নি।'

'হয়েছে, অনেক বড় ক্ষতি হয়েছে। মিরিয়ামের আঠারো বছর বয়স পূর্ণ হতে চলেছে। এসেনি ছাড়তে হবে ওকে, আপনি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন নাতনিকে নিজের কাছে নিয়ে আসবার জন্য। সেটাই চায় ও। মিরিয়াম আপনার কাছে ফিরে আসবে, তারপর ওকে বিয়ে করে ও আপনার সমস্ত ধন-সম্পত্তির মালিক হবে!'

'যদি তা হয়েও থাকে, তা হলে আপনার অসুবিধে কী?'

'অসুবিধে আছে, আমি মিরিয়ামকে ভালবাসি।'

হেসে উঠলেন বেনোনি। 'ক্যালেবও একই কথা বলেছে। আর নানা হিসেবে আমি মনে করি, পাত্র হিসেবে ও-ই বেশি গ্রহণযোগ্য। ও একজন উঁচু বংশের ইহুদি, টাকা-পয়সাও আছে।'

'ক্যালেব ওকে ভালবাসে না, ওকে দখল করতে চায়,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মারকাস। 'তা ছাড়া পাত্র হিসেবে আমিই বা মন্দ কীসে? উচ্চ বংশীয় রোমান আমি, চাচার সহায়-সম্পত্তি কিছুদিনের মধ্যে আমারই হতে যাচ্ছে।'

'কিন্তু আপনি একজন রোমান, ক্যাপ্টেন। আমি রোমানদের পছন্দ করি না।'

'আপনার পছন্দ-অপছন্দে কিছু যায়-আসে না। জীবনটা মিরিয়ামের, সিদ্ধান্তটাও ওরই হওয়া উচিত।'

'ও কি আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে?'

'না, কারণ আমি খ্রিস্টান নই। ক্যালেবকেও একই কারণে কোনোদিন বিয়ে করবে না ও...'

'থামুন!' একটু ধমকের সুরে বললেন বেনোনি। 'নিজেই যখন স্বীকার করছেন যে, আমার নাতনি আপনাকে বিয়ে করতে রাজি নয়, তখন আমার পারিবারিক ব্যাপারে আপনার নাক গলানোটা এখানেই বন্ধ হওয়া উচিত।'

www.BanglaBook.org

'মিরিয়ামের ভাল-র জন্য আমি দুনিয়ার যে-কোনও জায়গায় নাক গলাব,' উদ্ধত গলায় বলল মারকাস। 'ওকে আমি ভালবাসি, সম্মান করি... ওর উপর কোনও জোর খাটানো হলে আমি সেটা মেনে নেব না।'

'কে জোর খাটাবে?'

'সাধু সাজার চেষ্টা করবেন না, বেনোনি! আমি জানি, যেভাবেই হোক, ওকে আপনি টায়ারে নিয়ে আসবেন। তারপর জোর করে ধর্মান্তরিত করে গছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবেন ক্যালেব বা অন্য কোনও ইহুদি ছেলের গলায়!'

'ভেবেছেন কী আপনি আমাকে?' রেগে গেলেন বেনোনি। 'নাতনিকে ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেব?'

'যে-লোক আপন মেয়ে আর জামাইকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে, তার পক্ষে সবই সম্ভব।' মারকাস বলল। 'কিন্তু জেনে রাখুন, মিরিয়ামের সঙ্গে যদি উল্টো-সিধে কিছু করেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে বোঝাপড়া করব আপনার সঙ্গে!'

রাগে কাঁপতে শুরু করলেন বেনোনি। 'আপনি আমার বাড়িতে এসে আমাকেই হুমকি দিচ্ছেন? জানেন, আমি কে? আপনি একজন ক্যাপ্টেন হতে পারেন, কিন্তু আমার প্রভাব-প্রতিপত্তিও কম নয়...'

'আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তি ফুরিয়ে এসেছে, বেনোনি!' বৃদ্ধ ব্যবসায়ীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল মারকাস। 'ভেবেছেন আজ আমি আপনার কাছে সত্যিই টাকা ধার চাইতে এসেছি? মোটেই না। আপনার ধার এই মুহূর্তে সুদসমেত ফেরত দেবার ক্ষমতা রয়েছে আমার, দেবও। আমি আসলে এসেছি আপনাকে গ্রেফতার করতে। টায়ারে গজিয়ে ওঠা রোম-বিদ্বেষী একটা সংঘের ব্যাপারে খবর পেয়েছি আমরা, ওটার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে এসেছি আমি, রোমে যাবার পথে সংঘের সদস্যদের গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। আমি জেনে গেছি,

www.BanglaBook.org

বেনোনি, আপনি ওটার সঙ্গে জড়িত... সংঘের মাথাদের একজন আপনি। অস্বীকার করে লাভ নেই, আমার কাছে প্রমাণ আছে। নীচে গেলেই দেখবেন, গেটের বাইরে পঞ্চাশজন সৈন্য অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।'

আগুনে যেন পানি পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে থমকে গেলেন বেনোনি। কাঁপছেন এখনও, তবে সেটা রাগে নয়, আতঙ্কে। কোনোমতে বললেন, 'আপনি আমাকে ধরে নিয়ে যাবেন?'

'সেজন্যেই এসেছিলাম, তবে মিরিয়ামের প্রসঙ্গটা ওঠায় বেঁচে গেলেন।'

'মানে... আমি ঠিক বুঝতে পারছি না...'

'আপনাকে মিরিয়ামের প্রয়োজন, বেনোনি। এই দুনিয়ায় ও সহায়-সম্বল-আশ্রয়হীন। এসেনি ছাড়ার পরে ওর যাবার কোনও জায়গা নেই। আপনার কাছে আশ্রয় পেলে ভালই হয় ওর জন্যে। তাই আপনাকে গ্রেফতার করব না আমি, মিথ্যে বলব—আপনার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাইনি। তবে একটাই শর্ত, মিরিয়ামকে আপনি ঘাঁটাতে যাবেন না; ওকে ওর ধর্ম পালন করতে দেবেন, বিয়ে করতে দেবেন ওর ইচ্ছে অনুসারে—আমি হলে আমি, অন্য কেউ হলে অন্য কেউ... কিন্তু ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে নয়। রাজি আছেন?'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালেন বেনোনি। 'হ্যাঁ, আমি রাজি।'

'কথার বরখেলাপ যেন না হয়। আপনার বিরুদ্ধে পাওয়া প্রমাণগুলো কিন্তু রয়ে যাচ্ছে আমার কাছে, বেচাল দেখলেই সব পৌঁছে যাবে সিজারের কাছে।'

'আমি... আমি আপনার কথামত কাজ করব।'

'খুব ভাল,' কোমর থেকে একটা থলে খুলে নিয়ে বেনোনির পাওনা পরিশোধ করে দিল মারকাস। 'আর হ্যাঁ, রোমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা ছেড়ে দিন। আজ আমি আপনাকে মাফ করলাম, কিন্তু আরেকদিন অন্য কেউ আসবে। তখন আর নাতনির জন্য

www.BanglaBook.org

আপনাকে দয়া দেখাবে না সে। কথাটা শুধু আপনার মঙ্গলের জন্য নয়, মিরিয়ামের জন্যও বলছি। মনে রাখবেন। বিদায়।'

উল্টো ঘুরে চলে গেল মারকাস।

ওর গমনপথের দিকে কয়েক মুহূর্ত নিথর তাকিয়ে রইলেন বেনোনি। অদ্ভুত একজন মানুষ এই রোমান ক্যাপ্টেন, ভালবাসার জন্য যে-কোনও ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। এই তো, নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মিরিয়ামের কথা ভেবে তাঁকে ছেড়ে দিল!

পরমুহূর্তে নাতনির ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ ব্যবসায়ী। মিরিয়াম... তাঁর রক্ত, তাঁর বংশধর। না, ওকে এসেনির মত একটা জায়গায় পড়ে পড়ে পচতে দেয়া যায় না। ঠিক করলেন বেনোনি, তিনি নিজেই যাবেন ওখানে... মিরিয়ামকে নিয়ে আসতে। তবে এখন নয়, ওর যখন গ্রাম ছাড়ার সময় হবে, তখন।

BanglaBook.org

এগারো

রানীর বিদায়

বেশ কিছুদিন পরের কথা।

এসেনির গোত্র-পরিচালকেরা আলোচনায় বসেছেন, সঙ্গে ইথিয়েলও আছেন; বিষয়—মিরিয়ামের ভবিষ্যৎ। যাজকদের সবাই ওকে আপন সন্তানের মত ভালবাসেন, তারপরও উপায় নেই, ওকে গ্রাম ছেড়ে যেতেই হবে। ধর্মের এক কঠিন শৃংখলে

www.BanglaBook.org

বসবাস করছেন এসেনিজ যাজকেরা, জাগতিক ভালবাসার টানে সে-শৃংখল ভাঙা সম্ভব নয়। তবে অমানুষ নন ওঁরা, অসহায় একটা মেয়েকে বিদায় করে দিয়ে ব্যাপারটা ভুলে যেতে চান না, তাই আজ আলোচনায় বসে সাহায্যের উপায় খুঁজছেন—গ্রাম ছেড়ে যাবার পর মিরিয়ামকে বাইরে কোথাও আশ্রয় খুঁজে দেয়া যায় কি না, ওকে আয়-রোজগারের কোনও পথ করে দেয়া যায় কি না। ফলাফলহীন কিছুটা সময় তর্কে-বিতর্কে ব্যয় হবার পর ইথিয়েল প্রস্তাব দিলেন, মিরিয়ামকে ডাকা হোক। নিজেরা কোনও সিদ্ধান্ত নেবার আগে ওর মতামতও জানা দরকার।

খবর পেয়ে একটু পরই নেহুশতা-সহ হাজির হলো মিরিয়াম, পরনে সাদা রঙের একটা পোশাক, মাথার উপর ঘোমটা তুলে রেখেছে। ওকে ঢুকতে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন সব পরিচালক, ও না বসা পর্যন্ত বসলেন না কেউ। সবাইকে অভিবাদন জানাল মিরিয়াম, পরিচালকেরা প্রত্যুত্তর দিলেন।

কয়েকটা মুহূর্তের জন্য অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। সবাই উসখুস করছে, খবরটা কীভাবে মিরিয়ামকে বলা হবে, তা বুঝতে পারছে না কেউ। ব্যাপারটা লক্ষ করে মৃদু হাসল মিরিয়াম। 'আপনারা এত বিব্রত হচ্ছেন কেন? আমি তো জানি, কেন আমাকে এখানে ডাকা হয়েছে।'

'কিছু মনে কোরো না, মা,' লজ্জিত চেহারায় বললেন প্রধান পরিচালক। 'কথাটা বলতে বুক ফেটে যাচ্ছে, কাজটা করতে তো কারও মনই সায় দিচ্ছে না। কিন্তু আমাদের হাত-পা বাঁধা... তোমাকে এসেনিতে আশ্রয় দেয়া আর সম্ভব হচ্ছে না আমাদের পক্ষে...'

'আমি সব জানি, মহানুভব,' বাধা দিয়ে বলল মিরিয়াম। 'আপনাদের নিয়ম-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা আছে আমার, তাই কেউ কিছু বলার আগেই চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।'

'কিন্তু কোথায় যাবে তুমি, মা?'

www.BanglaBook.org

'এখনও ঠিক করিনি সেটা। জেরুসালেমে যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ইদানীং ওখানে খুব গণ্ডগোল হচ্ছে বলে শুনেছি। অন্য কোনও শহর খুঁজতে হবে।'

'আমাদের সবারই আত্মীয়স্বজন রয়েছে এসেনির বাইরে,' বললেন প্রধান পরিচালক। 'তাদের কাছে তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দিতে চাই আমরা...'

'ধন্যবাদ,' মিরিয়াম বলল। 'তবে অপরিচিত কারও ঘাড়ে বোঝা হয়ে চাপার ইচ্ছে নেই আমার। আপনারা যে আমাকে নিয়ে ভাবছেন, তাতেই আমি খুশি।'

গুঞ্জন উঠল পরিচালকদের মধ্যে। কী করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁরা। একটু পরেই দরজায় একজন অল্পবয়েসী যাজক হাজির হলো। সবাইকে সম্মান জানিয়ে সে বলল, 'মাফ করবেন, একটা খবর নিয়ে এসেছি। টায়ার থেকে বেনোনি নামে এক ব্যবসায়ী এসেছেন গ্রামে, আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চান।'

মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন পরিচালকেরা, বেনোনি কে—তা খুব ভাল করেই জানা আছে তাঁদের। মিরিয়াম আর নেহুশতাও অবাক হয়ে গেছে। সঙ্গীদের সঙ্গে একটু আলোচনা করে নিলেন প্রধান পরিচালক, তারপর বললেন, 'হঠাৎ করে ভদ্রলোকের উপস্থিতি কাকতালীয় হতে পারে না, প্রভুর মনে নিশ্চয়ই মিরিয়ামের জন্য কিছু ঠিক করা আছে। ঠিক আছে, নিয়ে এসো ওঁকে।'

খানিক পরে সম্মেলনকক্ষে ঢুকলেন বেনোনি, দৃপ্ত পায়ে। চেহারায় আভিজাত্য, পরনে একটা বহুমূল্য আলখাল্লা, সোনালি আর রূপালি কারুকাজ করা। ভিতরে ঢুকে সবার উপর চোখ বোলালেন তিনি, সামনের টেবিলে বসা পরিচালকদের পেরিয়ে দুই নারীর উপর দৃষ্টি পড়তেই থমকে গেলেন। নেহুশতাকে চিনতে পারছেন, পাশের অল্পবয়েসী মেয়েটার পরিচয়ও আন্দাজ

www.BanglaBook.org

করতে অসুবিধে হলো না। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল বেনোনির, মায়ের মত হয়েছে তাঁর নাতনি, ওর মুখাবয়ব দেখে স্নেহ উথলে উঠল তাঁর ভিতর।

নিজেকে সামলে নিলেন বৃদ্ধ ব্যবসায়ী, পরিচালকদের সম্মান জানিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন।

'আপনার পরিচয় আমাদের জানা আছে, জনাব,' কাঠখোট্টা ভঙ্গিতে বললেন প্রধান পরিচালক। 'এসেনিতে কেন এসেছেন; সেটা বলুন।'

'লুকোছাপার কিছু নেই,' বললেন বেনোনি। 'আসল কথাই বলি। আমি আমার নাতনিকে নিয়ে যেতে এসেছি। ও এখানেই থাকে, খবর পেয়েছি আমি।'

'তা হলে তো বুঝতেই পারছেন, আমাদের সামনে যে-মেয়েটি বসে আছে, ও-ই মিরিয়াম... আপনার নাতনি।'

'ব্যাপারটা আপনারা জানতেন?'

'অবশ্যই।'

'তা হলে এতগুলো বছর ওকে লুকিয়ে রেখেছেন কেন? কেন আমাকে আমার একমাত্র বংশধরের কথা জানতে দেয়া হয়নি?' একটু রোষের সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন বেনোনি। 'এই পৃথিবীতে আমি ওর একমাত্র আইনসম্মত অভিভাবক, কেন আপনারা ওকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন?'

'এর কারণ আপনি নিজেই, জনাব,' প্রধান পরিচালকের কণ্ঠে স্পষ্ট অভিযোগ। 'আপনি মিরিয়ামের মা আর বাবার সঙ্গে যা করেছেন, তারপর ওকে আমরা কীভাবে আপনার হাতে তুলে দিই, বলুন?'

চুপ হয়ে গেলেন বৃদ্ধ ব্যবসায়ী, জবাব খুঁজে পাচ্ছেন না। শেষে মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি এখানে অতীত নিয়ে আপনাদের সঙ্গে বচসা করতে আসিনি। এসেছি আমার একমাত্র বংশধরকে দাবি করতে, দয়া করে ওকে আমার কাছে ফিরিয়ে

www.BanglaBook.org

দিন।'

'আপনার নাতনি আমাদের সন্তানের মত বড় হয়েছে, ওর মঙ্গল চাই আমরা... সেটা আপনার কাছে হবে বলে মনে হয় না।'

'কী সব আবোল-তাবোল বকছেন?' রেগে গেলেন বেনোনি। 'আমি আমার নাতনির অমঙ্গল করব?'

'করবেন না? তা হলে ওকে আপনার সমস্ত সম্পত্তি লিখে দেবেন? ওকে ওর ধর্ম পালন করতে দেবেন? ইচ্ছেমাফিক বিয়ে করতে দেবেন?'

'শর্ত দিচ্ছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। শর্তই এগুলো। নাতনিকে ফিরে পেতে চাইলে এসব শর্ত মানতে হবে আপনাকে। শুধু মুখে মানলে হবে না, আমাদের কাছে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।'

'যদি না মানি?'

'তা হলে আজই আপনি আপনার নাতনিকে প্রথম ও শেষবারের মত দেখছেন।' থমথমে গলায় বললেন প্রধান পরিচালক।

'তাই নাকি? আবার লুকিয়ে রাখবেন ওকে? কীভাবে? আমি তো শুনেছি, আর কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে ও... আপনাদের নাগালের বাইরে।'

'আমাদের এত খাটো করে দেখবেন না, জনাব,' বললেন প্রধান পরিচালক। 'এসেনিজরা শান্তিবাদী, তবে দুর্বল নয়। আমাদের ভালবাসা আর আশীর্বাদ সবসময় থাকবে মিরিয়ামের সঙ্গে। গ্রামেই থাকুক, বা বাইরে... ওকে আমরা রক্ষা করব। ওর কোনও ক্ষতি হলে আমরা প্রতিশোধ নেব।'

হুমকিটা শুনে ভুরু কুঁচকে ফেললেন বেনোনি। নেহুশতা বলল, 'ওঁরা মিথ্যে বলছেন না, মালিক। ছোট মালকিনকে এসেনিজরা প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসেন। ওঁর কিছু হলে এরা আপনাকে ছাড়বে না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি আমার নাতনির মতামত শুনতে চাই,' বলে মিরিয়ামের দিকে ফিরলেন বেনোনি। 'মা, আমার সঙ্গে যেতে কি আপত্তি আছে তোমার?'

'আপনি আমার নানা, আপনার সঙ্গে যেতে আপত্তি থাকবে কেন?' মিরিয়াম বলল। পরিচালকদের দেখাল ও। 'তবে ওঁদের কথার সঙ্গে আমি একমত। নিজের ধর্ম, স্বাধীনতা আর স্বকীয়তা আমার কাছে অনেক বড়। সেগুলো যদি অক্ষুণ্ন না থাকে, তা হলে শুধু বংশের নাম রক্ষার জন্য গিয়ে লাভ কী?'

'তারমানে তুমিও চাইছ, আমি ওঁদের শর্ত মেনে নিই? লিখিত প্রতিশ্রুতি দিই?'

'আমাকে ভুল বুঝবেন না, আপনার ধন-সম্পত্তির প্রতি কোনও লোভ নেই আমার। আমি শুধু কারও হাতের পুতুল হতে চাই না। হ্যাঁ, সেজন্যে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে আপনাকে। লিখিত কিংবা মৌখিক... যেভাবেই হোক।'

'বেশ, তুমি যা চাও, তা-ই হবে,' হার স্বীকার করে নিলেন বেনোনি।

'খুব ভাল,' বললেন প্রধান বিচারক। 'আজ রাতটা আপনি আমাদের অতিথি হিসেবে থাকবেন। কাল সকালে কাগজপত্র তৈরি পাবেন, দস্তখত করে নিয়ে যেতে পারবেন তখন আপনার নাতনিকে।'

সারাদিন গোছগাছ শেষে পরদিন বিকেলে যাত্রার জন্য তৈরি হলো মিরিয়াম আর নেহুশতা। গ্রামের সীমানায় এসেনির সমস্ত বাসিন্দা জড়ো হলো ওদেরকে বিদায় দিতে। চোখ ছলছল করে উঠল মিরিয়ামের।

'কেঁদো না, মা,' ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন ইথিয়েল, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ তারও। 'প্রার্থনা করি, প্রভু তোমার জীবন সুখে ভরিয়ে দিন।'

www.BanglaBook.org

প্রধান পরিচালকও এসেছেন বিদায় দিতে। তিনি বললেন, 'আমাদের ভালবাসা আর আশীর্বাদ সবসময় তোমার সঙ্গে থাকবে। তুমি আমাদের রানী, মিরিয়াম... এসেনির রানী! কাছে থাকো, বা দূরে, আমাদের রানী হয়েই থাকবে তুমি সারাজীবন।'

'আপনারা চিন্তা করবেন না,' আশ্বাসের সুরে বললেন বেনোনি। 'আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করব না। মিরিয়ামকে কখনও ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে হবে না। বাধ্যবাধকতার কারণে এ-কথা বলছি, নাতনি হিসেবে ওর প্রতি আমার ভালবাসা থেকে বলছি।'

'শুনে খুশি হলাম,' বললেন ইথিয়েল। 'যাও মিরিয়াম, ভাল থেকো। আমার মন বলছে, এ-বিদায় চিরদিনের নয়। এ-জীবনে আবার আমাদের দেখা হবে।'

'তা-ই যেন হয়, নানা।'

হাত নেড়ে সবাইকে বিদায় জানাল মিরিয়াম, তারপর ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলো বেনোনির সঙ্গে।

যাত্রাপথে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটল না। জেরিকো আর জেরুসালেম হয়ে কয়েকদিন পর টায়ারে পৌঁছে গেল ওরা। দূর থেকে সাগরের মাঝে দ্বীপটাকে দেখে খুশিতে উদ্বেল হয়ে উঠল মিরিয়ামের মন, সাগর খুবই পছন্দ ওর, বুঝতে পারছে—সাগরের কাছে বাকি জীবন কাটাতে পারবে।

বেনোনির প্রাসাদোপম বাড়িতে প্রায় রাজকীয় ভঙ্গিতে অভ্যর্থনা জানানো হলো ওকে, বৃদ্ধ ব্যবসায়ী আগেই একজন চাকরকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নাতনির আগমনের খবর নিয়ে। পুরো বাড়ি তাই উৎসবের সাজে সেজেছে। সাজসজ্জা, সেইসঙ্গে বিশালায়তন অভ্যন্তর দেখে বিস্মিত হয়ে গেল এসেনিতে বেড়ে ওঠা সহজ-সরল মেয়েটি। মাটির তৈরি কুঁড়েঘর ছাড়া জীবনে আর কোনও বাড়ি দেখেনি ও।

'কেমন লাগছে, মা? পছন্দ হচ্ছে?' স্মিত হেসে জিজ্ঞেস

www.BanglaBook.org

করলেন বেনোনি।

'কী যে বলেন না! এ তো অদ্ভুত সুন্দর! আমি স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবিনি, এমন একটা বাড়িতে থাকতে পারব। আচ্ছা, এখানে আমার মূর্তি বানানোর কাজের জন্য একটা ঘর পাব তো?'

'বাছা, আজ থেকে তুমি এ-বাড়ির মালিক। যা-খুশি করতে পার তুমি, আমার কোনও আপত্তি নেই।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বেনোনি। 'তোমাকে পাবার জন্য কত রকম প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে! কিন্তু সত্যি কথা কী জানো, কেউ আমাকে কিছু না বললেও আমি তোমাকে আমার সবই উজাড় করে দিতাম। তুমি আমার একমাত্র নাতনি, আমার সবকিছু তো তোমারই। আর হ্যাঁ, তোমার ধর্ম-বিশ্বাস-স্বাধীনতা... এসবেও আমি কখনোই হস্তক্ষেপ করতাম না। আমি শুধু আমার নাতনিকে চাই, আর কিছু নয়। তার কাছ থেকে একটু ভালবাসা... একটু বন্ধুত্ব... আমি বড় একা, মা!'

'নানা! আমিও তো আপনাকে ভালবাসতে চাই! কিন্তু...'

'জানি, আমাদের মাঝখানে তোমার বাবা-মা'য়ের করুণ পরিণতি কাঁটার মত বিঁধে আছে। এর জন্যে আমিই দায়ী। এখন আমার বয়স হয়েছে, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে শিখেছি—নিজের ভুল কিংবা অপরাধ বুঝতে কষ্ট হয় না। তোমাদের ধর্মকে আমি পছন্দ করি না, তাই বলে খ্রিস্টানদের মরতে হবে... এটাও ঠিক নয়। বহু বছর আগে রাগের মাথায় জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছিলাম আমি, আজও বিবেক আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে সেজন্যে। মা মিরিয়াম, র‍্যাশেল বা ডিমাসের কথা জানি না... কিন্তু অন্তত তোমার কাছ থেকে ক্ষমা না পেলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না।'

'এভাবে বলবেন না, নানা। আমার মনে কোনও রাগ নেই, যিশু আমাদের সবাইকে ক্ষমা করতে বলেছেন, ভালবাসতে

www.BanglaBook.org

বলেছেন।'

'তা হলে এই বাড়িতে যিশুর সেই বাণীকে সত্যি করে তোলো, মা। আমি তোমার কাছে মিনতি করছি।'

নানাকে জড়িয়ে ধরল মিরিয়াম... প্রথমবারের মত। 'আমি আপনাকে ক্ষমা করছি, নানা।'

দু'চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে এল বেনোনির। নাতনিকে ধরে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকলেন তিনি।

বারো

চিঠি এবং উপহার

BanglaBook.org

টায়ারে আসার পর অনেকগুলো মাস খুব ভালই কাটল মিরিয়ামের। আদর-স্নেহ দিয়ে ওর জীবন ভরিয়ে দিয়েছেন বেনোনি, এসেনি-ত্যাগের কষ্ট ভুলিয়ে দিচ্ছেন... মিরিয়ামও ধীরে ধীরে নানার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। আতঙ্ক শুধু একটাই—ক্যালেবের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় কি না! ছেলেটা যে টায়ারে বসত গড়েছে, সে-খবর নানার কাছে পেয়েছে ও। তবে আতঙ্কটা বাস্তব রূপ নিল না, কারণ মিরিয়াম নানার বাড়িতে পৌঁছুনোর আগেই কী একটা কাজে যেন শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে ক্যালেব, কবে ফিরবে তার ঠিক নেই।

টায়ারে প্রচুর খ্রিস্টান বাস করে, কিন্তু তাদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারছে না মিরিয়াম। ইদানীং ইহুদিদের দিনকাল ভাল যাচ্ছে না, সিরীয় আর গ্রিক দস্যুরা ওদের টার্গেট করেছে... সুযোগ

www.BanglaBook.org

পেলেই লুটপাট করছে, আটক করে মুক্তিপণ আদায় করছে। এ-অবস্থায় ধনী ইহুদি বেনোনির নাতনির জন্য রাস্তাঘাটে বেরুনো নিরাপদ নয়, ও খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও ছাড় দেবে না দস্যুরা।

অগত্যা দিনের একটা লম্বা সময় মিরিয়াম কাটাচ্ছে শিল্পকর্ম নিয়ে... ভাস্কর্য তৈরি করে। কাজটা পছন্দের, তারপরও মাঝে মাঝে চার দেয়ালের মাঝে দম আটকে আসে ওর, এসেনির মুক্ত পরিবেশের কথা ভেবে চোখে অশ্রু জমে, তখন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় ও। বিশাল সাগরের দিকে তাকিয়ে মনকে সান্ত্বনা দেয়। মা-বাবাকে নিয়ে ভাবে ও, ভাবে এসেনির সহজ-সরল যাজকদের কথা, যাঁরা ওকে নিঃস্বার্থভাবে আশ্রয় দিয়েছিলেন... ভালবেসেছিলেন। তবে সবচেয়ে বেশি ভাবে ও মারকাসকে নিয়ে। উদ্বেগ অনুভব করে ভিতরে ভিতরে, কোথায় আছে রোমান ক্যাপ্টেন? কী করছে? রোমে গিয়ে সুবেশী-সুন্দরী-আধুনিক মেয়েদের পেয়ে ওর কথা ভুলে যায়নি তো? ভেবে ভেবে পাগল হবার দশা হয় ওর, কূলকিনারা পায় না।

ওর দুশ্চিন্তা দূর করবার জন্যই যেন কয়েকদিন পর এক দূত পাঠালেন ঈশ্বর... রোমান দূত।

টায়ারে মিরিয়ামের চতুর্থ মাস চলছে তখন, বিকেলবেলা বাড়ির সামনের বাগানে নেহুশতা আর কয়েকজন চাকর নিয়ে হাঁটছিল মিরিয়াম, হঠাৎ প্রধান ফটকের কাছে রোমান সৈনিকদের সামরিক সাজে একজন মানুষকে দেখতে পেল... ভিতরে ঢুকতে চাইছে। বুকটা ধক করে উঠল ওর, তবে কি মারকাস এসেছে? তাড়াতাড়ি একজন চাকরকে পাঠাল ও।

একটু পরেই পথ দেখিয়ে সৈনিককে নিয়ে এল চাকর, তার চেহারার দিকে তাকিয়ে দমে গেল মিরিয়াম। মারকাস নয়, অন্য লোক, মাঝবয়েসী—আগে কখনও দেখেনি একে।

মাথা ঝাঁকিয়ে মিরিয়ামকে সম্মান জানাল সৈনিক। বলল, 'আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন, লেডি মিরিয়াম। আমার নাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গ্যালাস, আপনার জন্য একটা জিনিস নিয়ে এসেছি রোম থেকে।' কোমরে বাঁধা থলে থেকে মখমলে মোড়া একটা ছোট্ট বাক্স বের করে দিল সে, সঙ্গে একটা চিঠিও আছে।

'কে পাঠিয়েছে এটা?' জিজ্ঞেস করল মিরিয়াম।

'ক্যাপ্টেন মারকাস, লেডি,' বলল গ্যালাস।

মারকাসের নাম শোনামাত্র বুকটা কেমন যেন করে উঠল মিরিয়ামের। 'মারকাস... আপনি দেখেছেন ওকে? কেমন আছে ও?'

'আমরা ওঁকে ভাগ্যবান বলে ডাকি। সত্যি, ভাগ্য না থাকলে এই বয়সে এত ধনসম্পদের মালিক হতে পারে না কেউ—ওঁর চাচা মরার সময় সমস্ত কিছু ওঁকেই দান করে দিয়ে গেছেন কিনা! আজকাল তিনি সম্রাট নিরোর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, সবসময় সিজারের সঙ্গেই ওঠাবসা করছেন। তবে ভাল আছেন কি না... তা ঠিক বলতে পারব না।'

'মানে? অসুখ-বিসুখ হয়নি তো?'

'না, না। সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন মারকাস, সমস্যাটা অন্যখানে। দয়া করে আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না, আপনাকে জানাতে চাইলে চিঠিতে নিশ্চয়ই সব লিখে থাকবেন উনি। ওটা পড়ে দেখুন।'

'পড়ব। তার আগে আপনাকে কিছু খেতে দিই, অনেক দূর থেকে এসেছেন, নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে...'

'ব্যস্ত হবেন না। খিদে পায়নি আমার, অন্য কিছুও দরকার নেই। অনেক কাজ পড়ে আছে, আমাকে এখুনি ফিরতে হবে। আজ্ঞা দিন।'

'ঠিক আছে,' একটু হাসল মিরিয়াম। 'কষ্ট করে আসবার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, গ্যালাস।'

গ্যালাসও পাল্টা হাসল। 'ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। আপনার এই সুন্দর আর পবিত্র মুখশ্রী দেখতে পেলাম, এটাই

www.BanglaBook.org

আমার জন্য অনেক বড় প্রতিদান। আসি তা হলে।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল গ্যালাস। সঙ্গে সঙ্গে খামটা খুলে ফেলল মিরিয়াম, ভিতর থেকে চিঠিটা বের করল। পড়তে শুরু করল।

প্রিয় মিরিয়াম—বন্ধু... সাথী,

প্রথমেই রইল শুভেচ্ছা আর অভিবাদন। এতদিন পেরিয়ে যাবার পরও যোগাযোগ করিনি কেন, সেটা ভেবে রাগ করোনি তো? আসলে এটা আমার দ্বিতীয় চিঠি, প্রথমটা রোমে পৌঁছেই একটা জাহাজে করে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু সেটা ঝড়ে পড়ে ডুবে গেছে। এবার আবার লিখছি এই প্রার্থনা নিয়ে, যাতে এ-চিঠিটার পরিণতিও প্রথমটার মত না হয়। যা হোক, শুরুতেই জানাই—রোমে পৌঁছেছি আমি, আসার পথে তোমার নানার সঙ্গেও দেখা করে এসেছি। সে-কাহিনি হয়তো শুনে ফেলেছ ইতোমধ্যে, না শুনলে বেনোনির কাছ থেকে শুনে নিয়ো।

যাত্রার কথা বলি। টায়ার থেকে একটা জাহাজে চড়ে ইটালির উদ্দেশে রওনা দিই আমি, মেলিটার উপকূলে এসে জাহাজডুবির শিকার হই। দেবতাদের দয়ায় কোনোমতে প্রাণে বাঁচি, তারপর আরেকটা জাহাজে চেপে ব্রুনডিসিয়ামে যাই। ওখান থেকে স্থলপথে পৌঁছাই রোমে... একেবারে শেষ মুহূর্তে! আমার দেরি দেখে কাইয়াস চাচা সমস্ত সম্পত্তি সিজারের নামে লিখে দিতে যাচ্ছিলেন।

যা হোক, আমাকে দেখতে মত পাল্টান চাচা, সবকিছু আমার হাতে তুলে দেন, এর কয়েকদিন পর মারা যান। ধনী হয়ে গেলাম আমি, মিরিয়াম, এত ধনী... যা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তবে টাকা-পয়সা পেয়ে পাগল হয়ে যাইনি আমি; নিজেকে সংযত করেছি, সাবধানে... হিসেব করে খরচ করছি নিজের সম্পদ। আমার ইচ্ছে ছিল, চাচার

www.BanglaBook.org

ব্যবসাপাতি একটু গুছিয়ে নিয়ে জুডেয়াতে ফিরে আসব... তোমার কাছে। কিন্তু তোমার বানানো মূর্তিটার কারণে এমন এক কাণ্ড ঘটল যে, সব পরিকল্পনা শিকেয় উঠেছে। ও হ্যাঁ, জাহাজডুবির মধ্যেও অনেক কষ্ট করে মূর্তিটা রক্ষা করেছিলাম আমি, ওটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। তবে ওটা সেদিন সাগরের অথৈ জলে হারিয়ে গেলেই বোধহয় সবচেয়ে ভাল হতো। কারণটা জানতে পারবে এখুনি।

চাচার প্রাসাদে ওঠার পরেই মূর্তিটা একটা অ্যান্টিচেম্বারে সাজিয়ে রেখেছিলাম আমি, উনি মারা যাবার কয়েকদিন পর আমার বন্ধু... বিখ্যাত ভাস্কর গ্লকাসকে ডেকে আনলাম ওটা দেখাতে, সঙ্গে আরও কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ভাস্করকেও আমন্ত্রণ জানালাম। তোমার হাতের কাজ দেখে ওরা বিস্ময়ে নীরব হয়ে গেল, মুখ দিয়ে কথাই বেরুল না। যখন জানালাম, মূর্তিটা জুডেয়ার এক মেয়ে তৈরি করেছে, ওরা হেসে উড়িয়ে দিল কথাটা। অদ্ভুত ওদের যুক্তি, কোনও মেয়েলোকের হাতে নাকি এমন সুন্দর শিল্পকর্ম তৈরি হতে পারে না। আমার কথা বিশ্বাস না করে চলে গেল ওরা, শহরে গিয়ে মূর্তিটার গল্প ছড়িয়ে দিল।

কথাটা কানে গেল সিজার নিরোর। একদিন দলবল নিয়ে আমার বাড়িতে হাজির হলেন তিনি, মূর্তিটা দেখবার জন্য। সম্রাটের ইচ্ছে না মেনে উপায় কী? দেখালাম মূর্তিটা, গ্লকাস আর ওর বন্ধুদের মত তিনিও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পরমুহূর্তেই নিজের আদলে অমন একটা মূর্তি বানাবার খায়েশ হলো তাঁর, আমার কাছে ভাস্করের নাম-ঠিকানা জানতে চাইলেন, যাতে তাকে রোমে নিয়ে আসতে পারেন। তোমার কাছে ব্যাপারটা বিরাট সম্মান বলে মনে হতে পারে, তবে সত্যিকার বাস্তবতা জানি আমি—নিরোর হাতে পড়লে তোমার জীবন তছনছ হয়ে যাবে, লোকটার দাসী-বাঁদীতে

www.BanglaBook.org

পরিণত হবে তুমি। বুঝতে পারলাম, নিজের অজান্তেই তোমার জন্য ভয়ানক এক বিপদ ডেকে এনেছি আমি। কিন্তু বেঁচে থাকতে তা হতে দিই কীভাবে? তাই আমি সম্রাটকে বললাম, মূর্তির ভাস্কর একটি মেয়ে, তবে বেশ কিছুদিন আগেই মারা গেছে সে। কীভাবে মৃত্যু হয়েছে, সেটারও একটা মনগড়া কাহিনি শোনালাম আমি, সেটা তোমার না জানলেও চলবে।

আমার কথা শুনে খুব কাতর হয়ে পড়লেন সিজার, কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ তিনি মূর্তিটাই চেয়ে বসলেন। রাজি হলাম না আমি, তাতে রেগে গেলেন নিরো। খেপাটে গলায় বললেন, মূর্তিটা স্বেচ্ছায় না দিলে ওটা কেড়ে নেবেন, সেইসঙ্গে কেড়ে নেবেন আমার সমস্ত ধনসম্পদ... আর আমার প্রাণটাও। উপায়ান্তর না দেখে হার মানলাম আমি, সিজার মূর্তিটা নিয়ে চলে গেলেন।

গল্পটা এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু হলো না, কারণ মূর্তি দিতে প্রথমে রাজি না হওয়ায় নিরো আমার উপর বেজায় খেপে গেছেন। দুদিন পরেই একটা রাজ-আদেশ এল আমার নামে, সেখানে লেখা: মূর্তিটা রোমের এক মন্দিরে স্থাপন করা হচ্ছে, যাতে জনসাধারণ অবিশ্বাস্য একটি শিল্পকর্মের শোভা থেকে বঞ্চিত না হয়। মূর্তিটা যে কতটা নিখুঁত হয়েছে, সেটা বোঝার জন্য আমাকেও ওদের দেখা প্রয়োজন। এ-কারণে সিজার আদেশ করছেন, আমি যেন সপ্তাহে অন্তত দুবার মন্দিরে গিয়ে মূর্তিটার পাশে উপস্থিত থাকি। একই সঙ্গে মূর্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বটাও সঁপে দেয়া হচ্ছে আমার কাঁধে; ওটার সামান্যতম ক্ষতি হলেও আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।

হায়, মিরিয়াম, এখন হয়তো বুঝতে পারছ—কত বড় শাস্তি দেয়া হয়েছে আমাকে। সপ্তাহে দুবার হাজিরা... সেই

www.BanglaBook.org

সঙ্গে মূর্তির দেখাশোনা... রোম ছেড়ে কোথাও যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে আমার জন্যে। কষ্টে বুকটা ফেটে যায় আমার... আমি একজন যোদ্ধা, অথচ আজ আমাকে বসে থাকতে হয় অথর্ব বৃদ্ধের মত, যাতে লোকে আমার সঙ্গে আমারই মূর্তির তুলনা করতে পারে। মন্দিরে নিয়মিত তোমার... মানে ভাস্করের বিদেহী আত্মার জন্য পুজো করা হয়, সেখানে নিয়মিত অংশ নিতে হয় আমাকে। ভাবতে পারো, তোমার পরকালের জন্য আমি তোমারই ইহকালে প্রার্থনা করে বেড়াচ্ছি?

লোকে আমাকে ভাগ্যবান বলে, ভাবে আমি সম্রাটের প্রিয়পাত্র... কিন্তু সত্যিটা কেবল আমি জানি। কী কষ্টে আছি, তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।

আমার জন্য কষ্ট পেয়ো না, কারণ খারাপের মাঝেও ভাল কিছু না কিছু থাকে। সেটাই বলি এবার। রোমে অনেক খ্রিস্টান আছে, তারা পশুর চেয়েও মানবেতর জীবনযাপন করছে। সিজারের খ্রিস্টান বিরোধিতাই এর প্রধান কারণ। ওদের মধ্য থেকে যখন যাকে খুশি মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছেন, ধরে এনে চাবুকপেটা করছেন, নৃশংস সব খেলা খেলাচ্ছেন... বিশ্বাস করবে কি না জানি না, একদিন কয়েকজনকে আলকাতরায় চুবিয়ে তাদের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিতেও দেখেছি আমি! সিজারের নাকি জীবন্ত মশাল দেখার শখ হয়েছিল... ভাবতে পারো?

যা হোক, কয়েকদিন আগে সম্রাট আমাকে ডেকে বললেন, মন্দিরে একটা নতুন নিয়ম চালু করতে যাচ্ছেন তিনি—ওখানে প্রতিদিন একজন করে খ্রিস্টানকে বলি দেয়া হবে, তোমার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে। সুযোগটা হাতছাড়া করলাম না আমি, নিরোকে বলে দিলাম—তুমি নিজেই একজন খ্রিস্টান ছিলে। খ্রিস্টানদের রক্তে তুমি খুশি তো

www.BanglaBook.org

হবেই না, উল্টো কষ্ট পাবে। কথাটা শুনে আমূল পরিবর্তন এল সিজারের মধ্যে, ব্যথিত হয়ে পড়লেন, একটু পরই ঘোষণা দিলেন, আজ থেকে আর কোনও খ্রিস্টানকে হত্যা করা যাবে না। এভাবেই তোমার শিল্পকর্ম শেষ পর্যন্ত রোমের খ্রিস্টানদের জীবন বাঁচিয়েছে, মিরিয়াম... যারা এখনও অবশিষ্ট আছে আর কী! আমার কষ্টভরা জীবনে এটুকুই সান্ত্বনা।

চিঠিটা আর বেশি বড় করব না। জুডেয়াতে ইহুদিরা রোমের বিরুদ্ধে একাট্টা হয়েছে বলে শুনেছি, কয়েক জায়গায় লড়াইও হয়েছে। সিজার তাঁর বিশ্বস্ত জেনারেল ভেসপাসিয়ান-কে বিপ্লব দমন করবার জন্য পাঠাবেন বলে ঠিক করেছেন। পরিস্থিতি খুব খারাপ আকার ধারণ করবে বলে আশঙ্কা করছি। আমি চেষ্টা করব ভেসপাসিয়ানের বাহিনীর সঙ্গে আসতে, যদিও সেটা এ-মুহূর্তে আকাশ-কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছু না। যতদিন না আমাদের আধপাগল সম্রাটের শয়ন-স্বপন থেকে মূর্তিটার চিন্তা উঠে যাচ্ছে, ততদিন আমার মুক্তি নেই। আমি শুধু প্রার্থনা করছি, সেটা যেন তাড়াতাড়ি হয়।

তোমাকে নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন, মিরিয়াম। জুডেয়ার সবার জন্য সামনে বিপজ্জনক সময় আসতে যাচ্ছে, কিন্তু তোমাকে রক্ষা করবার জন্য আমি পাশে নেই। শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ নয়; ক্যালেব আর ওর মত অন্যান্য দুষ্ট যুবকদের নিয়েও ভয় হচ্ছে আমার, তারা তোমার কোনও ক্ষতি না করে দেয়। ওদের মিথ্যে প্রলোভনে পা দিয়ো না তুমি, মিরিয়াম। যেভাবেই হোক, আমি একসময় ফিরে আসবই। নিজেকে তোমার উপযুক্ত করে তোলার জন্য আমি খ্রিস্টধর্মের উপর অনেক বইপত্র জোগাড় করেছি, অবসর সময়ে সেগুলো পড়ার চেষ্টাও করছি। তবে কাজটা করতে হচ্ছে গোপনে,

www.BanglaBook.org

সিজার টের পেলে বিপদে পড়ে যাব।

বলার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছি না, তাই চিঠিটা এখানেই শেষ করছি। চিঠির সঙ্গে ছোট্ট দুটো উপহার পাঠালাম—প্রথমটা একটা আংটি, পাথরটা আমার বন্ধু গ্লকাস খোদাই করে দিয়েছে; অন্যটা একটা গলার হার, মুক্তোগুলো খাঁটি, ওগুলোর পিছনে অনেক কাহিনি আছে, সময় পেলে কখনও শোনাব তোমাকে। আশা করি উপহারদুটো গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করবে। ওগুলো যদি পরো, তা হলে আরও বেশি খুশি হব।

বিদায়, মিরিয়াম। আমার কথা ভুলে যেয়ো না। সম্ভব হলে আমাকে চিঠি দিয়ো। আমি চিরকাল তোমার... শুধু তোমার।

তোমার বন্ধু ও প্রেমিক
মারকাস।

পড়া শেষ করে চিঠিটাকে চুমু খেল মিরিয়াম, তারপর বুকের কাছে লুকিয়ে রাখল। মনটা আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছে... মারকাস ওকে ভোলেনি, এখনও ওকে ভালবাসে সে। উপহারের দিকে মনোযোগ দিল এবার মিরিয়াম, মখমল সরিয়ে খুলল বাক্সের ঢাকনাটা। ভিতরে অদ্ভুত দ্যুতি ছড়িয়ে শুয়ে আছে অলঙ্কারদুটো—আংটি আর হার-টা। মুক্তোয় গাঁথা অলঙ্কারটা অপূর্ব সুন্দর, আংটিটাও কম যায় না—ওটার পাথরটা কুঁদে মারকাসের মুখের আদল দেয়া হয়েছে। মিরিয়ামের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি উপহারদুটো নেহুশতাকে দেখতে দিল ও।

'বাহ্, খুব সুন্দর তো!' প্রশংসা করল লিবিয়ান দাসী। 'দামও অনেক হবে।' মিরিয়ামের দিকে তাকাল ও। 'আপনি বড় ভাগ্যবতী, ছোট মালকিন, এমন একজন প্রেমিক পেয়েছেন!'

'হ্যাঁ, ভাগ্যবতী প্রেমিকা... এবং দুর্ভাগা স্ত্রী, প্রেমিককে

www.BanglaBook.org

কোনোদিন যে বিয়ে করতে পারবে না।' দুঃখের সুর মিরিয়ামের গলায়।

'হতাশ হবেন না, এখনও তো সময় চলে যায়নি। ক্যাপ্টেন এখনও আপনাকে ভালবাসেন, সেটাই তো বড় কথা। দেখি, বাম হাতটা দিন, আংটিটা কেমন মানায় দেখব।'

মিরিয়ামের অনামিকায় আংটি পরিয়ে দিল নেহুশতা। কয়েক মুহূর্ত ওটার দিকে তাকিয়ে রইল মিরিয়াম—এভাবে শুধু বাগদত্তা, কিংবা বিবাহিত মেয়েরাই আংটি পরে, কিন্তু ওর তো সে-অধিকার নেই! খুলে ফেলতে চাইল, তারপর আবার কী যেন ভেবে খুলল না ওটা।

আকাশের দিকে তাকাল নেহুশতা, সূর্য ডুবতে বেশি দেরি নেই। বলল, 'বাড়ি চলুন, ছোট মালকিন। রাতের খাবারের জন্য অতিথি আসবে, তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে তৈরি হতে হবে আপনাকে।'

'কীসের অতিথি?' ভুরু কোঁচকাল মিরিয়াম, ব্যাপারটা জানা নেই ওর।

'আপনার নানার খাস মেহমান—রোম-বিদ্বেষী সংঘের সদস্যবৃন্দ। পবিত্র শহর জেরুসালেম থেকে রোমানদের তাড়াবার পরিকল্পনা করছেন ওঁরা, আপনি জানেন না?'

'না তো!'

'কেউই সুবিধের লোক নয়। ক্যালেবও থাকবে ওদের মধ্যে।'

চমকে গেল মিরিয়াম। 'ও টায়ারে ফিরল কখন?'

'গতকাল। দুঃখিত, আমি আপনাকে জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম। ক্যালেব আসলে ইহুদি-ফৌজ নিয়ে মরুভূমিতে লড়াই করতে গিয়েছিল, রোমানদের মাসাদা-দুর্গ ধ্বংস করে দিয়ে এসেছে।'

'কী সর্বনাশ! সত্যি সত্যি রোমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে ও?'

www.BanglaBook.org

'তাতে অবাক হবার কী আছে? ছোটবেলা থেকে তো এই ইচ্ছেই ছিল ওর মনে।'

'আ...আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই না।'

'এড়াবার চেষ্টা করে লাভ নেই, ছোট মালকিন,' নেহুশতা বলল। 'দেখা তো আপনার করতেই হবে.... আজ, কিংবা দুদিন পরে। ভয় পাচ্ছেন কেন?'

'জানি না। ওকে দেখলেই কেন যেন ভয় লাগে আমার।'

'তবু আপনাকে দেখা করতে হবে। ওকে আপনার মনোভাব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে হবে।'

'আবার? এসেনিতে তো বলেইছি।'

'একবারে যে কথা শোনে না,' হালকা গলায় বলল নেহুশতা, 'তাকে তো বার বার বলতেই হয়!'

সন্ধে নামার ঘণ্টাখানেক পর আসতে শুরু করল অতিথিরা, দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন বেনোনি, সঙ্গে মিরিয়াম। ইচ্ছের বিরুদ্ধে সাজতে হয়েছে ওকে, দামি একটা পরিচ্ছদ পরেছে, গলায় দিয়েছে মারকাসের পাঠানো মুক্তোর মালাটা, হাতে আংটি তো আছেই। একজন একজন করে অতিথিরা ঢুকছেন, আর তাঁদের চেহারা দেখছে ও—ক্যালেব কি না বোঝার চেষ্টা করছে। সবাই চলে এসেছেন, কিন্তু ওর খবর নেই। হয়তো আসবে না ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাচ্ছিল মিরিয়াম, আর তখুনি হাজির হলো ইহুদি যুবক, বেনোনির সঙ্গে হাত মিলিয়ে এগিয়ে এল ছোটবেলার বান্ধবীর দিকে, মুখে ভুবনমোহিনী হাসি ফুটিয়ে রেখেছে।

'কেমন আছ, মিরিয়াম? আবার দেখা হয়ে গেল আমাদের। আমাকে দেখে খুশি হওনি?'

তীক্ষ্ণ চোখে পুরনো বন্ধুকে দেখল মিরিয়াম, অনেক বদলে গেছে ও। প্রায় দু'বছর পর দেখছে ওকে, এর ভিতর

www.BanglaBook.org

রুক্ষ-একগুঁয়ে গ্রাম্য তরুণ থেকে পুরোদস্তুর একজন আধুনিক যুবকে পরিণত হয়েছে ও। পোশাক-আশাকে বিত্তের ছাপ, আচার-আচরণ মার্জিত, তারপরও রুদ্র-স্বভাবটা একবিন্দু কমেছে বলে মনে হলো না।

'অবশ্যই খুশি হয়েছি,' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রেখে বলল মিরিয়াম। 'ছেলেবেলার খেলার সাথীকে দেখে খুশি না হবার কী আছে?'

বিদ্রূপের ভঙ্গিতে ঠোঁটের কোনা বেঁকে গেল ক্যালেবের। বোঝা যাচ্ছে, ছেলেবেলাকে মোটেই গুরুত্ব দেয় না। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু বেনোনি সবাইকে খাবার টেবিলে ডাকায় বাধা পেল। মনে মনে নামাকে ধন্যবাদ দিল মিরিয়াম, ক্যালেবকে এড়ানোর একটা সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন বলে।

তবে হাল ছাড়তে রাজি নয় ক্যালেব। মিরিয়ামের পিছু পিছু গিয়ে ওর ঠিক পাশের আসনটাই দখল করল সে। জায়গাটা একজন বয়োবৃদ্ধ ভদ্রলোকের জন্য নির্ধারিত ছিল, তা নিয়ে পরোয়া করল না। আসন-বণ্টন ওলোট-পালোট হয়ে গেল এর ফলে, বেনোনি তাড়াতাড়ি সবাইকে নতুন করে বসার জায়গা ঠিক করে দিলেন।

ভৃত্যরা পানীয় নিয়ে এল, একে একে সব অতিথির সামনে ঘুরতে থাকল পাত্রটা। মিরিয়ামের সামনে যখন এল, হাত বাড়াতে গিয়ে থমকে গেল ও—আঙুলে মারকাসের আংটিটা আছে, ওটা ক্যালেবকে দেখতে দেয়া যাবে না। তাড়াতাড়ি হাত নামিয়ে আংটির পাথরটা তালুর দিকে ঘুরিয়ে নিল ও, চোখ তুলতেই দেখল—ক্যালেব বাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য ও জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এতদিন কোথায় ছিলে, ক্যালেব?'

'প্রশিক্ষণ নিয়েছি দূরের এক জায়গায়, তারপর যুদ্ধে গেছি,' প্রতিক্রিয়াহীনভাবে বলল ইহুদি যুবক। 'রোমানদের দিকে প্রথম ঢিলটা ছুঁড়ে দিয়েছি আমরা, ওরা সেটা অসহায়ভাবে হজম

www.BanglaBook.org

করেছে।'

'কাজটা কি ঠিক হলো?'

'তা জানি না, তোমার নানাকে জিজ্ঞেস করে দেখো। উনিই তো আমাকে উৎসাহ আর সাহস জুগিয়ে এ-পথে নামিয়েছেন। এখন আর ফেরার উপায় নেই, ভাগ্যে যা আছে তা-ই হবে।'

'তোমার সাফল্যের গল্প শুনতে আমরা সবাই উৎসুক হয়ে আছি, ক্যালেব,' বলে উঠলেন বেনোনি।

মাসাদার দুর্গ দখলের কাহিনি বলতে শুরু করল ক্যালেব। বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল। এক পর্যায়ে এসেনির প্রসঙ্গও উঠে এল ওর গল্পে, গ্রামটার কাছাকাছি লড়াই করে এসেছে সে... যাজকেরা কারও পক্ষ নেয়নি, তবে যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে আতঙ্কে সিঁটিয়ে গেছে ওরা। বিদ্রূপ মেশানো কণ্ঠে তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে থাকল ক্যালেব, তবে মিরিয়াম গম্ভীর হয়ে উঠল ওর কথাবার্তা শুনে। ছেলেবেলার বন্ধুটিকে ধীরে ধীরে আরও অপছন্দ করতে শুরু করেছে ও।

গল্প শেষ হতেই একজন দূত হাজির হলো, বেনোনির কানে কানে কী যেন বলল সে। শুনে উল্লাসে ফেটে পড়লেন বৃদ্ধ ব্যবসায়ী। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'সুখবর বন্ধুগণ! রোমান সেনাপতি সেস্টিয়াস মারা পড়েছে! ওর বাহিনীকে বেথ-হেরনের গিরিপথে কচুকাটা করেছে আমাদের অকুতোভয় ভাইয়েরা।'

হুল্লোড় উঠল অতিথিদের মধ্যে, একে অন্যকে আনন্দে জড়িয়ে ধরছেন। ক্যালেবের মুখেও হাসি ফুটেছে। বলল, 'হারামজাদাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে!'

ইহুদিদের আনন্দ মিরিয়ামকে স্পর্শ করছে না। গম্ভীর গলায় ও বলল, 'খামোকা আনন্দ করছেন আপনারা। ছোট্ট একটা বিজয় নিয়ে এত খুশি হবার কোনও মানে হয় না। রোমানরা এত সহজে হার মানে না, সামনে আরও বড় বাহিনী নিয়ে... আরও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসবে ওরা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থমকে গেলেন অতিথিরা, পরিবেশটায় অস্বস্তি নেমে এল। নাতনির এই আচরণে বিব্রত বোধ করলেন বেনোনি, ইশারায় ওকে চলে যেতে বললেন।

মিরিয়ামও তা-ই চাইছিল। অতিথিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দোতলার বারান্দায় চলে এল ও, উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রাতের সাগরের দিকে। আনমনে আঙুলের আংটিটা ঘোরাচ্ছে। আজকের দিনটা সত্যিই অদ্ভুত কেটেছে। প্রথমে এল সেই দূত, মারকাসের চিঠি আর উপহার নিয়ে, তারপর দেখা পেল ক্যালেবের। ভাগ্য ওদের নিয়ে কী খেলা খেলছে, কে জানে! অল্প সময়ের ব্যবধানে কত পরিবর্তন এল ওদের জীবনে! আশ্রিতা এক মেয়ে থেকে টায়ারের সবচেয়ে ধনী মানুষটার উত্তরাধিকারী হয়ে গেছে ও, মারকাসও অগাধ ধনসম্পদ পেয়েছে... কিন্তু দুজনের কেউ কি সুখ খুঁজে পেয়েছে? ক্যালেবও আজ ধনী—এই সংকটময় সময়ে ইহুদি সমাজে ক্ষমতাবান একজন মানুষ হিসেবে উদয় হয়েছে ও। কিন্তু মিরিয়ামের জন্য ওর মনেও কি ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে না?

'কী ভাবছ তুমি?' কানের কাছে ক্যালেবের কণ্ঠ শুনে চমকে উঠল মিরিয়াম। ঘাড় ফেরাতেই পুরনো বন্ধুকে দেখল—ভোজসভা ছেড়ে চলে এসেছে ওর কাছে।

নিজেকে সামলে নিল ও। বলল, 'আমি কী ভাবছি, সেটা আমার ব্যাপার। তুমি এখানে কী করছ? রোমের বিরুদ্ধে বিষ ঢালতে ঢালতে ক্লান্ত হয়ে গেছ নাকি?'

'ক্লান্তি আসেনি, আসবেও না। একটু বিরতি নিচ্ছি আর কী!' হাসল ক্যালেব। 'এখন আমাদের জয়ের মুহূর্ত চলছে, একটু নাহয় উপভোগই করলাম সময়টা!' বান্ধবীর হাতের দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'তোমার আঙুলে ওটা কীসের আংটি?'

একটু সময় চুপ থাকল মিরিয়াম, তারপর স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'এটা একটা উপহার... মারকাস দিয়েছে।'

www.BanglaBook.org

'মারকাস?' ভুরু কোঁচকাল ক্যালেব, পরমুহূর্তে হেসে উঠল গলা ছেড়ে। 'হ্যাঁ, ওর খবর শুনেছি বটে। পাগলা নিরো ওকে বাঁদর নাচ নাচাচ্ছে। রোমের সবার চোখে ও এখন হাসির পাত্র।'

'আমার চোখে নয়।'

'হুম, সেটাই স্বাভাবিক। তোমাকে আমি ভাল করেই চিনি তো! কিন্তু কাকে নিয়ে তুমি হাসো, বলো তো? আমাকে নিয়ে?'

'তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করার উপায় আছে?' বাঁকা সুরে বলল মিরিয়াম। 'তুমি তো এখন কেউকেটা মানুষ! অনেক উন্নতি হয়েছে তোমার—এতটা আশা করিনি।'

'উন্নতির আর দেখেছ কী?' দাম্ভিক সুরে বলল ক্যালেব। 'আরও উপরে উঠব আমি... অনেক উপরে।'

'কতটা?'

মিরিয়ামের দিকে ঝুঁকে এল ক্যালেব। 'একদিন আমি জুডেয়ার সিংহাসনে বসব, মিরিয়াম।'

'হাহ্। তোমাকে ভাঙাচোরা চেয়ারেই বেশি মানায়।'

'তাই নাকি?' হাসল ক্যালেব। 'কিন্তু ওতে বসার তো কোনও ইচ্ছেই নেই আমার। মানাক, বা না-ই মানাক, জুডেয়ার সিংহাসনের জন্য লড়াই আমি চালিয়েই যাব। হয় জিতব, নয় মরব। একটা কথা জেনে রাখো, রোমানদের যদি তাড়াতে পারি, তা হলে পুরো জুডেয়াকে আমিই শাসন করব, আর কেউ নয়।'

'*যদি* রোমানদের তাড়াতে পারো, *যদি* ততদিন বেঁচে থাকো... তোমার ভবিষ্যৎ তো দেখি *যদি*-তে ভরা। ক্যালেব, তোমাদের এই বিপ্লব যে সফল হবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তুমি আমার বন্ধু, তোমার ভালমন্দ নিয়ে আমাকে ভাবতে হয়। তাই মিনতি করছি, এই আত্মঘাতী পথ ছেড়ে ফিরে এসো।'

'আত্মঘাতী! এ-কথা ভাবছ কেন?'

'কারণ ইহুদিদের ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন মহান যিশু। তোমাদের হাতে তাঁর রক্ত লেগে রয়েছে। ঈশ্বর তোমাদের

www.BanglaBook.org

সাহায্য করবেন না। রোমানরা পায়ের তলায় পিষ্ট করবে তোমাদেরকে।'

একটু যেন চমকে গেল ক্যালেব, মিরিয়ামের কথা বলার দৃঢ় ভঙ্গি দাগ কেটেছে ওর মনে। আবার যখন মুখ খুলল, তখন কণ্ঠের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে গেছে।

'তোমার কথা সত্য হতে পারে, মিথ্যে হওয়াও বিচিত্র নয়। কারণ তোমাদের ওই যিশুর উপর আমার একবিন্দু বিশ্বাস নেই। তবে জয় বা পরাজয়... যেটাই আমার কপালে থাকুক, আমি তোমাকে সঙ্গে চাই। এসেনিতে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ফিরিয়ে দিয়েছ... আজ আবার তোমার কাছে আমি মিনতি করছি, ব্যাপারটা ভেবে দেখো।'

'তুমি বাঁচবে কি মরবে... বিজয়ী হবে কি পরাজিত হবে... এসব কোনও বিষয় নয়, ক্যালেব,' শান্ত গলায় বলল মিরিয়াম। 'তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারব না, কারণ আমি আমার মৃত মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কোনও বিধর্মীকে আমি জীবনসাথী করতে পারব না। তুমি তো ব্যাপারটা জানো!'

'যদি অমন কোনও দিব্যি না দিতেন তোমার মা? তা হলে আমাকে বিয়ে করতে?'

'না, ক্যালেব। তবুও করতাম না।'

'কেন?'

'কারণ আমি আরেকজনকে ভালবাসি। তাকেও বিয়ে করার উপায় নেই আমার। কিন্তু জেনে রাখো, যদি সম্ভব হত, ওরই অর্ধাঙ্গিনী হতাম আমি।'

'কার কথা বলছ?' দাঁত কিড়মিড় করল ক্যালেব। 'ওই রোমান... মারকাসের কথা?'

'হ্যাঁ,' অবিচল গলায় বলল মিরিয়াম। 'এই আংটি... মুক্তোর মালা... এগুলো কেন পরে আছি, বুঝতে পারছ না? মারকাসকে ছাড়া জীবনে আর কাউকে ভালবাসার কথা ভাবতে পারি না

www.BanglaBook.org

আমি। মৃত্যু পর্যন্ত আমি ওরই থাকব।'

মুখ রাগে লাল হয়ে গেছে ক্যালেবের। বলল, 'তা হলে খুব শীঘ্রিই ওর মৃত্যুর ব্যবস্থা করব আমি।'

'এসব তুমি কেন বলো, ক্যালেব?' ব্যথিত চোখে বন্ধুর দিকে তাকাল মিরিয়াম। 'কেন তুমি আমার বন্ধু হয়ে থাকতে চাও না?'

'কারণ তোমার বন্ধুত্বে আমি সন্তুষ্ট নই,' ক্যালেব বলল। 'আমি আরও বেশি কিছু চাই... আর সেটা আমি আদায় করেই ছাড়ব!'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মিরিয়াম।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলো, কয়েক মুহূর্ত পরেই বারান্দায় উঠে এলেন বেনোনি। 'ক্যালেব, তুমি এখানে? আমরা তো তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। এসো, এসো, জরুরি কথা আছে। মা মিরিয়াম, তুমি নিজের ঘরে চলে যাও। আমাদের আলোচনায় মেয়েদের উপস্থিত না থাকাই ভাল।'

'জী, নানা। শুভরাত্রি।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল মিরিয়াম।

BanglaBook.org

তেরো

টায়ার-আক্রমণ

ধীরে ধীরে দুই বছর পেরিয়ে গেল... রক্তাক্ত, উত্তাল, অশান্ত দুটো বছর। যেটা রোমান শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হিসেবে শুরু হয়েছিল, সেটা কীভাবে যেন পরিণত হলো সর্বগ্রাসী গৃহযুদ্ধে।

www.BanglaBook.org

জেরুসালেমে গোত্রে গোত্রে খুনোখুনি শুরু হলো, গ্যালিলিতে ইহুদি নেতা জোসেফাস তাণ্ডব বাধিয়ে দিল; রোমান জেনারেল ভেসপাসিয়ান বিদ্রোহ দমনের নামে গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর তছনছ করতে থাকল, খুন করতে থাকল নিরীহ মানুষজনকে। এই পরিস্থিতিতে সামরিক বিপ্লব ঘটিয়ে সিজারকে সিংহাসনচ্যুত করা হলো, মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত জেনে নিরো আত্মহত্যা করলেন। ক্ষমতার লড়াইয়ে এরপর তিন-তিন জন সিজার এল-গেল, মারা পড়ল; সবশেষে ভেসপাসিয়ান নিজেই সম্রাট হয়ে বসল।

পুরো রোমান সাম্রাজ্যে নেমে এল বিশৃঙ্খলার কালো ছায়া। উপকূলবর্তী শহরগুলোয় ইহুদিদের সঙ্গে সিরিয়ানদের যুদ্ধ বেধে গেল। প্রথমে গাদারা, তারপর একে একে গউলোনোটিস, সেবাস্ত, আসকালন, অ্যানথেড্রন আর গাজায় হামলা চালাল ইহুদিরা, সিরিয়ানদের নির্বিচারে খুন করল। এরপর এল ওদের নিজেদের পালা। আহত বাঘের মত রুখে দাঁড়াল সিরিয়ানরা, তাদের সঙ্গে গ্রিক-রা হাত মেলাল, দুই পক্ষ মিলে শুরু করল ইহুদি-নিধন।

অবাক ব্যাপার হচ্ছে, এই অরাজক-অশান্ত পরিস্থিতির প্রভাব টায়ারে এখনও পড়েনি। মোটামুটি স্বাভাবিক জীবনযাপনই করছে ওখানকার বাসিন্দারা, মনে ভয় নিয়ে—কখন না জানি এখানেও যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়! ভয়টা এতদিন সত্যি হয়নি বটে, কিন্তু হতে যে দেরি নেই, সেটা ইদানীং বুঝতে পারছে ওরা। গোটা জুডেয়া রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বড়ই জটিল, যুদ্ধের রেশ টায়ারে পৌঁছুবে খুব শীঘ্রি। এসেনিজ যাজকেরা এই রেশের ফলাফল খুব ভাল করে টের পেয়েছে, আজ তারা ভিটেমাটি সব হারিয়ে জেরুসালেমে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এসেনি গ্রাম এখন যুদ্ধক্ষেত্র। টায়ার আক্রমণ করা হবে শুনে একজন দূত পাঠালেন তাঁরা মিরিয়ামের কাছে—ও যেন সময় থাকতেই পালিয়ে যায়। খবরটা

www.BanglaBook.org

শহরের খ্রিস্টান নাগরিকেরাও পেয়েছে, তারা তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়ার পরিকল্পনা করেছে, যাবার আগে মিরিয়ামের কাছে ওরাও দুজন প্রতিনিধি পাঠাল, ওকে তীর্থযাত্রী হবার প্রস্তাব দিয়ে।

দুই পক্ষকেই ফিরিয়ে দিল মিরিয়াম, নানাকে ছেড়ে যেতে রাজি হলো না। বৃদ্ধ মানুষটির ভাগ্যে যা আছে, তা-ই ভোগ করবে ও—মৃত্যু হলে মৃত্যু, জীবন হলে জীবন।

এসেনিজ দূত আর খ্রিস্টান প্রতিনিধিদের বিদায় দিয়ে মাতামহের কামরায় গেল মিরিয়াম, বেনোনি তখন অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। নাতনিকে ঢুকতে দেখে থেমে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কে এসেছিল? নতুন কোনও খারাপ-খবর আনেনি তো?'

'খারাপ খবরই,' মিরিয়াম বলল। 'রোমানরা টায়ার আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে। আমাদের সবার সামনে বিরাট বিপদ।'

'আমি বিশ্বাস করি না!' গোঁয়ারের মত বললেন বেনোনি। 'ভেসপাসিয়ান এখন রোমের সিংহাসনে বসেছে। নিজের গদি আর প্রাণ বাঁচাবার জন্য ঘরের শত্রুদের নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে ওকে। আমাদের এই ছোট্ট শহর নিয়ে তার মাথা ঘামাবার সময় কোথায়? তোমার বন্ধুরা খামোকা ভয় দেখাচ্ছে, মা মিরিয়াম। আমাদের জয় আসন্ন, জুডেয়া থেকে খুব শীঘ্রি রোমানরা বিতাড়িত হবে, জেরুসালেম মুক্ত হবে... আমি দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি।'

'আপনার এই স্বপ্ন সত্যি হবে না, নানা,' মিরিয়াম বলল। 'জেরুসালেমকে মুক্ত করতে পারবেন না আপনারা, বরং নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন।'

'তোমাদের যিশু এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, তাই না?' রাগী গলায় বললেন বেনোনি। 'ওর কথায় আমি একবিন্দু বিশ্বাস করি না। তারপরও... তোমার যদি সন্দেহ থাকে, তা হলে ওই খ্রিস্টানদের সঙ্গে চলে যেতে পারো। এদিককার ঝড় আমি একাই

www.BanglaBook.org

সামলাতে পারব।'

'আমার মনে সন্দেহ নেই, নানা,' শান্ত গলায় বলল মিরিয়াম। 'তবে আমি যাব না, আপনার সঙ্গে থাকব।'

'কী আশ্চর্য! তোমার কি মরার ভয় নেই?'

'না। আমার সমস্ত ভয় শুধু আপনাকে নিয়ে, নানা। দয়া করে আমার কথা শুনুন। চলুন পালিয়ে যাই, নইলে রোমানরা আপনাকে খুন করবে!'

'আমাকে নিয়ে ভেবো না, মা,' ম্লান হাসি ফুটল বেনোনির ঠোঁটে। 'কপালের লিখন খণ্ডাবার চেষ্টা করে লাভ নেই, যা-ঘটার তা তো ঘটবেই। তবে সেটা আমার ব্যাপার, তোমাকে এর মাঝে টেনে আনা ঠিক হবে না। তুমি বরং চলে যাও, সঙ্গে প্রহরী আর যথেষ্ট পরিমাণ টাকা-পয়সা দিয়ে দিচ্ছি।'

মাথা নাড়ল মিরিয়াম। 'আমি আপনাকে ফেলে যাব না।'

'তা হলে এখানেই থেকে যেতে হবে তোমাকে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন বেনোনি। 'আমি কিছুতেই টায়ার ছেড়ে যাব না। ভিটেমাটি, ধনসম্পদ... সবকিছু আমার এখানে। সবচেয়ে বড় কথা, পবিত্র যে যুদ্ধ আমার ভাইয়েরা লড়ছে... তা থেকে পিঠটান দিতে পারব না আমি কিছুতেই।'

'আপনার মনোভাব বুঝতে পারছি, নানা। আমিও এখানেই থাকছি।'

বেনোনিকে সম্মান জানিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল মিরিয়াম।

এক সপ্তাহ পর জুডেয়াতে চলতে থাকা ঝড়ের ঝাপটা লাগল টায়ারে। রাতের বেলা হৈচৈ-এর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মিরিয়ামের। ঝট করে উঠে বসল ও, পাশে শুয়ে থাকা নেহুশতাকে ধাক্কা দিয়ে জাগাল।

'নোউ, শুনতে পাচ্ছ?'

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ,' নেহুশতাও উঠে বসল। 'শহরে হামলা শুরু হয়েছে। ছাদে চলুন, ওখান থেকে সব দেখা যাবে।'

ত্রস্ত হাতে পোশাক পরল ওরা, তারপর কামরা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ছুটল ছাদের দিকে। ইতোমধ্যে বাড়ির সবাই জেগে গেছে—বাসিন্দা শুধু এখন ওরা আর চাকরেরা নয়, শহরের প্রায় পঞ্চাশটা ইহুদি-পরিবার এসে আশ্রয় নিয়েছে এখানে, নিজেদের বাড়িতে নিরাপদ বোধ করছিল না তারা। বেনোনির এই বাড়িটা এককালে দুর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হতো, যে-কোন হামলা ঠেকাবার মত করেই তৈরি করা হয়েছে। তাই এখানে এসে ঠাঁই খুঁজে নিয়েছে ওরা, বেনোনি আপত্তি করেননি। গত কয়েকদিনে হামলার পূর্বাভাস প্রকট হয়ে উঠেছিল, অবস্থা খারাপ দেখে ক্যালেবের কাছে একজন দূত পাঠিয়েছেন বৃদ্ধ ব্যবসায়ী, যেন ও সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ওদেরকে সাহায্য করতে আসে। ক্যালেব এখন জোপা-য়, ইহুদি একটা সৈন্যদলের প্রধান হিসেবে লড়াই করছে, আসতে পারবে কি না কে জানে!

ছাদে উঠে এল মিরিয়াম আর নেহুশতা, কিনারায় গিয়ে উঁকি দিল শহরের দিকে। ভোর হবে হবে করছে, পুবাকাশে হালকা লালিমা ফুটে উঠেছে। সেই আলোয় টায়ারের একটা বড় অংশকে জ্বলতে দেখল ওরা—বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে, হামলাকারীরা অসহায় ইহুদিদের ছুঁড়ে দিচ্ছে সেই আগুনে। মরণোন্মুখ মানুষগুলোর আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠছে।

'হা যিশু!' আঁতকে উঠল মিরিয়াম। 'দয়া করো ওদের!'

'কেন করবেন?' বলল নেহুশতা। 'ওরা তাঁকে খুন করেছে, ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছে, ওদের কপালে তো এই-ই ছিল—যিশু আগেই বলে গেছেন সবাইকে। দয়া যদি করতেই হয়, তিনি যেন আমাদের... তাঁর সত্যিকার অনুসারীদের করেন।'

www.BanglaBook.org

'এভাবে বলা উচিত হচ্ছে না তোমার,' ভর্ৎসনার সুরে বলল মিরিয়াম। 'যিশু আমাদের ক্ষমা আর ভালবাসার দীক্ষা দিয়েছেন।'

'আমার বলা না-বলায় কিছু এসে যায় না, ছোট মালকিন। ওই দেখুন, ঈশ্বর কথা বলছেন ওখানে। অবিশ্বাসীদের সাজা দিচ্ছেন। আমাদের কী করার আছে? এই ইহুদিরা কম অন্যায় করেছে মানুষের সঙ্গে? আমাদের কথা বাদ-ই দিন, সিরিয়ান আর গ্রিকদেরও কম ক্ষতি করেনি ওরা। এখন প্রতিশোধ নিচ্ছে ওরা, রোমানদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এবার ঠেলাটা বুঝবে বাছাধনেরা।'

'আমি... আমি আর দেখতে চাই না এসব।'

'দেখা উচিতও নয়, ঈশ্বর কী করছেন না-করছেন, সেটা তাঁর ব্যাপার। চলুন, নীচে যাই। প্রার্থনা যদি করতেই চান, ইহুদিদের নিষ্পাপ শিশুদের জন্য করা যেতে পারে, আর কারও জন্যে নয়।'

ছাদ থেকে নেমে এল ওরা।

পরদিন দুপুর নাগাদ টায়ারের বেশিরভাগ অংশ ধ্বংস হয়ে গেল। রোমানদের সঙ্গে আসা সিরিয়ান ও গ্রিক সৈন্যেরা প্রতিশোধস্পৃহা মেটাতে খুন করল শহরের গণ্যমাণ্য সমস্ত ইহুদিকে, সাধারণ লোকজনও মরল বেশ কিছু, বাকিদের বন্দি করা হলো দাস হিসেবে বিক্রি করার জন্য। এরপর হামলাকারীরা নজর দিল বেনোনির বাড়িটার উপর। ইতোমধ্যে তাড়া খেয়ে আরও অনেক ইহুদি আশ্রয় নিয়েছে ওখানে।

শুরু হলো আক্রমণ। ছোট-খাট, বিচ্ছিন্ন আক্রমণ নয়; সংঘবদ্ধ, পরিকল্পিত আক্রমণ। প্রথমে বাড়ির মূল ফটকের উপর হামলা করা হলো, তবে ওটা অত্যন্ত শক্ত, হাজার চেষ্টায়ও ভেঙে ফেলা গেল না। ততক্ষণে বাড়ির ভিতরের ইহুদি শরণার্থীরা সংগঠিত হয়েছে বেনোনির নেতৃত্বে, সীমানা-প্রাচীরের খোপ

www.BanglaBook.org

দিয়ে তীর ছুঁড়তে শুরু করল ওরা, ফলে আক্রমণকারীরা কাতারে কাতারে প্রাণ দিতে শুরু করল। আক্রমণের প্রথম ধাক্কাটা ভেস্তে যাওয়ায় পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো তারা।

এরপর নতুন কৌশল অবলম্বন করল ওরা। আশপাশের বাড়িঘরের ছাদে গিয়ে উঠল দক্ষ তীরন্দাজরা, আগুনের তীর ছুঁড়তে শুরু করল। তবে এই রণকৌশলও কোনও কাজে এল না, বেনোনির প্রাসাদবাড়ি খাঁটি মার্বেলপাথরে তৈরি, ওটার দেয়ালে মাথা কুটে মরল তীরগুলো। দেয়াল ভেদ করে ঢুকতে তো পারলই না, পারল না আগুন ধরাতেও। বাগান আর আঙিনায় কিছু তীর পড়ল বটে, তবে ইহুদিরা সহজেই ওগুলোকে নিভিয়ে ফেলতে সক্ষম হলো।

এভাবেই ব্যর্থ আক্রমণের মধ্য দিয়ে প্রথম দিনটা কেটে গেল। রাতে আর হামলা করল না শত্রুরা, নির্বিঘ্নেই ভোর পর্যন্ত কাটিয়ে দিল ইহুদিরা। তবে সকালের আলো ফুটতেই বোঝা গেল রোমানদের এই নীরবতার কারণ, আসলে শক্তি খরচ করতে চায়নি তারা, সময়টা বরং ব্যয় করেছে অব্যর্থ একটা কৌশলের প্রস্তুতিতে।

সূর্যের ঝলমলে আলোয় সকাল হতেই বিশাল এক ব্যাটারিং-র‍্যাম দেখা গেল কয়েক মাইল দূরে, মূল ফটক ভাঙতে আনা হয়েছে ওটা। সাগরে একটা সিরিয়ান যুদ্ধজাহাজও দেখা গেল, ওটা থেকে ক্যাটাপুল্টের মাধ্যমে বড় বড় পাথর ছুঁড়বে নাবিকেরা, ইহুদিদের প্রতিরোধ-ব্যূহ চুরমার করে দেবে।

মাথা গরম করলেন না বেনোনি, ঠাণ্ডা মাথায় ছক কাটলেন প্রতিরোধের। এজন্য প্রথমেই কাজে লাগানো হলো নিজস্ব তীরন্দাজদের। ব্যাটারিং-র‍্যাম ঠেলতে থাকা সিরিয়ান আর রোমানদের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়তে থাকল তারা। আত্মরক্ষার কোনও উপায় রইল না লোকগুলোর, অকাতরে প্রাণ দিতে শুরু করল। অবশ্য তারপরও হাল ছাড়ল না হামলাকারীরা,

www.BanglaBook.org

ঠেলতে ঠেলতে র‍্যামটা নিয়ে এল ফটকের কাছে। এবার তলোয়ারধারীদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বেনোনি, গেট খুলে বেরিয়ে এসে সংখ্যায় কমে যাওয়া শত্রুদেরকে কচুকাটা করতে শুরু করলেন। প্রায় এক ঘন্টা তুমুল লড়াই হলো, তবে শেষ পর্যন্ত জিতলেন তাঁরা, র‍্যাম ফেলে পিঠটান দিল রোমান আর সিরিয়ান সৈনিকেরা।

স্থলভাগের আক্রমণ ব্যর্থ হবার খবর পেয়ে এবার যুদ্ধজাহাজটা ব্যস্ত হয়ে উঠল। বিশাল বিশাল আকারের একটার পর একটা পাথর এসে আছড়ে পড়তে থাকল ইহুদিদের দুর্গের উপর। সীমানা-প্রাচীরে ফাটল ধরল, প্রাসাদবাড়ির একটা অংশের দেয়াল ভেঙে গেল, পাথরের নীচে চাপা পড়ে অসহায় ইহুদিরা মরতে শুরু করেছে।

জরুরি সভা ডাকলেন বেনোনি। বোঝাই যাচ্ছে, রাত নামার আগেই পতন ঘটবে তাঁদের, শত্রুরা প্রাচীর ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়বে। দুটো পথ আছে—এখুনি সবাই মিলে বেরিয়ে পড়া... রোমান আর সিরিয়ানদের ফাঁকি দিয়ে পালাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। নতুবা শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত লড়াই করা যেতে পারে, তবে তাতে জয়ের আশা নেই বললেই চলে। দুটো পন্থার কোনোটাই আশাব্যঞ্জক নয়। লড়াই করে তো লাভ নেইই, পালানোও অসম্ভব। দুর্গ থেকে বেরুলেই ওঁদের নির্বিচারে খুন করতে শুরু করবে শত্রুরা।

হতাশায় চেঁচামেচি শুরু করল জমায়েত ইহুদিরা, মহিলা আর শিশুরা কাঁদছে। পরিবেশটা সহ্য হলো না নেহুশতার, মিরিয়ামের হাত ধরে টানল সে।

'ছাদে চলুন, ছোট মালকিন। ওখানে তীর আর পাথর পৌঁছুচ্ছে না। দুর্গটা দখল হয়ে যেতে বসলে ওখান থেকে সাগরে লাফ-ও দেয়া যাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে লিবিয়ান দাসীকে অনুসরণ করল মিরিয়াম,

www.BanglaBook.org

ওর নিজেরও ভাল্লাগছে না কিছু। ছাদে উঠে এক কোণে বসল দুজনে, চোখ বন্ধ করে ঈশ্বরকে ডাকতে শুরু করল।

কতক্ষণ ওভাবে কাটল, বলতে পারবে না মিরিয়াম, হঠাৎ নেহুশতার ডাকে সংবিৎ ফিরল ওর।

'ছোট মালকিন!' লিবিয়ান দাসীর কণ্ঠে উত্তেজনা। 'দেখুন!'

তাকাল মিরিয়াম। সাগরের খোলা দিকটা থেকে পাল উড়িয়ে ছুটে আসছে আরেকটা যুদ্ধজাহাজ। ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে ওটাকে দেখল ও। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমাদের আয়ু আরও কমে গেল, নোউ। দু'দুটো জাহাজ... এবার আর কোনও আশা নেই আমাদের।'

'না, না, ওটা ইহুদি জাহাজ,' রুদ্ধশ্বাসে বলল নেহুশতা। 'পতাকায় ঈগল নেই, ফিনিশিয়ান ব্যানারও ওড়াচ্ছে না। ওটা আমাদেরকে সাহায্য করতে আসছে, ছোট মালকিন!'

সিরিয়ান জাহাজটাও লক্ষ করেছে তাদের আগ্রাসী প্রতিপক্ষকে... তবে দেরিতে। ক্যাটাপুল্ট পরিচালনার জন্য স্থির থাকা দরকার, সেজন্য নোঙর করেছে ওরা—সেটাই কাল হয়ে দাঁড়াল। নাবিকেরা হৈচৈ করে ছুটে গেল নোঙর তুলতে, তা হলে মুখ ঘোরাতে পারে ওরা, প্রতিরোধ গড়তে পারে, কিন্তু ভারি লোহার জিনিসটা সময় থাকতে তুলতে পারল না ওরা। সোজা ইহুদি-জাহাজটা এসে আছড়ে পড়ল তাদের খোলের উপর... পাশ থেকে। কাঠ ভাঙার মড়মড় শব্দ উঠল, চাপা পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেল কয়েকজন, জাহাজটা করাত চালানোর মত দু'ভাগ হয়ে গেল। চোখের পলকে ডুবে গেল ওটা, পানিতে হতভাগ্য নাবিকরা ভাসতে লাগল অসহায়ভাবে।

'দেখাল বটে!' হাততালি দিয়ে উঠল নেহুশতা। 'ওই তো, নৌকা নামাচ্ছে ওরা। চলুন ছোট মালকিন, ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করেছেন!'

সিঁড়ি ধরে বাড়ির ভিতরে ফিরে এল দুই খ্রিস্টান নারী,

www.BanglaBook.org

বেনোনিকে খুঁজে বের করে খবর জানাল। হুল্লোড় উঠল ইহুদিদের মধ্যে, দলবল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন বৃদ্ধ ব্যবসায়ী, পিছনের নৌকাঘাটায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

এসে গেছে দুটো নৌকা। সামনেরটার পাটাতনে গর্বিত ভঙ্গিতে যে-যুবকটি দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে আর কেউ নয়... ক্যালেব! ঘাটে ভিড়তেই তাকে অভিনন্দন জানালেন বেনোনি।

'আসতে বেশি দেরি করে ফেলিনি তো?' বলল ক্যালেব। 'মিরিয়াম কোথায়?'

'এই যে,' ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল মিরিয়াম।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ক্যালেব। বলল, 'ওঠো নৌকায়। বেনোনি, আপনিও।'

'সবার তো জায়গা হবে না,' নৌকার ছোট্ট আকৃতি আর পিছনে দাঁড়ানো শরণার্থীদের সংখ্যা দেখে বলল মিরিয়াম।

'কিছু করার নেই, জাহাজে এই দুটো নৌকাই শুধু আছে। পালা করে যেতে হবে সবাইকে। তোমরা ওঠো, আমি বাকিদের যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

অভিজ্ঞ নেতার ভঙ্গিতে ইহুদিদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিল ক্যালেব। প্রথম ট্রিপগুলোয় মেয়ে আর শিশুরা যাবে, এরপর সুযোগ পাবে পুরুষেরা। ভাগাভাগি শেষ হতেই নৌকায় চড়ে বসল ও—মিরিয়াম, নেহুশতা আর বেনোনিকে নিয়ে; প্রথম দলদুটো রওনা হলো জাহাজের দিকে।

এভাবে দুই দফা যাত্রী তোলা হলো জাহাজে, কিন্তু তৃতীয়বারের জন্য আর ফিরে যেতে পারল না নৌকাদুটো। ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা অবশিষ্ট ইহুদিদের পিছনে রোমান আর সিরিয়ান সৈন্যদের উদয় হতে দেখা গেল, দেয়াল টপকে বাড়ির সীমানায় ঢুকে পড়েছে ওরা, পালানো নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ওদের ঠেকানোর মত কেউ ছিল না। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নিজেদের সঙ্গীসাথীদের খুন হতে দেখল জাহাজের আরোহীরা, ওদের বিন্দুমাত্র দয়া

www.BanglaBook.org

দেখাচ্ছে না শত্রুরা। কয়েকজন জীবন বাঁচাতে পানিতে ঝাঁপ দিল, কিন্তু তাদেরকেও তীর ছুঁড়ে ঝাঁঝরা করে দেয়া হলো।

নৃশংস দৃশ্যটা দেখে ফুঁপিয়ে উঠল মিরিয়াম। 'হা ঈশ্বর! ওদের কি সাহায্য করার কেউ নেই?'

ধপ্ করে ডেকের উপর বসে পড়লেন বেনোনি, দু'দিনেই যেন তাঁর বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে। বিড়বিড় করে বললেন, 'সব শেষ! আমার ঘর-বাড়ি-সম্পত্তি... সব এখন অবিশ্বাসীদের দখলে!'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি আমাদের জীবন বাঁচিয়েছেন,' কাঠখোট্টাভাবে বলল নেহুশতা। 'ঈশ্বরকে আর ক্যালেবকে। আর মালিক... দোষারোপ যদি করতে হয়, নিজেকে করুন। আপনাকে তো আগেই সাবধান করেছিলাম আমরা, কথা শোনেননি কেন?'

ঠিক তখুনি ক্যালেবকে উদয় হতে দেখা গেল। নৌকাঘাটায় চলতে থাকা খুনোখুনি নিয়ে মোটেই বিচলিত দেখাচ্ছে না ওকে, বরং চেহারায় একটা বিজয়ীর ভাব ফুটিয়ে রেখেছে। উঠে দাঁড়িয়ে আলিঙ্গন করে ওকে কৃতজ্ঞতা জানালেন বেনোনি, নাতনির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মা মিরিয়াম, তুমি চুপ কেন? ক্যালেব আমাদের এত বড় বিপদ থেকে বাঁচাল, তুমি কিছু বলবে না?'

'আমি শুধু ধন্যবাদ জানাতে পারি,' মৃদু গলায় বলল মিরিয়াম।

'থাক, আর কিছুর দরকার নেই,' হেসে বলল ক্যালেব। 'আজকের দিনে এমনিতেই অনেক প্রতিদান পেয়ে গেছি। সিরিয়ানদের একটা যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছি, ভালবাসার মানুষটাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছি... আর কী চাইবার থাকতে পারে আমার!'

'আমাদের জীবনের উপর এখন তোমার অধিকার জন্মে

www.BanglaBook.org

গেছে, ক্যালেব,' বললেন বেনোনি। 'পারলে নিজের ধন-সম্পদ... বংশধর... সব তুলে দিতাম আমি। কিন্তু এখন আমি নিঃস্ব, আর মিরিয়ামের ব্যাপারটাও তো জানোই...'

'এখন এসব নিয়ে কথা বলার সময় হলো?' বলে উঠল মিরিয়াম। তীরের দিকে ইশারা করল ও। 'দেখুন, ওখানে আপনাদের সঙ্গীসাথীদের কীভাবে খুন করা হচ্ছে! আপনাদের কি একটুও কষ্ট হচ্ছে না?' চোখ দিয়ে আবার পানি গড়াতে শুরু করল ওর।

'এই অহেতুক কান্না বন্ধ করো, মিরিয়াম,' গম্ভীর গলায় বলল ক্যালেব। 'আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, ওদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। যুদ্ধের সময় কিছু প্রাণ ঝরবেই, এটাই নিয়ম। দুঃখকষ্ট ভুলে গিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে এখন আমাদের।' লিবিয়ান দাসীর দিকে তাকাল ও। 'নেহুশতা, তোমার মালকিনকে কেবিনে নিয়ে যাও। জামাকাপড় ভিজে গেছে ওর, বদলাবার ব্যবস্থা করো। নইলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা হব।' কথা শেষ করে বেনোনির দিকে ফিরল। 'কোথায় যাবেন, কিছু ভেবেছেন?'

'জেরুসালেমে চলো,' বললেন বৃদ্ধ ব্যবসায়ী। 'ওখানে আমার চাচাত ভাই ম্যাথিয়াস আছে—উঁচু পদের পুরোহিত ও। এ-ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিলে আমাদের আশ্রয় দেবে বলে খবর পাঠিয়েছিল।'

'না, না,' প্রতিবাদ করে উঠল নেহুশতা। 'জেরুসালেম না, মিশরের দিকে চলুন।'

'কেন... যাতে আমাদের রক্তে আলেকজান্দ্রিয়ার রাস্তাঘাট ধোয়া যায়?' মুখ বাঁকিয়ে বলল ক্যালেব। 'ওখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই তোমাদের, ইহুদি-নিধনের জন্য আলাদা বাহিনী গঠন করা হয়েছে ওখানে। উঁহুঁ, মিশর না, জাহাজ নিয়ে আমাকে জোপা-তেই ফিরতে হবে, ওখান থেকে

www.BanglaBook.org

জেরুসালেমে যাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। তোমরা চাইলে অন্য পথ ধরতে পারো।'

মিরিয়াম বলল, 'আমি নানার সঙ্গে থাকব, তিনি যেদিকেই যান না কেন।'

তর্ক করে লাভ নেই, অগত্যা হাল ছেড়ে দিল নেহুশতা, মিরিয়ামকে নিয়ে চলে গেল কেবিনে।

পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব-হারা ইহুদিদের চাপা কান্নায় কাটল সে-রাত, পরের আরও কয়েক রাতেও অব্যাহত রইল সে-কান্না। তারপর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি ঠিক হয়ে এল, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে শোককে চাপা দিল সবাই। যাত্রাটা অবশ্য নির্বিঘ্নে হলো, ক্যালেবের জাহাজকে তাড়া করে এল না অন্য কোনও জাহাজ। অবশেষে... এক সপ্তাহ পর জোপা-র কাছাকাছি নোঙর ফেলল জাহাজ, নৌকায় চেপে তীরে নেমে এল যাত্রীরা।

ওখানে ওদের অভ্যর্থনা জানাতে বিপ্লবী ইহুদিদের একটা দল অপেক্ষা করছিল। তাজা খাবার পেল সবাই, সেই সঙ্গে গরম কাপড়... ইতোমধ্যে শীত নামতে শুরু করেছে। জাহাজটা আরেক ইহুদি নেতার হাতে বুঝিয়ে দিল ক্যালেব, সে ওটা নিয়ে রোমানদের বাণিজ্য-জাহাজগুলোর উপর হামলা চালাবে। দায়িত্বভার হস্তান্তর করে দিয়ে টায়ারবাসীদের কাছে ফিরে এল ক্যালেব, ওদের দলে যোগ দিল।

টানা দু'দিন বিশ্রাম নিল শরণার্থীরা, তারপর রওনা হলো জেরুসালেমের দিকে... স্থলপথে। বিপ্লবী ইহুদিরা যথেষ্ট পরিমাণ খাবারদাবার, সেইসঙ্গে ঘোড়া আর গাধা দিয়েছে যাত্রাপথের জন্য। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল দলটা, সাবধানে... সতর্কভাবে। সঙ্গে বিশজন সশস্ত্র সৈনিক নিয়েছে ক্যালেব—দক্ষ ওরা, অভিজ্ঞ। ছোটখাট দস্যুদল পেরে উঠবে না ওদের সঙ্গে, তবে আসল ভয় রোমানদের নিয়ে। সিজার ভেসপাসিয়ানের পুত্র, প্রধান সেনাপতি টাইটাস তার বাহিনী নিয়ে সিজারিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গেছে বলে

www.BanglaBook.org

খবর পেয়েছে ওরা, জেরুসালেম তাদের লক্ষ্য। ওদের সামনে পড়ে গেলে বাঁচার কোনও পথ থাকবে না।

আশঙ্কাটা অবশ্য অমূলক প্রমাণিত হলো, যাত্রাপথে টাইটাসের বাহিনী নয়, ওদেরকে শেষ পর্যন্ত লড়তে হলো নিষ্ঠুর প্রকৃতির সঙ্গে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে এ-বছর, তার মোকাবেলায় শরণার্থীদের শরীরের গরম কাপড় যথেষ্ট নয়। তাঁবু নেই ওদের সঙ্গে, উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে রাতে আগুনও জ্বালা যায় না, ফলে পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে পড়ল।

এক রাতে আকাশে বিশাল এক ধূমকেতু দেখল ওরা, সেটাকে শুভ লক্ষণ বলে জানালেন বেনোনি। ধূমকেতুর লেজটা সিজারিয়ার দিকে প্রসারিত হয়ে ছিল, তার মানে ওখানে রোমানদের পরাজয় আসন্ন। তাঁর কথা ঠিক না ভুল, কে জানে, তবে সে-রাতে শরণার্থীদের জন্য ওটা শুভ কিছু বয়ে আনল না। ধূমকেতু মিলিয়ে যাবার খানিক পরেই শুরু হলো ঝড়-বৃষ্টি। আশ্রয় নেবার কোনও জায়গা না থাকায় ভিজে চুপসে গেল ওরা। সারারাত ঠাণ্ডায় আর বৃষ্টিতে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হলো। ভোরের দিকে অবশ্য থেমে গেল প্রকৃতির তাণ্ডব, দিগ্বিদিক ঝলমল করে উঠল সোনা-রাঙা রোদে।

মেঘের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল মিরিয়াম, ওখানে যেন স্বর্গীয় দেবদূতেরা উৎসবে মেতেছেন। পশুপাখি আর ফুলের নানারকম আকৃতি ধারণ করেছে মেঘ, ভরিয়ে দিয়েছে গোটা আকাশ। শেষ বিকেলে মেঘের উৎসব হারিয়ে গেল, পশ্চিম আকাশটাকে লালে লালে রাঙিয়ে ডুবে গেল সূর্য। থমকে দাঁড়াল দলটা, জায়নের পাহাড়ে পৌঁছে গেছে ওরা। নীচে... দূরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা জেরুসালেম শহর দেখা যাচ্ছে, গোধূলির আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওখানকার বাড়িঘর, মন্দির আর অট্টালিকাগুলো। কেমন যেন এক শান্তির আবেশ ছড়িয়ে আছে সবখানে, দেখে বোঝার উপায় নেই—ওটা আসলে একটা

www.BanglaBook.org

কসাইখানা। ইহুদিরাই ইহুদিদের খুন করে বেড়াচ্ছে ওখানে।

রাতের মত থামার নির্দেশ দিল ক্যালেব। খাবারদাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সবাই, ঠাণ্ডা আর ওদের স্পর্শ করছে না। বুঝতে পারছে, খোলা আকাশের নীচে এ-ই ওদের শেষ রাত।

ভোরের আলো ফুটতেই আবার রওনা দিল ওরা, বিশাল এক উষর উপত্যকা পেরিয়ে এগিয়ে গেল জেরুসালেমের ফটকের দিকে। কাছাকাছি পৌঁছে গেটটা বন্ধ অবস্থায় পেল ওরা, পাহারা দিচ্ছে রুক্ষ চেহারার কয়েকজন জওয়ান—সাইমন দ্য গেরাসার সৈনিক এরা, শহরের একটা বড় অংশ এখন তার নিয়ন্ত্রণে।

'কে তোমরা... কী চাও?' প্রহরীদের নেতা প্রশ্ন ছুঁড়ল।

নিজের নাম-পরিচয় দিল ক্যালেব, কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হলো না লোকটা। বেনোনি জানালেন, তাঁরা কীভাবে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে টায়ার থেকে পালিয়ে এসেছেন।

'ওসব কেচ্ছা-কাহিনি বিশ্বাস করি না আমি,' কাঠখোট্টা গলায় বলল লোকটা। 'তোমরা নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতকের দল, সেজন্যেই পালিয়ে এসেছ।'

কথাটা শুনে ক্যালেব খেপে গেল। 'তোমার এত বড় সাহস! আমাদের বিশ্বাসঘাতক বলো! ইহুদি-সমাজের জন্য কত ঝুঁকি নিয়েছি আমি, জানো? কত জায়গায় যুদ্ধ করেছি... কত রোমান মেরেছি... তার প্রতিদান বুঝি এ-ই! এক্ষুনি ঢুকতে দাও আমাদেরকে!'

'চেঁচাবেন না,' বলল প্রহরী-নেতা। 'কী করেছেন, না করেছেন... জানার দরকার নেই আমার। এখানে এখন অন্য রকম হিসেব-নিকেশ চলছে। এই ফটক দিয়ে শুধু সাইমনের অনুসারীরাই ঢুকবে... সেটাই নিয়ম। আপনারা যদি জন কিংবা এলিয়াযারের লোক হয়ে থাকেন, তা হলে ওদের এলাকা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করুন।'

'হায়, এ-ই বুঝি ঘটেছে শেষ পর্যন্ত?' কপাল চাপড়ালেন

www.BanglaBook.org

বেনোনি। 'ইহুদিরাই এখন ভাগ হয়ে গেছে? ভাই, আমরা কারও দলের নই। আমার নাম বেনোনি, টায়ারের নামকরা ব্যবসায়ী, একডাকে সবাই চেনে আমাকে। আমি তোমাদের সাইমন, জন বা এলিয়াযারের কাছে আসিনি, এসেছি আমার চাচাত ভাই... ম্যাথিয়াসের কাছে। দয়া করে ওর কাছে যেতে দাও আমাকে।'

'ম্যাথিয়াস? পুরোহিত ম্যাথিয়াস?' ভুরু কোঁচকাল প্রহরী-নেতা। 'আগে বলবেন তো! বড় ভাল মানুষ তিনি। তাঁর সাহায্য না পেলে জেরুসালেমে টিকতেই পারতাম না আমরা।' ক্ষমা চাইল সে। 'মাফ করে দিন, ম্যাথিয়াসের আত্মীয় মানে আমাদের সবার আত্মীয়। যান, ভিতরে যান... সবাইকে নিয়ে যান।'

ফটক খুলে দেয়া হলো, লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সঙ্গীসাথীদের নিয়ে শহরে প্রবেশ করলেন বেনোনি, এগিয়ে চললেন জেরুসালেমের মহামন্দিরের দিকে। দুপুর হয়ে গেছে, পুরো শহর কর্মব্যস্ত থাকার কথা, কিন্তু বাস্তবে ভিন্ন পরিস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে। রাস্তায় লোকজন কিছু আছে বটে, কিন্তু ত্রস্ত পায়ে হাঁটছে তারা, চেহারায় ভীতির ছাপ সবার। বেশিরভাগ নাগরিক যার যার বাড়িতে নিজেকে বন্দি করে রেখেছে, মাঝে মাঝে দু-একটা জানালার পর্দা ফাঁকা হতে দেখা যায়, সেখান দিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তারা জরিপ করছে নবাগতদের। রাস্তার পাশে কয়েকটা লাশ বেওয়ারিশ পড়ে আছে, গভীর রাতে খুনোখুনির শিকার হয়েছে হতভাগ্য মানুষগুলো, মৃতদেহ সরাবার কেউ নেই। কেমন যেন একটা ভীতিকর পরিবেশ বিরাজ করছে সবখানে, অস্বাভাবিক নীরবতা সেটাকে প্রকট করে রেখেছে আরও।

হঠাৎ একটা চিৎকারে চমকে উঠল শরণার্থীরা। একটু পরেই আলুথালু পোশাক পরা এক মাঝবয়েসী লোককে ছুটে আসতে দেখা গেল। মুখে চেঁচাচ্ছে: 'পুবের কণ্ঠ! পশ্চিমের কণ্ঠ! বাতাসের কণ্ঠ! সব কণ্ঠ জেরুসালেম আর জেরুসালেমের মহামন্দিরের

www.BanglaBook.org

বিপক্ষে। সব কণ্ঠ মানুষের বিপক্ষে! ধিক্ জেরুসালেম, ধিক্!'

ওদের সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা। থেমে চুপচাপ জরিপ করল কয়েক মুহূর্ত, তারপর হেসে উঠল হা হা করে।

'এসবের মানে কী!' রাগী গলায় জিজ্ঞেস করলেন বেনোনি।

জবাব দিল না লোকটা। তার বদলে গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'জেরুসালেমকে ধিক্! যে-বোকারা জেরুসালেমে আসে তাদেরকে ধিক্!'

কথা শেষ করেই আবার দৌড়ুতে শুরু করল সে, হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার আড়ালে।

'ও কি অভ্যর্থনা জানাল আমাদের?' বিস্মিত গলায় বলল মিরিয়াম।

'অভ্যর্থনার যদি এই নমুনা হয়, তা হলে বিদায়-সম্ভাষণ না জানি কেমন হবে!' নেহুশতা বলল।

'ভয় পেয়ো না,' ক্যালেব বলল। 'লোকটা পাগল।'

'পাগল হলেই তো সমস্যা।' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল নেহুশতা। 'ওরা সত্যি কথা বলে, কিছু লুকোয় না।'

পাল্টা কিছু বলতে পারল না ক্যালেব, নীরবে আবার হাঁটতে শুরু করল। ওকে অনুসরণ করল বাকিরা—রক্তেভেজা জেরুসালেমের রাস্তা ধরে।

BanglaBook.org

চোদ্দো

রানী ফিরল এসেনিজের মাঝে

মহামন্দিরের সীমানার দক্ষিণ প্রান্তে পুরোহিতদের আশ্রম, পাশেই

www.BanglaBook.org

রয়েছে বিশাল এক ফটক—মন্দির-এলাকায় ঢোকার অনেকগুলো প্রবেশপথের একটা। টাইরোপিয়ানের উপত্যকা পেরিয়ে সেদিকে এগিয়ে চলল শরণার্থীরা, ম্যাথিয়াসের সঙ্গে দেখা করতে হলে ওই গেট দিয়ে ঢুকতে হবে—বলে দিয়েছে শহরের ফটকরক্ষীরা। চলতে চলতে উপত্যকার উপর চোখ বোলাচ্ছে সবাই—এককালে প্রচুর বাড়িঘর ছিল জায়গাটায়, কিন্তু এখন স্রেফ ভাঙাচোরা-পোড়া দেয়াল ছাড়া কোনও কিছু অবশিষ্ট নেই। অশুভ কালচে বর্ণ ধারণ করে রয়েছে ওগুলো, সাক্ষী হয়ে রয়েছে পবিত্র এই শহরে গোত্রে-গোত্রে চলতে থাকা অপবিত্র লড়াইয়ের। লড়াইটার ঝাপটা খানিক পরে ওদের উপরেও এসে পড়ল।

ছোট্ট দলটা ফটকের কাছাকাছি পৌঁছুতেই ঝট্ করে খুলে গেল পাল্লা। অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত একদল লোক বেরিয়ে এল ভিতর থেকে—সংখ্যায় একশোর কম হবে না। অস্ত্রধারী ক্যালেব আর ওর সঙ্গীদের দেখে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে তাদের মনে, একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'এরা জনের লোক, আমাদের উপর হামলা চালাতে এসেছে!'

কথাটা মুখ দিয়ে বের হতে যা দেরি, পরমুহূর্তে হুঙ্কার দিয়ে উঠল বাকিরা, ঢাল-তলোয়ার বাগিয়ে ছুটে এল শরণার্থীদের দিকে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গেল ক্যালেব—লাভ যে হবে না, বুঝতে পারছে। লোকগুলো রক্তের নেশায় উন্মাদ হয়ে আছে, কিচ্ছু শুনবে না। ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে, শুধু প্রথম একশোই নয়, খোলা গেট দিয়ে পিল পিল করে আরও মানুষ বেরুচ্ছে... সবার চোখে বন্যতা, খুন করতে চাইছে ওদের।

'পিছু হটো সবাই, নিজেকে বাঁচাও!' চেঁচাল ক্যালেব।

কথাটা অবশ্য বলার প্রয়োজন ছিল না, মন্দির থেকে বেরিয়ে আসা মানুষগুলোর রুদ্রমূর্তি দেখে ইতোমধ্যে শরণার্থীদের সবাই উল্টো ঘুরে দৌড়াতে শুরু করেছে।

www.BanglaBook.org

আরও বিপদ অপেক্ষা করছিল, কিছুদূর যেতেই উল্টোপাশ থেকে আরেকদল ইহুদিকে ছুটে আসতে দেখল ওরা—সাইমনের দল, শহরের বড় অংশটা যাদের দখলে। তক্কে তক্কে ছিল ওরা, এলিয়াযারের লোকেদের মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে হামলা করেছে। দুই পক্ষের মাঝখানে পড়ে গেল হতভাগ্য শরণার্থীরা।

এরপর কী ঘটল, তা মিরিয়াম ঠিক বলতে পারবে না। চারপাশে শুধু ঢাল-তলোয়ার আর বর্শার ঝনঝনানি শুনতে পেল ও। ইহুদিদের দুই দল পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যে-যাকে পারছে খুন করছে... কেউ কারও পরিচয় নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। এক পলকের জন্য ক্যালেবকে দেখতে পেল ও, সাইমনের এক অনুসারীর বুকে তলোয়ার বিঁধিয়ে দিচ্ছে, পরমুহূর্তে পিছন থেকে এলিয়াযারের এক অনুসারী হামলা করল ক্যালেবের উপর। বেনোনিকে দেখতে পেল ও—পুরোহিতের পোশাক-পরা একজনকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন।

রক্তের উৎসব শুরু হয়েছে যেন, পুরো উপত্যকা ভিজে যাচ্ছে লালচে ধারায়। কেউ কাউকে দয়া দেখাচ্ছে না, মহিলা আর শিশুদের উপরও তলোয়ার চালাচ্ছে খুনে ইহুদিরা। মিরিয়ামের দিকেও ছুটে এল একজন, পিছন থেকে তার পিঠে ছোরা চালাল নেহুশতা, তারপর মালকিনের হাত ধরে টান দিল, ছুটতে শুরু করল নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। মিরিয়ামের কানের পাশ দিয়ে একটা তীর ছুটে গেল, পায়ে খচ্ করে উঠল কী যেন, তবু থামল না ও, ছুটেই চলল। থামার উপায় নেই, নেহুশতা নির্মমভাবে টেনে নিয়ে চলেছে ওকে, দৌড়াতে বাধ্য করছে।

লড়াইরত ইহুদিদের এঁকে-বেঁকে ফাঁকি দিল ওরা, বেরিয়ে এল উপত্যকা ছেড়ে। একটু পর হৈ-হল্লার আওয়াজ কমে এল, তখনও থামেনি দুজনে। আর কিছুক্ষণ ছোটার পর শক্তি ফুরিয়ে

www.BanglaBook.org

গেল মিরিয়ামের, ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়ল ও।

'উঠুন, ছোট মালকিন!' আদেশের সুরে বলল নেহুশতা।

'পারব না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মিরিয়াম। 'পায়ে ব্যথা পেয়েছি। এই দেখো না, রক্ত বেরুচ্ছে।'

মালকিনকে নিয়ে ব্যস্ত হবার আগে চারপাশটা জরিপ করল নেহুশতা—এখানে থামা উচিত হবে কি না, বুঝে নিতে চায়। ছুটতে ছুটতে শহরের নতুন অংশ বেথেজার দ্বিতীয় দেয়ালের পাশে এসে পড়েছে ওরা, পুরনো দামেস্ক-ফটকের কাছাকাছি। ডানদিকে, পিছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অ্যান্টোনিয়ার বিশাল টাওয়ার। জায়গাটা নির্জন, লোকবসতি নেই; আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে আবর্জনার স্তূপ, উপরে কোমর-সমান ঘাস আর বুনো ফুল বাসা বেঁধেছে, পচতে থাকা আবর্জনার গুমোট গন্ধ ভাসছে বাতাসে। বোঝা যাচ্ছে, ময়লা ফেলার জন্য ব্যবহার করা হয় এই এলাকা।

মিরিয়ামকে টেনে মাটি থেকে তুলল নেহুশতা, কাঁধে ভর দেয়ালো, তারপর টেনে নিয়ে গেল এক সারি পাথরের আড়ালে। সাবধানে ওকে বসিয়ে দিয়ে আহত পা-টা দেখতে শুরু করল লিবিয়ান। ফুলে গেছে জায়গাটা, চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে এসেছে—সম্ভবত একটা পাথর এসে পড়েছিল ওখানে। তাড়াতাড়ি কিছু ঘাস আর লতাপাতা জোগাড় করল নেহুশতা, পাথর দিয়ে বেটে লাগিয়ে দিল ক্ষতস্থানে, পোশাকের ঝালর থেকে একটু অংশ ছিঁড়ে পেঁচিয়ে বেঁধে দিল ক্ষতস্থানটা। মিরিয়াম অবশ্য এতকিছু টের পেল না। ভোর থেকে হাঁটা, তারপর আবার ছোটাছুটি... শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ক্ষতের পরিচর্যা শুরু হতেই ঘুমিয়ে গেছে ও। কাজ শেষ করে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল নেহুশতা, তারপর সে-ও তন্দ্রায় ঢলে পড়ল।

হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল লিবিয়ান দাসী, আধো-জাগরণের মধ্যে শ্মশ্রুমণ্ডিত একটা মুখকে উঁকি দিতে

www.BanglaBook.org

দেখেছে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল নেহুশতা—পিছনে বেথেজা-র উঁচু প্রাচীর, বাকি তিনদিক উন্মুক্ত... চোখ ফাঁকি দিয়ে যাবার উপায় নেই; কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না এখন। ভুল দেখল? আনমনে মাথা নাড়ল ও, শকুনের মত তাকিয়ে রইল আবার লোকটাকে দেখার আশায়। তবে চোখে পড়ল না কিছু।

মাথার উপর আরামদায়ক উষ্ণতা ছড়াচ্ছে শীতের সূর্য, পরিবেশটা নীরব-নিস্তব্ধ। বসে থাকতে থাকতে আবার চোখদুটো মুদে এল নেহুশতার। এক ঘণ্টা পেরুল... দু'ঘণ্টা... তারপর হঠাৎ আবার সচেতন হয়ে উঠল ও। চোখ রগড়ে সামনে তাকাতেই ছায়ামূর্তি দেখতে পেল—এবার একজন নয়, দুজন। ওকে নড়তে দেখেই মাটিতে ঝাঁপ দিল লোকদুটো, উঁচু ঘাসের ভিতরে লুকিয়ে পড়ল।

উঠে দাঁড়াল নেহুশতা, ঘাস সরিয়ে এগোতে শুরু করল। দুই আত্মগোপনকারীকে খুঁজছে। একটু পরেই পাওয়া গেল তাদের, মাটিতে বুক মিশিয়ে শুয়ে আছে, পরনে খুব পরিচিত যাজকের পোশাক। হৃৎকম্পন বেড়ে গেল লিবিয়ান দাসীর, একজনকে চিনতে পারছে। বিস্মিত কণ্ঠে ও বলে উঠল, 'ব্রাদার ইথিয়েল!'

চেনা কণ্ঠটা শুনে মুখ তুলে তাকালেন বৃদ্ধ যাজক, তিনিও চমকে গেছেন। কোনোমতে বললেন, 'নেহুশতা... সত্যিই তুমি নাকি?'

'আর কে?'

উঠে দাঁড়ালেন ইথিয়েল। 'সঙ্গে কে... মিরিয়াম?'

'হ্যাঁ।'

'ডাকো ওকে।'

'ডাকাটা বোধহয় ঠিক হবে না, ঘুমোচ্ছেন। পায়ে ব্যথা পেয়েছেন বেচারি।'

ধীরে ধীরে ঘুমন্ত নাতনির দিকে এগিয়ে গেলেন ইথিয়েল।

www.BanglaBook.org

চুপচাপ কিছুক্ষণ দেখলেন ওকে। তারপর বললেন, 'এ-জায়গা নিরাপদ নয়, তোমরা চলো আমাদের সঙ্গে।'

ঘুমন্ত মিরিয়ামকে দুহাতে আলগোছে তুলে নিলেন ইথিয়েল, সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করলেন। লোকটা পথ দেখাতে শুরু করল, ঘাসের জঙ্গল ভেঙে সতর্ক পায়ে দেয়ালের পাশ ধরে এগোতে শুরু করল ওরা।

'শব্দ কোরো না,' ফিসফিসিয়ে নেহুশতাকে বললেন ইথিয়েল। 'দেয়ালের ওপাশ থেকে ওরা শুনতে পাবে।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল লিবিয়ান দাসী।

একটু পরেই থামতে দেখা গেল ইথিয়েলের সঙ্গী যাজককে, মাটিতে পড়ে পড়ে থাকা একটা বড় পাথর সরাচ্ছে। ওটা সরতেই ছোট্ট একটা ফোকর বেরিয়ে পড়ল, নেহুশতাকে অনুসরণ করতে বলে সেটা গলে একটা সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়লেন ইথিয়েল। শেষে ঢুকল দ্বিতীয় যাজক, ঢুকেই ভিতর থেকে মুখটা আবার পাথর দিয়ে ঢেকে দিল। ঘন অন্ধকারে ছেয়ে গেল সুড়ঙ্গ।

আলোকস্বল্পতা নিয়ে মোটেই চিন্তিত দেখাল না দুই যাজককে। অন্ধকারের ভিতরেই স্বচ্ছন্দে আবার হাঁটতে শুরু করল তারা; বোঝা যাচ্ছে, জায়গাটা তাদের পরিচিত। সংকীর্ণ সুড়ঙ্গটা ধরে কিছুদূর এগোতেই চওড়া একটা প্যাসেজ মিলল। জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা, শরীর কাঁপছে সবার।

মিরিয়ামের ঘুম ভেঙে গেছে। চোখ মেলেই গাঢ় অন্ধকার দেখে ভয়ার্ত গলায় বলল, 'কোথায় আমি? মারা গেছি নাকি?'

'না, মা,' হাসলেন ইথিয়েল। 'একটু অপেক্ষা কর্, সব বুঝতে পারবি।'

ফস্ করে একটা শব্দ হলো সামনে, পরমুহূর্তে আলোয় ভরে গেল প্যাসেজটা—দ্বিতীয় যাজক একটা মশাল জ্বেলেছে। কাঁপা কাঁপা শিখায় ইথিয়েলের সৌম্য চেহারা দেখতে পেল এবার

www.BanglaBook.org

মিরিয়াম। বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'হা যিশু! ভুল দেখছি না তো! ইথিয়েল নানা!'

'ঠিকই দেখছিস, ভুল নয়,' ইথিয়েল বললেন। 'পরম করুণাময় আবার আমার কোলে ফিরিয়ে দিয়েছেন তোকে।'

এতক্ষণে নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হলো মিরিয়াম। লজ্জিত গলায় বলল, 'ছি, ছি! তুমি বয়স্ক মানুষ... আমাকে কোলে তুলে রেখেছ কেন? নামাও, আমি হাঁটতে পারব।'

'দরকার নেই, মা। আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। তুই তো পায়ে ব্যথা পেয়েছিস।'

'খোঁড়া তো আর হয়ে যাইনি,' জোর দিয়ে বলল মিরিয়াম। 'আমি হাঁটতে পারব, নামিয়ে দাও আমাকে, নানা।'

'তোর যা ইচ্ছা,' বলে সাবধানে ওকে মেঝের উপর নামালেন ইথিয়েল।

চারপাশটা দেখছে নেহুশতা। গুহাটা প্রাকৃতিক নয়; দেয়ালে কোদাল, শাবল আর গাঁইতির দাগ স্পষ্ট ফুটে রয়েছে, অবশ্য সবই অনেক আগেকার। আশপাশে বড় বড় পাথর দেখা যাচ্ছে, ভেজা দেয়াল বেয়ে গড়িয়ে নামছে ঝিরিঝিরি পানির ধারা। কৌতূহলী হয়ে ও প্রশ্ন করল, 'কোথায় নিয়ে এলেন আমাদের, ব্রাদার ইথিয়েল?'

'এ-ই সেই জায়গা, যেখান থেকে রাজা সলোমন প্রথম মহামন্দির বানাবার জন্য পাথর সংগ্রহ করেছিলেন। মাটির তলায় খোঁড়াখুঁড়ি করিয়েছিলেন তিনি, যাতে প্রাসাদ থেকে আওয়াজ শোনা না যায়। চমৎকার জায়গা, লুকানোর জন্য আদর্শ... এখান থেকে সত্যিই বাইরে কোনও আওয়াজ যায় না।'

'হুম!'

'এসো,' বলে পথ দেখালেন ইথিয়েল, তাঁকে অনুসরণ করল মিরিয়াম আর নেহুশতা। দ্বিতীয় যাজক সবার সামনে আলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়ে যাচ্ছে।

বাতাস ধীরে ধীরে ভারি হয়ে আসছে—মাটির নীচের বদ্ধ জায়গায় সেটাই স্বাভাবিক। জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে শুরু করল মিরিয়াম, কষ্ট হচ্ছে। ধৈর্য ধরতে বললেন ইথিয়েল, একটু পরেই নাকি ভাল বাতাস পাওয়া যাবে।

কিছুক্ষণ চলার পর থামল ওরা। ইথিয়েলের সঙ্গী দেয়ালের পাশে গিয়ে ঠেলাঠেলি শুরু করল, আর তার পর পরই মিরিয়াম আর নেহুশতাকে অবাক করে দিয়ে সরে গেল দেয়ালের একটা অংশ—চ্যাপ্টা একটা পাথর বসিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল ফোকরটা। গুহা পেরিয়ে এবার পরিচ্ছন্ন আরেকটা প্যাসেজে ঢুকল ওরা। বেশ প্রশস্ত এটা, এবড়ো-থেবড়ো নয়; মেঝে, দেয়াল, ছাত... সব সমতল, সিমেন্টে ঢাকা। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ইথিয়েলের দিকে তাকাল মিরিয়াম আর নেহুশতা।

'পানি সরবরাহ-ব্যবস্থার টানেল এটা, প্রাচীন আমলে তৈরি করা,' বললেন বৃদ্ধ যাজক। 'এখন আর ব্যবহার করা হয় না অবশ্য, পানির উৎসগুলো শুকিয়ে গেছে বহু বছর আগে। এসো, আরও সামনে যেতে হবে আমাদের।'

মশালের আলোয় আলোকিত টানেল ধরে এগিয়ে চলল চারজনে, চল্লিশ গজের মত যেতেই একটা বাঁক পড়ল, সেটা ঘুরতেই বিশাল এক চেম্বারে পৌঁছে গেল ওরা। ছাদটা গম্বুজ আকৃতির, চারদিকের দেয়ালে মোটা মোটা খিলান। প্রাচীন সরবরাহ-ব্যবস্থার জলাধার এটা, এখন খটখটে শুকনো। চেম্বারটা এখন জনাপঞ্চাশেক মানুষের আবাসস্থল। মশাল জ্বালিয়ে আলোকিত করা হয়েছে, এক কোণে জ্বলছে একটা অগ্নিকুণ্ড... সেটার উপরে রান্না বসিয়েছে দুজন অল্পবয়েসী যাজক।

'প্রিয় এসেনিজ ভাইয়েরা!' চেম্বারে প্রবেশ করেই উঁচু গলায় বলে উঠলেন ইথিয়েল। 'দেখো কাকে নিয়ে এসেছি। আমাদের

www.BanglaBook.org

রানী... মিরিয়াম... সর্বশক্তিমানের দয়ায় ফিরে এসেছে আমাদের মাঝে!'

হাতের কাজ ফেলে থমকে গেল সবাই কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপরই ছুটে এল ওদের দিকে।

'হায় প্রভু! মিরিয়ামই তো! নেহুশতাও আছে সঙ্গে।'

উত্তেজিত কলরব শুরু হলো এসেনিজদের মাঝে। তাদের সবার সঙ্গে অভিবাদন বিনিময় করল মিরিয়াম। প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা কেটে যেতেই গোল হয়ে বসল সবাই, তাদের কাছ থেকে যাজকদের করুণ ইতিহাস শুনল দুই নবাগতা। শান্তিতেই দিন কাটাচ্ছিল এসেনিজরা, চারপাশে যুদ্ধের দামামা বাজলেও ওরা কারও পক্ষ নেয়নি, চুপচাপ নিজেদের ধর্মকর্ম নিয়ে পড়ে ছিল। কিন্তু বছরখানেক আগে রোমানদের একটা দল হামলা করল এসেনিতে, শুধুমাত্র ওরা ইহুদি... এই অপরাধে। নির্বিচারে খুন করা হলো পরিচালক পরিষদ থেকে শুরু করে অনেককে, বন্দিও হলো বেশ কিছু, বাকিরা কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে জেরুসালেমে। এখানে এসেও নিস্তার পায়নি ওরা। যেহেতু ওরা কাউকে সমর্থন করে না, তাই সাইমন, জন আর এলিয়াযার... তিন পক্ষই হামলা চালিয়েছে ওদের উপর, খুন করেছে অসহায় যাজকদের। শেষ পর্যন্ত পুরো এসেনি গ্রামের মাত্র পঞ্চাশজন বাঁচতে পেরেছে, যাবার কোনও জায়গা না পেয়ে এই প্রাচীন ভূ-গর্ভস্থ জলাধারে আশ্রয় নিয়েছে। মাঝে মাঝে লুকিয়ে-চুরিয়ে বাজার-সদাই করতে দু-একজন বাইরে যায়, আজ ইথিয়েল আর তাঁর ওই সঙ্গী বেরিয়েছিলেন, ওঁরাই খুঁজে পেয়েছেন মিরিয়াম আর নেহুশতাকে।

জলাধারে থাকতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না যাজকদের। জায়গাটা বড়, পঞ্চাশজনের জন্য যথেষ্ট। চারপাশের টানেলগুলো দিয়ে প্রচুর বাতাস-ও আসা-যাওয়া করে। অভাব শুধু সূর্যের আলোর। মশালের শিখা অসহ্য লেগে উঠলে মাঝে মাঝে উপরে

www.BanglaBook.org

যায় যাজকেরা, জলাধারের উপরে একটা পুরনো-পরিত্যক্ত টাওয়ার আছে, সেটায় কিছুটা সময় কাটিয়ে আসে।

খাওয়া-দাওয়ার ডাক পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে, এসেনিজদের সঙ্গে বসে বুভুক্ষের মত খেল মিরিয়াম আর নেহুশতা—সারাদিন কিছু পেটে পড়েনি ওদের। খাওয়ার পর ওদের শোয়ার জায়গা দেখিয়ে দিল যাজকেরা, সেখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল দুজনে।

ভূ-গর্ভস্থ এই জলাধারে সময়ের কোনও মূল্য নেই, সারাক্ষণই আঁধারের রাজত্ব এখানে। সময় কীভাবে কেটে গেল, তা বুঝতে পারল না মিরিয়াম; যখন জাগল, তখন রাত হয়ে গেছে, তবে সেটা বোঝার উপায় নেই। নেহুশতা উঠেছে আগেই, ওর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ নানার জন্য দুশ্চিন্তা অনুভব করল। লিবিয়ান দাসী আর ইথিয়েল ছাড়া একমাত্র বেনোনিই ওর সত্যিকার আত্মীয়। কোথায় আছেন তিনি? রক্তক্ষয়ী ওই লড়াই থেকে বাঁচতে পেরেছেন কি?

ইথিয়েলকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। মিরিয়ামের চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, মা?'

'নানার জন্য চিন্তা হচ্ছে। ওঁর খবর জানা দরকার। বেঁচে আছেন কি না, জানি না। যদি থাকেনও, আমার জন্য দুশ্চিন্তায় নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাচ্ছেন...'

'ওসব চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দে। শহরের যা অবস্থা, তাতে এ-মুহূর্তে খোঁজখবর নিতে বাইরে যাওয়া যাবে না।'

'কিন্তু ওঁকে তো আমার খবরটা জানানো প্রয়োজন!'

'ভুলে যা। আমাদের এই জলাধারের খবর কিছুতেই ফাঁস করা যাবে না।'

'একটা চিঠি লিখে দিই... এখানকার কথা লিখব না, শুধু লিখব যে, আমি ভাল আছি।'

'চিঠি নেবেটা কে?' বিরক্ত গলায় বললেন ইথিয়েল। 'জেনে-শুনে কেউ তো মরতে যেতে রাজি হবে না।'

www.BanglaBook.org

'দয়া করো, ইথিয়েল নানা,' অনুনয় করল মিরিয়াম। 'একটা ব্যবস্থা করে দাও না! নানার খবর জানতে না পারলে দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে যাব আমি।'

মিরিয়ামের আকুতি স্পর্শ করল ইথিয়েলকে। একটু ভেবে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার কথাই সই। তবে ঝুঁকি নিতে অন্য কাউকে পাঠাব না আমি, নিজেই যাব।' মিরিয়াম প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে দেখে হাত তুললেন। 'বাধা দিয়ে লাভ নেই। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। তুমি চিঠি লেখো।'

আধঘণ্টা পর বেরিয়ে গেলেন ইথিয়েল, ভিখিরির ছদ্মবেশ নিয়ে। বাকি রাত ঘুমাতে পারল না মিরিয়াম, ওঁর কথা ভেবে ভেবে দুশ্চিন্তায় কাটাল। তবে নাতনিকে আশ্বস্ত করতে ভোর রাতে ফিরে এলেন বৃদ্ধ যাজক, চেম্বারে ঢুকেই সোজা চলে এলেন খবর জানাতে।

'বেনোনি বেঁচে আছেন, তোর বন্ধু ক্যালেবও,' বললেন তিনি। 'দুজনেই মহামন্দিরের পুরোহিত ম্যাথিয়াসের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। আমি ওখানকার এক প্রহরীকে একটা স্বর্ণমুদ্রা ঘুষ দিয়ে এসেছি, চিঠিটা পৌঁছে দিতে।'

শব্দ করে শ্বাস ফেলল মিরিয়াম। 'যাক, নিশ্চিন্ত হলাম।'

'শহরের অবস্থা কিন্তু খুব খারাপ,' বললেন ইথিয়েল। 'গতকালের লড়াই এখনও শেষ হয়নি, পুরো জেরুসালেম জুড়েই খণ্ড-যুদ্ধ চলছে। মারামারি... খুনোখুনি... আর বেরুনো যাবে না সহজে।'

'কী ভয়ানক কথা!'

'সুখবর হচ্ছে, সিজারিয়া থেকে টাইটাসের বাহিনী রওনা হয়েছে জেরুসালেমের দিকে—যে-কোনও দিন পৌঁছে যাবে। ভাইয়ে-ভাইয়ে লড়াইয়ের দিন শেষ হতে চলেছে।'

'এটাকে সুখবর বলছ কেন?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল মিরিয়াম। 'রোমানরা তো এসে পবিত্র শহরটাকে ইহুদিদের হাত থেকে

www.BanglaBook.org

ছিনিয়ে নেবে।'

'ওদের সবার কথা জানি না,' মুচকি হাসলেন ইথিয়েল, 'তবে অন্তত একজন রোমান যে শহরের বদলে তোকে ছিনিয়ে নিতে বেশি আগ্রহী হবে, তাতে সন্দেহ নেই।'

'মানে!' কথাটার অর্থ অনুধাবন করতে পারছে না মিরিয়াম।

'রোমান ক্যাপ্টেন মারকাসের কথা বলছি... ও আসছে টাইটাসের বাহিনীর সঙ্গে! আমি পাকা খবর পেয়েছি।'

রক্ত জমল মিরিয়ামের মুখে। নিজেকে সামলে বলল, 'শুনে খুশি হলাম, নানা। কিন্তু ওর আসা-না-আসাতে কিছু এসে-যায় না। আমরা দুজন দু-মেরুর বাসিন্দা, কখনও এক হওয়া সম্ভব নয়। যাও, নানা, ঘুমুতে যাও। সারারাত জেগেছ, নিশ্চয়ই ক্লান্ত লাগছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলেন ইথিয়েল। নতুন চিন্তায় ডুবে গেল মিরিয়াম। মারকাস তার কথা রেখেছে, জুডিয়াতে ফিরে এসেছে সে। আনমনে হাতের আংটি আর গলার মালাটার উপর হাত বোলাল ও, আজও এগুলো ওর সার্বক্ষণিক সঙ্গী, যদিও উপহারদুটো পাবার পর থেকে মারকাসের সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি। দু'বার চিঠি পাঠিয়েছিল ও, সেগুলো পৌঁছেছিল কি না, জানতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ভেবেছিল, হয়তো মারা গেছে সুপুরুষ রোমান ক্যাপ্টেন। নিরোর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিতি ছিল ওর, প্রাক্তন সিজারের পাশাপাশি সে-কারণে হয়তো ওকেও মরতে হয়েছে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ধারণাটা ভুল ছিল। ফিরে এসেছে মারকাস, রোমান সেনাপতি টাইটাসের সঙ্গী হয়ে! ওর সঙ্গে কি দেখা করা যাবে? হাঁটু গেড়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল মিরিয়াম—অন্তত একটিবার যেন তিনি দুজনের সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। মারকাসকে দেখার জন্য এতগুলো বছর চাতক পাখির মত অপেক্ষা করছে ও। সেই অপেক্ষার কি অবসান হবে না?

www.BanglaBook.org

*

শামুকের গতিতে কেটে গেল একটা সপ্তাহ। জলাধারের পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে মিরিয়াম, এসেনিজ যাজকেরাও ওকে পেয়ে খুশি। ওদের সঙ্গে প্রার্থনায় বসে ও, গল্প-গুজব করে, একসঙ্গে খায়... সময় একেবারে মন্দ কাটছে না। মাঝে মাঝে অবশ্য বদ্ধ পরিবেশে হাঁপিয়ে ওঠে ও, ইচ্ছে করে বাইরে বেরুতে, সূর্যের আলো গায়ে মাখতে... কিন্তু ইথিয়েলের তাতে ঘোর আপত্তি। চোখের মণিকে কিছুতেই ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় যেতে দিতে রাজি নন তিনি। তাই বিকল্প খুঁজে নিয়েছে মিরিয়াম, জলাধারের উপরে গড়ে ওঠা পরিত্যক্ত টাওয়ারে মাঝে মাঝে ওঠে ও। ওটা বিশাল... প্রায় একশো ফুট উঁচু, চূড়ায় উঠলে গোটা জেরুসালেম চোখে পড়ে। এত উপর থেকে নীচে চলতে থাকা হানাহানির কিছুই বোঝা যায় না, সেটা আরও বেশি ভাল লাগে ওর। মনে হয় যেন এক শান্তির রাজ্যে এসে পড়েছে।

কয়েকদিন পর খুব ভোরে ঘুম ভাঙল মিরিয়ামের। নেহুশতাকে জাগিয়ে টাওয়ারে যাবার কথা বলল, সূর্যোদয় দেখতে ইচ্ছে করছে। মাথা ঝাঁকিয়ে বিছানাপত্র গোছাল লিবিয়ান দাসী, তারপর মালকিনকে নিয়ে রওনা হলো।

হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ হলো। মাথা ঘুরিয়ে ইথিয়েলকে দেখতে পেল ওরা, উঠে এসেছেন বৃদ্ধ যাজক, গম্ভীর গলায় বললেন, 'কোথায় যাচ্ছিস তোরা?'

'টাওয়ারে, নানা।' জবাব দিল মিরিয়াম।

'এত ঘন ঘন ওখানে না গেলেই কি নয়?' বিরক্ত গলায় বললেন ইথিয়েল। 'কখন কার চোখে পড়ে যাস, কোনও ঠিক আছে?'

'খামোকা ভয় পেয়ো না তো, নানা! আমরা খুব সতর্ক থাকি, আজও থাকব।'

মুখ বেজার হয়ে গেল ইথিয়েলের, তাঁকে ওভাবেই রেখে চলে

www.BanglaBook.org

এল মিরিয়াম আর নেহুশতা। জলাধারের একপাশের দেয়ালে লাগানো মই বেয়ে উঠে এল টাওয়ারের নীচতলায়। পুরনো আমলে পানির সবচেয়ে বড় উৎসটাকে বাইরের শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বানানো হয়েছিল এই টাওয়ার, সরাসরি নীচ থেকে ওটায় ওঠানামার গোপন পথ আছে, বাইরের কেউ দেখতে পাবে না। ইথিয়েলের ভয়টা আসলে অমূলক।

যা হোক, সিঁড়ি বেয়ে টাওয়ারের সবচেয়ে উপরতলায় উঠে এল মিরিয়াম আর নেহুশতা, ব্যালকনিতে গিয়ে বসল। কেউ কোনও কথা বলল না, তাকিয়ে রইল পুবাকাশের দিকে। ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠল ওটা, একটু পরেই রাতের চাদরে মুড়ি দিয়ে থাকা জেরুসালেমকে রাঙাতে শুরু করল সোনালি রোদে। দৃশ্যটা অপূর্ব। মুগ্ধতায় হারিয়ে গিয়েছিল মিরিয়াম, হঠাৎ সংবিৎ ফিরল জামার হাতায় নেহুশতার টান খেয়ে।

চোখ ফেরাতেই লিবিয়ান দাসী দূরের প্রান্তরের দিকে ইঙ্গিত করল, সেখানে ধুলোর ঝড় উঠেছে, আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে সেটা। আস্তে আস্তে ধুলোর মাঝে বিশাল এক সৈন্যদলের আকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠল, তাদের ধাতব বর্ম, চকচকে ঢাল-তলোয়ার আর বর্শার ডগায় রোদ প্রতিফলিত হচ্ছে।

'রোমানরা এসে পড়েছে,' শান্ত গলায় বলল নেহুশতা।

ব্যাপারটা যে শুধু ওরাই প্রত্যক্ষ করেনি, সেটার প্রমাণ পাওয়া গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। সশব্দে খুলে যেতে শুরু করল শহরের সমস্ত বাড়ির দরজা-জানালা, বেরিয়ে এল দলে দলে মানুষ। টাওয়ার, বাড়ির ছাদ, সীমানা-প্রাচীর... উঁচু উঁচু যত জায়গা আছে, সব ভরে গেল জনসমুদ্রে। কী এক বিস্ময়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে সবাই, থমথমে নীরবতায় তাকিয়ে আছে অগ্রসর হতে থাকা সেনাবাহিনীর দিকে। একটাই কণ্ঠ শুধু শোনা গেল নীচে... খুব পরিচিত কণ্ঠ।

'ধিক্ জেরুসালেম, ধিক্! মহামন্দিরকে ধিক্!'

www.BanglaBook.org

'ঠিকই বলেছে,' বিড় বিড় করল নেহুশংতা। 'গোটা শহরকে ধিক্ জানানোই দরকার। ওদের ধ্বংস এসে পড়েছে।'

ব্যালকনিতে এই সময় উদয় হলেন ইথিয়েল, ওদেরকে ডাকতে এসেছেন। 'হচ্ছেটা কী এখানে...' বলতে বলতে থমকে গেলেন তিনি, প্রান্তরের দিকে চোখ পড়েছে। 'হায় প্রভু!' আঁতকে উঠলেন বৃদ্ধ যাজক।

আরও এগিয়ে এসেছে রোমান-বাহিনী, শক্ত মাটিতে। ধুলো কমে যাওয়ায় ওদের আকার-আয়তন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। সিরিয়ানদের নিয়ে গঠিত স্কাউট আর তীরন্দাজরা রয়েছে সবার সামনে। এরপর রয়েছে মালবাহী পশু আর ওগুলোর তত্ত্বাবধানকারী একটা দল। সবার পিছনে রয়েছে টাইটাস, মূল সৈন্যদল নিয়ে—ওদের মধ্যে অশ্বারোহী, বর্শাধারী আর গোলন্দাজেরা রয়েছে। মোট ছ'টা সারিতে বিভক্ত হয়ে এগোচ্ছে বিশাল বাহিনীটা, মাঝখানে একটা লাঠিতে পত পত করে উড়ছে তাদের পতাকা—ঈগলের চিহ্ন শোভা পাচ্ছে ওতে।

'টাইটাস নিজে এসেছে,' আতঙ্কিত গলায় বললেন ইথিয়েল। 'ওটা রাজকীয় প্রতীক, সে ছাড়া আর কারও বহন করার অধিকার নেই।'

শহরের সীমানার কাছাকাছি এসে থামল রোমান-বাহিনী, এখন আলাদা করা যাচ্ছে সদস্যদের। ঘোড়ার রঙ ভিন্ন, একেক বিভাগের বর্ম-ও একেক রকমের। তীক্ষ্ণ চোখে আঁতিপাঁতি করে খুঁজল মিরিয়াম—মারকাস নিশ্চয়ই এদের মাঝে আছে, কিন্তু এত দূর থেকে চেনা গেল না তাকে।

হতোদ্যম হয়ে মাথা নাড়ল মিরিয়াম, আর ঠিক তখুনি ঘটল নতুন এক কাণ্ড। গত একটা সপ্তাহ থেকে রোমানদের অগ্রযাত্রার কথা জানে ইহুদিরা, এতদিন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকেনি তারা, গোপনে প্রস্তুতি নিয়েছে, এবার তারই প্রতিফলন ঘটল। রোমান-বাহিনী থামতেই আচমকা উদয় হতে দেখা গেল হাজারে

www.BanglaBook.org

হাজারে অস্ত্রধারী ইহুদিকে, প্রান্তরের চারপাশে আত্মগোপন করে ছিল এরা। পথশ্রমে ক্লান্ত শত্রুকে থামতে দেখেই চারদিক থেকে আক্রমণ চালাল।

উন্মত্ত চিৎকার আর অস্ত্রের ঝনঝনানিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠল দিগ্বিদিক, অপ্রস্তুত রোমানরা ঠিকমত প্রতিরোধ গড়তে পারল না, তার আগেই একেকজনের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল কয়েকজন করে ইহুদি। চোখের পলকে অনেকের ধড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেল, বুক থেকে বইল রক্তের ধারা। ভয়ানক লড়াই বেধে গেল। প্রাথমিক আঘাতটা সামলে পাল্টা আক্রমণ করার প্রয়াস চালাল টাইটাস-বাহিনী, কিন্তু ততক্ষণে ইহুদিরা ওদের ছত্রভঙ্গ করে ফেলেছে। দক্ষ রোমান সৈনিকেরা অবশ্য বেশ কিছু ইহুদিকে মারল, তবে তা জয়ের জন্য খুবই অপ্রতুল।

শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে পেরে না উঠে পিঠটান দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল টাইটাস। ট্রাম্পেটের আওয়াজে ঘোষিত হলো নির্দেশ, এরপরই পড়িমরি করে ছুটে পালাতে শুরু করল রোমানরা, পিছনে ফেলে গেল আহত আর নিহত সাথীদের। ধাওয়া করে তাদের বেশ কিছুদূর নিয়ে গেল ইহুদিরা, তারপর ফিরল বিজয়ীর বেশে।

পুরো শহরে উৎসব শুরু হয়েছে। কিন্তু মিরিয়ামের মনে একটাই চিন্তা—কোথায় মারকাস? প্রান্তরে পড়ে থাকা লাশের মধ্যে নয়তো?

www.BanglaBook.org

পনেরো

টাওয়ারের ঘটনা

চার মাস কাটল। এই সময়টায় জেরুসালেমবাসীকে যে-কষ্ট সইতে হলো, তা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেউ সয়েছে কি না বলা মুশকিল। রোমানদের প্রথম পরাজয়টা ছিল সাময়িক, তারপরই নতুন করে সংগঠিত হয়ে আবার হামলা চালায় তারা, শুরু হয়ে যায় অন্তহীন এক যুদ্ধের। গোত্রে গোত্রে বিভেদ ভুলে গিয়ে একত্র হয় ইহুদিরা, শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। একটার পর একটা হামলা প্রতিহত করতে থাকে তারা, হাজার হাজার রোমান সৈনিককে খুন করে। কিন্তু এতকিছুর পরও দমানো যায় না টাইটাসকে, প্রবল পরাক্রমে সে আবার হামলা চালাতে থাকে। একে একে জেরুসালেমের তৃতীয় আর দ্বিতীয় প্রাচীরের পতন হয়, এখন পুরো বেথেজা অংশ রোমানদের নিয়ন্ত্রণে। আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিয়ে ইতিহাসবেত্তা জোসেফাসকে পাঠিয়েছিল টাইটাস, কিন্তু সেটা গ্রহণ করেনি ইহুদিরা, লোকটাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করেছে, তারপর আবার ফিরে গেছে যুদ্ধে।

এভাবে ফলাফলবিহীন লড়াই চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী নয় টাইটাস, নিজের সৈন্যদের প্রাণহানিও খুব অপছন্দ তার। তাই শেষ পর্যন্ত নতুন একটা কৌশল নিয়েছে সে—যুদ্ধজয়ের নিশ্চিত এবং নির্মম একটা কৌশল। শহরের প্রথম প্রাচীর, মহামন্দির আর প্রাসাদ ঘিরে নতুন আরেকটা দেয়াল তৈরি করিয়েছে সে,

www.BanglaBook.org

যাতে গোটা জেরুসালেম অবরুদ্ধ হয়ে যায়। যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, খাদ্য-সরবরাহ... সবকিছু বন্ধ, আক্রমণ হানার আর প্রয়োজন নেই। এখন টাইটাস চুপচাপ অপেক্ষা করছে ক্ষুধা এবং অভাবকে কাজ করতে দিতে। দেখা যাক, অবাধ্য ইহুদিরা কীভাবে এই বিপদ মোকাবেলা করে!

খুব শীঘ্রি দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। আর সেই সঙ্গে নিজেদের একতা ভুলে গেল ইহুদিরা। একে অন্যের উপর হামলা করতে শুরু করল—খাবার কেড়ে নেবার জন্য। দুর্বলেরা চোখের পলকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এরপর নিশ্চিহ্ন হলো মানবতা... বন্ধুর পিঠে বন্ধু ছুরি বসাতে শুরু করল, পিতা-মাতার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে শুরু করল সন্তানেরা... ক্ষুধা যে কীভাবে মানুষকে পশুতে পরিণত করে, তা এসব দৃশ্য না দেখলে বোঝা যাবে না। প্রতিদিন শত শত লোক মরছে দুর্ভিক্ষে, অনেকে আবার পালাতে গিয়ে রোমানদের হাতে খুন হয়ে যাচ্ছে। এভাবে মৃত্যু পুরো জেরুসালেমে করাল থাবা বসিয়ে চলেছে।

টাওয়ারের ব্যালকনিতে প্রতিদিন শহরের দুর্দশা দেখে মিরিয়াম। কষ্টে বুকটা ফেটে যায় ওর, কিছু করতে পারে না। সৌভাগ্যক্রমে এসেনিজ-রা তাদের ভু-গর্ভস্থ আশ্রয়স্থলে অনেক খাবার জমিয়ে রেখেছিল আগে থেকে, সেগুলোর কল্যাণে ভালমত টিকে আছে ওরা, কিন্তু কাউকে সাহায্য করতে পারছে না। কোনোমতে যদি এই খাদ্যভাণ্ডারের খবর ক্ষুধার্ত জেরুসালেমবাসীদের কানে যায়, তা হলে কী ঘটবে—তা সহজেই অনুমেয়। এ-কারণে ইচ্ছে থাকলেও বহিরাগত কাউকে দু'মুঠো খাওয়াতে পারছে না ওরা। ইদানীং বাইরে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছে যাজকেরা, নিতান্ত প্রয়োজনে দু-একজন যায়, তবে সময় নষ্ট করে না। তারপরও যে দুর্ঘটনা ঘটে না, এমন নয়। এই তো, কয়েকদিন আগেই থিয়োফিলাস নামে এক বৃদ্ধ যাজক বেরিয়েছিলেন বিশেষ কাজে, ইহুদিদের হাতে আটক

www.BanglaBook.org

হয়েছেন তিনি। এরপর কী ঘটেছে, কে জানে! তবে এখন পর্যন্ত যেহেতু এসেনিজদের উপর হামলা আসেনি, তখন ধরে নেয়া যায় যে, মুখ বন্ধ রেখেছেন তিনি। লুকানো খাদ্যভাণ্ডারের কথা ফাঁস করে দেননি। সুযোগই পাননি হয়তো, তার আগেই নিশ্চয়ই খুন করা হয়েছে। ওই ঘটনার পর থেকে বাইরে যাবার ব্যাপারে কড়া বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন ইথিয়েল।

তবে হাজারো নিয়ম-নীতির ফাঁকেও বাইরের পৃথিবীর খবর ঠিকই পেয়েছে মিরিয়াম। এর মধ্যে সবচেয়ে আনন্দের খবর হচ্ছে—মারকাস বেঁচে আছে, টাইটাসের বাহিনীতে অশ্বারোহী দলের প্রধান হিসেবে রয়েছে ও। বেনোনিও বহাল তবিয়তে আছেন, উন্নতি হয়েছে তাঁর। পুরোহিত ম্যাথিয়াস আর জেরুসালেমের বিচার পরিষদের সদস্যদের খুন করেছে ক্ষুব্ধ ইহুদিরা, এখন বেনোনিকেই বসানো হয়েছে ওই পরিষদের নেতা হিসেবে। সবশেষ খবরটা ক্যালেবের—সে এখন প্রথম সারির সমরনায়ক, ইহুদি বাহিনীর একটা বড় পদ পেয়েছে। রোমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিটা লড়াইয়েই অংশ নেয় ও। ইতোমধ্যে জনসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করেছে—যেভাবেই হোক, টাইটাসের অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান মারকাসকে খতম করে দেবে।

BanglaBook.org

আগস্ট মাস এল। এবার অন্যান্য কষ্টের পাশাপাশি যোগ হলো নতুন এক উপদ্রব—আগুনের গোলার মত জ্বলতে থাকা সূর্য। রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা অগণিত লাশ দ্রুত পচতে শুরু করল, গোটা জেরুসালেম আচ্ছন্ন হয়ে গেল পুতি গন্ধে। ওখানে টিকে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়ল মানুষের পক্ষে, কষ্টের শেষ সীমায় পৌঁছে গেল জেরুসালেমবাসী।

বিছানায় ছটফট করতে করতে একদিন ভোররাতে উঠে বসল মিরিয়াম, জলাধারের আবদ্ধ পরিবেশে কেমন যেন হাঁসফাঁস লাগছে ওর। নেহুশতাকে ডেকে তুলল, টাওয়ারে যাবে।

www.BanglaBook.org

মালকিনের অবস্থা বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল লিবিয়ান দাসী, বিছানা থেকে উঠে ঝটপট তৈরি হয়ে নিল সে।

টাওয়ারের উপরের সেই ব্যালকনিতে এসে পৌছুল ওরা কিছুক্ষণের মধ্যে, মেঝেতে বসে পড়ল। কথা বলছে না, শুধু চুপচাপ তাকাচ্ছে রাতের আকাশ আর অবরুদ্ধ নগরীর দিকে। দুটো দেয়াল ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ায় রোমানরা এখন ওদের পরিত্যক্ত টাওয়ারের খুব কাছাকাছি পৌছে গেছে। উপর থেকে তাদের ক্যাম্পফায়ার আর টহল দিতে থাকা রাত্রিকালীন প্রহরীদের পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে গেল মিরিয়াম, অনেকগুলো দিন পেরিয়ে গেছে ওদের আসার পর... কিন্তু এখনও মারকাসের দেখা পায়নি ও।

ধীরে ধীরে ভোর হলো, প্রতিদিনের মত। কিন্তু এই ভোর নতুন দিনের সূচনা নয়, বরং নতুন অভিশাপের সূচনা যেন বয়ে আনছে। রোমানদের ক্যাম্পে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিল, জেগে উঠছে তারা, প্রস্তুত হচ্ছে আজকের দিনের যুদ্ধের জন্য। একটু পরই উদীয়মান সূর্যের কিরণ আছড়ে পড়ল মাউন্ট অলিভ থেকে শুরু করে জেহোসাফ্যাটের উপত্যকা পর্যন্ত, মহামন্দিরের সোনালি চূড়া ঝলমল করে উঠল রোদে।

সূর্যের এই রশ্মি যেন সঙ্কেত ছিল, তাতে সাড়া দেবার জন্য হঠাৎ করে খুলে গেল প্রথম প্রাচীরের একটা গেট, সেখান দিয়ে পিল পিল করে বেরিয়ে এল শত শত ইহুদি যোদ্ধা। রোমান বাহিনীর এদিককার দলটা ছোট, চোখের পলকে শত্রুরা ছেয়ে ফেলল তাদের, শুরু হয়ে গেল তাণ্ডব। সদ্য ঘুম ভাঙা সৈন্যরা আচমকা আক্রমণে হতচকিত হয়ে গেল, কিছু বুঝে ওঠার আগেই অনেকে খুন হয়ে গেল। খানিক পরে নিজেদের গুছিয়ে নিল রোমানরা, তবে তখন দেরি হয়ে গেছে, সংখ্যায় অর্ধেকে নেমে এসেছে দলটা। ইহুদিদের আক্রমণের তোড়ে পিছু হটতে বাধ্য হলো তারা, এক পর্যায়ে সংঘবদ্ধ থাকতে পারল না আর।

www.BanglaBook.org

ছোট্ট একটা দল পিছাবার সুযোগ পায়নি, বিশাল ইহুদি-বাহিনীর মাঝখানে আটকা পড়ে গেছে। খোলা রয়েছে মাত্র একটা দিক—ওখানটায় মিরিয়ামদের টাওয়ার। সেদিকেই ছুটল তারা, কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল টাওয়ারের নীচের খোলা জমিনে। বেচারাদের জানা নেই, ফাঁদে পা দিচ্ছে ওরা। টাওয়ারের দুদিকে উঁচু প্রাচীর; এখান দিয়ে পালাবার কোনও পথ নেই, কৌশলে ওদের কোণঠাসা করেছে ইহুদিরা।

রোমান দলটাকে নীচের আঙিনায় পৌঁছুতে দেখেই মাথা নামিয়ে ফেলল মিরিয়াম আর নেহুশতা, উপর দিকে তাকালেই লোকগুলো দেখে ফেলতে পারে ওদের। একটু পরেই চেঁচামেচি আর অস্ত্রের ঝনাঝনানি ভেসে এল কানে—ফাঁদে পড়লেও হার মানছে না রোমানরা, প্রাণপণে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। লড়াই করে মরার শপথ নিয়েছে ওরা। খানিক পরে সাহস করে মাথাটা একটু তুলে উঁকি দিল মিরিয়াম, সঙ্গে সঙ্গে হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল ওর। ঘোড়ার পিঠে বসা দীর্ঘদেহী রোমান নেতাকে চিনতে পেরেছে—শরীর-মুখ সব বর্ম আর শিরস্ত্রাণের আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকা সত্ত্বেও অসুবিধে হচ্ছে না।

মানুষটা মারকাস।

লড়াইয়ে হার হতে চলেছে রোমানদের, লুটিয়ে পড়ছে ওরা একজনের পর একজন। শেষ পর্যন্ত আর ঘোড়ার পিঠে থাকার প্রয়োজন মনে করল না মারকাস, লাফ দিয়ে নেমে এল মাটিতে। খেপাটে ভঙ্গিতে মাথার শিরস্ত্রাণটা খুলে ফেলে দিল ও, তারপর বাগিয়ে ধরল তলোয়ারটা।

বহু বছর পর ওর চেহারাটা আবার দেখতে পেল মিরিয়াম। সেই সুদর্শন, মায়াবী মুখ... বয়স বাড়ায় এক ধরনের পরিপক্বতা এসেছে, থুতনিতে রেখেছে দাড়ি... সবমিলিয়ে খুব আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে। তবে এখন মুগ্ধ হবার উপায় নেই, নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে রোমান ক্যাপ্টেন, কিন্তু কীভাবে সাহায্য

www.BanglaBook.org

করা যায় ওকে?

নেহুশতার দিকে তাকাল মিরিয়াম। 'নোউ...'

'আমি চিনেছি আগেই,' বাধা দিয়ে বলল নেহুশতা। 'কিন্তু ওঁকে নিয়ে এখন আনন্দে মেতে ওঠার উপায় নেই। নীচে চলুন।'

'কেন?'

'যুদ্ধ এখন আমাদের টাওয়ার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, ছোট মালকিন। আঙিনার লড়াইয়ে যে-ই জিতুক, এখানে নিশ্চয়ই ঢুকবে। হয় বন্দিদের ফাঁসিতে লটকাতে, নইলে এখানে পাহারা বসাতে! ওদের কেউই আমাদের মিত্র নয়, ধরা পড়ে গেলে শুধু নিজেরা নই, এসেনিজদেরকেও বিপদে ফেলব।'

'মারকাস আমার ক্ষতি করবে না।' দৃঢ় গলায় বলল মিরিয়াম।

'যদি তিনি বেঁচে থাকেন আর কী! তেমন সম্ভাবনা খুবই কম, নীচের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। পায়ে পড়ি, ছোট মালকিন! ফিরে চলুন, আর কথা বাড়াবেন না!'

'কিন্তু মারকাসকে বিপদে ফেলে...'

'ঈশ্বর যদি চান, তা হলে নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন ওঁকে। এমন ভয়ানক লড়াইয়ের ভিতর আমাদের তো কিছু করার নেই।'

ঠিক বলেছে নেহুশতা, কিন্তু মন মানতে চাইছে না। চুপচাপ বসে রইল মিরিয়াম, নড়াচড়া করল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে নেহুশতাও অনুরোধ-উপরোধে ক্ষান্ত দিল। একটু পরেই চমকে উঠতে হলো ওদের—দূর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে ইহুদি দলের একজন ছুটে আসছে খুব পরিচিত ভঙ্গিমায়।

'ক্যালেব... ক্যালেব আসছে!' ফিসফিসিয়ে উঠল মিরিয়াম।

নেহুশতাও দেখতে পেয়েছে। অপ্রতিরোধ্য ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছে ক্যালেব, মুখ দিয়ে চিৎকার করে চলেছে অবিরত। চেহারায় বন্যতা খেলা করছে ওর, দেখে মনে হচ্ছে বুভুক্ষু এক

www.BanglaBook.org

হায়েনার মত। অকস্মাৎ যেন পায়ে শিকড় গজিয়ে গেল লিবিয়ান দাসীর, ইচ্ছে থাকলেও নড়তে পারছে না। কী ঘটবে বুঝতে পারছে—মুখোমুখি হবে দুই পুরনো শত্রু... ক্যালেব আর মারকাস। মরণপণ লড়াইয়ে মেতে উঠবে। ফলাফলটা দেখার জন্য অবচেতনভাবেই তাড়না অনুভব করছে, তাই শরীর স্থির হয়ে রয়েছে ব্যালকনিতে।

মারকাস অবশ্য এখনও দেখতে পায়নি জন্মশত্রুকে, অবশিষ্ট সঙ্গীদের নিয়ে ইহুদিদের হামলা মোকাবেলায় ব্যস্ত ও। সংখ্যায় কমে গেছে ওরা, পরাজয় এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। হঠাৎ ক্যালেবের চিৎকারে থেমে গেল ইহুদিরা... সম্ভবত লড়াই বন্ধ করবার নির্দেশ দিয়েছে সে। পিছিয়ে গেল লোকগুলো।

পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে গোল হয়ে দাঁড়াল রোমানরা, চোখে-মুখে বিস্ময়... হঠাৎ লড়াই বন্ধ হবার কারণ বুঝতে পারছে না। কয়েক মুহূর্ত পরেই আঙিনায় পৌঁছুল ক্যালেব, বিজয়ীর ভঙ্গিতে নামল ঘোড়ার পিঠ থেকে। ওকে দেখে মারকাসের চেহারা বদলে গেল, এবার বুঝতে পারছে রহস্যটা। আরেকটু হলেই ইহুদি যোদ্ধাদের হাতে মারা পড়ত ও, সেটা ঠেকাবার জন্যেই লড়াই থামিয়েছে ক্যালেব। রোমান ক্যাপ্টেনের মৃত্যু চায় সে অবশ্যই, তবে সেটা নিজের হাতে!

মুখে একটা হাসি ফোটাল ক্যালেব, চেঁচিয়ে মারকাসের নাম ধরে ডাকল।

'কী চাও?' জিজ্ঞেস করল মারকাস।

'এদিকে এসো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'কথা কীসের? লড়াই করতে চাইলে করো!'

'আহ্ হা! এত চটে যাচ্ছ কেন? এসোই না এদিকে। কথা দিচ্ছি, কোনও চালাকি করব না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মারকাস। কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, এখন কিছুতেই কিছু যায়-আসে না। তাই বলল, 'ঠিক আছে, আসছি

www.BanglaBook.org

আমি।'

এগিয়ে গিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হলো মিরিয়ামের দুই পাণিপ্রার্থী, কথা বলতে শুরু করল। উপর থেকে আলোচনার বিষয়বস্তু শুনতে পেল না মিরিয়াম বা নেহুশতা, তবে এটুকু বুঝল—কোনও ধরনের প্রস্তাব দিচ্ছে ক্যালেব। উত্তেজিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মারকাস, রাজি হলো না। উল্টো ঘুরে ফিরতে শুরু করল নিজের দলের কাছে।

পিছন থেকে হেসে উঠল ক্যালেব, প্রতিপক্ষকে কাপুরুষ বলে গাল দিতে শুরু করল। অপমানটা গায়ে মাখল না মারকাস, দলের সঙ্গে থাকাই ও নিজের কর্তব্য বলে মনে করছে। শেষ পর্যন্ত পিছন থেকে এগিয়ে এল ক্যালেব, তলোয়ারের চ্যাপ্টা দিক দিয়ে বেতের মত বাড়ি মারল মারকাসের নিতম্বে।

চোখের পলকে রোমান ক্যাপ্টেনের মাথায় রক্ত উঠে গেল, এত বড় অপমান সহ্য করা যায় না। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল ও, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, হাতে বেরিয়ে এসেছে নিজের তলোয়ার... উন্মত্ত পশুর মত ছুটে গেল শত্রুর দিকে।

তৈরি ছিল ক্যালেব, চপল হরিণের মত লাফিয়ে সরে গিয়ে মারকাসের আঘাতটা ফাঁকি দিল ও, তারপর প্রতিপক্ষের গর্দান লক্ষ্য করে নামিয়ে আনল নিজের তলোয়ারটা। কৌশলটা চমৎকার, অন্য কেউ হলে হাড্ডি-মাংস আলাদা হয়ে মাথা খসে পড়ত মাটিতে, তবে মারকাস সাধারণ যোদ্ধা নয়। রাগে অন্ধ হয়ে গেলেও যুদ্ধকৌশল ভোলেনি ও, ক্যালেবকে সরে যেতে দেখেই পরের চালটা আন্দাজ করতে পেরেছে, সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপর আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে তুলে ধরেছে তলোয়ার।

ইস্পাতে ইস্পাতে সংঘর্ষের বিকট আওয়াজ হলো, ছুটল আগুনের ফুলকি। আঘাতটা ঠেকিয়ে দিলেও মুঠোর মধ্যে তলোয়ারটা ধরে রাখতে পারল না মারকাস, হাত থেকে খসে পড়ে গেল ওটা, মাটিতে পড়ে গেল ও নিজেও। অট্টহাসি করে

www.BanglaBook.org

উঠল ক্যালেব, বাগে পেয়েছে শত্রুকে। ভূপাতিত মারকাসের দিকে এগিয়ে গেল, এখুনি ওর ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে। তবে এত সহজে মরতে রাজি নয় রোমান ক্যাপ্টেন, ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল সে, মাথা নিচু করে খালি হাতেই সবেগে ছুটে গেল ক্যালেবের দিকে।

তলোয়ার ঘুরিয়ে ওকে ঠেকাবার চেষ্টা করল তরুণ ইহুদি, কিন্তু লাভ হলো না, কায়দামত কোপ বসানোর আগেই তলপেটের উপর কাঁধ দিয়ে আঘাত করল মারকাস। নিজের অজান্তেই ব্যথায় চিৎকার করে উঠল ক্যালেব, উড়ে গিয়ে পিঠ দিয়ে পড়ল মাটিতে, বুক থেকে বেরিয়ে গেল সমস্ত বাতাস, হাত থেকে ছুটে গেল তলোয়ারটা। বাঘের মত ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রোমান ক্যাপ্টেন। শুরু হলো ধস্তাধস্তি, একে-অপরকে জড়িয়ে ধুলোর মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। দুই পক্ষের দর্শকেরা হৈচৈ শুরু করল, যে-যার প্রতিনিধিকে উৎসাহ জোগাচ্ছে।

কিছুক্ষণ গড়াগড়ির পর নিজেদের ছাড়িয়ে নিল মারকাস আর ক্যালেব, উঠে দাঁড়াল। এবার শুরু হলো খালি হাতের লড়াই। ক্রমাগত ঘুসি ছুঁড়ছে দুজনে পরস্পরকে লক্ষ্য করে। দেখতে দেখতে দুজনের মুখই রক্তাক্ত হয়ে গেল—ঠোঁট ফেটে গেল, চামড়া কেটে গেল, বুজে গেল চোখ। তারপরও থামল না ওরা, মাথায় খুনের নেশা চেপেছে, যে-কোনও একজনের মৃত্যুর আগে থামবে না এ-লড়াই।

সেটাই ঘটত, যদি না নতুন একদল ইহুদি যোদ্ধা এসে হাজির হতো জায়গাটায়। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে বয়স্ক একজন। আঙিনায় পৌঁছেই চোখ বুলিয়ে পরিস্থিতি যাচাই করে নিল লোকটা, পরমুহূর্তেই খেপে গেল। হাতের কাছে রোমান দলের এতজনকে রেখে সবাই কিনা লড়াই দেখছে!

'মারো সবক'টাকে!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'মেরে সাফ করে

www.BanglaBook.org

দাও!'

ব্যস, চোখের পলকে লড়াই উপভোগ করতে থাকা রোমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ইহুদিরা। অল্প সময়ের মধ্যেই খুন হয়ে গেল তারা। ক্যালেব আর মারকাসের লড়াই-ও থামানো হয়েছে, তবে রোমান ক্যাপ্টেনকে মারা হয়নি।

'বাঁধো ওকে' বলল ইহুদিদের নেতা। 'কাল সকালে মহামন্দিরে নিয়ে গিয়ে ছাদের উপর ফাঁসিতে লটকাব। টাইটাস তখন বুঝতে পারবে, আমাদের প্রতিশোধ কত ভয়ঙ্কর!'

টাওয়ারের ব্যালকনি থেকে সব দেখল মিরিয়াম আর নেহুশতা। ওদের চোখের সামনে আহত, আধো-অচেতন মারকাসকে দড়ি পেঁচিয়ে বাঁধল ইহুদিরা, তারপর ফেলে রাখল টাওয়ারের গোড়ায়। আঙিনাতেই তাঁবু খাটাল দলটা, বোঝা গেল—আজকের দিনটা এখানেই কাটাবে বলে ঠিক করেছে যোদ্ধারা।

ধীরে ধীরে বেলা বাড়ল, দুপুর গড়িয়ে নেমে এল সন্ধ্যা। তখনও মিরিয়াম ব্যালকনিতে, নামেনি জলাধারে। মাঝে একবার নেহুশতা গিয়ে যাজকদের জানিয়ে এসেছে উপরকার খবর, খাবার নিয়ে এসেছে, তারপর থেকে ছোট মালকিনকে সঙ্গ দিচ্ছে ও। ইথিয়েল অবশ্য বলেছিলেন ওদেরকে ফিরে যেতে, কিন্তু পাল্টা যুক্তি দেখিয়েছে লিবিয়ান দাসী—বাইরের পরিস্থিতি জানার জন্য টাওয়ারের উপর পাহারায় থাকা দরকার ওদের। আসল কারণটা অবশ্য খুব ভাল করে জানে ও—প্রাণের মানুষটাকে ফেলে নীচে যাবার ইচ্ছে নেই মিরিয়ামের, যতক্ষণ পারে মারকাসকে চোখে চোখে রাখতে চায় ও। কাজটা প্রাণঘাতী—নীচের ইহুদিরা এসে ঢুকতে পারে টাওয়ারে, ওদের দেখে ফেলতে পারে, কিন্তু মিরিয়ামের মন মানছে না। নেহুশতাও ওর অবস্থা বুঝতে পেরে আর চাপাচাপি করছে না। এখন পর্যন্ত অবশ্য ইহুদিরা ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেনি।

www.BanglaBook.org

ভাঙাচোরা টাওয়ারটার প্রতি আগ্রহ বোধ করছে না ওরা, তা ছাড়া ভিতরে ঢোকার ভারি দরজাটা আটকানো—ওটা ভাঙার ঝামেলাতেও যেতে চাইছে না।

সূর্য ডুবে যেতেই ফুঁপিয়ে উঠল মিরিয়াম। ওর পিঠে হাত রেখে নেহুশতা বলল, 'কাঁদছেন কেন, ছোট মালকিন? ঈশ্বরের দয়ায় ক্যাপ্টেন মারকাস তো এখনও বেঁচে আছেন।'

'একে বেঁচে থাকা বলে?' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল মিরিয়াম। 'জীবনের শেষ কয়েকটা ঘণ্টা কাটাচ্ছে ও। কাল সকালে ওর ফাঁসি হয়ে যাবে।'

'হবে না,' বলল নেহুশতা, 'যদি আমরা সাহায্য করি ওঁকে।'

'সাহায্য! কীভাবে?'

'সারাদিন ধরে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি আমি, ছোট মালকিন। মনে হচ্ছে উপায় একটা বের করতে পেরেছি। এদিকে আসুন, দেখাচ্ছি।'

ব্যালকনির কিনারায় গিয়ে বন্দি মারকাসকে দেখাল নেহুশতা। টাওয়ারের গোড়ায় ফেলে রেখেছে ওকে ইহুদিরা, বন্ধ দরজাটার খুব কাছে। পালাবার উপায় না থাকায় ওর দিকে খুব একটা নজরও দিচ্ছে না লোকগুলো, অলস সময় কাটাচ্ছে।

'দরজা খুলে চুপি চুপি ওর কাছে যেতে পারি আমরা,' ব্যাখ্যা করল নেহুশতা। 'টাওয়ারের ভিতরে নিয়ে আসতে পারি। অন্ধকারে কেউ দেখতে পাবে না।'

'দেখতে না পাক, বুঝতে তো পারবে কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে ওকে,' পাল্টা যুক্তি দেখাল মিরিয়াম।

'বুঝলেই বা কী? দরজাটা আবার আটকে দেব আমরা, ভেঙে ভিতরে ঢুকতে সময় লাগবে ওদের। এই ফাঁকে গোপন পথটা দিয়ে জলাধারে ক্যাপ্টেনকে নামিয়ে ফেলতে পারব। ইহুদিরা যখন ঢুকবে... পুরো টাওয়ার খাঁ খাঁ দেখতে পাবে।'

'জলাধারে আসে যদি?'

www.BanglaBook.org

'কীভাবে? গোপন পথটার খবর জানা নেই ওদের। কল্পনাও করতে পারবে না যে, আমরা মাটির নীচে লুকোতে পারি।'

একটু ভাবল মিরিয়াম, পরিকল্পনাটা মন্দ নয়। সাফল্যের সম্ভাবনা চমৎকার। 'ভাল বুদ্ধি বের করেছ, নোউ,' স্বীকার করল ও। 'অন্তত চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।'

'আসুন তা হলে। ইহুদিরা সবাই খেতে বসেছে, এই-ই সুযোগ আমাদের জন্য।'

টাওয়ারের অন্ধকারের সিঁড়ি বেয়ে সন্তর্পণে নীচতলায় নেমে এল দুই খ্রিস্টান নারী। ছিটকিনি খুলে আস্তে আস্তে ফাঁকা করল দরজা। পুরনো কবজা ক্যাঁচকোঁচ করে ওঠায় নিঃশ্বাস আটকে ফেলল ওরা, তবে কেউ শব্দটা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। তাঁবুর মধ্যে জাগ্রত যোদ্ধারা নৈশভোজে ব্যস্ত—হালকা হাসি-ঠাট্টা করছে, প্রহরীরাও গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছে।

পা টিপে টিপে বন্দি মারকাসের দিকে এগিয়ে গেল মিরিয়াম, দেখল—নিস্পন্দভাবে পড়ে আছে ক্যাপ্টেন। ভয় করে উঠল ওর, তাড়াতাড়ি বুকে হাত রাখল, পরমুহূর্তে স্বস্তি অনুভব করল। নিঃশ্বাসের তালে তালে ওঠানামা করছে বুক।

হঠাৎ করে শরীরে নরম হাতের স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠেছে মারকাস। ভয়ার্ত গলায় বলল, 'কে?'

'শ্‌শ্‌,' ঠোঁটে আঙুল রাখল মিরিয়াম। 'শব্দ কোরো না। আমি মিরিয়াম।'

'মিরিয়াম! তুমি এখানে আসবে কীভাবে? নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছি আমি।'

'স্বপ্ন নয়, সত্যি,' বলল মিরিয়াম, আলতোভাবে চুমু খেল মারকাসের ঠোঁটে। 'এবার বিশ্বাস হলো তো? আলো জ্বালানো গেলে আমার চেহারা দেখাতাম তোমাকে। দেখতে পেতে, এখনও তোমার দেয়া আংটি আর মুক্তোর মালা পরে আছি

www.BanglaBook.org

আমি।'

'ক্... কিন্তু... কীভাবে...' বিস্ময়ে কথা আটকে যাচ্ছে মারকাসের।

'সে এক লম্বা কাহিনি, এখন বলার সময় নেই। আমি আর নেহুশতা তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি। ওঠো এখন।' মারকাসের বাঁধন খুলে দিল মিরিয়াম।

কষ্টে-সৃষ্টে উঠে দাঁড়াল রোমান ক্যাপ্টেন, কিন্তু সোজা হতে গিয়ে টলে উঠল—খুব দুর্বল ও। তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেলল মিরিয়াম। নেহুশতাকে ডাকল। 'এদিকে এসো, নোউ। ও একা হাঁটতে পারবে না।'

নেহুশতা এসে মারকাসের একটা হাত নিজের কাঁধে তুলে নিল। 'তাড়াতাড়ি করুন, ছোট মালকিন! আমি প্রহরীদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।'

টেনে-হিঁচড়ে মারকাসকে নিয়ে চলল ওরা, কিন্তু কাজটা সহজ হলো না। দীর্ঘদেহী ক্যাপ্টেনের ওজন কম নয়, দুজন নারীর পক্ষে ওকে বয়ে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। ফলে যা হবার তা-ই হলো, টাওয়ারের দরজার কাছে গিয়েই হাত ছুটে গেল ওদের, দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল আধো-অচেতন দেহটা... ব্যথায় গোঙানি বেরিয়ে এল মারকাসের গলা দিয়ে।

শব্দটা কানে গেল একজন প্রহরীর। দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'কে... কে ওখানে?'

জবাব দিল না মিরিয়াম, মনে মনে প্রমাদ গুনল। লণ্ঠন হাতে এগিয়ে আসছে প্রহরী, যে-কোনও মুহূর্তে পৌঁছে যাবে ওদের কাছে।

'নোউ! জলদি!' চাপা গলায় তাড়া দিল ও।

মারকাসকে আর দাঁড় করানোর ঝামেলায় গেল না ওরা, শোয়া অবস্থাতেই দুহাত ধরল, তারপর ঘাসের উপর দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই টাওয়ারে

www.BanglaBook.org

ঢুকে পড়ল ওরা। ওপাশ থেকে প্রহরীর উত্তেজিত চিৎকার ভেসে এল, 'থামো! থামো বলছি!'

'ওকে নিয়ে যাও,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মিরিয়াম। 'আমি দরজা আটকে আসছি।'

তর্কে গেল না লিবিয়ান দাসী, একাই টানতে শুরু করল মারকাসকে। একপ্রান্তের দেয়ালের পাশে গিয়ে জামার ভিতর থেকে একটা লোহার পাত বের করল, তারপর দেয়ালের একটা ফাটলে হাত ঢুকিয়ে দিল—ওখানে খাঁজ কাটা আছে। খাঁজের মধ্যে লোহার পাতটা বসিয়ে লিভারের মত টানতেই ফাঁকা হয়ে গেল দেয়ালের একটা অংশ, ওপাশে একটা চেম্বার, মেঝেতে রয়েছে জলাধারে নামার ট্র্যাপডোর। মারকাসকে টেনে চেম্বারে ঢুকে পড়ল নেহুশতা, পিছনে দেয়ালের ফাঁকাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

মিরিয়াম তখন দরজায়, ভারী পাল্লাটা ঠেলে বন্ধ করতে শুরু করেছে। কিন্তু ওর প্রচেষ্টা সফল হলো না, মাত্র ইঞ্চিদুয়েক যখন বাকি, তখনই ফাঁকা দিয়ে ঢুকে গেল একটা শক্তিশালী হাত, গোঁজ হয়ে বাধা দিচ্ছে ওকে। থামল না মিরিয়াম, সর্বশক্তিতে ঠেলতে থাকল পাল্লাটা। হাতের উপরে চাপ খেয়ে চিৎকার করে উঠল লোকটা, ডাকতে শুরু করল, 'অ্যাই! কে কোথায় আছ, জলদি এসো! সাহায্য করো আমাকে!'

অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকগুলো পায়ের শব্দ হলো টাওয়ারের বাইরে, ইহুদিরা জমায়েত হয়ে গেছে... সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার উপর। ধাক্কা খেয়ে মাটিতে চিত হয়ে পড়ল মিরিয়াম, দড়াম করে খুলে গেল পাল্লাটা।

লণ্ঠন হাতে কয়েকজন হিংস্র চেহারার ইহুদি এসে ঢুকল টাওয়ারে। মেঝেতে পড়ে থাকা অপরূপাকে দেখে বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল ওদের। একজন কোনোমতে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি? কোত্থেকে এসেছ?'

www.BanglaBook.org

জবাব দেয়ার সুযোগ পেল না মিরিয়াম, তার আগেই বাইরে থেকে হাহাকার করে উঠল কেউ, 'রোমান বন্দি নেই! ও পালিয়েছে!'

হৈ-হল্লা করে উঠল ইহুদিরা, কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও কয়েকজন এসে ঢুকল টাওয়ারে, তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে ক্যালেব। মিরিয়ামকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে।

'মিরিয়াম!'

উঠে দাঁড়িয়েছে মিরিয়াম, পোশাক ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'কেমন আছ, ক্যালেব?'

চমকটা সামলে নিল তরুণ ইহুদি। রুড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'মারকাস কোথায়, মিরিয়াম?'

'মারকাস?' অবাক হবার ভান করল মিরিয়াম। 'ওর খবর আমি জানব কী করে?'

'আমার সঙ্গে ছলচাতুরি কোরো না, মিরিয়াম। আমি জানি, তুমি ওকে পালাতে সাহায্য করেছ। কোথায় ও?'

'জানি না।' মাথা নাড়ল মিরিয়াম।

চোয়াল শক্ত করে ফেলল ক্যালেব, কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল, তাকাল নিজের লোকের দিকে। 'পুরো টাওয়ার তল্লাশি করো। বেশিদূর যেতে পারেনি, এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে।'

ছড়িয়ে পড়ল ইহুদিরা, টাওয়ারের পুরো অভ্যন্তর তন্ন তন্ন করে খুঁজল, কিন্তু রোমান ক্যাপ্টেনকে পেল না, গোপন পথটাও আবিষ্কার করতে পারল না। বিফল হয়ে নীচতলায় ফিরে এল সবাই, রিপোর্ট করল ক্যালেবের কাছে। ততক্ষণে আরও লোক জমায়েত হয়েছে ওখানে, ইহুদি-দলের অধিনায়কও এসে পড়েছে।

'পাওয়া গেল না?' বলল সে। তারপর হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাল মিরিয়ামের দিকে। 'অ্যাই মেয়ে, কোথায় লুকিয়েছ ওকে?'

www.BanglaBook.org

এবারও নিরুত্তর রইল মিরিয়াম। ক্যালেব বলল, 'ও বলবে না। রোমান ক্যাপ্টেনের প্রেয়সী ও, প্রেমিককে কিছুতেই ধরিয়ে দেবে না।'

'তুমি ওকে চেনো?' বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল অধিনায়ক।

'হ্যাঁ, বেনোনির নাতনি ও। নাম মিরিয়াম।'

'বেনোনি... বিচার পরিষদের পরিচালক বেনোনি?'

'হ্যাঁ।'

'কী আশ্চর্য!' মিরিয়ামের দিকে ফিরল অধিনায়ক। 'অ্যাই মেয়ে, তুমি তো আমাদেরই দলের। এমন করছ কেন? কোথায় ওই মারকাস, এক্ষুনি বলো আমাদের। নইলে কিন্তু মরবে... বেনোনির নাতনি বলে কোনও খাতির পাবে না।'

'খাতির চাই না আমি,' থমথমে গলায় বলল মিরিয়াম। 'আমি তো কিছু করিনি। শুধু শুধু আমাকে জ্বালাতন করছেন কেন?'

'এই মেয়ে তো বিশ্বাসঘাতিনী!' খেপে গেল অধিনায়ক। 'অ্যাই, কে আছিস? ধড় থেকে মুণ্ডটা আলাদা করে ফ্যাল্ এর।'

উৎসাহী জল্লাদের অভাব হলো না। চোখের পলকে ভিড় থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন, হাতে তলোয়ার নিয়ে ফেলেছে। কিন্তু ওদের পথরোধ করে দাঁড়াল ক্যালেব। বলল, 'না, এভাবে ওকে আমি খুন হতে দেব না। দোষ করেছে ও, তাই বলে ন্যায়বিচার পাবার অধিকার হারায়নি।'

'বিচার করতে চাও ওর?'

'হ্যাঁ। নিয়মমাফিক শাস্তি হোক, আমি বাধা দেব না।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল অধিনায়ক। 'মহামন্দিরে নিয়ে চলো ওকে। আপন নানার আদালতেই বিচার হবে ওর।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ষোলো

বিচার

জলাধারের উপরের টাওয়ার থেকে মহামন্দিরের দূরত্ব খুব বেশি নয়, ঘোড়ায় চড়ে আধঘণ্টায় পৌঁছানো সম্ভব। বন্দি মিরিয়াম আর ওর প্রহরায় নিয়োজিত সৈন্যরা হেঁটে যাচ্ছে, তাই দ্বিগুণ সময় লাগার কথা, কিন্তু বাস্তবে লাগল সারারাত। টাওয়ার আর মহামন্দিরের মধ্যবর্তী এলাকার বেশিরভাগটাই রোমানদের দখলে, তাই ঘুরপথে এগোতে হলো ওদের। রোমান অশ্বারোহী টহলগুলোকে এড়াতে বারংবার লুকাতে হলো শহরের ধ্বংসাবশেষের মাঝে। একবার তো বেশ বড় একটা দলেরই মুখে পড়ে গেল ওরা, বাঁচল শুধু কাছে একটা ভাঙা বাড়ি পেয়ে যাওয়ায়—ওখানে ঢুকে কোনোমতে ফাঁকি দিল দলটাকে, অপেক্ষা করতে হলো টানা তিন ঘণ্টা।

এভাবে লুকোচুরি করতে একদমই ভাল লাগছে না ক্যালেবের। যোদ্ধা সে, লড়াই করে যে-কোনও বিষয়ের ফয়সালা করতে অভ্যস্ত। কিন্তু পরিস্থিতি এখন ভিন্ন। সামান্য একটা বিশ্বাসঘাতিনীর প্রহরায় লোকবল অপচয় করতে রাজি নয় ওদের অধিনায়ক, সৈন্য-সামন্ত সব রেখে দিয়েছে পরদিনের যুদ্ধের জন্যে, ক্যালেবের নেতৃত্বে অল্প-ক'জনকে শুধু দিয়েছে মিরিয়ামকে নিয়ে যাবার কাজে। এই স্বল্প-লোকবল নিয়ে রোমানদের সঙ্গে সংঘাতে যাওয়া স্রেফ নির্বুদ্ধিতা, তাই উপায়ান্তর না দেখে

www.BanglaBook.org

লুকোচুরি করে এগোচ্ছে ওরা।

ভোর নাগাদ গন্তব্যে পৌঁছুল ওরা। পিছনদিককার একটা গেট ধরে মহামন্দিরের সীমানায় ঢুকল দলটা, একটা আশ্রমে নিয়ে গেল মিরিয়ামকে—ওটা বন্দিশালা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নীচতলার একটা অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ধাক্কা দিয়ে ঢোকানো হলো বন্দিনীকে, তারপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো।

ধপ্ করে মেঝেতে বসে পড়ল মিরিয়াম, খুব ক্লান্ত ও। সারারাতের হাঁটার ধকল সইতে পারছে না, শক্ত মেঝেতে শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না, মাথার ভিতরে গিজগিজ করতে থাকা হাজারটা চিন্তা জাগিয়ে রাখল ওকে। বন্দি হওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে না ও, ঈশ্বর ওর ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তা-ই ঘটবে। কিন্তু নেহুশতার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন ও। ছোট মালকিনকে বাঁচাতে ব্যর্থ হওয়ায় মর্মপীড়ায় ভুগছে সে নিঃসন্দেহে, ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে না জানি কী করে বসে লিবিয়ান মহিলা! মারকাসের কথাও মনে পড়ছে খুব। সত্যি কি এখনও ওকে ভালবাসে সে? টাওয়ারের গোড়ায় মিরিয়ামকে দেখে বিস্মিত হয়েছিল রোমান ক্যাপ্টেন, কিন্তু কই... খুশি হতে তো দেখা যায়নি! অবশ্য খুশি দেখানোর মত অবস্থায় ছিলও না বেচারা। এখন কেমন আছে ও? নেহুশতা আর এসেনিজরা ঠিকমত ওর সেবাযত্ন করছে তো?

নিজের অজান্তেই হাতের আংটি আর গলার মালার উপর হাত বোলাল মিরিয়াম, বুকের কাছে মারকাসের চিঠিটাও গোঁজা আছে। না, এসব উপহার আর চিঠি মিথ্যে হতে পারে না। নিশ্চয়ই এখনও ওকে ভালবাসে মারকাস। তাকে বাঁচিয়ে ঠিক কাজই করেছে ও, তাতে নিজের প্রাণ যায় যাক। ভালবাসার মানুষটিকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দেয়ায় কোনও ক্ষতি নেই। এমনিতেও মরার মতই তো বেঁচে আছে ও—এমন একজন মানুষকে মন দিয়ে বসে আছে, যার সঙ্গে ইহজনমে মিলন হওয়া

www.BanglaBook.org

সম্ভব নয়। এই নিষ্ঠুর সত্যটা যে কী কষ্টকর, তা একমাত্র ও-ই জানে। যতদিন বেঁচে থাকবে, এই অসহনীয় কষ্ট বুকে চেপে রেখেই বাঁচতে হবে ওকে। মৃত্যুটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়াই কি মঙ্গল নয়?

ক্যালেবও বাঁচতে দেবে না ওকে। ছোটবেলা থেকেই বন্ধুকে চেনে মিরিয়াম—যে-জিনিস নিজে পায় না, তা অন্যকেও পেতে দেয় না ও। প্রেমিকার ব্যাপারেও একই ধরনের মনোভাব দেখাবে ও নিঃসন্দেহে। মিরিয়ামকে কিছুতেই মারকাসের সঙ্গিনী হতে দেবে না। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে মিরিয়ামের প্রতি ভালবাসা এখন ঢাকা পড়ে গেছে ঈর্ষার কালো মেঘে... সেটা হয়ে উঠেছে ঘৃণা। মারকাসের প্রতি ঘৃণা... জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রুর প্রতি ঘৃণা!

মরতে ভয় নেই মিরিয়ামের, সত্যি বলতে কী... এই মুহূর্তেও মৃত্যুই কামনা করছে। মৃত্যু হলে আরেক জগতে পাড়ি জমাতে পারবে ও, চিরশান্তির জগতে। কে জানে, সেখানে গেলে হয়তো ঈশ্বর ওকে পার্থিব জীবনে সমস্ত কষ্ট সহ্য করার প্রতিদান দেবেন, সময় এলে হয়তো ওকে প্রাণের মানুষটার সঙ্গে অনন্ত জীবন কাটাতে দেবেন। হাত থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে চুলে গুঁজে রাখল মিরিয়াম, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মারকাসের দেয়া উপহারটা সঙ্গে রাখতে চায়। মুক্তোর মালাটাও লুকাতে ইচ্ছে হলো, তবে সেটা বড্ড বড় বলে পারল না। কালই হয়তো এটা খুলে নেয়া হবে ওর গলা থেকে, জিনিসটা চলে যাবে অজানা-অচেনা কোনও নারীর কাছে, যে কোনোদিন জানতেই পারবে না, মালাটার পিছনে কত করুণ কাহিনি লুকিয়ে আছে।

হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসল মিরিয়াম, দুহাত একত্র করে প্রার্থনা করতে শুরু করল—মারকাসের জন্য, যাতে ও দ্রুত সুস্থ হতে পারে; নেহুশতার জন্য, যাতে ও ছোট মালকিনের বিচ্ছেদ সইতে পারে; ক্যালেবের জন্য, যাতে ওর মন থেকে প্রতিহিংসা

www.BanglaBook.org

নামের বিষধর সাপটা দূর হয়ে যায়। গোটা ইহুদি আর রোমান জাতির জন্যও প্রার্থনা করল ও, ঈশ্বর যেন এদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি জাগিয়ে তোলেন, ধ্বংস আর মৃত্যুর পথ থেকে ওরা যেন সরে আসতে পারে।

প্রার্থনা শেষ হতেই প্রকোষ্ঠের ভিতর মৃদু শব্দ শুনতে পেয়ে সচেতন হয়ে উঠল মিরিয়াম। এতক্ষণ অন্ধকারের জন্য কিছু দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু এখন দরজার তলা দিয়ে হালকা আভা আসছে, সেই দুর্বল আলোয় এক কোণে পড়ে থাকা একজন অশীতিপর বৃদ্ধকে দেখতে পেল ও—হাত-পা শেকলে বাঁধা। তাড়াতাড়ি মানুষটার দিকে এগিয়ে গেল মিরিয়াম, কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে... কে আপনি?'

কষ্টে-সৃষ্টে মাথা তুললেন বৃদ্ধ মানুষটা। বললেন, 'কে কথা বলে?' গলা কাঁপছে তাঁর। 'কে তুমি, মেয়ে?'

চমকে উঠল মিরিয়াম, এ-কণ্ঠ ওর চেনা। এ-কণ্ঠ থিয়োফিলাসের—এসেনিজ সেই যাজক, যিনি কিছুদিন আগে জলাধার থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোক এসেনিতে থাকতে ইতিহাস পড়াতেন ওকে, কণ্ঠটা একেবারে মাথায় গাঁথা আছে ওর।

'গুরু, আমি মিরিয়াম।'

'মিরিয়াম! এই অভিশপ্ত কুঠুরিতে তুমি কী করছ?'

'আমি ইহুদিদের বন্দিনী, গুরু। কিন্তু আপনি ধরা পড়লেন কীভাবে?'

'বাজারে গিয়েছিলাম জিনিসপত্র কিছু পাওয়া যায় কি না, দেখতে। ইহুদিদের একটা টহলদলের সামনে পড়ে যাই। দুর্ভিক্ষের দিনে আমাকে সুস্থ-সবল দেখতে পেয়ে সন্দেহ জাগে ওদের মনে। গ্রেফতার করে জানতে চায়, আমি খেতে পাচ্ছি কীভাবে? ঠিকমত জবাব দিতে পারিনি, দেয়ার ইচ্ছেও ছিল না। খাবারের সন্ধান দিলে ওরা আমাদের ডেরায় হামলা করত,

www.BanglaBook.org

আমার ভাইদের... সেইসঙ্গে তোমাকে খুন করত। তাই মুখে কুলুপ এঁটে বসে ছিলাম। খেপে গিয়ে তখন ওরা আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে। খেতে দিচ্ছে না, যাতে খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে সব ফাঁস করে দিই আমি...'

'দেখে তো মনে হচ্ছে না কিছু ফাঁস করেছেন।'

'সত্যিই করিনি,' দুর্বল কণ্ঠে বললেন থিয়োফিলাস। 'মরে যাব, তাও ধর্মের ভাইদের সঙ্গে বেঈমানী করতে পারব না আমি।'

পোশাকের ভিতর থেকে শুকনো এক টুকরো মাংস আর একটা রুটি বের করল মিরিয়াম, রাতে খাবে বলে গতকাল রেখেছিল সঙ্গে... এখনও রয়ে গেছে। 'এগুলো খান, গুরু। শক্তি সঞ্চয় করুন।'

'না, খাওয়ার ইচ্ছে মরে গেছে আমার,' বললেন থিয়োফিলাস। 'সময়ও ফুরিয়ে এসেছে। কম তো আর বাঁচলাম না! এখন প্রভুর কাছে ফিরে যেতে আপত্তি নেই আমার। খাবারটা তুমিই খাও, মা। ওগুলো তোমারই কাজে লাগবে, আমার নয়।'

'কী বলছেন এসব? খান, বলছি!'

'আমাকে আর জোরাজুরি কোরো না, মিরিয়াম। প্রভুর ডাক শুনতে পাচ্ছি আমি, যাবার সময় হয়ে এসেছে। শুধু শুধু খাবারটা আমাকে খাইয়ে লাভ নেই। ওটা নিজের জন্য রাখো, এরা তোমাকে আদৌ খেতে দেবে না, খুব কাজে লাগবে ওটা।'

চোখ বেয়ে নীরবে অশ্রু নেমে এল মিরিয়ামের।

থিয়োফিলাস বললেন, 'কেঁদো না। আমাকে তোমার কাহিনি শোনাও। এখানে এলে কীভাবে?'

খুলে বলল মিরিয়াম।

'খুব সাহসী মেয়ে তুমি,' কথা শেষ হলে বললেন বৃদ্ধ যাজক। 'ওই রোমান তো তোমার কাছে চিরঋণে আটকা

www.BanglaBook.org

পড়েছে। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন ওকে তোমার উপকার করার সুযোগ দেন।' দুহাত একত্র করে একটু নীরব রইলেন তিনি। তারপর বললেন, 'আমি আর বসে থাকতে পারছি না। একটু শুই, কেমন?'

'নিশ্চয়ই,' মিরিয়াম বলল। 'এখানে পানি আছে? আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে।'

'কামরার কোণে কলসি পাবে, ওখান থেকে খাও। এরা আমাকে খেতে দেয় না, কিন্তু পানি দেয়। কারণ পানি খেলে বেশিদিন বাঁচব আমি, বেশিদিন কষ্ট পাব।'

'জানোয়ারের দল!' বিড়বিড় করে গাল দিল মিরিয়াম। 'আপনি ঘুমান, গুরু। কিছু লাগলে আমাকে বলবেন।'

'ধন্যবাদ,' বলে শুয়ে পড়লেন থিয়োফিলাস।

মিরিয়াম হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল প্রকোষ্ঠের কোনায়, কলসিটা খুঁজে বের করে আঁজলা ভরে পানি খেল, তারপর নিজেও শুয়ে পড়ল শক্ত মেঝেতে। এবারও ঘুম এল না, চুপচাপ চোখ মেলে পড়ে রইল শুধু। ওভাবে অনেকটা সময় পেরিয়ে গেল, এরপর হঠাৎ কানে এল দরজা খোলার শব্দ। বদখত চেহারার দুটো লোক ঢুকল প্রকোষ্ঠে, থিয়োফিলাসের কাছে গিয়ে তাকে লাথি মারল।

'অ্যাই বুড়ো, ওঠ্!' বিশ্রী করে বলল একজন। 'দ্যাখ্, কী নিয়ে এসেছি।'

নড়ে উঠলেন বৃদ্ধ যাজক। কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাও তোমরা?'

একটু ঝুঁকল একজন, তার হাতে এক টুকরো ভাজা মাংস রয়েছে। 'গন্ধ পাচ্ছিস? একেবারে তাজা মাংস... শুঁকে দ্যাখ্! চাইলে খেতেও পারিস... তবে সেটা তোদের লুকানো খাবার-দাবারের হদিস দেবার পর। কী, রাজি আছিস?'

মাথা নাড়লেন থিয়োফিলাস। 'না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? বুঝতে পারছিস না, খেতে না পেলে কাল সকালের আগেই তুই পটল তুলবি?'

'জানি, তবু ওই অভিশপ্ত খাবার মুখে তুলব না আমি। মরতে ভয় পাই না আমি, আমাদের সবার মরণই নির্ধারিত হয়ে গেছে। আমারটা... সেই সঙ্গে তোমাদেরটাও!'

'কী বললি?' খেপে গেল লোকটা, লাথি মারতে শুরু করল বৃদ্ধ যাজককে, তার সঙ্গীও যোগ দিল। তাতে।

আঁতকে উঠল মিরিয়াম দৃশ্যটা দেখে। এক মুহূর্তের জন্য থেমে ওর দিকে তাকাল লোকদুটো, তারপর আরও কয়েকটা লাথি কষে বেরিয়ে গেল প্রকোষ্ঠ থেকে। দরজায় তালা লাগানোর শব্দ হলো। তাড়াতাড়ি থিয়োফিলাসের পাশে ছুটে গেল মিরিয়াম। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই, বৃদ্ধ যাজক মারা গেছেন।

কেঁদে ফেলল মিরিয়াম।

অন্ধকার বন্দিশালায় পুরো একটা দিন কাটাতে হলো মিরিয়ামকে, খাবার দেয়া হলো না একটুও। সঙ্গে থাকা রুটি আর শুকনো মাংস খেয়ে রাত কাটাল ও। পরদিন দুপুর নাগাদ খুলে গেল দরজা, দুজন প্রহরীসহ ক্যালেবের দলের অধিনায়ক হাজির হলো ওকে নিয়ে যেতে।

BanglaBook.org

'অ্যাই মেয়ে, চলো!' কাঠখোট্টা গলায় বলল লোকটা, চেহারা খেপাটে হয়ে রয়েছে—গতদিনের লড়াইয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে সে, কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। জলাধারের উপরের টাওয়ারটা দখল করে নিয়েছে রোমানরা, তারপর ওটায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

উঠে দাঁড়াল মিরিয়াম। 'কোথায় যেতে হবে?'

'বিচারের মুখোমুখি হতে... বিচার-পরিষদের সামনে। তাড়াতাড়ি এসো, বকবক করার সময় নেই।'

বড় একটা আঙিনার মাঝ দিয়ে মিরিয়ামকে নিয়ে চলল

www.BanglaBook.org

প্রহরীরা। ছোপ-ছোপ রক্ত শুকিয়ে আছে এখানে-সেখানে, বাতাসে ভাসছে পচতে থাকা লাশের পুতি গন্ধ। মহামন্দিরের মত পবিত্র জায়গাতেও হানাহানি বন্ধ নেই, বুঝতে পারল মিরিয়াম। শহরের মত এখানেও খাবারের জন্য একে-অন্যের পিঠে ছুরি বসিয়ে চলেছে। বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর।

মন্দিরের নীচতলায় বিশাল একটা হলঘরে বসেছে আদালত। ঘরটার জৌলুস দেখবার মত। আসবাবপত্র দামি, মেঝেতে রয়েছে বহুমূল্য গালিচা, দেয়াল আর খিলানে বিখ্যাত শিল্পীদের খোদিত শিল্পকর্ম রয়েছে। তবে জৌলুস শুধু জড় বস্তুতে, ভিতরের মানুষগুলোর চেহারায় ফুটে রয়েছে দুর্ভিক্ষের ছাপ, শরীরে অপুষ্টিজনিত দুর্বলতা... সেটা বিচারক থেকে শুরু করে সবার মধ্যেই প্রকট।

হলঘরের একপ্রান্তে উঁচু একটা ডায়াসে বসেছেন মোট বারোজন বিচারক, দুপাশে আরও অনেকগুলো চেয়ার খালি... ইহুদিদের মহাপ্রতাপশালী বিচার-পরিষদের এই বারোজনই কেবল টিকে আছেন এখনও। প্রধান-বিচারকের আসনে বেনোনিকে দেখতে পেল মিরিয়াম—এ কী অবস্থা হয়েছে তাঁর! সারা শরীর শীর্ণ, চোখ বসে গেছে গর্তে, দাড়ির আড়াল থেকে উঁচু হয়ে আছে হনুর হাড়... এক লাফে বয়সও বেড়ে গেছে যেন কয়েক গুণ। পরিবর্তন হয়নি শুধু চোখের—আগের মতই তীক্ষ্ণ রয়েছে তাঁর দৃষ্টি।

মিরিয়াম যখন আদালতে ঢুকল, তখন গরীব এক লোকের বিচার চলছে। বেনোনি তাকে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এ-বিষয়ে তোমার কোনও বক্তব্য আছে?'

'ঘটনা যা বলা হয়েছে, তা সত্যি নয়, হুজুর,' বলল লোকটা। 'সত্যি ঘটনা শুনুন—আমি কিছু খাবার জমিয়েছিলাম... নিজের খাবার—সহায়-সম্পত্তি বিক্রি-বাট্টা করে ওই খাবারটুকু কিনেছিলাম আমি। কিন্তু আপনার হায়েনারা জেনে ফেলে

www.BanglaBook.org

ব্যাপারটা, আমার বাড়িতে এসে আমার স্ত্রীকে পেটাতে শুরু করে খাবার দিতে, না দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত উপায় ছিল না ওর। লোকগুলো সব খাবার খেয়ে শেষ করে ফেলে। ছ'টা বাচ্চা ছিল আমার, না-খেতে পেয়ে সবাই আস্তে আস্তে মারা যায়... আমার স্ত্রী-ও! সবচেয়ে ছোট মেয়েটাকে কোনোমতে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, আপনার সৈন্যদের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে খাইয়ে। কিন্তু শেষে যখন ও-ও মরতে শুরু করল, তখন চোখে অন্ধকার দেখলাম আমি। এক রোমান সৈনিকের সঙ্গে গোপনে দেখা করলাম, তাকে প্রস্তাব দিলাম—যদি আমার মেয়েকে পেট ভরে খাওয়ায়... তা হলে প্রাচীরের একটা দুর্বল জায়গা দেখিয়ে দেব আমি। রাজি হলো লোকটা, আমাকে আর আমার মেয়েকে ওদের ক্যাম্পে নিয়ে গেল, বহুদিন পর আমি নিজের সন্তানকে পেট ভরে খেতে দেখলাম। এরপর ওকে নিয়ে গেল রোমানরা... কোথায়, জানি না। জানার ইচ্ছেও নেই, ও শুধু খেতে পেলেই আমি খুশি। যা হোক, এর পরের ঘটনা তো আপনার জানাই আছে, হুজুর। ধরা পড়েছি আমি, প্রাচীরের ওই জায়গাটাও মেরামত করে ফেলা হয়েছে, কারও কোনও ক্ষতি হয়নি। হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতকতা করেছি আমি... তবে সেটা নিজের সন্তানকে বাঁচাবার জন্যে। এমন বিশ্বাসঘাতকতা আমি প্রয়োজনে আবার করব, হুজুর! আপনারা আমার পুরো পরিবারকে খুন করেছেন, চাইলে আমাকেও করুন। আমি পরোয়া করি না!'

'খামোশ!' ধমকে উঠলেন বেনোনি। 'এই পবিত্র স্থানের নিরাপত্তার বিনিময়ে তোমার স্ত্রী-সন্তানের কী মূল্য আছে? অ্যাই, নিয়ে যাও ওকে। মন্দিরের দেয়ালের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখো ওকে... ওর রোমান বন্ধুদের সামনে!'

'হ্যাঁ, খুনই করুন আমাকে!' রাগী গলায় বলল বন্দি লোকটা। 'এমনিতেও তো বাঁচতে দিচ্ছেন না। ক্ষমতার লোভ আর দম্ভের কারণে আজ আপনারা এই পবিত্র শহরের ধ্বংস

www.BanglaBook.org

ডেকে এনেছেন... ধ্বংস ডেকে এনেছেন গোটা ইহুদি জাতির জন্য!'

'নিয়ে যাও ওকে!' কড়া গলায় নির্দেশ দিলেন বেনোনি।

প্রহরীরা এগিয়ে এসে সরিয়ে নিয়ে গেল বন্দিকে। একটা কণ্ঠ আদেশ দিল, 'পরের বেঈমানকে বিচারের জন্য হাজির করো।'

মিরিয়ামকে নিয়ে যাওয়া হলো বিচারকদের সামনে। ওকে দেখে চমকে উঠলেন বেনোনি।

'মিরিয়াম! তুমি!'

'হ্যাঁ, নানা,' মৃদু গলায় বলল মিরিয়াম।

'নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে সবার,' বললেন বেনোনি। 'এ-মেয়ে কারও ক্ষতি করতে পারে না। ওকে মুক্তি দাও।'

অন্যান্য বিচারকরা মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন তাদের নেতার দিকে।

'আগে অভিযোগটা তো শুনি,' বললেন একজন, গলায় সন্দেহের সুর। 'এই মেয়ে আপনার নাতনি বলে আলাদা আচরণ পেতে পারে না। তা ছাড়া আপনার মুখেই শুনেছি—ও খ্রিস্টান।'

'আমরা এখানে ধর্ম নিয়ে কাউকে অভিযুক্ত করতে বসিনি,' বেনোনি বললেন। '... অন্তত আজ নয়।'

'এই মেয়ে, তুমি কি খ্রিস্টান?' জিজ্ঞেস করলেন আরেকজন বিচারক।

'হ্যাঁ, জনাব,' পরিষ্কার কণ্ঠে বলল মিরিয়াম।

পরিষদের বিচারকদের চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল, নিজেদের মধ্যে কী যেন আলোচনা করলেন তাঁরা, তারপর একজন বললেন, 'ঠিক আছে, আপাতত ধর্মবিরোধিতার বিষয়টি থাক। বেঈমানীর অপরাধের বিচার হোক। কে এই মেয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেছে? সামনে এসো, খুলে বলো সব।'

ভিড় ঠেলে সামনে বেরিয়ে এল কয়েকজন—ক্যালেবকে দেখতে পেল মিরিয়াম, সামনে ওর অধিনায়ক আর কয়েকজন

www.BanglaBook.org

সঙ্গীসাথীও রয়েছে।

'আমি অভিযুক্ত করছি ওকে,' বলল অধিনায়ক, '...রোমান অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান মারকাসকে মুক্ত করে দেয়ার অপরাধে! গতকাল ক্যালেব লড়াই করে তাকে আহত করেছিল, তারপর ওকে বন্দি করেছিলাম আমরা।'

'মারকাস!' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন এক বিচারক। 'সে তো টাইটাসের খুবই ঘনিষ্ঠ লোক। ওকে বন্দি করেছিলে তোমরা? আর এই মেয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছে? হায় প্রভু, সহস্র রোমান সৈনিকের মৃত্যু দিয়েও তো এই ক্ষতি পূরণ হবার নয়!'

'এই মেয়ে, সত্যিই তুমি ছেড়ে দিয়েছ ওকে?' জিজ্ঞেস করলেন আরেক বিচারক।

'সেটা আপনারাই ভেবে বের করুন,' শান্ত গলায় বলল মিরিয়াম। ঠিক করেছে, এদের কোনও প্রশ্নের জবাব দেবে না ও।

'এই মেয়ে দেখি বেয়াদব... বাকি সব খ্রিস্টানের মত!' রাগী গলায় বললেন বিচারক। অভিযোগকারীর দিকে ফিরলেন তিনি। 'পুরো ঘটনা খুলে বলো আমাদেরকে।'

ক্যালেবের অধিনায়ক মারকাসকে বন্দি করা থেকে শুরু করে টাওয়ারের ভিতরে মিরিয়ামকে আবিষ্কার করা পর্যন্ত সমস্ত কিছু বর্ণনা করল। এরপর ডাকা হলো সেই প্রহরীকে, যাকে দরজা দিয়ে ঢুকতে বাধা দিয়েছিল মিরিয়াম। সব শেষে এল ক্যালেবের পালা।

'আমি কিছু দেখিনি,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল ও। 'মারকাসকে বন্দি করেছিলাম ঠিকই, ওকে হাত-পা বেঁধে টাওয়ারের গোড়ায় ফেলেও রাখতে দেখেছি, কিন্তু পরে আর খোঁজখবর নিইনি। সন্ধ্যায় প্রহরীর হাঁকডাক শুনে গিয়ে দেখি বন্দি নেই, মেয়েটা ছিল টাওয়ারের নীচতলায়। মারকাসকে মুক্ত করতে দেখিনি আমি ওকে।'

www.BanglaBook.org

বিস্মিত দৃষ্টিতে ক্যালেবের দিকে তাকাল মিরিয়াম। ও কি বাঁচাতে চাইছে ওকে?

'মিথ্যা বলছ তুমি!' গর্জে উঠলেন এক বিচারক। 'তুমিই বলেছ, এই মেয়ে মারকাসের প্রেয়সী। কেন বলেছ?'

'কারণ বহু বছর আগে এসেনি গ্রামে ক্যাপ্টেনের মূর্তি বানিয়েছিল ও... খুব যত্ন করে।'

'মূর্তি বানানো আর প্রেম করা কি এক জিনিস হলো, ক্যালেব?' জিজ্ঞেস করলেন বেনোনি।

'আমি আমার ধারণার কথা বলেছি, আর কিছু নয়,' শান্ত গলায় বলল ক্যালেব। 'সেটা ভুলও হতে পারে।'

বিচারকরা সবাই বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন, একজন ছাড়া। তাঁর নাম সিমিয়োন—কট্টরপন্থী এক যিলট তিনি। সঙ্গীদের মধ্যে দ্বিধা লক্ষ করে খেপে গেলেন তিনি। চেঁচিয়ে বললেন, 'বন্ধ করো এসব নাটক! আমি বুঝতে পারছি, কেন ক্যালেব মিথ্যে সাক্ষী দিচ্ছে। এই মেয়ে রূপসী, ক্যালেব চেনে ওকে আগে থেকে... হয়তো ভালওবাসে। সম্ভাবনাটা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের।'

'বুঝলাম,' বললেন বেনোনি। 'কিন্তু কেউ তো অকাট্য প্রমাণ দিতে পারছে না। শুধু সন্দেহের বশে কাউকে শাস্তি দেবার অধিকার নেই আমাদের।'

'আপনি ওর নানা, আপনি তো এ-কথাই বলবেন,' বিদ্রূপের সুরে বললেন সিমিয়োন। 'আপনাদের জন্যই আজ আমাদের এই দশা। যে-জাতির নেতারা বিধর্মীদের নিজের ঘরে লালনপালন করে, যে-জাতির সাহসী যোদ্ধারা আদালতে এসে এক বিশ্বাসঘাতিনীর হয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাদের অবস্থা আমাদের মত হবে না তো কার মত হবে? আমি বলছি, এই মেয়ে দোষী। আমাদের শত্রু মারকাসকে মুক্ত করে দিয়েছে, তাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে! যদি তা-ই না হবে, তা হলে আমাদের

www.BanglaBook.org

প্রহরীকে টাওয়ারে ঢুকতে বাধা দিচ্ছিল কেন সে?'

'নিজেকে বাঁচাবার জন্য দিতে পারে,' মন্তব্য করলেন উদারমনা এক বিচারক। 'তখন রাত নেমে এসেছিল, অন্ধকারে একাকী একটা মেয়ের জন্য সশস্ত্র যে-কোনও পুরুষকেই হুমকি বলে মনে হতে পারে। অবশ্য ওই টাওয়ারে ও গেল কীভাবে, তা-ই বুঝতে পারছি না।'

'আমি ওখানেই থাকতাম,' বলল মিরিয়াম। 'সেদিন ইহুদিরা আসবার আগে পর্যন্ত ওটা বন্ধ ছিল, কেউ কখনও যেত না ওখানে।'

'ও! এই গপ্পো ফেঁদেছ?' মুখ বাঁকিয়ে বললেন সিমিয়োন। 'কী তুমি—পেঁচা, না বাদুড়? নির্জন, পরিত্যক্ত একটা টাওয়ারে বাস করতে... ওখানে খাবার আর পানি পেতে কীভাবে?'

জবাব দিতে পারল না মিরিয়াম।

পরিষদের সদস্যদের দিকে ফিরলেন সিমিয়োন। 'আমি এখানে দ্বিমতের কোনও অবকাশ দেখতে পাচ্ছি না। মারকাসকে মুক্ত করবার জন্য এই মেয়ে ছাড়া আর কেউ ছিল না আশপাশে। ও আমাদের জাতির শত্রু... একজন খ্রিস্টান! ওকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক।'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন বেনোনি, চেহারা থমথম করছে। 'যথেষ্ট রক্ত কি ঝরেনি ইতোমধ্যে? এখন কি নির্দোষদের রক্তও ঝরাতে হবে আমাদের? প্রিয় ভাইয়েরা, আপনারা কি পবিত্র শপথের কথা ভুলে গেছেন? শুধুমাত্র নিরেট সাক্ষ্য কিংবা অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের। এখানে সাক্ষ্য কোথায়, প্রমাণ কোথায়? মারকাসের সঙ্গে বহু বছর থেকে যোগাযোগ নেই আমার নাতনির, কেন ওকে রোমানদের সঙ্গে জড়ানো হচ্ছে? আমি অনুরোধ করছি, আপনারা ঠাণ্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটা ভেবে দেখুন।'

'প্রমাণ চান আপনি?' বললেন সিমিয়োন। 'ঠিক আছে, তা

www.BanglaBook.org

হলে তল্লাশি করা হোক ওকে। সঙ্গে কী কী আছে, দেখব আমরা। হতে পারে সেটা দোষ কিংবা নির্দোষিতার প্রমাণ।'

ইশারা পেয়ে দুজন প্রহরী এগিয়ে এল, ছিঁড়ে ফেলল বন্দিনীর পোশাকের সামনের দিকটা। লজ্জায় বুক ঢাকল মিরিয়াম। বিশ্রীভাবে হেসে উঠল একজন। বলল, 'বাহ্, বাহ্, অঢেল সম্পদ দেখছি!' পরিষদের দিকে ফিরল সে। 'গলায় মুক্তোর মালা আছে, মহানুভব। নেব ওটা?'

'গাধা কোথাকার,' রাগী গলায় বললেন সিমিয়োন। 'অলঙ্কার দিয়ে কী করব? অন্য কিছু আছে কি না দ্যাখ্।'

দক্ষ হাতে মিরিয়ামের দেহতল্লাশি করল দুই প্রহরী, চুলে লুকানো আংটিটা পেল না, কিন্তু পেয়ে গেল চিঠিটা।

'না, ওটা ফিরিয়ে দাও!' হাহাকার করে উঠল মিরিয়াম।

'নিয়ে এসো এখানে, দেখতে দাও,' গর্জে উঠলেন সিমিয়োন।

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিলেন কট্টর যিলট, চুপচাপ একটু পড়লেন, তারপরই হেসে উঠলেন। 'প্রিয় বেনোনি, প্রমাণ চাইছিলেন তো? এই দেখুন, আপনার নাতনির কাছে মারকাসের চিঠি। নিজেকে ওর বন্ধু আর প্রেমিক বলে পরিচয় দিয়েছে ওই হারামজাদা রোমান।'

হাতে হাতে ঘুরতে শুরু করল চিঠিটা, গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে বিচারকদের মধ্যে। মিরিয়াম বলার চেষ্টা করল, 'ওটা দু'বছর আগে লেখা...' কিন্তু কেউ ওর কথায় কান দিচ্ছে বলে মনে হলো না।

'পুরো চিঠিটা পড়ে শোনানো হোক সবাইকে,' দাবি জানালেন বেনোনি। 'বিষয়বস্তু না জেনে কোনও উপসংহারে পৌঁছুনো ঠিক হবে না।'

'দরকার কী!' বললেন সিমিয়োন। 'এই মেয়ের সঙ্গে মারকাসের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণের জন্য চিঠির অস্তিত্বটুকুই যথেষ্ট, বিষয়বস্তু নয়। আমাদের হাতে এটা নিয়ে বিতর্ক করবার সময়

www.BanglaBook.org

নেই, বেনোনি। বিচারের অপেক্ষায় আরও মামলা আছে, রোমানরাও দরজায় টোকা দিয়ে চলেছে... শুধু শুধু কেন একটা বিধর্মী বেঈমানের পিছনে সময় অপচয় করব আমরা? প্রিয় ভাইয়েরা, আসুন রায় জানিয়ে দিই।'

নিচু স্বরে আলোচনা করে নিলেন বিচারকেরা। তারপর সিমিয়োন ঘোষণা করলেন, 'ঠিক আছে, এটাই ওর শাস্তি—মহামন্দিরের উত্তর সীমানায়... নিকানরের তোরণের উপরের স্তম্ভের সঙ্গে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হবে এই বিশ্বাসঘাতিনীকে, ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় তিলে তিলে মরার জন্য। চারদিক থেকে সবাই দেখবে ওকে—ওর বন্ধু রোমানেরা, সেই সঙ্গে আমাদের লোকজন, যাদের সঙ্গে ও বেঈমানী করেছে। তবে প্রধান বিচারক বেনোনির সম্মানে শাস্তি শুরুর সময়টা সূর্যাস্ত পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে রাজি হয়েছি আমরা, এর ভিতর যদি বন্দিনী মারকাসের হদিস দেয়, তা হলে মুক্তি দেয়া হবে ওকে, একজন নারীর রক্তে আমরা আমাদের হাত রাঙাব না। প্রহরী, নিয়ে যাও ওকে।'

বন্দিশালার সেই প্রকোষ্ঠে আবার নিয়ে যাওয়া হলো মিরিয়ামকে, ভিতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। শান্ত রইল মিরিয়াম, উত্তেজিত হলো না, হয়ে লাভও নেই। ঈশ্বর সবার ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার ব্যত্যয় ঘটানো সম্ভব নয় ওর পক্ষে। নীরবে শাস্তি শুরুর প্রস্তুতি নিল ও। দয়া করে শেষবারের মত খাবার দেয়া হয়েছে ওকে, সেটা খেল। কলসি থেকে পানি পান করে তৃষ্ণা মেটাল, তারপর মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আর কখনও ঘুমোতে পারবে কি না কে জানে!

হঠাৎ ভেঙে গেল ঘুমটা, চোখ খুলতেই বেনোনিকে দেখতে পেল মিরিয়াম, ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। 'নানা!' ধড়মড় করে উঠে বসল ও। 'আপনি এখানে কী করছেন?'

'আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি, মা,' চোখ বেয়ে

www.BanglaBook.org

পানি গড়াচ্ছে বেনোনির।

'আপনি কেন ক্ষমা চাইছেন?' বলল মিরিয়াম। 'পরিষদের বিচার তো ঠিক আছে। আমি ওদের আইনে অপরাধই করেছি। সত্যিই আমি মারকাসের জীবন বাঁচিয়েছি।'

'কীভাবে বাঁচালে... কোথায় ও?'

'তা আমি বলতে পারব না, নানা।'

'বলো আমাকে, মা। নিজের জীবন বাঁচাও। বলে দিলে তো কোনও ক্ষতি নেই। পুরনো টাওয়ারটা এখন রোমানদের দখলে, ওখান থেকে মারকাসকে ধরে আনতে পারবে না কেউ, কিন্তু তুমি মুক্তি পেয়ে যাবে।'

'আমি শুধু মারকাসের চিন্তা করছি না, নানা। ওখানে আরও মানুষ আছে... ভাল, নিরপরাধ মানুষ। ওদের গোপন আশ্রয়ের কথা ফাঁস করতে পারব না আমি। রোমানদের হটিয়ে ইহুদিরা যদি টাওয়ারটা পুনর্দখল করে, ওদের তো খুন করে ফেলবে।'

'না বললে তুমি মরবে, মা। লজ্জার... অসম্মানের মৃত্যু জুটবে তোমার কপালে। আমি কিছুই করতে পারব না...'

'ঈশ্বর যদি অসম্মানের মৃত্যু লিখে রেখে থাকেন আমার কপালে, তা হলে কেউ কিছু করতে পারবে না, নানা। হাজার-হাজার মানুষ মরছে প্রতিদিন, আমার জীবন নিয়ে উতলা হয়ে লাভ কী? থাক, ওসব বাদ দাও। অন্য কিছু বলো।'

'আর কী-ই বা নিয়ে কথা বলব, বলো?' মাথা নিচু করলেন বেনোনি। 'আমি বড্ড ভুল করেছি তোমার পরামর্শ না শুনে। তোমাদের ওই পয়গম্বর ঠিকই বলেছিলেন—সত্যিই আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। আর সেটার ভিতর তোমাকে টেনে আনা মোটেই উচিত হয়নি আমার। জোপা থেকে মিশরে চলে গেলেই হয়তো ভাল করতাম।'

'পুরনো কথা ভেবে লাভ কী?'

'না ভেবেই বা থাকি কী করে? ভিতরে ভিতরে বিবেকের

www.BanglaBook.org

দংশনে আমি যে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছি! তোমার মা আমার কারণে মরেছে, আজ তুমিও আমার ভুল সিদ্ধান্তের কারণে...' গলা বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল বেনোনির।

পিঠে হাত দিয়ে নানাকে সান্ত্বনা দিল মিরিয়াম। 'শুধু শুধু কষ্ট পাবেন না, আমি যে মরবই, তার তো কোনও নিশ্চয়তা নেই। বেঁচেও তো যেতে পারি!'

ঝট্ করে মুখ তুললেন বেনোনি। 'বেঁচে যাবে? কীভাবে? পালাতে চাইলে আমি ক্যালেবের সঙ্গে কথা বলতে পারি, ও হয়তো...'

'না,' বাধা দিল মিরিয়াম। 'ও এমনিতেই আদালতে আমার হয়ে অনেক করেছে, অনেকের চক্ষুশূল হয়ে গেছে। ওকে আর বিপদে জড়ানো ঠিক হবে না।'

'তা হলে পালাবে কীভাবে তুমি?'

'পালাব তো বলিনি। বেঁচে যাবার সম্ভাবনার কথা বলেছি, তবে সেটা কীভাবে... তা আমি নিজেও জানি না।'

'কী বলছ, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমার সম্পর্কে বহুদিন আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এক জ্ঞানী মহিলা, নেহুশতার কাছে শুনেছি আমি।' মিরিয়াম ব্যাখ্যা করল। 'তিনি বলেছিলেন, আমি একটা পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী হব। ওঁর কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে এত শীঘ্রি আমি মরছি না। আমার জীবন তো এখনও পরিপূর্ণ হয়নি!'

'কে কবে কী বলেছে, আর তা তুমি বিশ্বাস করে বসে আছ?' বেনোনি বিস্মিত।

'আমার জন্মের ব্যাপারে মহিলার সব কথা সত্য হয়েছে, বাকিগুলো যে হবে না, তা কী করে ভাবি?'

'হে প্রভু, তা-ই যেন হয়!' প্রার্থনা করলেন বেনোনি।

দরজায় একজন প্রহরী উদয় হলো এ-সময়। 'জনাব, আপনাকে খুঁজছে সবাই। পরিষদের সভা বসেছে।'

www.BanglaBook.org

'আমাকে যেতে হয়,' উঠে দাঁড়ালেন বেনোনি। 'মা মিরিয়াম, বিদায়। যদি পারো, আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো। প্রার্থনা করি, উপরে যিনিই থাকুন না কেন... তিনি যেন তোমাকে রক্ষা করেন।'

নাতনিকে শেষবারের মত জড়িয়ে ধরলেন বৃদ্ধ ব্যবসায়ী, তারপর অশ্রুসজল চোখে বেরিয়ে গেলেন প্রকোষ্ঠ থেকে।

সতেরো

নিকানরের তোরণ

দু'ঘণ্টা পর খুলে গেল প্রকোষ্ঠের দরজা। ইতোমধ্যে বাইরে সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে, অস্তায়মান সূর্যের ম্লান আলো সরে গিয়ে দীঘল ছায়া গ্রাস করছে পৃথিবীকে। মিরিয়াম বুঝতে পারল, ওর যাবার সময় হয়েছে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও—বুকে যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে, হাঁটু কাঁপছে। চোখ বন্ধ করে নিজেকে সামলাল ও, তারপর তাকাল সামনের দিকে।

ক্যালেবকে দরজায় দেখতে পেল মিরিয়াম—পুরোদস্তুর সামরিক সাজ নিয়েছে। পরনে বর্ম, মাথায় শিরস্ত্রাণ, হাতে খোলা তলোয়ার, বুকের ব্রেস্টপ্লেটে অগণিত আঘাতের চিহ্ন... অকুতোভয় এক যোদ্ধার স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

'আমাকে নিয়ে যেতে বুঝি তুমিই এলে?' প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরে বলল মিরিয়াম।

'ইচ্ছে করে আসিনি,' মন খারাপ করা কণ্ঠে বলল ক্যালেব। 'ওই বিচারক... সিমিয়োন... আমাকে শায়েস্তা করতে চাইছে।

www.BanglaBook.org

তোমাকে যে বিচারের সময় বাঁচানোর চেষ্টা করেছি, সেটার শাস্তি হিসেবে আমাকেই পাঠিয়েছে তোমাকে অবধারিত মৃত্যুর হাতে তুলে দিতে।'

'ভুল তো করেনি, আমাকে মারার জন্য তুমিই উপযুক্ত লোক। নিয়ে চলো আমাকে, তোরণের সঙ্গে বেঁধে রাখো। কাজটা তোমার জন্যে নতুন কিছু নয়... ছোটবেলায় খেলাচ্ছলে ফুল আর লতাপাতা দিয়ে কীভাবে আমাকে বেঁধে রাখতে, মনে নেই? আজ নাহয় শেকল দিয়ে বাঁধবে!'

'তুমি বড্ড নিষ্ঠুর!' অভিযোগের সুরে বলল ক্যালেব।

'আমি নিষ্ঠুর?' হাসল মিরিয়াম। 'লোকে কিন্তু উল্টোটা ভাববে। তুমিই তো গ্রেফতার করেছ আমাকে, ইহুদিদের কাছে আমাকে একজন রোমানের প্রেয়সী বলে পরিচয় দিয়েছ... এরপর তো আমার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে!'

'আ... আমাকে ক্ষমা করে দাও। আ... আমি ক্রোধ আর ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মিরিয়াম বলল, 'কীসের ক্রোধ তোমার, ক্যালেব? মারকাসকে শেষ পর্যন্ত খুন করতে পারোনি, সেজন্য? কীসের ঈর্ষা তোমার, মারকাস আমার মন জয় করতে পেরেছে, কিন্তু তুমি পারোনি, তাই? হার স্বীকার করতে জানো না, তুমি শুধু গোঁয়ার-অসভ্যের মত গায়ের জোরে সবকিছু দখল করতে চাও। কিন্তু শুনে রাখো, আমি কারও সম্পত্তি নই। আমাকে তুমি কোনোদিন দখল করতে পারবে না।'

'আমি... আমি শুধু তোমার মঙ্গল চাই, মিরিয়াম... সারাজীবন চেয়েছি।'

'হ্যাঁ। কেন তা চেয়েছ, সেটাও জানি। যাতে আমাকে নিজের করে পেতে পারো, আমার গায়ে যেন তুমি ছাড়া অন্য কেউ থাবা বসাতে না পারে... তাই না?'

'আমি স্বার্থপর নই,' কাতর কণ্ঠে বলল ক্যালেব। 'সত্যি আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমার ভাল চাই। বিশ্বাস হচ্ছে না? তা হলে শোনো, তোমাকে আজ মরতে হবে না। আমি সব আয়োজন করে রেখেছি, তুমি পালিয়ে যাবে। পালাব আমিও। তোমার জন্য আমি এই পুণ্যভূমি ত্যাগ করব, মিরিয়াম।'

'পালাব কীভাবে? পালিয়ে যাব-টা কোথায়?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল মিরিয়াম।

'বলছি। তোরণের কাছে পৌঁছেই সঙ্কেত দেব আমি, তখন একটা সাজানো আক্রমণ করা হবে আমাদের উপর... রোমানদের ছদ্মবেশে আমারই কয়েকজন বন্ধু হামলা করবে, অন্য কয়েকজন তোমাকে নিয়ে যাবে নিরাপদ আশ্রয়ে। লড়াইয়ে মারা পড়ার অভিনয় করব আমি, রাতের অন্ধকারে যোগ দেব তোমার সঙ্গে, তারপর দুজনে চলে যাব রোমান শিবিরে।'

'ওরা আমাদের আশ্রয় দেবে কেন?'

'মারকাসের জন্য তুমি যা করেছ, তার জন্যে।'

'কিন্তু তুমি তো কিছু করোনি।'

'সেটা ওদের জানা নেই। তুমি শুধু আমাকে তোমার স্বামী বলে পরিচয় দিলেই হয়, আমিও আশ্রয় পাব। কথাটা মিথ্যা, তবে তাতে কী এসে-যায়, তাই না?'

'তা ঠিক, কিছু এসে-যায় না বটে! কিন্তু লেজ গুটিয়ে পালাতে পারবে তুমি? ইহুদি জাতির সবচেয়ে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা... রোমানদের যম... তুমিই কিনা শেষ পর্যন্ত শত্রুর কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইবে?'

'আমাকে অপমান কোরো না, মিরিয়াম,' দুখী গলায় বলল ক্যালেব। 'তুমি খুব ভাল করেই জানো, আমি বিশ্বাসঘাতক নই। ভয় পেয়ে পালাচ্ছি না আমি।'

'তা আমি জানি,' শান্ত গলায় বলল মিরিয়াম।

'আমি তোমার জন্য পালাচ্ছি... তোমাকে বাঁচাবার জন্য। তোমার জন্য আমি এই লজ্জা আর অসম্মানের মুকুট পরার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বিনিময়ে কী চাও তুমি?'

'তোমাকে।'

'তা তুমি কোনোদিন পাবে না, ক্যালেব। আমি তোমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছি।'

'আমি সে-ভয়ই করছিলাম,' হাসল ক্যালেব। 'সে-যাক, এসব প্রত্যাখ্যান আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। কাজেই সাহায্য করব তোমাকে, শুধু যদি কথা দাও—মারকাসকে তুমি বিয়ে করবে না।'

'তোমাদের দুজনের কাউকেই আমি বিয়ে করব না, ক্যালেব। কারণ তোমাদের কেউ খ্রিস্টান নও। আমার মা মৃত্যুর সময় একটা আদেশ রেখে গেছে আমার জন্য, সেটা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।'

'তোমার জন্য আমি ধর্মান্তরিত হব, মিরিয়াম। দেখবে, আমি তোমাকে কত ভালবাসি।'

'তাতে তো ধর্মের প্রতি ভালবাসাটা প্রকাশ পেল না,' বলল মিরিয়াম। 'লোক-দেখানো ধর্মান্তরের কী মূল্য আছে? তা ছাড়া তুমি সত্যিকার খ্রিস্টান হলেও আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যানই করতাম, ক্যালেব। কারণ তোমাকে আমি ভালবাসি না, কোনোদিন বাসব বলেও মনে হয় না।'

মুখের ভাষা হারাল ক্যালেব। চুপ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, তা-ই হোক তবে। কিন্তু তারপরও আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

'আমি পালাব না, ক্যালেব,' মাথা নেড়ে বলল মিরিয়াম। 'পালানো, লুকানো... এসব করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। তোমার, আমার আর মারকাসের জন্য ঈশ্বর যা ঠিক করে রেখেছেন, তা-ই ঘটুক। আমি তোমাকে শুধু ধন্যবাদ জানাতে চাই। কড়া কিছু বলে থাকলে ক্ষমা করে দিয়ো।'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্যালেব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কেন তুমি আমাকে মন থেকে দূর করে দিতে পারো না, ক্যালেব?' কাতর গলায় বলল মিরিয়াম। 'পৃথিবীতে আমার চেয়ে সুন্দরী অনেক মেয়ে আছে... ওরা তোমাকে আমার চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসাও দিতে পারবে। তাও কেন তুমি নিজের জীবনটা আমার কারণে নষ্ট করছ? তুমি কেন আলাদা পথ বেছে নিয়ে আমাকে আমার মত থাকতে দিচ্ছ না?'

'মিরিয়াম, একটাই পথ আমাদের... তোমার, আমার আর মারকাসের। প্রভু আমাদের এক সুতোয় বেঁধে দিয়েছেন, কারও কিছু করার নেই। তোমার প্রতিজ্ঞাকে আমি সম্মান করি, তাই কখনও জোর খাটাব না। কিন্তু জেনে রেখো, মারকাসকে খুন করবার জন্য আমিও প্রতিজ্ঞা করেছি, সেটারও কোনও নড়চড় হবে না। তোমাকে পাবার জন্য আমৃত্যু লড়াই করব আমরা, শেষ পর্যন্ত তুমি আমাদের কাউকে বেছে নাও বা না-ই নাও। এটাই আমাদের নিয়তি।'

'এই নিয়তি কি বদলাতে পারি না আমরা?'

'না,' কঠিন গলায় বলল ক্যালেব। 'যাক গে, তা হলে তুমি পালাবে না? আমার সঙ্গে, কিংবা একা?'

'না, ক্যালেব।'

'তা হলে আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতে হবে—তোমাকে নিয়ে যেতে হবে নিকানরের তোরণে। বাকিটা ভাগ্যের হাতে... না জানি কী নিঠুর খেলা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।'

'তাতে আমি ভয় পাই না। চলো। তুমি কি আমার হাত বাঁধবে?'

'সে-ধরনের কোনও নির্দেশ দেয়া হয়নি আমাকে।'

'তা হলে চলো।'

বন্দিশালার প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। বাইরে চারজন সৈনিক অপেক্ষা করছিল, ওদের বেরিয়ে আসতে দেখে

www.BanglaBook.org

শুকনো-পটকা একজন বলল, 'ভিতরে বড্ড দেরি করলেন, হুজুর। ব্যাপার কী, স্বীকারোক্তি নিচ্ছিলেন নাকি?'

'জানার চেষ্টা করছিলাম, রোমানটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে এই মেয়ে,' ক্যালেব কাঁধ ঝাঁকাল। 'কিন্তু কিছুতেই বলল না।'

'নিকানরের তোরণের উপরে উঠলেই ওর মুখ দিয়ে নতুন সুর বেরুবে, হুজুর। ওখানে রাতে কনকনে ঠাণ্ডা, আর দিনে শরীর-পোড়ানো রোদ খেলা করে। খাবারদাবারও পাবে না। দেখবেন, দুদিন না যেতেই গান গাইতে শুরু করেছে!' হেসে উঠল শুকনো সৈনিক। মিরিয়ামের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'সুন্দরী, যাবার আগে গলার মালাটা দিয়ে দাও দেখি আমাকে! ওটা আমার সপ্তাহখানেকের খাবার আর পানীয় যোগাবে।'

চোখের পলকে ঝলসে উঠল ক্যালেবের তলোয়ার, মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল লোকটার, মূর্তিমান প্রেতাত্মার মত ধড়টা স্থির রইল এক মুহূর্ত, তারপর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। খেপাটে গলায় ক্যালেব বলল, 'যা, পরপারে গিয়ে যত খুশি খাওয়াদাওয়া কর! এই মেয়ে মরতে যাচ্ছে, তোর মত খবিসের হাতে লুঠ হতে নয়!'

বাকি তিন সৈনিক ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎই হেসে উঠল একজন। কৌতুক বোধ করছে, নৃশংস হত্যাকাণ্ড তাদের জন্য নতুন কিছু নয়, রোজই এ-ধরনের দৃশ্য দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তারা। হাসতে হাসতে লোকটা বলল, 'ঠিকই করেছেন, হুজুর। ব্যাটা বড্ড লোভী ছিল।'

'তোমরাও কেউই ওর চেয়ে কম লোভী নও,' রাগী গলায় বলল ক্যালেব। 'তবে যতক্ষণ আমি আশপাশে আছি, লোভটাকে সংবরণ করতে শেখো। নইলে ওর মত পরিণতি হবে সবার, বুঝেছ?' বন্দিনীর দিকে ফিরল ও। 'এসো, মিরিয়াম।'

www.BanglaBook.org

এগিয়ে চলল ছোট্ট দলটা। একের পর এক আশ্রম-সহ মহামন্দিরের বিভিন্ন রকম ভবন পেরিয়ে আধঘণ্টা পর সুশোভিত একটা তোরণের কাছে এসে পৌঁছুল। নিকানর—সোনা আর রূপায় খচিত অপূর্ব সুন্দর তোরণ, কোর্ট অভ ইজরায়েল এবং কোর্ট অভ উওম্যানের মধ্যকার একমাত্র প্রবেশদ্বার। প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু তোরণটা, উপরে একটা বিশাল কক্ষ রয়েছে, নানা ধরনের শিল্পকর্ম আর বাদ্যযন্ত্রের গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ওটার ছাদে রয়েছে তিনটে ছুঁচালো স্তম্ভ—স্থাপত্য-সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য। ওগুলোরই একটাতে মিরিয়ামকে বেঁধে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

তোরণের গোড়ায় ওদের অপেক্ষায় ছিলেন বিচার-পরিষদের সদস্য সিমিয়োন। বন্দিনীসহ ক্যালেবকে হাজির হতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'মুখ খুলেছে ও? রোমান শয়তানটার খোঁজ দিয়েছে?'

'জী না, মহানুভব,' বলল ক্যালেব। 'কোনও রোমান সম্পর্কেই নাকি কিছু জানা নেই ওর।'

'তাই নাকি, মেয়ে?' বিষ-মেশানো দৃষ্টিতে বন্দিনীর দিকে তাকালেন সিমিয়োন।

'এক কথা ক'বার বলব?' মুখ ঝামটা দিল মিরিয়াম।

মুখটা কঠিন হয়ে উঠল সিমিয়োনের। কড়া গলায় বললেন, 'উপরে নিয়ে চলো ওকে।'

তোরণের গায়ে বসানো একটা কাঠের দরজা খুললেন যিলট বিচারক, ওপাশে একটা সিঁড়ি দেখা গেল, সেটা ধরে উঠতে শুরু করল সবাই। অনেকদূর যাবার পর আরেকটা দরজা পড়ল, ওটা খোলা হতেই নিজেকে তোরণের ছাদে আবিষ্কার করল মিরিয়াম। মাঝখানের স্তম্ভটার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে, ওখানে আগে থেকেই একটা ভারী শেকল এনে রাখা হয়েছে। সিমিয়োনের ইশারা পেয়ে সৈনিকেরা ওটা দিয়ে স্তম্ভের সঙ্গে পেঁচিয়ে বাঁধল

www.BanglaBook.org

মিরিয়ামকে, নড়াচড়া করবার আর উপায় রইল না ওর। সিমিয়োন তাঁর আলখাল্লার ভিতর থেকে শাস্তিনামা বের করে বন্দিনীর বুকে আটকে দিলেন।

'থাকো এখানে,' বললেন যিলট বিচারক, 'যতদিন না কঙ্কালে পরিণত হয়ে হাড্ডিগুড্ডি খসে পড়ে শেকলের ফাঁক দিয়ে। তোমার ভয়াল মৃত্যু রোমানদের মনে আতঙ্ক জাগাবে, আর আমাদের মনে জাগাবে আনন্দ। তুমি একটা বিশ্বাসঘাতিনী, অবিশ্বাসী... শয়তানের সন্তান! নরকে যাও তুমি, নিজের আসল ঠিকানায়...'

'শাপ-শাপান্ত না করলে হয় না, মহানুভব?' বেরসিকের মত বলে উঠল ক্যালেব। 'কাজটা ভাল নয়, কাউকে অভিশাপ দিলে সেটা নিজের গায়েই এসে পড়ে।'

ঝট্ করে ওর দিকে তাকালেন সিমিয়োন, রাগে চোখদুটো জ্বলছে। 'এত বড় স্পর্ধা তোমার, আমার সঙ্গে বেয়াদবি করছ!'

'বেয়াদবি কোথায়, আমি তো আপনার ভালর জন্য বললাম কথাটা,' সাধু সাজল ক্যালেব।

আরও খেপে গেলেন সিমিয়োন। 'কাজটা ভাল করছ না তুমি, ক্যালেব। এমনিতেই যথেষ্ট বিপদের মধ্যে আছ। ভেবেছ, তোমার সম্পর্কে কিছুই জানি না আমরা? বিদায় হও এখান থেকে, আবার যদি আসো, তা হলে আর ফিরে যাবার খায়েশ রেখো না।'

আর কথা বাড়াল না ক্যালেব, সিমিয়োনের ক্ষমতা কতটুকু—তা খুব ভাল করেই জানে। ন্যায়-নীতিহীন ইহুদি নেতা জনের ঘনিষ্ঠ সহচর এই যিলট বিচারক। করুণ চোখে শেষবারের মত মিরিয়ামের দিকে তাকাল ও, মাথা নিচু করে চলে গেল ছাদ থেকে। আরও কিছুক্ষণ মিরিয়ামকে অভিশাপ দিলেন সিমিয়োন, এরপর দলবল নিয়ে চলে গেলেন তিনিও।

গোধূলির আলোয় ছাদে একাকী পড়ে রইল মিরিয়াম—শেকলবন্দি পশুর মত। স্তম্ভ ঘিরে সামান্য ঘুরতে পারে ও, তা-ই

www.BanglaBook.org

করতে শুরু করল। একসময় ক্লান্তি বোধ করল শরীরে, বিরক্তিও ছেঁকে ধরেছে। থেমে বসে পড়ল ও। সামনেই কোর্ট অভ ইজরায়েলের বিশাল প্রাঙ্গণ দেখা যাচ্ছে, একদল যিলট এসে জমায়েত হয়েছে ওখানে—ওকে দেখবার আশায়। ও থামতেই হৈ-হল্লা শুরু করে দিল তারা, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে। কয়েকজন পাথরও ছুঁড়তে শুরু করল, একটা এসে পড়ল ওর কাঁধে, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল মিরিয়াম। তাড়াতাড়ি ঘুরে স্তম্ভের আড়ালে চলে এল। এবার কোর্ট অভ উওম্যান দেখতে পাচ্ছে ও, ওখানে দর্শকের ভিড় নেই। ইহুদিরা বহু আগেই পাততাড়ি গুটিয়েছে জায়গাটা থেকে, ওটা এখন রোমানদের দখলে। একটা ছোট ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে, তবে তাতে জনমনিষ্যির সাড়া নেই। রোমান সৈনিকেরা ব্যাটারিং র‍্যাম নিয়ে অন্যত্র প্রাচীর ভাঙার চেষ্টায় ব্যস্ত... থেকে থেকে কানে ভেসে আসছে গুম গুম আওয়াজ।

রাত নেমে এল খুব শীঘ্রি, তবে সেটা শান্তিময় রাত নয়। অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে উঠেছে টাইটাস, রাতেও আক্রমণ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। র‍্যামের দুপদুপানি চলছে তো চলছেই, মই ফেলে প্রাচীর টপকাবার প্রয়াসও চালিয়ে যাচ্ছে অকুতোভয় রোমানরা। তবে ওদের এই যুদ্ধকৌশলের ব্যাপারে আগেই আন্দাজ করতে পেরেছে ইহুদিরা, মশাল জ্বেলে পুরো সীমানাপ্রাচীর আলোকিত করে রেখেছে তারা, শত্রুপক্ষ মই বেয়ে উঠলেই হৈহৈ করে ছুটে যাচ্ছে সেদিকে... গরম পানি আর জ্বলন্ত তীর ছুঁড়ে ব্যর্থ করে দিচ্ছে হামলা। তোরণের ছাদে থাকায় সবই প্রত্যক্ষ করতে পারছে মিরিয়াম।

পর পর বেশ কয়েকটা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় খেপে গেল টাইটাস। পুরো মহামন্দির আর আশপাশের এলাকা অক্ষতভাবে দখল করবে ভেবে ধ্বংসাত্মক হামলা চালায়নি সে, কিন্তু আজ সিদ্ধান্তটা পাল্টে ফেলল। সবার আগে কারুকাজে ভরা

www.BanglaBook.org

নিকানরের তোরণ ধ্বংসের নির্দেশ দিল সে। চোখের পলকে কয়েকশ' রোমান ছুটে গেল হুকুম তামিল করতে, তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল বিশাল পাল্লাদুটোয়।

দেখতে দেখতে ছড়িয়ে গেল লেলিহান শিখা, পুড়িয়ে ফেলতে শুরু করল তোরণটাকে। ফটকের পাল্লাদুটো রূপায় মোড়া ছিল, সেগুলো গলে গিয়ে তরল ধাতুর মত গড়াতে শুরু করল মাটিতে। এখানেই শেষ নয়, আগুনটা একটু পরেই ছড়িয়ে গেল আশপাশের বাড়িঘরে, দাউ দাউ করে পোড়াতে শুরু করল সবকিছু। নেভানোর কোনও চেষ্টা করল না ইহুদিরা, জীবন বাঁচানোর জন্য মহামন্দিরের এলাকার যতটা ভিতরে পারা যায়, চলে গেল ওরা, এক সময় প্রাচীরের উপরে দাঁড়ানো সৈনিকেরাও লড়াইয়ে ক্ষান্ত দিল।

সারারাত পুড়ল নিকানরের তোরণ আর আশপাশটা, মিরিয়াম অবশ্য অক্ষতই রইল, কংক্রিটের তৈরি ছাদের উপর থাকায় আগুন স্পর্শ করেনি ওকে। ভোরের দিকে আগুনের তেজ কিছুটা স্তিমিত হয়ে এলে রোমান-বাহিনীকে অগ্রসর হতে দেখা গেল। পোড়া ফটক ভেঙেচুরে কোর্ট অভ ইজরায়েলে ঢুকে পড়ল তারা। শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তল্লাশি চালাতে শুরু করল আঙিনার চারপাশে। ছাদে এল না কেউ—জায়গাটা ইহুদি তীরন্দাজদের জন্য সহজ নিশানা, নিচু প্যারাপেটের কারণে ওখানে আড়াল পাবার উপায় নেই।

হঠাৎ ঘোড়া হাঁকিয়ে একজন মানুষকে আঙিনায় ঢুকতে দেখল মিরিয়াম—তার গায়ে বহুমূল্য পোশাক, সঙ্গে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী আছে। বোঝা গেল, রোমান সেনাপতি টাইটাসের আগমন ঘটেছে কোর্ট অভ ইজরায়েলে। কয়েকজন অফিসার এগিয়ে গেল তাকে অভ্যর্থনা জানাতে, কুশল বিনিময় শেষ হতেই তারা আঙুল তুলে তোরণের ছাদ দেখাতে শুরু করল। মিরিয়ামকে দেখতে পেয়েছে ওরা, ধ্বংস-হওয়া তোরণের উপর

www.BanglaBook.org

শেকলবন্দি এক নারী কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে তাদের মধ্যে। একজন তীরন্দাজ এগিয়ে এসে নিশানা করল ওর দিকে, কিন্তু মাথা নেড়ে টাইটাস তাকে নিষেধ করল—অবলা-অসহায়-বন্দি একজন নারীর রক্তে হাত রাঙাবার ইচ্ছে নেই তার।

ধীরে ধীরে বেলা বাড়ল, গ্রীষ্মের খরতাপে দগ্ধ হতে শুরু করল গোটা জেরুসালেম। রোমান সৈনিকদের ছায়া খুঁজে নিতে দেখল মিরিয়াম, কিন্তু ওর সে-উপায় নেই। বিকেল গড়ালে স্তম্ভের সরু ছায়ায় আশ্রয় নিল ও, তবে ততক্ষণে সারা শরীর রোদে পুড়ে লাল হয়ে গেছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে ওর, জিভটা হয়ে গেছে শিরিষ কাগজের মত খসখসে। সন্ধ্যা পর্যন্ত দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে কষ্টটা সহ্য করল ও, তারপর এল হিমশীতল রাত।

কী কারণে কে জানে, কোর্ট অভ ইজরায়েল পেরিয়ে ভিতরদিকে ঢোকার চেষ্টা করেনি রোমান-বাহিনী। সারাটা দিন কাটিয়ে দিয়েছে অলসভাবে—হয়তো শক্তি সঞ্চয় করছে, অনুমান করল মিরিয়াম। ওরা শুধু কয়েকটা ক্যাটাপুল্ট এনেছে আঙিনায়, ওগুলোর সাহায্যে একের পর এক ভারী পাথর ছুঁড়েছে মহামন্দিরের দিকে। রাত নামলে সে-আক্রমণেও বিরতি দেয়া হলো, ফলে গোটা জেরুসালেমে নেমে এল মৃত্যুর নীরবতা। হঠাৎ সেই নীরবতা খান খান করে দিল পাগলাটে সেই মানুষটার অভিশাপবাণী—*ধিক্ জেরুসালেম, ধিক্! মহামন্দিরকে ধিক্!*

দূর থেকে শোনা গেল সেই কণ্ঠ, প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। চারপাশে চোখ বোলাল মিরিয়াম, পুরো জেহোসাফ্যাটের উপত্যকা ভরে গেছে রোমানদের খাটানো সাদা রঙের তাঁবুতে, কিন্তু কোথাও কোনও প্রাণের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ঘুমুচ্ছে সবাই, নিজেদের সঁপে দিয়েছে সাময়িক মৃত্যুর কোলে, যাতে আগামীকাল নতুন উদ্যমে যুদ্ধ করতে পারে।

ক্লান্ত মিরিয়াম নিজেও একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু

www.BanglaBook.org

ক্ষুৎপিপাসার যাতনা, সেই সঙ্গে একের পর এক দুঃস্বপ্ন ঘুমটাকে শান্তিময় হতে দিল না। শেষ রাতে পুরোপুরি সজাগ হয়ে গেল মিরিয়াম, চোখ মেলে তাকাল নীচের দিকে। দূর থেকে ভেসে আসছে ক্ষুধার্ত জেরুসালেমবাসীর আহাজারি, তবে ওরা জানে না—দিনের আলো ফুটলেই সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটতে যাচ্ছে। রোমান-বাহিনীর হাতে জীবন দিয়ে মুক্তি পাবে ওরা।

আঠারো

জেরুসালেমের মরণ প্রহর

সকাল হলো। তবে সূর্যের দেখা পাওয়া গেল না। সাগর থেকে উঠে আসা ধূসর কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল চারদিক। গুমোট... আর্দ্র একটা পরিবেশ সৃষ্টি হলো এর ফলে। মিরিয়াম অবশ্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল সূর্য না ওঠায়। খাবার আর পানির অভাবে খুব দুর্বল হয়ে গেছে ও, আরেকটা দিন কড়া সূর্যের উত্তাপ সহ্য করবার মত অবস্থায় নেই।

ক্যালেবও সুযোগ নিল কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশটার। রোমানদের চোখ ফাঁকি দিয়ে নিকানরের তোরণের কাছে পৌঁছুল ও, হাতে একটা থলে—তাতে মিরিয়ামের জন্য রুটি আর পানি নিয়েছে। ছাদে ঢোকার দরজাটা তালামারা বলে বান্ধবীর কাছে যেতে পারল না ও, তার বদলে নীচ থেকে দক্ষ হাতে ছুঁড়ে দিল থলেটা, ওটা গিয়ে পড়ল মিরিয়ামের পায়ের কাছে।

হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসল মিরিয়াম, দাঁত দিয়ে কামড়ে খুলে

www.BanglaBook.org

ফেলল থলের মুখটা—খাবার দেখে ম্লানভাবে হাসল। কীর্তিটা কার, বুঝতে পারছে। ক্যালেবকে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাল ও, তারপর কামড়ে কামড়ে রুটিটা খেল চতুষ্পদ প্রাণীর মত। হাত বাঁধা বলে পানি খেতে পারল না, তার বদলে স্তম্ভের গা বেয়ে নেমে আসা শিশির চাটল। তাতে তৃষ্ণা মিটল না, বরং শুকনো রুটি খাওয়ায় কষ্টটা বেড়ে গেল বহুগুণ।

সারাটা দিন খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলল। কুয়াশার আড়াল পেয়ে ইহুদিরা সক্রিয় হয়ে উঠল, কোর্ট অভ ইজরায়েলের আশপাশে সন্তর্পণে জমায়েত হলো প্রায় চার হাজার সৈনিক, ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর উপর। ওরা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠায় রোমান-বাহিনী হামলা চালাবার সুযোগই পেল না, বরং আত্মরক্ষা নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হলো তাদের। দলে দলে দু-বাহিনীর লোক মরল, পবিত্র প্রাঙ্গণ রঞ্জিত হয়ে গেল তাজা রক্তে, কিন্তু লড়াইয়ের কোনও ফয়সালা হলো না।

দুপুরের দিকে দুজন রোমান সৈনিকের ডাক শুনতে পেল মিরিয়াম, ওর পরিচয় আর দুর্দশার কারণ জানতে চাইছে। জবাবে ও জানাল, একজন রোমানকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোয় এই শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে ওকে। ঘটনাটার বিস্তারিত বিবরণ শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করল দুই সৈনিক, কিন্তু আলাপটা গড়াল না বেশিদূর—ইহুদিরা নতুন করে হামলা চালিয়েছে।

আবারও আক্রমণ ঠেকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রোমানরা, প্রায় এক ঘণ্টার মরণপণ যুদ্ধের পর খেদিয়ে ছাড়ল ইহুদিদেরকে। এক পলকের জন্য ক্যালেবের চেহারা দেখল মিরিয়াম, শরীর রক্তাক্ত... জীবন বাজি রেখে লড়াই করছে। বহুদিনের জন্য ওটাই ওর ক্যালেবকে শেষ দেখা।

সন্ধ্যার দিকে একজন দূত পাঠাল টাইটাস—ইহুদিদের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিয়ে। লোকটা জানাল, সেনাপতি মহামন্দির ধ্বংস করতে চান না, ইহুদিরা হার মেনে নিলে পবিত্র

www.BanglaBook.org

তীর্থপীঠকে রেহাই দিতে রাজি আছেন। জবাবে হুঙ্কার ছাড়ল ইহুদি নেতারা, ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়তে শুরু করল রোমান শিবিরের দিকে, কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এল ওদের দূত।

প্রত্যাখ্যানটার নির্মম জবাব দিতে দেরি করল না টাইটাস, রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল বিক্রমে হামলা চালাল মহামন্দিরের উপর। এবার আর রক্ষণাত্মক কৌশল অবলম্বন করছে না সে, অবাধ্য ইহুদিদেরকে মেরে-ধরে তাড়াবার ইচ্ছে নেই, কোনও কিছু বাঁচাতেও চায় না; ধ্বংস আর মৃত্যুর খেলায় মেতে উঠল রোমানরা। লড়াই করল না অকুতোভয় ইহুদি যোদ্ধারা, বুঝতে পেরেছে, তাদের সময় শেষ। জিহোভা তাঁর অনুগত অনুসারীদের ত্যাগ করেছেন।

পালাবার চেষ্টা করল ইহুদিরা—কেউ পারল, কেউ পারল না। কাউকে কোনও দয়া দেখাল না টাইটাসের বাহিনী, সামনে যাকেই পেল, তাকেই খুন করল। বেশ কিছু লোক মন্দিরে আশ্রয় নিল, কিন্তু তাতে লাভ হলো না। ওদের পিছু পিছু দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ল একদল রোমান সৈনিক, কচুকাটা করতে থাকল আশ্রিতদের। মশাল হাতে আরও কিছু সৈনিক ঢুকল প্রথম দলটার পিছু পিছু, তাদের উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে হঠাৎ একটা খোলা জানালা দিয়ে মন্দিরের ভিতরে আগুন জ্বলে উঠতে দেখল মিরিয়াম। ওটা শুরু, এরপর গোটা ইমারতের সবখান থেকে ধোঁয়া বেরুতে শুরু করল, লেলিহান শিখা গ্রাস করতে শুরু করেছে ইহুদিদের পবিত্র উপাসনালয়ের অভ্যন্তর। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ওটা।

নিকানরের তোরণ দিয়ে একটু পরেই সেঞ্চুরিয়ন-বাহিনী নিয়ে ঢুকল টাইটাস, মহামন্দিরের দশা দেখে মুখের ভাষা হারাল। সৈনিকেরা উন্মাদ হয়ে গেছে, নিতান্ত বাধ্য না হলে মন্দিরটা ধ্বংস না করবার নির্দেশ দিয়েছিল সে।

www.BanglaBook.org

'হারামজাদারা করছে কী!' চেঁচিয়ে উঠল টাইটাস। 'থামতে বলো ওদের!'

তবে ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে জিহোভার ঘর। সেনাপতির নির্দেশ পেয়ে সেঞ্চুরিয়নরা ছুটল আগুন নেভাতে, তবে প্রকৃতির সবচেয়ে বিধ্বংসী শক্তির বিরুদ্ধে পেরে উঠল না তারা, পারবার কথাও নয়। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকল পবিত্র উপাসনালয়, ভিতরের অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে। মূল্যবান জিনিসপত্র যতটুকু পারা যায়, বের করে আনতে শুরু করল রোমানরা—বিশাল এক বিজয়ের পরও খালি হাতে ফিরতে রাজি নয় তারা।

এভাবেই... মাউন্ট মোরিয়ার চূড়ায় এক হাজার একশো ত্রিশ বছর ধরে সদর্পে টিকে থাকা ইহুদি-ধর্মের সূতিকাগার পুড়ে ছাই হয়ে গেল। মহামন্দিরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বলির শিকার হলো মন্দিরটাই। চরম অসম্মানের সঙ্গে ঘটল সেটা। মরণোন্মুখ ভবনটাকে অসভ্যের মত লুঠ করল সৈনিকেরা, ওটার ভিতরে আটকা পড়া ইহুদিদের টুকরো-টুকরো করল, আগুনে ছুঁড়ে দিল। খুন হতে থাকা মানুষদের আর্তনাদ, রোমানদের বিজয়-আস্ফালন আর বিশাল অগ্নিকাণ্ডের গর্জনে ভরে গেল গোটা জেরুসালেমের আকাশ-বাতাস, নরকের একটা ছোট্ট টুকরোয় পরিণত হলো জায়গাটা। এমন ধ্বংস দৃশ্য মানব-ইতিহাসে কেউ কখনও দেখেছে কি না সন্দেহ!

মিরিয়াম দেখল। নিকানরের তোরণের উপর থেকে অবিশ্বাসের চোখে মৃত্যু আর ধ্বংসের এই ভয়াবহ প্রতিচ্ছবি দেখতে হলো ওকে। উড়ে আসা ছাইয়ে চোখ লাল হয়ে গেল, অগ্নিকাণ্ডের উত্তাপে শরীর প্রায় ঝলসে গেল, তারপরও সব দেখল ও। ওর চোখের সামনে ধূলিসাৎ হয়ে গেল জেরুসালেমের শেষ অংশটা... মানুষ আর জড়বস্তু—সবকিছু সহ। অল্প কিছু ইহুদিকে শুধু পালাতে দেখল ও—মন্দিরের পিছনের একটা

www.BanglaBook.org

পরিখা পেরিয়ে চলে গেছে তারা, যাবার পথে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে সেতুটা... যাতে শত্রুরা পিছু নিতে না পারে। রোমানরা অবশ্য তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাল না। আসল কাজ হয়ে গেছে তাদের, মহামন্দির পুরোপুরি আগুনে ঢাকা পড়ে যেতেই পিছিয়ে এল তারা, আগুনের আঁচ থেকে দূরে... নিকানরের তোরণ পেরিয়ে কোর্ট অভ উওম্যানে চলে গেল গোটা রোমান বাহিনী। মিরিয়ামও অবসন্ন দেহে নেতিয়ে পড়ে থাকল স্তম্ভের আড়ালে।

সারারাত পুড়ল মহামন্দির, দিনের আলো যখন ফুটল, তখন ওটা স্রেফ এক তাল অঙ্গার। আজও ঠিকমত মুখ দেখাতে পারল না সূর্য—ধ্বংসস্তূপের কালো ধোঁয়া ছেয়ে রাখল আকাশকে। বেলা একটু বাড়তেই নীচে হৈচৈ শুনে মাথা তুলল মিরিয়াম। দেখল, রোমানরা ফিরে এসেছে কোর্ট অভ ইজরায়েলে, ওখানে পড়ে থাকা লাশের স্তূপ সরাতে শুরু করেছে। হঠাৎ আশপাশের পোড়া-আধপোড়া বাড়িঘরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বেঁচে যাওয়া ইহুদিদের একটা ছোট্ট মিছিল। পরিবার-পরিজন, সেই সঙ্গে পবিত্র তীর্থপীঠ হারিয়ে অর্ধোন্মাদ হয়ে গেছে তারা, নিজের জীবনের আর পরোয়া করছে না। কাছাকাছি এসে স্লোগান দিতে শুরু করল, 'টাইটাস নিপাত যাক! রোম নিপাত যাক!'

বিরক্ত চোখে মিছিলটার দিকে তাকাল রোমানরা। খুনোখুনি করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছে তারা, আবার এদের খুন করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। অফিসার গোছের একজন চেঁচিয়ে দূর হতে বলল মিছিলটাকে।

'যাব না আমরা!' পাল্টা চিৎকার করে জানাল মিছিলের নেতা। বিস্মিত চোখে মিরিয়াম লক্ষ করল, লোকটা বেনোনি—ওর নানা! 'এখানে দাঁড়িয়ে আমৃত্যু অভিশাপ দিয়ে যাব তোমাদের!'

'তা হলে তো মৃত্যুটা তাড়াতাড়িই ঘটাতে হয়,' বলল

www.BanglaBook.org

অফিসার। পিছন ফিরে ইশারা দিল সে, সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল কয়েকজন তীরন্দাজ, ধনুকে তীর বসিয়ে হামলা চালাল নিরস্ত্র মিছিলের উপর।

দেখতে দেখতে খুন হয়ে গেল মিছিলের সদস্যরা, বুকে-পেটে-গলায় তীরবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। একা দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু বেনোনি, তাঁকে সবার শেষে মারবে বলে ঠিক করেছে তীরন্দাজরা।

'থামো!' হঠাৎ হাত তুলল অফিসার। 'মেরো না ওকে। লোকটা সাহসী, তা ছাড়া পোশাক দেখে বোঝা যাচ্ছে—বিচার পরিষদের উঁচু পদের সদস্য ছিল ও। ধরে আনো ওকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল কয়েকজন সৈনিক। কিন্তু ধরা দিতে রাজি নন বেনোনি, উল্টো ঘুরে ছুটতে শুরু করলেন তিনি। তাঁকে ধাওয়া করল সৈনিকেরা, নিয়ে গেল মহামন্দিরের ধ্বংসস্তূপ পর্যন্ত।

থমকে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ ব্যবসায়ী, আর যাবার পথ নেই। সামনে জ্বলন্ত অঙ্গার, বাকি তিনদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলেছে রোমান সৈন্যরা, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

'আত্মসমর্পণ করো, বোকা বুড়ো!' চেঁচাল এক সৈনিক। 'টাইটাস তোমার জীবন বখশ্ দেবেন!'

'কেন? যাতে ইজরায়েলের একজন সম্মানিত ইহুদি নেতাকে রোমের রাস্তায় রাস্তায় শেকল পরিয়ে ঘোরানো যায়? যাতে তাকে উপহাসের পাত্রে পরিণত করা যায়?' সরোষে মাথা নাড়লেন বেনোনি। 'না, তা আমি হতে দেব না। এরচেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল। তবে যাবার আগে আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছি—যেভাবে তোমরা আমাদের এই পবিত্র শহরকে ধ্বংস করেছ, যেভাবে আমাদের মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছ... সেই একই পরিণতি যেন তোমাদেরও হয়! তোমাদের শহর যেন ওভাবেই ধ্বংস হয়ে যায়, তোমরা যেন আমাদের চেয়েও ভয়ঙ্কর

www.BanglaBook.org

মৃত্যুতে পতিত হও...'

'এই বুড়োর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ধরো ওকে!'

হল্লা করে ছুটে এল সৈন্যরা, তাদের দিকে তাকিয়ে তিক্ত একটা হাসি হাসলেন বেনোনি, তারপর উল্টো ঘুরে ঝাঁপ দিলেন অঙ্গারের মধ্যে। চোখের পলকে তাঁর শরীরে আগুন ধরে গেল, গনগনে কয়লার মধ্যে আর্তচিৎকার করতে করতে লাফাতে থাকল দেহটা।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আপন মাতামহের করুণ পরিণতি দেখতে পেল মিরিয়াম, চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো ওর, কিন্তু পারল না। বীভৎস দৃশ্যটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গেল ও।

ছাদের দরজায় ধুমধাম শব্দ শুনে জ্ঞান ফিরে এল মিরিয়ামের। চোখ পিটপিট করল ও, কেমন যেন আচ্ছন্ন বোধ করছে, শরীরে কোনও অনুভূতি নেই। ঘোর লাগা চোখে দরজাটা খুলে যেতে দেখল ও, সেখান দিয়ে বেরিয়ে এল কয়েকজন রোমান সৈনিক—একজন বন্দিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসছে। মানুষটাকে চিনতে অসুবিধে হলো না—সিমিয়োন... কট্টর সেই যিলট বিচারক, যিনি মিরিয়ামকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। জীবিত ধরা পড়েছেন ভদ্রলোক, অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়েছে—সাদা আলখাল্লা বিবর্ণ হয়ে গেছে শুকিয়ে আসা রক্তে। মুখটাও কালসিটে পড়া।

সৈনিকদের পিছু পিছু একজন অফিসার বেরিয়ে এসেছে ছাদে। কড়া গলায় বলল, 'ধরে রাখো ওকে! নীচ থেকে সবাই দেখুক, জ্যান্ত ইহুদি দেখতে কেমন হয়।'

নিজেকে ছাড়াবার জন্য একটু যুদ্ধ করলেন সিমিয়োন, কিন্তু লাভ হলো না। মার খেয়ে দুর্বল হয়ে গেছেন, শরীরে একদমই শক্তি নেই। তাঁর নড়াচড়া দেখে হেসে উঠল সৈনিকেরা, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল মাটিতে। মুখ থুবড়ে শক্ত কংক্রিটের উপর

www.BanglaBook.org

পড়লেন সিমিয়োন, ককিয়ে উঠলেন ব্যথায়।

'ওকে কী করব?' মিরিয়ামকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল এক সৈনিক।

মাথা ঘুরিয়ে তাকাল অফিসার। 'ওফফো, মেয়েটার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। টাইটাস খুব কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন ওর ব্যাপারে, সময়-সুযোগমত নীচে নিয়ে যেতে বলেছেন। দেখো তো, মরে-টরে গেছে কি না?'

দুজন সৈনিক এগিয়ে আসতেই মুখ তুলল মিরিয়াম, ওর চেহারা দেখে চমকে উঠল অফিসার। 'ব্যাকাসের দোহাই! এই মুখ তো আমি চিনি!'

সৈনিকেরা দুপাশ থেকে ধরে দাঁড় করাল মিরিয়ামকে, ওর বুকে সেঁটে রাখা শাস্তিনামাটা এবার চোখে পড়ল অফিসারের। এগিয়ে এসে কাগজটা খুলে নিল সে, তারপর শিরোনামটা পড়ল, 'নাজারেন ও বিশ্বাসঘাতিনী মিরিয়ামের শাস্তিনামা—ওর বন্ধু রোমানদের দ্বারা প্রত্যক্ষ হবার জন্য।'

কাগজটা নামিয়ে বন্দিনীর মুখের দিকে তাকাল অফিসার, বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'লেডি মিরিয়াম!'

এবার মিরিয়ামও চিনতে পারল অফিসারকে। এ সেই যোদ্ধা, যে মারকাসের চিঠি আর উপহার নিয়ে এসেছিল ওর কাছে—ক্যাপ্টেন গ্যালাস। রক্তশূন্য মুখে একটু হাসি ফোটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল ও, দুর্বল কণ্ঠে বলল, 'কেমন আছেন, গ্যালাস?'

'রাখুন আমার কথা! এ কী অবস্থা আপনার!'

জবাব না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল মিরিয়াম।

'মেয়েটার গলায় দামি একটা মুক্তোর মালা আছে, হুজুর,' বলে উঠল এক সৈনিক। 'খুলে নেব ওটা?'

'না,' মাথা নাড়ল গ্যালাস। 'এই মেয়ে বা ওর মুক্তো... কোনোটাই আমাদের সম্পত্তি নয়। মুক্ত করো ওকে।'

হাতুড়ি আর ছেনি নিয়ে আসা হলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শেকল কেটে মুক্ত করা হলো মিরিয়ামকে।

'দাঁড়াতে পারবেন, লেডি?' নরম গলায় জানতে চাইল গ্যালাস।

মাথা নাড়ল মিরিয়াম।

'তা হলে আমিই আপনাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি,' বলে ঝুঁকল ক্যাপ্টেন। 'লজ্জা পাবেন না, লজ্জার কিছু নেই।'

পাঁজাকোলা করে হালকা একটা পুতুলের মত মিরিয়ামকে তুলে নিল গ্যালাস, সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল নীচে। ইশারা পেয়ে সিমিয়োনকেও টানতে টানতে নীচে নিয়ে চলল সৈন্যরা। একটু পরেই কোর্ট অভ ইজরায়েলে পৌঁছুল ওরা, ইতোমধ্যে তাঁবু ফেলা হয়েছে ওখানে, রোমান-বাহিনীর সদস্যরা জটলা করে যুদ্ধজয়ের সম্পদ ভাগাভাগিতে ব্যস্ত। রুগ্ন একটা মেয়েকে কোলে নিয়ে গ্যালাসকে উদয় হতে দেখে হাসি-ঠাট্টা শুরু হলো। একজন গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কার বাচ্চা উঠিয়ে নিয়ে এলেন, গুরু?' হাসির রোল উঠল ভিড়ের মধ্যে।

কাউকে পাত্তা দিল না গ্যালাস, দৃপ্ত পায়ে সাধারণ সৈন্যশিবির অতিক্রম করে চলে গেল প্রাঙ্গণের আরেক প্রান্তে—ওখানে একটা বিশাল ছাউনি ফেলা হয়েছে। তলায় একটা সিংহাসনে বসে মহামন্দির থেকে উদ্ধার করে আনা ধনসম্পদ পরীক্ষা করছে টাইটাস। মিরিয়ামকে নিয়ে সোজা তার সামনে গিয়ে হাজির হলো গ্যালাস।

'এ আবার কাকে নিয়ে এলে, গ্যালাস?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল টাইটাস।

'তোরণের উপরের মেয়েটা, মহানুভব,' গ্যালাস জবাব দিল। 'আপনি দেখতে চেয়েছিলেন।'

'বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ, তবে অবস্থা খুব খারাপ। ক্ষুধা-তৃষ্ণা আর রোদের অত্যাচারে যায়-যায় অবস্থা।'

www.BanglaBook.org

'ওখানে গেল কী করে ও?'

'এটা পড়লে বুঝতে পারবেন।' শাস্তিনামাটা এগিয়ে দিল গ্যালাস।

শিরোনামটা পড়ে কাঁধ ঝাঁকাল টাইটাস। 'নাজারেন... হুম, শয়তানের জাত! অন্তত স্বর্গীয় সিজার নিরো তা-ই ভাবতেন। কিন্তু এসব কী লিখেছে, আমরা আবার ওর বন্ধু হই কীভাবে?' চোখ তুলে তাকাল সে। 'অ্যাই মেয়ে, কথা বলতে পারবে? কে তোমাকে এই শাস্তি দিয়েছে?'

মুখ খুলল না মিরিয়াম, শীর্ণ হাত তুলে শুধু পিছনে দাঁড়ানো সিমিয়োনকে দেখিয়ে দিল।

'তাই নাকি?' সকৌতুকে বলল টাইটাস। 'অ্যাই বুড়ো, সত্যি তুমি একে শাস্তি দিয়েছ? কিছু লুকোবার চেষ্টা কোরো না, আমি কিন্তু পেট থেকে কথা বের করতে জানি।'

'আমি একা কিছু করিনি,' বললেন সিমিয়োন। 'ওকে শাস্তি দিয়েছে বিচার-পরিষদ, তাতে ওর আপন নানাও ছিল!'

'কী অপরাধে?'

'রোমান একজন বন্দিকে পালাতে সাহায্য করেছে এই মেয়ে,' থমথমে গলায় বললেন সিমিয়োন। 'এর জন্য নরকে পুড়তে হবে ওকে।'

'কে সেই বন্দি? নাম কী তার?'

'আ... আমার মনে নেই।'

'হুম, তাতে অবশ্য কিছু যায়-আসে না।' সিংহাসনে হেলান দিল টাইটাস। 'আর কারও সাক্ষ্যের দরকার নেই আমার। তবে বুড়ো, পোশাক-আশাক দেখে মনে হচ্ছে তুমি নিজেও বিচার-পরিষদের একজন সদস্য ছিলে।'

'হ্যাঁ, আমার নাম সিমিয়োন। হয়তো শুনেছেন নামটা।'

'শুনিনি, তবে দেখতে পাচ্ছি। শাস্তিনামার প্রথম সই-টাই তো তোমার!' মুখটা কঠিন হয়ে উঠল টাইটাসের। 'শোনো

www.BanglaBook.org

সিমিয়োন, বিরাট অপরাধ করেছ তুমি। অবলা একটা মেয়েকে ধুঁকে ধুঁকে মরতে পাঠিয়েছ... তাও কিনা রোমান একজন যোদ্ধাকে সাহায্য করেছে বলে! আমার তো মনে হয়, ওর শাস্তিটা এবার তুমিই ভোগ করলে সেটা ন্যায়বিচার হবে। কী বলো?'

আতঙ্কে চোখদুটো বড় বড় হয়ে গেল সিমিয়োনের, প্রতিবাদের চেষ্টা করলেন, কিন্তু মুখ দিয়ে শব্দ বেরুল না।

'নিয়ে যাও ওকে,' আদেশ দিল টাইটাস। 'তোরণের উপর নিয়ে ঠিক এই মেয়েটার মত বেঁধে রাখো। বুঝুক, অন্যকে দেয়া শাস্তি নিজে ভোগ করলে কেমন লাগে।'

'দয়া করুন... দয়া করুন আমাকে!' অনুনয় করলেন সিমিয়োন।

'দয়া চাইছ কেন?' বিদ্রূপের সুরে বলল টাইটাস। 'তোমাদের মহামন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে, এখন তো তোমার বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হবার কথা নয়।'

'মেরেই ফেলুন। কিন্তু এখুনি... এই মুহূর্তে!'

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী?' সৈনিকদের ধমক দিল গ্যালাস। 'কথা কানে যায়নি? নিয়ে যাও একে!'

টেনে-হিঁচড়ে সিমিয়োনকে ছাউনি থেকে বের করে নিয়ে গেল সৈনিকেরা। গ্যালাসের দিকে তাকাল টাইটাস।

'এই মেয়েকে নিয়ে কী করা যায়? ও একটা নাজারেন—সবাই মন্দ কথা বলে ওদের সম্পর্কে। মানুষকে নাকি চোদ্দপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে নতুন একটা ধর্মে দীক্ষা দিয়ে বেড়ায়। ইহুদিদের চোখে ও একটা বিশ্বাসঘাতিনী... যদিও এ-মুহূর্তে সেজন্যে আমার কোনও অভিযোগ নেই। তবে সেজন্যে ছেড়েও তো দেয়া যায় না, একটা বাজে উদাহরণ তৈরি হবে তা হলে। লোকে আমাকে গালমন্দ করবে।'

'তা হলে কী করতে চান, মহানুভব?' জিজ্ঞেস করল

www.BanglaBook.org

গ্যালাস।

'হুম, এক কাজ করো—আপাতত যুদ্ধজয়ের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করো ওকে... আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ওর সেবাযত্ন করো, সুস্থ হয় কি না দেখো। দেখতে-শুনতে মন্দ নয় ও, সুস্থ হলে রোমে পাঠিয়ে দেয়া যাবে, দাসী হিসেবে ভাল দামে বিক্রি করা যাবে। টাকাটা আমরা যুদ্ধাহত সৈন্যদের জন্য খরচ করব।'

'বুড়ো এক মহিলা আমার তাঁবুর দেখাশোনা করে, মহানুভব,' বলল গ্যালাস। 'মেয়েটার সেবা-শুশ্রূষা করতে পারবে সে। নিয়ে যাব?'

'নিয়ে যাও,' সম্মতি দিল টাইটাস। 'তবে দেখো, ওর যেন কোনও ক্ষতি না হয়। এই মেয়ে আজ থেকে আমার সম্পত্তি।'

'হবে না, মহানুভব,' কথা দিল গ্যালাস। 'ওকে আমি নিজের সন্তানের মত দেখেশুনে রাখব।'

'খুব ভাল, গ্যালাস। মেয়েটা তা হলে তোমার কাছে গচ্ছিত থাকল। রোমে ফিরবার পর... যদি কখনও ফিরতে পারি আর কী... তুমি ওকে আমার কাছে ফেরত দেবে, ঠিক আছে? এখন তুমি যেতে পারো, এই মেয়ের ভবিষ্যতের চেয়েও অনেক জরুরি কাজ পড়ে রয়েছে আমার।'

কুর্নিশ করে বিদায় নিল গ্যালাস।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উনিশ

মুক্তা-কুমারী

জেরুসালেমের মহামন্দির ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে রোমান-ইহুদি যুদ্ধের অবসান ঘটবে বলে যাঁরা ধারণা করেছিলেন, তাঁদের সবাইকে ভুল প্রমাণিত করে আরও বহুদিন অব্যাহত রইল লড়াই। পলাতক ইহুদিরা সংঘবদ্ধ হয়ে একের পর এক হামলা চালিয়ে গেল টাইটাসের বাহিনীর উপর, জেরুসালেমের একটা অংশ পুনরুদ্ধার করে সেখানে শক্ত প্রতিরোধও গড়ে তুলল। এদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযান চালাল টাইটাস, কিন্তু সুবিধে করতে পারল না। দীর্ঘদিন লড়াই করায় রোমানদের যুদ্ধকৌশল বুঝে ফেলেছে ইহুদিরা, সেই অনুযায়ী ছক সাজাচ্ছে, তা ছাড়া তাদের উদ্ভাবনী শক্তিও চমৎকার। অপ্রত্যাশিত চমক দেখিয়ে বার বার রোমানদের নাস্তানাবুদ করে চলেছে তারা।

এ-ধরনেরই একটা অভিযানে ক্যাপ্টেন গ্যালাসের পায়ে বর্শাবিদ্ধ হলো, সাময়িকভাবে পঙ্গু হয়ে গেল সে, সুস্থ হতে অনেক সময় লাগবে। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা আর সম্ভব নয় তার পক্ষে, তাই টাইটাস তাকে অন্যান্য যুদ্ধাহতদের সঙ্গে রোমে ফিরে যেতে নির্দেশ দিল, পাশাপাশি দিল একটা গুরুদায়িত্ব—মহামন্দির থেকে উদ্ধারকৃত মহামূল্যবান ধনসম্পদ নিয়ে যেতে হবে সঙ্গে... সিজারের সংগ্রহশালায় জমা দেবার জন্য।

ইতোমধ্যে মিরিয়ামও অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। প্রথম

www.BanglaBook.org

কিছুদিন অবস্থা খুব খারাপ ছিল ওর, যমে-মানুষে টানাটানি চলেছে। কিন্তু গ্যালাসের দাসী সেই বৃদ্ধা মহিলার অবিরাম সেবাযত্নের সামনে হার মানল মৃত্যুর প্রতিনিধিরা, ধীরে ধীরে শরীরে শক্তি ফিরে পেল মিরিয়াম, হাঁটতে-চলতে শুরু করল। তবে মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছে ও—নিশ্চিত মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যাওয়ায়... সেই সঙ্গে প্রিয় মাতামহের করুণ পরিণতির দৃশ্য ওকে এমনভাবে নাড়া দিয়ে গেছে যে, স্বাভাবিক চিন্তাবোধ আর স্মরণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে বেচারি। সুস্থ হবার পরও প্রায়ই প্রলাপ বকতে থাকে। মারকাসের খবর নিতে পারেনি এ-কারণে, অবশ্য খবর নিলেও কিছু জানতে পারত না, কারণ... পাঠকদের জানিয়ে রাখছি... সে-রাতে মিরিয়াম আর নেহুশতার হাতে উদ্ধার পাবার পর মারকাস আর রোমান শিবিরে ফিরে আসেনি। ওর ভাগ্যে কী ঘটেছে না-ঘটেছে, সেটা আপনারা যথাসময়ে জানতে পারবেন।

যা হোক, টাইটাসের নির্দেশ পাবার কয়েকদিন পরই রোমের পথে রওনা হলো ক্যাপ্টেন গ্যালাস—সঙ্গে রইল বেশ কিছু যুদ্ধাহত সৈন্য আর উদ্ধারকৃত ধনসম্পদের বস্তা। ওদের নিরাপত্তার জন্য একদল এসকর্টও থাকল। স্থলপথে প্রথমে ওরা গেল টায়ারে, ওখান থেকে জাহাজে চড়ে রোমে যাবে। বন্দরে পৌঁছে দেখা গেল, জাহাজ তৈরি নেই, ঝড়ে পড়ে বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ওটার, মেরামতে দুদিন সময় লাগবে। এ-সময়টা টায়ারেই কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল গ্যালাস। ঘটনাক্রমে ক্যাম্প করা হলো বেনোনির বাড়ির পরিত্যক্ত বাগানে। সন্ধ্যাবেলা ওখানে পৌঁছুল ওরা, বাগানের একপ্রান্তে দুটো তাঁবু খাটানো হলো—একটায় গ্যালাস, অন্যটায় মিরিয়াম আর গ্যালাসের বৃদ্ধা দাসী। বাকি সৈন্যরা থাকল সাগরপারে।

পথশ্রমের ক্লান্তিতে রাতে মড়ার মত ঘুমাল সবাই। ভোরে, পাথরের ফাঁকে সাগরের ক্রুদ্ধ ঢেউয়ের আছড়ানির শব্দে ঘুম

www.BanglaBook.org

ভেঙে গেল মিরিয়ামের, তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল ও। পুরো শিবির তখনও ঘুমিয়ে... শান্তির ঘুম, কারণ এখানে শত্রুর ভয় নেই, পরিবেশটাও অত্যন্ত সুন্দর, আবহাওয়া আরামদায়ক। সূর্য উঠতে দেখল মিরিয়াম, সোনালি কিরণ ফালি ফালি করে দিচ্ছে রাতের কুয়াশাকে, ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে সাগরের সুনীল পানি আর দূরের ধূসর দিগন্ত।

আলোটা মিরিয়ামের অন্ধকার হৃদয়কেও আলোকিত করে তুলল। দৃশ্যটা চেনা চেনা মনে হলো ওর কাছে, দ্বীপ-শহরের আঁকাবাঁকা তীরটাকে খুব পরিচিত লাগল। হঠাৎ বাগানটা চিনতে পারল ও। ওই তো সেই ঝাঁকড়া গাছটা, যেটার নীচে বসে ও বই পড়ত; ওই তো সেই পাথরটা, যেটার পাশে দাঁড়িয়ে ও মারকাসের চিঠি আর উপহারগুলো গ্রহণ করেছিল। আনমনে গলায় হাত বোলাল ও—মুক্তোর মালাটা এখনও রয়েছে ওর গলায়, সঙ্গে বাঁধা আছে আংটিটা। গ্যালাসের দাসী ওটা চুলের মধ্যে খুঁজে পেয়ে মালার সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে, যাতে হারিয়ে না যায়। পাথরটার দিকে এগিয়ে গেল মিরিয়াম, ওটার উপর বসে পুরনো স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না পুরোপুরি। মানসিকভাবে এখনও দুর্বল ও—কল্পনার চোখে শুধু রক্ত আর ধ্বংস দেখতে পেল, অস্বস্তি বোধ করল ভিতরে ভিতরে। ভাল করে কিছু মনে পড়ার বদলে কেবল দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আক্রান্ত হলো।

নিজের তাঁবু থেকে একটু পরে বেরুল গ্যালাস, মিরিয়ামকে দেখতে পেয়ে ছড়িতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে এল ওর দিকে, পাশে বসল।

'সুপ্রভাত!' বলল সে। 'কেমন ঘুম হয়েছে?'

সাধারণত এ-ধরনের প্রশ্নে বিড়বিড় করে মিরিয়াম, জবাব দিতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলে কথা, কিন্তু আজ ব্যতিক্রম ঘটল। মাথা ঘুরিয়ে পূর্ণ দৃষ্টিতে গ্যালাসের দিকে তাকাল ও। বলল, 'ধন্যবাদ, সার। খুব ভাল ঘুম হয়েছে। কিন্তু বলুন তো, আমরা

www.BanglaBook.org

কি টায়ারে? এটা কি আমার নানা বেনোনির বাগান?' জবাবের অপেক্ষা না করে মাথা নাড়ল ও। 'তা কী করে হয়? দেখে তো মনে হচ্ছে বহুদিন পেরিয়ে গেছে... কিন্তু মাঝে কী ঘটেছে, কিছু মনে করতে পারছি না কেন? ভাবলেই শুধু বীভৎস সব দৃশ্য ভেসে উঠছে চোখের সামনে...'

'সব কিছু মনে করবার দরকার নেই, লেডি,' বলল গ্যালাস। 'খারাপ জিনিস ভুলে থাকাই ভাল, মনে থাকা দরকার ভাল স্মৃতিগুলো। যা হোক, আপনার অনুমান ঠিক। আমরা এ-মুহূর্তে টায়ারেই রয়েছি। কাল রাতে অন্ধকার ছিল বলে বুঝতে পারেননি। বাগানটাও এককালে বেনোনিরই ছিল, তবে এখন মালিক কে—তা বলতে পারব না। সম্ভবত স্বয়ং সিজার।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গ্যালাসের চেহারাটা দেখল মিরিয়াম। তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'আপনাকে আমি চিনতে পারছি, সার! আপনি... আপনিই তো আমার কাছে মারকাসের চিঠি আর উপহার নিয়ে এসেছিলেন! এখানেই তুলে দিয়েছিলেন আমার হাতে।' তাড়াতাড়ি পোশাকের এখানে-সেখানে হাতড়াতে শুরু করল ও। 'রাখলাম কোথায় চিঠিটা... এখানেই তো থাকার কথা...'

আবার অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে কি না, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি ওকে থামাল গ্যালাস। 'উত্তেজিত হবেন না। আস্তে আস্তে সবই মনে পড়ে যাবে। এই তো, আমাকে চিনতে পেরেছেন না! থামুন এখন, নাস্তার সময় হয়েছে। খাওয়াদাওয়া করুন, আমারও ব্যাণ্ডেজ বদলাবার সময় হয়েছে। পরে নাহয় আবার কথা বলব, কেমন?'

সারাটা দিন আর গ্যালাসের দেখা পাওয়া গেল না, রোমযাত্রার প্রস্তুতি দেখতে বন্দরে চলে গেছে সে। মিরিয়ামের জন্য একদিক থেকে ভাল হলো ব্যাপারটা। একাকী বসে ভাবতে পারল ও, নিজ থেকেকেই স্মরণশক্তি উদ্দীপ্ত করতে পারল। দুপুর

www.BanglaBook.org

পর্যন্ত সাগরপারের একটা বেঞ্চে বসে রইল ও, গজরাতে থাকা জলরাশির দিকে তাকিয়ে ডুবে রইল নিজের মনে। কেউ ওর কাছে এল না, সৈনিকদের বলে দেয়া হয়েছে—ওকে যেন বিরক্ত না করে কেউ।

অবশেষে... আস্তে আস্তে সব মনে পড়ে গেল মিরিয়ামের—টায়ার থেকে পালানো, জেরুসালেমে এসেনিজদের কাছে আশ্রয় পাওয়া, টাওয়ার থেকে দেখা ক্যালেব আর মারকাসের লড়াই, রোমান ক্যাপ্টেনকে মুক্ত করা, তারপর নিজে ধরা পড়া, বিচারের মুখোমুখি হওয়া, নিকানরের তোরণের সেই অসহ্য মুহূর্তগুলো... সবশেষে জ্বলন্ত অঙ্গারে বেনোনির আত্মাহুতি দেয়া! যত মনে পড়ল, ততই চোখদুটো ভিজে উঠল ওর। কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় বুকটা দুমড়ে-মুচড়ে যেতে চাইল।

হঠাৎ বৃদ্ধা দাসীর ডাকে সংবিৎ ফিরল ওর, মধ্যাহ্নভোজের সময় হয়েছে। দুজনে একসঙ্গে ফিরতে শুরু করল নিজেদের তাঁবুর দিকে। পথে একদল সৈনিকের সঙ্গে দেখা, খেতে বসেছে। ওদেরকে দেখেই উঠে দাঁড়াল সবাই, সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে গেল মিরিয়াম, ছুটে পালাতে চাইল। কিন্তু হাত ধরে টেনে ওকে থামাল বৃদ্ধা দাসী। বলল, 'ভয় পাবেন না। ওরা মুক্তা-কুমারীর কোনও ক্ষতি করবে না।'

'মুক্তা-কুমারী!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল মিরিয়াম। 'সেটা আবার কে?'

'কে আবার... আপনি!' হাসল দাসী। 'সবসময় গলায় একটা মুক্তোর মালা পরে থাকেন কিনা, তাই ওরা আপনাকে এই নামে ডাকে। ওরা সবাই খুব ভালবাসে আপনাকে—কারণ শুনেছে, একজন রোমান সৈনিককে বাঁচাতে গিয়ে কী সইতে হয়েছে আপনাকে। আসুন, মুক্তা-কুমারীকে অভিনন্দন জানাতে চাইছে ওরা।'

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে সৈনিকদের দিকে এগিয়ে গেল

www.BanglaBook.org

মিরিয়াম। সবাই হাততালি দিয়ে উঠল, একজন দৌড়ে গিয়ে কোথেকে যেন এক গোছা ফুল এনে তুলে দিল ওর হাতে।

'অনেক ধন্যবাদ,' বলল মিরিয়াম। 'কিন্তু আমার প্রতি খামোকাই এত ভালবাসা দেখাচ্ছেন আপনারা। আমি তো স্রেফ এক দাসী ছাড়া আর কিছু নই।'

'কী বলছেন, মুক্তা-কুমারী!' বলে উঠল এক সার্জেন্ট। 'আপনি দাসী হতে যাবেন কেন? দাস তো আমরা! নিষ্পাপ মুখ আর মহৎ কাজ দিয়ে আপনিই তো কিনে নিয়েছেন আমাদের।'

কথাটা শুনে বুকটা কেমন যেন করে উঠল মিরিয়ামের, অনেকদিন এভাবে মানুষের ভালবাসা পায়নি ও। নিজের অজান্তেই চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল ওর।

গ্যালাস ফিরে এসেছে কিছুক্ষণ আগে, কথাবার্তার আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে, দূর থেকে মিরিয়ামকে কাঁদতে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে যেন মাথায় আগুন ধরে গেল তার, ছুটে এল সৈন্যদের কাছে। চেঁচিয়ে বলল, 'অ্যাই হারামজাদারা! করছিসটা কী? কাঁদাচ্ছিস কেন ওকে? চাবকে যদি তোদের পিঠের চামড়া তুলে না ফেলেছি তো...'

'ওদের বকাঝকা করছেন কেন, ক্যাপ্টেন?' চোখ মুছে বলল মিরিয়াম। 'ওরা তো আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি!'

'তা হলে আপনি কাঁদছেন কেন, লেডি?'

'কাঁদছি কৃতজ্ঞতায়, আপনারা একজন দাসীর প্রতি এত দয়ালু দেখে।'

'তারপরও আপনাকে কাঁদানো ওদের উচিত হয়নি। আপনি দুর্বল, এখনও পুরোপুরি সুস্থ হননি।' সৈন্যদের দিকে তাকাল গ্যালাস। 'শোনো, তোমরা এখন থেকে সাবধানে কথাবার্তা বলবে ওঁর সঙ্গে, আমি চাই না ওঁর মনের উপর কোনও ধরনের চাপ পড়ুক, বুঝেছ?'

মাথা ঝাঁকাল সৈন্যরা।

www.BanglaBook.org

'আর হ্যাঁ,' বলে চলল গ্যালাস। 'তোমাদের মুক্তা-কুমারী সুস্থ হয়ে উঠেছেন, এই আনন্দে আমি লেবানন থেকে কেনা বিশেষ এক বোতল মদ পাঠাচ্ছি। ওটা খেয়ে ওঁর সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা কোরো।'

খুশিতে হৈহৈ করে উঠল সৈন্যরা।

মিরিয়ামের দিকে তাকাল গ্যালাস। 'চলুন। আপনার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

তাঁবুতে ঢুকে দুজনের জন্য প্রস্তুতি দেখতে পেল মিরিয়াম—আজ গ্যালাস ওর সঙ্গেই খাবে বলে ঠিক করেছে। ওকে বসতে সাহায্য করল ক্যাপ্টেন, তারপর মুখোমুখি নিজে বসে বলল, 'সেই কবে থেকে ভাবছি, আপনার সঙ্গে এভাবে একসঙ্গে বসে খাবার খাব। অসুস্থ ছিলেন বলে সম্ভব হয়নি। আজ অবশেষে স্বপ্নটা সত্যি হলো।'

'হঠাৎ এমন ইচ্ছে হবার কারণ কী, ক্যাপ্টেন?' জানতে চাইল মিরিয়াম।

'বয়সে আমি অনেক বড় হলেও মারকাস আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, সবসময় আপনার কথা বলত ও। তা ছাড়া আপনি আমাদের এক সৈনিককে নিজের জীবন বিপন্ন করে সাহায্য করেছেন। তবে সবচেয়ে বড় কারণ কী, জানেন?' একটু ইতস্তত করল গ্যালাস। 'আমার একটা মেয়ে ছিল... মারা গেছে। বেঁচে থাকলে আপনারই মত বয়স হত ওর। আপনার চোখদুটো ঠিক ওর মত...' চোখ ছল ছল করে উঠল গ্যালাসের।

'থাক, আর বলতে হবে না,' মিরিয়াম বাধা দিল। 'আপনার সঙ্গে বসে খেতে পারলে আমি সম্মানিত বোধ করব, ক্যাপ্টেন। দয়া করে আর লেডি বলবেন না আমাকে। নিজের মেয়েই ভাবুন, নাম ধরে... তুমি করে বলুন।'

'ঠিক আছে, মিরিয়াম,' হাসল গ্যালাস। 'শুনে খুশি হলাম।'

'সব মনে পড়ে গেছে আমার,' মিরিয়াম বলল। 'শুধু

www.BanglaBook.org

তোরণের উপর থেকে কীভাবে মুক্তি পেলাম, আর টায়ার পর্যন্ত কীভাবে পৌঁছুলাম—সেটাই মনে করতে পারছি না। আপনি বলতে পারবেন?'

'পরে। আগে খেয়ে নাও, কাল সন্ধ্যায় জাহাজে চড়ে রওনা হব আমরা। এর আগেই যতটা সম্ভব শক্তি সঞ্চয় করতে হবে তোমাকে। সমুদ্র এই মৌসুমে খুব উত্তাল থাকে, জাহাজে ওঠার পর ঠিকমত আর খাওয়াদাওয়া করতে পারবে না। এখুনি ভালমত খেয়ে নাও।'

মাথা ঝাঁকাল মিরিয়াম। গ্যালাসের ইশারায় বিভিন্ন পদের খাবার আনতে শুরু করল ভৃত্যরা। পেট ভরে খেল ও—কিছুটা খিদের কারণে, বাকিটা গ্যালাসের চাপাচাপিতে। শেষ পর্যন্ত ভৃত্যরা যখন বিশাল এক খাসির রোস্ট নিয়ে এল, তখন সভয়ে মাথা নাড়তে বাধ্য হলো। বলল, 'আর সম্ভব না, ক্যাপ্টেন। আর খেলে পেট ফেটে মারা যাব। মাফ করুন আমাকে, এটা বরং আপনার সৈনিকদের কাছে পাঠিয়ে দিন। ওরা খুশি হবে।'

'খুশি ওরা এমনিতেই হয়ে আছে,' বলল গ্যালাস। কথাটা মিথ্যে নয়, লেবানিজ মদ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা সৈনিকদের শোরগোল ভেসে আসছে দূর থেকে। 'তারপরও... তুমি যখন বলছ, ঠিক আছে।'

রোস্টটা নিয়ে যেতে ইশারা করল সে।

পানির গ্লাসে চুমুক দিয়ে মিরিয়াম বলল, 'এবার বলুন—আমি কীভাবে এখানে পৌঁছুলাম।'

'বলছি, তবে তোমার কাহিনিও বলতে হবে আমাকে। কীভাবে ওই তোরণের মাথায় বন্দি হলে, সেটা জানার জন্য উৎসুক হয়ে আছি আমি।'

রাজি হলো মিরিয়াম। পালা করে পরস্পরের কাহিনি শুনল দুজনে। গ্যালাস বলল মিরিয়ামকে উদ্ধার আর চিকিৎসা করে সুস্থ হয়ে ওঠার ঘটনা, মিরিয়াম শোনাল জেরুসালেমে আশ্রয়

www.BanglaBook.org

নেয়া থেকে শুরু করে মারকাসকে উদ্ধার করা আর ওর ধরা পড়ার গল্প।

সব শোনা শেষে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল গ্যালাস। কী যেন ভাবল, তারপর বলল, 'হুম, তা হলে মরতে বসেছিল মারকাস?'

'হ্যাঁ, আমি ওকে বাঁচিয়েছি।'

'সত্যি বেঁচেছে কি না, কে জানে। সেদিনের পর থেকে ওর আর কোনও খবর নেই। অবশ্য মরে গেলেই ভাল, শত্রুর হাতে জীবন্ত ধরা পড়া রোমান যোদ্ধাদের জন্য অমার্জনীয় অপরাধ। ফিরে এলে টাইটাস ওর গর্দান নিত।'

'কী বলছেন আপনি? ও পালিয়ে গেছে? না, এ-অসম্ভব। মারকাস কাপুরুষ নয়।'

'তা আমিও জানি। সেজন্যেই বুঝতে পারছি না, কী ঘটেছে। তুমিই বলছ, আহত হয়েছিল ও। মারা গিয়ে থাকতে পারে।'

'আমার তা মনে হয় না। লেভুশতা ছিল ওর সঙ্গে, সেবাযত্নের কোনও ত্রুটি হবার কথা নয় ওর। এসেনিজরাও ওকে বাঁচানোর জন্য সবরকম চেষ্টা করবে। আশ্রিতদের সাহায্য করা ওদের ধর্ম। আমার তো মনে হয়, ও বেঁচে আছে।'

'ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়, তা হলে কী করতে চাও?'

'আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই, ক্যাপ্টেন। আমি যে রোমে যাচ্ছি, সেটা জানাতে চাই।'

'যাচ্ছ যে, সেটা ওর না জানাই ভাল।'

'কেন?'

'তুমি এখন টাইটাসের সম্পত্তি, মিরিয়াম, আমার কাছে গচ্ছিত রয়েছ। যতদিন না টাইটাস রোমে ফিরছেন, তুমি নিরাপদ। কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

'টাইটাস ফেরার পর তোমাকে ওঁর বিজয় মিছিলে অংশ

www.BanglaBook.org

নিতে হবে—যুদ্ধজয়ের সম্পত্তি হিসেবে লোকের সামনে উপস্থাপন করা হবে তোমাকে। আর তারপর... দাসী হিসেবে তোলা হবে তোমাকে নিলামের বাজারে।'

'কী বলছেন! আমাকে বিক্রি হতে দেবেন আপনি?'

'আমি নিরুপায়, মিরিয়াম।'

'আমার জায়গায় যদি আপনার মেয়ে থাকত...'

'আমাকে ক্ষমা করো,' হাত জোড় করে বলল গ্যালাস। 'ওর কথা মনে করিয়ে দিয়ো না। আমার সত্যিই কিছু করার নেই। অন্য যে-কোনও ধরনের সাহায্য করতে রাজি আমি, কিন্তু টাইটাসের বিরোধিতা করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

'যে-কোনও ধরনের সাহায্য?' ভুরু কোঁচকাল মিরিয়াম। 'ঠিক আছে, তা হলে মারকাসের কাছে আমার খবর পাঠাতে সাহায্য করুন। আমি চাই, ও জানুক—রোমে আমার ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে।'

হতভম্ব হয়ে গেল গ্যালাস। 'মারকাসের কাছে খবর পাঠাবে? ও আদৌ বেঁচে আছে কি না, সেটাই তো জানি না আমরা। যদি থাকেও... আগামীকাল আমরা রোমের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাচ্ছি। কীভাবে খবর পাঠাবে?'

'একজন দূত পাঠাতে পারবেন না? আমি একটা চিঠি লিখে দেব।'

'দূত! দূত দিয়ে কী হবে? নাহয় একজন সৈনিককেই পাঠালাম... লাভ কী? মারকাসের কাছে পৌঁছুবে কী করে সে? নিজেই বলছ, ও পালায়নি। তা হলে তো একটাই সম্ভাবনা থাকে—এসেনিজরা আটকে রেখেছে ওকে... জিম্মি হিসেবে। তা ছাড়া ওরা থাকে মাটির তলায় একটা গুপ্তস্থানে। আমার সৈনিক কি সে-জায়গা খুঁজে বের করতে পারবে?'

'কোনও রোমান সৈনিকের কাছে আমি ওখানকার হদিস দেব-ও না,' মিরিয়াম বলল। 'লোকটা বিশ্বাসঘাতকতা করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারে।' একটু ভাবল ও। 'আমার প্রয়োজন একজন এসেনিজ কিংবা খ্রিস্টান, যার সঙ্গে রোমানদের কোনও সম্পর্ক নেই।'

'এমন মানুষ কোথায় পাবে?'

'ওরা সবখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। খুঁজলে টায়ারেই দু-একজন পাওয়া যাবার কথা।'

'আমি গিয়ে যদি শহরে এসেনিজ বা খ্রিস্টানদের খুঁজতে শুরু করি, তা হলে একজনকেও পাওয়া যাবে না। নাহ্, খুঁজতে হবে অন্য কায়দায়।' মিরিয়ামের দিকে তাকাল গ্যালাস। 'আমার ওই দাসীকে পাঠাব? চালাক-চতুর আছে, খুঁজে নিয়ে আসতে পারবে।'

'যাবে ও?'

'যদি লোক জোগাড়ের বিনিময়ে দাসত্ব থেকে মুক্তির প্রস্তাব দিই, তা হলে তো রাজি হবার কথা। দাঁড়াও, আমি কথা বলে আসি।'

তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল গ্যালাস। দাসীকে নিয়ে ফিরে এল কিছুক্ষণ পরে। বলল, 'রাজি হয়েছে ও। ওকে বুঝিয়ে দাও কী করতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দাসীকে এসেনিজ কিংবা খ্রিস্টান কাউকে খুঁজে আনার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল মিরিয়াম। চলে গেল বৃদ্ধা, ফিরল সন্ধে নামার ঠিক আগে। জানাল, শহরে কোনও খ্রিস্টান নেই, তবে একজন এসেনিজকে খুঁজে পেয়েছে সে। অল্পবয়েসী এক যাজক... এসেনির রানীর কথা শুনে বেনোনির বাগানে আসতে রাজি হয়েছে লোকটা, তবে খুব ভয়ে ভয়ে আছে। গ্যালাস আশ্বাস দিল, তাকে গ্রেফতার করা হবে না। কথাটা শুনে আবার বেরিয়ে গেল দাসী, ফিরে এল ঘণ্টাখানেক পরে, যাজককে সঙ্গে নিয়ে। মিরিয়ামের সঙ্গে তাকে একা কথা বলতে দিয়ে বেরিয়ে গেল গ্যালাস।

যাজকের নাম স্যামুয়েল, বেশিদিন হয়নি এসেনি গোত্রে

www.BanglaBook.org

যোগ দিয়েছে, মিরিয়াম কখনও দেখেনি ওকে। অবশ্য স্যামুয়েল তাদের রানীর কথা খুব ভাল করেই জানে। তবুও ছোটখাট কয়েকটা প্রশ্ন করে তার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিল মিরিয়াম। জানতে পারল, বাকি এসেনিজদের সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে পালায়নি স্যামুয়েল, এসেনিতে রোমানদের হামলার আগেই তার অসুস্থ মা-কে দেখতে চলে এসেছিল। কিছুদিন আগে মারা গেছে ওর মা, তারপর ফিরে গিয়েছিল গ্রামে, কিন্তু দেখে সেখানে কিছুই অবশিষ্ট নেই। উদভ্রান্তের মত ঘুরতে ঘুরতে মাসখানেক আগে এসে পৌঁছেছে টায়ারে।

মিরিয়াম স্যামুয়েলকে জীবিত এসেনিজদের কথা বলায় খুশি হয়ে উঠল স্যামুয়েল, যত দ্রুত সম্ভব জেরুসালেমে গিয়ে ওদের সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছে প্রকাশ করল। জলাধারের সেই আশ্রয়স্থলটার ব্যাপারে তাকে খুলে বলল মিরিয়াম, তারপর একটা চিঠিতে নিজের সমস্ত ঘটনা লিখে তুলে দিল তার হাতে। সঙ্গে দিল ওর আংটিটা, চিঠির বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য। স্যামুয়েল এই চিঠি পৌঁছে দেবে মারকাসের হাতে; যদি ও এসেনিজদের সঙ্গে না থাকে, তা হলে দেবে নেহুশতা বা ইথিয়েলকে। ওর জন্য সবাইকে প্রার্থনা করতে লিখল মিরিয়াম, সেই সঙ্গে চাইল সাহায্য, কারণ রোমে মৃত্যুর চেয়েও কঠিন পরিণতি অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

চিঠিটা নিয়ে কথা দিল স্যামুয়েল—যেভাবে হোক, ওটা গন্তব্যে পৌঁছে দেবে ও। গ্যালাস তাকে কিছু স্বর্ণমুদ্রা দিল পথখরচের জন্য, তারপর সসম্মানে বিদায় দিল শিবির থেকে। চলে গেল স্যামুয়েল, আর কখনও তার সঙ্গে দেখা হলো না মিরিয়ামের। তবে তরুণ যাজক যে তার প্রতিশ্রুতি ঠিকমতই পালন করেছিল, তা আমরা পরে জানব।

পরদিন আরও একটা চিঠি লিখল গ্যালাস, জেরুসালেমে যুদ্ধরত এক বন্ধুর কাছে... যদি মারকাস টাইটাসের বাহিনীতে

www.BanglaBook.org

ফিরে আসে, তা হলে যেন মিরিয়ামের খবর জানতে পারে—এই আশায়।

'যতটুকু চেষ্টা করা সম্ভব, তা আমরা করে ফেলেছি, মিরিয়াম,' সবশেষে বলল গ্যালাস। 'বাকিটা এখন ভাগ্যের হাতে।'

'ভাগ্য নয়,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মিরিয়াম। 'সব এখন ঈশ্বরের হাতে।'

সেদিন সন্ধ্যায় ইটালির পথে রওনা হলো ওরা। শরতের শেষভাগের সমুদ্র ওদের যাত্রাপথে কোনও বিলম্ব ঘটাল না, বরং জোরাল বাতাস আর ঢেউ দিয়ে সাহায্যই করল জাহাজটাকে। ত্রিশদিনের মাথায় রেগিয়ামে পৌঁছুল দলটা। সেখান থেকে স্থলপথে মার্চ করে এগিয়ে চলল রোমের দিকে, পথজুড়ে অগণিত মানুষের বিপুল সম্বর্ধনার মধ্য দিয়ে।

BanglaBook.org

বিশ

ডিমিট্রিয়াস সওদাগর

এবার কয়েক মাস আগের সেই কালো রাতে ফিরে যাওয়া যাক, যে-রাতে মিরিয়াম ধরা পড়ল রোমানদের হাতে।

পাথরের তৈরি গোপন দরজাটা পিছনে বন্ধ হয়ে গেলেও ছোট মালকিনের অনুপস্থিতি টের পেল না নেহুশতা, ও ব্যস্ত অচেতন মারকাসকে টেনে নিয়ে যাওয়ায়। দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেছে চেম্বারটা, মিরিয়াম আছে কি নেই, তা

www.BanglaBook.org

দেখার উপায়ও নেই। মারকাসকে টেনে দরজা থেকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে থামল লিবিয়ান দাসী, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'একা ওঁকে মেঝের ফোকর দিয়ে নামাতে পারব না, ছোট মালকিন। আসুন, সাহায্য করুন আমাকে।'

জবাব পাওয়া গেল না কোনও। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিত হয়ে উঠল নেহুশতা। 'ছোট মালকিন! আপনি আছেন এখানে?'

এবারও নিরুত্তর মিরিয়াম।

'হায় হায়!' আঁতকে উঠল নেহুশতা। টাওয়ারের দরজা বন্ধ করে মিরিয়াম ঠিকমতই ওদের পিছু পিছু ঢুকতে পারবে ভেবেছিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটা ঘটেনি। 'ছোট মালকিন!' চেঁচিয়ে উঠল ও, ছুটে গেল দরজার দিকে।

মারকাস গুঙিয়ে উঠল—জ্ঞান ফিরেছে। চারপাশে অন্ধকার দেখে বলল, 'আ... আমি কোথায়, মিরিয়াম?'

'ছোট মালকিন নেই,' ফুঁসতে ফুঁসতে বলল নেহুশতা। 'আপনাকে বাঁচাতে গিয়ে ওপাশে আটকা পড়ে গেছেন। ইহুদিরা নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছে ওঁকে।'

'ওপাশে!'

'আমরা একটা গোপন চেম্বারে আছি, ওপাশটায় টাওয়ারের ভিতরের দিক। ওখানেই আটকা পড়েছেন ছোট মালকিন।'

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল মারকাস। 'আমরা তা হলে দাঁড়িয়ে আছি কেন? দরজা খোলো, আমি গিয়ে উদ্ধার করব ওকে। না পারলে জীবন দেব, তাও মিরিয়ামকে ইহুদি শয়তানদের হাতে বলি হতে দেব না। খোলো দরজা!'

'পারব না,' ফুঁপিয়ে উঠে বলল নেহুশতা। 'দরজা খোলার লিভারটা আমি ভুলে ওপাশের দেয়ালের ফাটলে ফেলে এসেছি। আর কিছু নেইও যে লিভার হিসেবে ব্যবহার করব।'

'দরকার হলে দেয়াল ভেঙে ফেলব। সরো।'

'পাগলের মত কথা বলবেন না, দেয়ালটা তিনফুট পুরু।

www.BanglaBook.org

একটা হাতিও পারবে না এটা ভাঙতে।'

তারপরও হাল ছাড়ল না মারকাস আর নেহুশতা। দরজার ফাঁকায় আঙুল ঢুকিয়ে টানা-হেঁচড়া শুরু করে দিল। লাভ বলতে দু'হাত রক্তাক্ত হয়ে গেল ওদের, কিন্তু অটল পাথর একচুল নড়ল না।

শেষ পর্যন্ত ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল মারকাস। 'হারালাম... হারালাম ওকে... চিরতরে। তাও কিনা আমারই জন্য!'

নেহুশতাও হু হু করে কাঁদছে। 'হা ঈশ্বর, বড় মালকিনের কাছে কী জবাব দেব আমি? কত বিশ্বাস করে আমার কাছে বাচ্চাকে গচ্ছিত রেখে গেছেন তিনি, অথচ আমি ছোট মালকিনকে বাঁচাতে পারলাম না! মরতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু মরলে তো সেই বড় মালকিনেরই মুখোমুখি হয়ে যাব। ঈশ্বর! কী করব আমি?'

অসহায়ভাবে নিজেকে শাপ-শাপান্ত করতে করতে অন্ধকারে বসে রইল দুজনে। হঠাৎ আলো দেখা গেল, হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে ট্র্যাপডোর খুলে উঠে এসেছেন ইথিয়েল। উঠে দাঁড়াল নেহুশতা।

'তোমরা এখানে!' বললেন ইথিয়েল। 'আমি তো দেরি দেখে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।' চেম্বারের ভিতর চোখ বোলালেন তিনি। 'মিরিয়াম কোথায়?'

'আমায় ক্ষমা করুন, ব্রাদার ইথিয়েল,' বলল নেহুশতা। 'ছোট মালকিন আর ফিরবেন না। এই রোমান লোকটার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তিনি।'

'মানে! কী বলতে চাও?'

কাঁদতে কাঁদতে পুরো ঘটনা খুলে বলল নেহুশতা। শুনে স্থবির হয়ে গেলেন ইথিয়েল। বুকটা কেমন যেন করে উঠল তাঁর, কিন্তু এখন ভাবাবেগের সময় নয়। নিজেকে সামলে বললেন, 'ওর জন্যে তা হলে আর কিছু করা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। গোপন

www.BanglaBook.org

দরজাটা খোলা যাবে না, ইহুদিরা টাওয়ারের ভিতরে শকুনের মত নজর রাখবে। আমাদের খোঁজ পেলে জলাধারে নেমে নির্বিচারে খুন করবে সবাইকে। আমরা শুধু জিহোভার কাছে ওর জন্য প্রার্থনা করতে পারি, আর কিছু নয়।'

নেহুশতাও বুঝতে পারছে ব্যাপারটা। মিরিয়ামের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করা এক কথা, কিন্তু তাই বলে পঞ্চাশজন নিরপরাধ এসেনিজকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া যায় না। অশ্রুসজল চোখে ইথিয়েলের সিদ্ধান্ত মেনে নিল ও। মারকাসকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এঁকে নিয়ে কী করবেন?'

'সাহায্য করব,' বললেন ইথিয়েল। 'যেহেতু সেটাই মিরিয়ামের ইচ্ছে ছিল। এর জন্যে নিজের প্রাণ বিপন্ন করেছে ও। তা ছাড়া মারকাস এককালে আমাদের বন্ধুও ছিল, ক্যালেবের পাগলামির কারণে আমাদের পুরো গ্রাম বিপদে পড়ে গিয়েছিল, মারকাস সাহায্য না করলে অনেক আগেই মরতে হত আমাদের। তোমরা একটু অপেক্ষা করো, ওকে নিয়ে যাবার জন্য লোক নিয়ে আসছি আমি।'

নীচে চলে গেলেন ইথিয়েল। খানিকক্ষণ পরই শক্ত-সমর্থ তিনজন যাজকসহ ফিরে এলেন। সবাই মিলে ধরাধরি করে মারকাসকে নিয়ে গেল প্রাচীন জলাধারে। এরপর ট্র্যাপডোর আর গোপন দরজাটা ভারী পাথর দিয়ে চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিল এসেনিজরা, যাতে ওপথে শত্রুরা এসে হামলা চালাতে না পারে ওদের উপর।

অন্ধকার সেই জলাধারে বহুদিন রোগে ভুগল মারকাস—শরীরের ক্ষত, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড জ্বর উঠে যাওয়ায়। নেহুশতার অবিরাম সেবাযত্ন, সেইসঙ্গে এসেনিজ যাজকদের চিকিৎসাশাস্ত্রে দক্ষতার জোরে শুধু টিকে গেল ও, নইলে বাঁচার কোনও আশা ছিল না।

এরই মাঝে মাউন্ট সায়নের পতন ঘটল, মহামন্দিরও ধ্বংস

www.BanglaBook.org

হয়ে গেল। মিরিয়ামের খবরও জোগাড় করল ওরা—ওর বিচার, সেইসঙ্গে নিকানরের তোরণের উপর শাস্তির কথা জানল। তবে এর পর ওর ভাগ্যে কী ঘটল, তা আর জানার সৌভাগ্য হলো না এসেনিজদের। ওরা ধরে নিল, এসেনিজদের রানীর মৃত্যু হয়েছে, সেজন্যে কয়েকদিন শোকও পালন করা হলো।

যা হোক, ধীরে ধীরে এসেনিজদের খাবারের সংগ্রহ ফুরিয়ে এল। ততদিনে রোমানরা যুদ্ধজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে ঢিল দিয়েছে নিরাপত্তায়, জলাধারের আশপাশে আর নজর রাখছে না। তাই সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, গোপন আশ্রয় থেকে বেরিয়ে যাবে ওরা, পালাবে। মারকাসকে নিয়ে কী করা হবে, সেটা একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। বেশিরভাগ এসেনিজ তাকে ফেলে যাওয়ার পক্ষে মত দিল, কিন্তু নেহুশতা প্রস্তাব দিল তাকে জিম্মি হিসেবে সঙ্গে রাখার। যদি কোনোভাবে ওরা রোমানদের হাতে পড়ে যায়, তা হলে মারকাসকে দেখিয়ে বোঝানো যাবে, এসেনিজরা কত কষ্ট করে একজন রোমানের জীবন বাঁচিয়েছে। খুশি হয়ে ওদেরকে ছেড়ে দেয়া হতে পারে।

যুক্তিটা পছন্দ হলো সবার, তা ছাড়া রোমান ক্যাপ্টেনকে ফেলে যাবারও উপায় নেই। সুস্থ হয়েছে বটে, কিন্তু রোগে ভুগে ভুগে একদম দুর্বল হয়ে পড়েছে বেচারা। সঙ্গী-সাথীদের কাছে একাকী ফেরার মত শক্তি নেই শরীরে।

ঝড়-বৃষ্টির এক রাতে বেরিয়ে পড়ল এসেনিজরা, রোমানরা তখন নিজেদের শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে, বাইরে আর প্রহরা রাখেনি। জেরিকো চলে গেল ওরা, সেখান থেকে নিজেদের পুরনো গ্রামে। সেখানে অবশ্য কিছুই অবশিষ্ট নেই, সব আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে কাছাকাছি একটা পাহাড়ি গুহায় প্রচুর পরিমাণে শস্য পাওয়া গেল, ওটা এসেনিজরা গুদাম হিসেবে ব্যবহার করত, রোমানরা খোঁজ পায়নি জায়গাটার... লুঠ করতে পারেনি কিছু। সেই খাবার দিয়ে

www.BanglaBook.org

দিন কাটাতে শুরু করল ওরা, একই সঙ্গে নতুন করে ফসলের চাষ শুরু করল। একই সঙ্গে ধীরে ধীরে গ্রামটাকে আবার গড়ে তুলল ওরা।

মুক্ত বাতাস আর আবহাওয়ায় দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে শুরু করল মারকাস, শরীরে শক্তি ফিরে পেল। বন্দি নয় ও, এসেনিজরা চাইলেই ওকে যেতে দেবে, কিন্তু তাতে কোনও আগ্রহ দেখাল না। মিরিয়ামের করুণ পরিণতি সম্পর্কে শুনেছে ও নেহুশতার কাছে, এরপর থেকে বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয়েছে, জীবনের উপর থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। নির্মাণকাজ আর চাষাবাদে এসেনিজদের সাহায্য করে ও, অবসর সময়টা কাটায় সাগরপারে কিংবা মিরিয়ামের পুরনো বাড়িতে। পোড়া চার-দেয়ালের মাঝে কিংবা আগাছায় ছেয়ে থাকা মূর্তি-বানানোর ছাউনিতে বসে পুরনো দিনের কথা ভাবে মারকাস, নীরবে চোখের পানি ফেলে।

এভাবেই কেটে গেল পাঁচ-পাঁচটি মাস।

ততদিনে টাইটাস জেরুসালেম পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে। বিজয়ের আনন্দ সে উদযাপন করল বেরাইটাস আর সিজারিয়ায়—গোটা শীতকালটা উৎসবের মাধ্যমে কাটিয়ে। ওখানকার অ্যাম্ফিথিয়েটারে দিনের পর দিন খেলা চলল—যুদ্ধবন্দি ইহুদিরা পরস্পরের সঙ্গে মরণপণ লড়াই করল, দুর্বলরা পরিণত হলো হিংস্র পশুর খাদ্যে। লম্বা এই সময়ে কয়েকবার মারকাস ভাবল সেখানে গিয়ে নিজ-বাহিনীতে যোগ দেয়ার কথা, কিন্তু পরে আবার পিছিয়ে গেল। টাইটাসের কাছে ফিরে যাওয়া আর মরণ ডেকে আনা একই কথা, কারণ পাঠকরা আগেই গ্যালাসের মাধ্যমে জেনেছেন—জীবিত অবস্থায় শত্রুর হাতে ধরা পড়া রোমান যোদ্ধাদের জন্য অমার্জনীয় অপরাধ। মৃত্যুকে মারকাস ভয় পায় না, মিরিয়ামের অভাবে এক অর্থে মৃত্যুকে কামনাও করে, কিন্তু ওকে পিছু টেনে রাখে নেহুশতার স্থির বিশ্বাস।

www.BanglaBook.org

লিবিয়ান দাসীর ধারণা—তার ছোট মালকিন মারা যাননি। আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে ওর। মারকাসও একই আশায় রয়ে যায় এসেনিতে।

দীর্ঘ পাঁচ মাস পর ওদের দুজনের সেই অপেক্ষার অবসান ঘটল। চিঠি আর আংটি নিয়ে এসেনিতে এল স্যামুয়েল। এর মাঝে তরুণ যাজকের জীবনেও অনেককিছু ঘটে গেছে।

মিরিয়ামের কথামত জেরুসালেমে পৌঁছায় স্যামুয়েল, পুরো শহর তখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। লুকিয়ে-চুরিয়ে প্রাচীন জলাধারে যাবার চেষ্টা করে ও, কিন্তু ততদিনে এসেনিজরা ওখানে ঢোকার প্রবেশপথটা গাছ-লতাপাতা আর ছাই ঢেলে নতুনভাবে লুকিয়ে ফেলেছে। বেচারা আর ওটা খুঁজেই বের করতে পারেনি। উপায়ান্তর না দেখে পোড়া শহরেই অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয় সে, যাতে এসেনিজরা কেউ মাটির তলা থেকে বেরিয়ে এলে দেখতে পায়। কিন্তু বিধি বাম, এসেনিজরা ও পৌঁছুনোর আগেই জেরুসালেম ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ওদের সঙ্গে দেখা তো হলোই না, উল্টো রোমান একটা টহল দলের সামনে পড়ে যায় তরুণ যাজক। ওকে বন্দি করে নিয়ে যায় সৈনিকেরা, শ্রমিক হিসেবে খাটাতে শুরু করে। দীর্ঘ চার মাস টাইটাসের আদেশে জেরুসালেমের প্রাচীর ভাঙার কাজ করেছে সে, তারপর সুযোগ বুঝে একদিন পালিয়েছে। ততদিনে স্যামুয়েল বুঝে গেছে, এসেনিজরা আর জেরুসালেমে নেই, থাকলে দু-একজন ঠিকই ধরা পড়ত, প্রাচীর ভাঙার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের মাঝে যোগ দিত। ও ধরে নিল, জ্ঞাতিভাইয়েরা আবার নিশ্চয়ই এসেনিতেই ফিরে গেছে, কারণ ওই এলাকায় যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে বহুদিন আগে, এখন ওখানে আবার নিশ্চিন্তে আবাস গড়া যায়।

জেরুসালেম থেকে এসেনি পর্যন্ত পলাতক স্যামুয়েলের যাত্রার বিস্তারিত বিবরণ না দিলেও চলবে, তবে পাঠকরা শুধু এটুকু

www.BanglaBook.org

জেনে রাখুন—বন্দিত্ব কিংবা পথশ্রমের হাজারো ধকলের মাঝেও আংটি বা চিঠিটা হারায়নি তরুণ যাজক, যখের ধনের মত আগলে রেখেছে এসেনির রানীর দেয়া পবিত্র আমানত হিসেবে। যা হোক, একদিন এসেনিতে পৌঁছুল সে, গ্রামে ঢুকে প্রথমেই খোঁজ নিল মারকাসের ব্যাপারে, তারপর ছুটে গেল চিঠি দিতে।

মূর্তি-বানানোর ছাউনির সামনে বাগানে বসে ছিল রোমান ক্যাপ্টেন, সঙ্গে নেহুশতা, কথা বলছিল দুজনে। বরাবরের মত আলোচনার বিষয়বস্তু একটাই—মিরিয়াম।

'তোমার মত আমারও মন বলছে, ও বেঁচে আছে, নেহুশতা,' বলল মারকাস। 'কিন্তু বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা। আমি বুঝতে পারছি না, জেরুসালেমের ওই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর কীভাবে বেঁচে থাকবে ও?'

'অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু আমি জানি—ছোট মালকিন মরেননি,' নেহুশতা বলল। 'আপনাদের ওই অভিশপ্ত যুদ্ধে কোনও খ্রিস্টানের মৃত্যু ঘটবার কথা নয়। যিশুর ভবিষ্যদ্বাণী তা-ই বলে।'

'প্রমাণ করো, নেহুশতা। আমি খ্রিস্টান হতে চাই, কিন্তু তোমাদের ওসব ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শুনলেই বিশ্বাস টলে যেতে চায়।'

'প্রমাণ দেখে আপনি খ্রিস্টান হতে পারবেন না, ক্যাপ্টেন। সত্যিকার বিশ্বাসী হতে চাইলে অন্তরে আলো জ্বালতে হবে আপনাকে। নিঃশর্ত আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে যিশু আর ঈশ্বরের উপর। কোনও ধরনের শর্ত আরোপ করতে পারবেন না...'

ঠিক তখুনি ঝোপঝাড় ভেঙে বাগানে ঢুকল স্যামুয়েল, উত্তেজিত ভঙ্গিতে।

ভুরু কোঁচকাল নেহুশতা, তরুণ যাজককে এই প্রথম দেখছে ও। 'কী চাও তুমি, বাছা?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'রোমান ক্যাপ্টেন মারকাসের কাছে এসেছি আমি,' বলল স্যামুয়েল। 'জরুরি একটা চিঠি আছে।'

'আমাকেই খুঁজছ তুমি,' বলল মারকাস। 'কী ব্যাপার, কার চিঠি এনেছ?'

'এসেনির রানী... মিরিয়ামের।'

তড়াক উঠে দাঁড়াল রোমান ক্যাপ্টেন আর লিবিয়ান দাসী। উত্তেজিত কণ্ঠে মারকাস বলল, 'মিরিয়াম বেঁচে আছে? কোনও প্রমাণ দেখাতে পারবে?'

মাথা ঝাঁকাল স্যামুয়েল, কোর্তার ভিতর থেকে বের করে আনল আংটিটা। মারকাসের হাতে দিল। 'চিনতে পারছেন?'

মাথা ঝাঁকাল মারকাস। 'দুনিয়াতে এমন আংটি এই একটাই আছে। চিঠি কোথায়?'

খামটাও বের করে দিল স্যামুয়েল। বলল, 'অনেক কষ্ট করে বাঁচিয়েছি এগুলো। রোমানদের হাতে ধরা পড়েছিলাম, ভাগ্যিস ওগুলো কোর্তার ভিতরে সেলাই করে রেখেছিলাম, নইলে খোয়াতাম সব।'

'ক... কিন্তু কীভাবে এই চিঠি আর আংটি পেলে তুমি?'

সংক্ষেপে নিজের পুরো ঘটনা খুলে বলল স্যামুয়েল। ফাঁকে ফাঁকে চিঠিটা পড়ে ফেলল মারকাস।

'এসব কতদিন আগের ঘটনা?' জিজ্ঞেস করল নেহুশতা।

'প্রায় পাঁচ মাস। এতদিন জেরুসালেমে বন্দি ছিলাম আমি, কয়েকদিন আগে পালিয়ে এসেছি।'

'পাঁচ মাস!' আঁতকে উঠল মারকাস। 'একটা কথা বলো তো, টাইটাস কি রোমে ফিরেছে?'

'পৌঁছায়নি এখনও, রওনা হয়েছে,' স্যামুয়েল বলল। 'কয়েকদিন আগে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে জাহাজে চেপেছে বলে শুনেছি।'

'কী ব্যাপার!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল নেহুশতা। 'হঠাৎ টাইটাসের

www.BanglaBook.org

খবর নিচ্ছেন কেন?'

চিঠিটা দেখাল মারকাস। 'এখানে মিরিয়াম লিখেছে, রোমে টাইটাসের বিজয়-মিছিলে হাঁটানো হবে ওকে, তারপর নিলামের বাজারে বিক্রি করা হবে ক্রীতদাসী হিসেবে। তার আগেই আমাকে পৌঁছুতে হবে ওখানে। হাতে একদম সময় নেই।'

'ঠিকই বলেছেন,' নেহুশতা একমত হলো। 'তবে এই মানুষটাকে পুরস্কার দেয়া দরকার। ছোট মালকিনের চিঠি আনতে গিয়ে অনেক কষ্ট সইতে হয়েছে এঁকে।'

'হ্যাঁ,' স্যামুয়েলের দিকে তাকাল মারকাস। 'বলো, কী পুরস্কার চাও তুমি?'

'কিছুই না,' তরুণ যাজক মাথা নাড়ল। 'আমাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমাদের রানী। সেটা শেষ পর্যন্ত ঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি, এতেই আমি খুশি।'

'ঈশ্বর তোমায় পুরস্কার দেবেন, বাছা,' নেহুশতা কৃতজ্ঞ সুরে বলল। 'আমি অন্তর থেকে প্রার্থনা করছি তোমার জন্য।'

স্যামুয়েলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাড়াতাড়ি বাগান থেকে বেরিয়ে এল ও আর মারকাস। ছুটে গেল ইথিয়েলের বাড়িতে। বৃদ্ধ যাজক কিছুদিন থেকে খুব অসুস্থ, দেখেই বোঝা যায়—আর বেশিদিন বাঁচবেন না। ওরা যখন পৌঁছুল, তখন তিনি বিছানায়, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছেন। মিরিয়ামের চিঠির কথা ওঁকে খুলে বলল ওরা।

'প্রভু দয়াময়,' ভাঙা ভাঙা স্বরে বললেন ইথিয়েল। 'তিনি আমার নাতনিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।'

'হতে পারে,' মারকাস বলল। 'কিন্তু এখন ওকে রোমের বাজারে দাসী হিসেবে তোলা হতে যাচ্ছে, জনাব। নিকানরের তোরণের উপর মরে যাওয়া এরচেয়ে ভাল ছিল।'

'এখন তা হলে কী করতে চান আপনি, ক্যাপ্টেন?'

'আপনি অনুমতি দিন, আমি রোমে যাব। টাকা-পয়সার

www.BanglaBook.org

অভাব নেই আমার, দাসী-বাঁদীর ওই নিলামে অংশ নিয়ে মিরিয়ামকে কিনে নেব।'

'কেন কিনবেন? ওকে আপনার দাসী বানাতে?'

'না, ওকে আমার স্ত্রী করতে।'

'মিরিয়াম আপনাকে বিয়ে করবে না, আপনি খ্রিস্টান নন।'

'আমি কোনও জোর খাটাব না। ও যদি চায়, তা হলে ওকে মুক্তি দিতেও রাজি আছি আমি। ইথিয়েল, ভেবে দেখুন—অজানা, অচেনা কোনও রোমান লোকের হাতে পড়ার চেয়ে ও আমার কাছে কি অনেক বেশি নিরাপদে থাকবে না? আপনি দয়া করে যাবার অনুমতি দিন আমাকে।'

'দেব, কিন্তু আপনি কথা দিন—মিরিয়ামকে হাতে পেয়ে আপনি আপনার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যাবেন না।'

'ভুলব না, ইথিয়েল। আমি শপথ করছি, মিরিয়ামকে আমি জোর করে বিয়ে করব না। ও যদি চায়, তা হলে মুক্তিও দেব। এই শপথ ভাঙলে দেবতারা যেন আমাকে মাটিতে মিশিয়ে দেন।'

'ঠিক আছে, আমি তা হলে আপনাকে অনুমতি দিচ্ছি। যান, আমাদের রানীকে মুক্ত করুন, ক্যাপ্টেন। প্রভুর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আপনার সহায় হন।'

খবরটা কিছুক্ষণের মধ্যেই ছড়িয়ে গেল সবখানে। এসেনিজরা সবাই ছুটে এল মারকাসের কাছে। যার কাছে যা টাকাপয়সা ছিল, সব তুলে দিল ওর হাতে। খাবারদাবার দিয়েও সাহায্য করল। নেহুশতাও সঙ্গে যাবে বলে ঠিক হয়েছে, ও বিদায় নিল সবার কাছ থেকে।

রওনা হবার আগে ইথিয়েলের সঙ্গে শেষবার দেখা করল মারকাস আর নেহুশতা।

'আমি আর বাঁচব না,' দুঃখ ভারাক্রান্ত গলায় বললেন বৃদ্ধ যাজক। 'আপনারা রোমে পৌঁছুনোর আগেই হয়তো কবরে চলে

www.BanglaBook.org

যাব আমি, মিরিয়ামকে দেখব না। ওকে বলবেন, আমার আত্মা সবসময় ওর কাছাকাছি থাকবে। মৃত্যুর পরে যদি কোনও জীবন থাকে, সেই জীবনেও আমি ওকে ভালবেসে যাব।'

'বলব,' ইথিয়েলের হাত চেপে ধরল মারকাস। 'কথা দিচ্ছি।'

রাত নামার আগেই দুটো ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে গেল মারকাস আর নেহুশতা। চলে গেল জোপা-য়। গ্রেফতারি এড়ানোর জন্য নাম-ধাম পাল্টে ফেলল মারকাস, লিবিয়ান দাসীকে নিয়ে চড়ল আলেকজান্দ্রিয়া-গামী একটা জাহাজে। আলেকজান্দ্রিয়ায় ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো, প্রথম জাহাজটা থেকে নামতে না-নামতে দ্বিতীয় আরেকটা সওদাগরি জাহাজ পেয়ে গেল ওরা—রেগিয়ামে যাচ্ছে। উপযুক্ত ভাড়ার বিনিময়ে ওটাতেও জায়গা পেয়ে গেল ওরা।

খুব শীঘ্রি রোমে পৌঁছুতে যাচ্ছে মারকাস আর নেহুশতা।

মহামন্দির ধ্বংস হবার রাতে পিছনদিককার পরিখা পেরিয়ে যে-সব ইহুদি পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে ক্যালেবও ছিল। পরে ফিরে আসার ইচ্ছে ছিল ওর, গোলমাল আর বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে নিকানরের তোরণে চলে যাবে ভেবেছিল, মিরিয়ামকে মুক্ত করবে... কিন্তু রোমানদের ঠেকাবার জন্য পরিখার উপরের সেতুটা ইহুদিরা ধ্বংস করে দেয়ায় ওর সে-উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ও ধরে নিল, মিরিয়াম মারা গেছে। আর এই করুণ উপলব্ধি ওকে পাগল করে তুলল।

আত্মাহুতির নেশায় পেয়ে বসল ওকে, তবে সেটা কাপুরুষের কায়দায় নয়, সত্যিকারের বীরের মত। পরের কয়েকটা দিন অনবরত একের পর এক রোমান-বিরোধী হামলায় অংশ নিল ও, উন্মাদের মত ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ করল, আসলে শত্রুর হাতে মৃত্যু কামনা করছিল। কিন্তু বিধাতা এত সহজে মৃত্যু দিলেন না

www.BanglaBook.org

ক্যালেবকে, ওর জন্য তিনি অন্য ছক এঁকে রেখেছেন।

মহামন্দিরের পাশের ধ্বংসস্তূপে লুকিয়ে থাকা একজন ইহুদি একদিন পালিয়ে এল ওদের কাছে, তার মুখে ও শুনল—রোমানরা নিকানরের তোরণের উপর থেকে একটি মেয়েকে উদ্ধার করেছে, তাকে টাইটাস রোমান-বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেনের হাতে দেখাশুনার জন্য তুলে দিয়েছেন। ব্যাপারটা গুজবের মত, কিন্তু ক্যালেব বুঝতে পারল—গল্পটার মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র সত্যতা থাকে, তার অর্থ হচ্ছে মিরিয়াম বেঁচে আছে। ও এখন রোমানদের হাতে।

সেদিন থেকে ইহুদিদের হয়ে যুদ্ধ করার ইচ্ছা ত্যাগ করল ক্যালেব। এমনিতেও লড়াইটা এখন অর্থহীন, জয়ের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত হয়েছে। কিন্তু মিরিয়াম ওর জীবন... ওর সবকিছু। আজও ওকে পাবার আশা ত্যাগ করেনি ক্যালেব। তাই মন-প্রাণ ঢেলে দিল ও মিরিয়ামের খোঁজ পাবার জন্যে।

এক রাতে ইহুদি-শিবির ছাড়ল ও। রাতের অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছুল একটা গণকবরে, সেখান থেকে মৃত এক বেসামরিক রোমানের লোকের লাশ খুঁজে বের করল। সৈনিকদের সেবাযত্নের জন্য দাস হিসেবে এসেছিল লোকটা, ইহুদিদের আচমকা আক্রমণে মারা পড়েছে। লাশের শরীর থেকে পোশাক খুলে নিয়ে নিজের গায়ে চড়াল ক্যালেব, ছুরি দিয়ে চেঁছে ফেলল নিজের দাড়ি-গোঁফ, চুলও ছোট করে নিল; তারপর সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষ সেজে বেরুল কবর থেকে।

সকাল বেলা রোমান শিবিরের একটু দূরে একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা হলো ওর, ঠেলাগাড়িতে করে সবজি নিয়ে যাচ্ছে লোকটা... রোমান-বাহিনীর কাছে বিক্রি করবে। সঙ্গে একটা থলেতে করে বেশ কিছু পূর্ব-লুণ্ঠিত স্বর্ণমুদ্রা এনেছিল ক্যালেব, সেখান থেকে একটা বের করে গাড়িসুদ্ধ সমস্ত সবজি কিনে নিল ও। ফন্দি পেয়েছে—সবজিঅলা সেজে রোমান শিবিরে ঢুকবে,

www.BanglaBook.org

বিকিকিনি করতে করতে মিরিয়ামের খোঁজ করবে।

প্রথম দিন গেনাটের তোরণের পাশের একটা শিবিরে ঢুকল ও, ওখান থেকে জানতে পারল—নিকানরের তোরণ থেকে সত্যিই একটি মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে, তবে মেয়েটি যে কোথায় আছে... তা বলতে পারল না কেউ। হাল ছাড়ল না ক্যালেব; রোমান বাহিনী বিশাল, অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত... এর ভিতর মিরিয়াম যে কোথায় আছে, সেটা জানতে হলে ধৈর্য ধরতে হবে ওকে।

ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠাই শেষ পর্যন্ত দেখাতে হলো ক্যালেবকে। প্রতিদিন সকালে সেই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সবজি কেনা, তারপর সেগুলো নিয়ে রোমানদের একটার পর একটা শিবিরে হানা দেয়া ওর রুটিনে পরিণত হলো, এর সঙ্গে সাধারণ একজন বিক্রেতা হিসেবে রোমানদের চড়-থাপ্পড় খাওয়া তো আছেই। দিনের পর দিন কেটে গেল, কিন্তু মিরিয়ামকে আর খুঁজে পেল না ও। হতোদ্যম হলো না ক্যালেব, অসীম ধৈর্য নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে গেল।

অবশেষে... ছদ্মপরিচয়ে বেশ কিছুদিন কেটে যাবার পর বিধাতা সদয় হলেন ক্যালেবের প্রতি।

কেডরনের উপত্যকার একটা শিবিরে গিয়েছিল ও সেদিন, প্রথমবারের মত। খোলা একটা জায়গায় বসে সবজি বিক্রি করছিল, আলাপ জমে গেল এক বাবুর্চির সঙ্গে—লোকটা তাজা সবজির খবর পেয়ে ছুটে এসেছে।

'তুমি আর ক'টা দিন আগে এলে খুব ভাল হতো,' বলল লোকটা।

'কেন?' জানতে চাইল ক্যালেব।

'অসুস্থ একটা মেয়ে ছিল এখানে, তাজা সবজি দরকার ছিল ওর।'

'কে সেই মেয়ে? নাম কী?'

www.BanglaBook.org

'নাম তো জানি না,' বাবুর্চি কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমরা ওকে মুক্তা-কুমারী বলে ডাকতাম... সবসময় গলায় একটা মুক্তোর মালা পরে থাকত কি না! দেখতেও খুব সুন্দরী, মুক্তোর মত ফর্সা গায়ের রং। অসুস্থ অবস্থাতেই ওর রূপ দেখে পাগল হয়ে যেতে হয়, ভাল থাকলে না জানি কেমন দেখাত। তবে ওর কাছে ঘেঁষতে পারলাম কই! ওই গ্যালাস... মানে যার কাছে মেয়েটা ছিল, সে একেবারে যখের ধনের মত আগলে রাখত ওকে।'

'তাই নাকি?' আগ্রহী হয়ে উঠল ক্যালেব। 'মেয়েটি এখন কোথায়? আমার কাছে সবজি ছাড়াও সুন্দর-সুন্দর অনেক জিনিস আছে, ওর কাছে বিক্রি করতে পারতাম।'

'ও আর নেই, বন্ধু,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল বাবুর্চি। 'আমাদের সবাইকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে চলে গেছে।'

'মানে!' আতঙ্কিত গলায় বলল ক্যালেব। 'মরে গেছে নাকি?'

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল বাবুর্চি। 'ব্যাপার কী, আমাদের মুক্তা-কুমারীকে নিয়ে তোমার এত চিন্তা কেন?' ক্যালেবকে আপাদমস্তক দেখল সে। 'হুম, তোমাকে দেখে তো আর দশটা ফেরিঅলার মতও মনে হচ্ছে না।'

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল ক্যালেব। বলল, 'সারাজীবন আমি ফেরিঅলা ছিলাম না। তোমাদের এই যুদ্ধ আমার সর্বনাশ করে দিয়েছে। সবকিছু হারিয়ে এখন সবজি বেচার পেশা বেছে নিতে বাধ্য করেছে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ,' একমত হলো বাবুর্চি। 'যুদ্ধের কারণে অনেকেরই ভাগ্যের চাকা উল্টোদিকে ঘুরে গেছে।'

'মুক্তা-কুমারীর ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছি কেন, জানো? ভয় পাচ্ছি, ভাল একটা খদ্দের হারিয়েছি কি না—এই ভেবে।'

'মরেনি ও, তবে খদ্দের হিসেবে সত্যিই হারিয়েছ। কয়েকদিন আগে ক্যাপ্টেন গ্যালাসের সঙ্গে টায়ারে চলে গেছে আমাদের মুক্তা-কুমারী, ওখান থেকে রোমে যাবে। ওর কাছে

www.BanglaBook.org

বেচা-বিক্রি করতে হলে তোমাকেও এই ব্যবসা রোমে নিয়ে যেতে হবে। কী, যাবে নাকি?' নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল বাবুর্চি।

'যেতেও পারি।' ভাবলেশহীন গলায় বলল ক্যালেব। 'তোমরা চলে গেলে কার কাছে সবজি বেচব, বলো? পিছনে তো কোনও জীবিত মানুষজন রেখে যাচ্ছ না!'

বাবুর্চির হাসি বিস্তৃত হলো। 'তা ঠিকই বলেছ। টাইটাস যখন ঝাড়ু মারেন, তখন ভালমতই মারেন। এক টুকরো নোংরা-আবর্জনাও থাকতে দেন না। যাক গে, তোমার সমস্ত সবজি নেব আমি। কত দিতে হবে?'

'কিচ্ছু না। এগুলো তোমাকে উপহার দিলাম আমি। যাও, দামের পয়সাটা নিজের পকেটে ভরো গিয়ে। কাউকে আবার বলে দিও না যে, এগুলো বিনে পয়সায় পেয়েছ।'

'মাথা খারাপ!'

শিবির থেকে বেরিয়ে এল ক্যালেব। একটা গাধা জোগাড় করে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে গেল টায়ারের উদ্দেশে। চিরদিনের মত পিছে পড়ে রইল ধ্বংস হওয়া জেরুসালেম নগরী—ছাইচাপা, ভাঙাচোরা, আর মৃতের গন্ধে ভারী অবস্থায়। আর কিছুদিনের মধ্যেই ওখানে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হবে টাইটাসের। যে-সব ইহুদি এখনও বেঁচে আছে, তাদের ঠাঁই হবে অ্যাম্ফিথিয়েটারে, কিংবা মিশরের মরুভূমির মাঝখানের খনিগুলোতে। ওখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে তারা। যিশুর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হবে—নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ইহুদিরা। সে আরেক কাহিনি।

যা হোক, কয়েকদিন পর টায়ারে পৌঁছুল ক্যালেব। দ্বীপে পা রাখতে না রাখতেই সাদা পালতোলা একটা মস্ত জাহাজকে বন্দর ত্যাগ করতে দেখল ও দূর থেকে। খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারল—ওই জাহাজে করেই জেরুসালেম থেকে উদ্ধারকৃত সমস্ত

www.BanglaBook.org

ধনসম্পদ, আহত সৈন্যসামন্ত আর বেনোনির নাতনিকে নিয়ে রোমে যাচ্ছে ক্যাপ্টেন গ্যালাস।

অল্পের জন্য মিরিয়াম ওর হাত ফসকে গেছে, কিন্তু উত্তেজিত হলো না ক্যালেব। ঠাণ্ডা মাথায় পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করল। যুদ্ধ শুরু হবার আগেই নিজের সমস্ত সয়-সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছিল ও, বিনিময়ে পাওয়া সমস্ত সোনা আর দামি পাথর লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল ওর পরিবারের এক পুরনো, বিশ্বস্ত বৃদ্ধ চাকরের কাছে। সেগুলো সংগ্রহ করল ও। তারপর ভোল পাল্টে ফেলল—দুদিন পরে জনসমক্ষে উদয় হলো ডিমিট্রিয়াস নামে এক ধনী মিশরীয় সওদাগর সেজে।

ব্যবসার নামে প্রচুর জিনিসপত্র কিনল ও, টাকার মায়া করল না। বিশাল একটা সংগ্রহ নিয়ে কয়েকদিন পরই আলেকজান্দ্রিয়া-গামী একটা জাহাজে চড়ল। ওখানে পৌঁছে আরও অনেক জিনিস কিনল ক্যালেব, আস্ত একটা জাহাজ ভাড়া করে কয়েকদিন পর রওনা দিল রেগিয়ামের পথে। কিন্তু শীতকালীন একটা ঝড়ের কবলে পড়ে দিক পাল্টাতে বাধ্য হলো ওর জাহাজ, গিয়ে ঠেকল সাইপ্রাসের পাপোসে। ভয় পেয়ে গেল জাহাজের ক্যাপ্টেন আর নাবিকেরা, অসময়ে ঝড় ওঠাকে দেবতাদের অভিশাপ বলে ধরে নিল, পুরো শীতকাল অতিবাহিত হবার আগে কিছুতেই আর সাগরে ফিরবে না বলে জানিয়ে দিল। টাকার লোভ, ভয়ভীতি... কোনোকিছুই কাজে এল না, লোকগুলো অনড় রইল সিদ্ধান্তে। আর কোনও জাহাজও পেল না ক্যালেব, যেটা নিয়ে নিজে চলে যেতে পারে। তাই উপায়ান্তর না দেখে তিনটা মাস পাপোসে কাটাতে বাধ্য হলো ও।

তবে সময়টা একেবারে অর্থহীন কাটল না। পাপোসের সম্ভ্রান্ত সমাজের সঙ্গে সখ্য গড়ল ডিমিট্রিয়াস, জাহাজে থাকা জিনিসপত্র বিক্রি করে প্রচুর লাভ করল ওদের কাছ থেকে। সেই টাকায় নতুন নতুন অনেক পণ্য—যেমন মদ, রূপা, তামা,

www.BanglaBook.org

ইত্যাদি কিনে নিজের সংগ্রহ আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারল। অবশেষে... শরৎ আসার পর আবারও পাল তুলল ওরা। একের পর এক বন্দর স্পর্শ করে মাসদুয়েক পর পৌঁছুল *সেন্টাম স্যালে*-তে; ওটা রোম থেকে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরের এক বন্দর।

এভাবে ডিমিট্রিয়াস সওদাগরের দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা শেষ হলো। জাহাজ খালি করে সমস্ত জিনিসপত্র তোলা হলো ঘোড়ায় টানা মালগাড়িতে, তারপর রোমের দিকে রওনা হলো ও।

একুশ

সিজার এবং প্রিন্স ডমিশিয়ান

রোমে ঢোকার ঠিক আগেভাগে দুপুরবেলায় নগরীর বাইরে ক্যাম্প করল ক্যাপ্টেন গ্যালাস, দিনের আলোয় মিরিয়ামকে শহরের লোকজনের চোখে পড়তে দিতে চায় না। ওর রূপ দেখে অনেকের মাথাতেই কুমতলব গজাতে পারে। একজন লোক পাঠিয়ে দিল সে, যাতে ওর স্ত্রী জুলিয়া তার স্বামীর আগমনের খবর পায়, রাতে তৈরি থাকে ওদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য।

সূর্য ডোবার খানিক আগে ফিরল সেই দূত, সঙ্গে জুলিয়া স্বয়ং। দীর্ঘদিন স্বামীর সঙ্গে দেখা নেই তার, অপেক্ষা করতে রাজি হয়নি, দূতের সঙ্গেই ছুটে এসেছে। আবেগঘন একটা দৃশ্যের অবতারণা ঘটল এর ফলে। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল গ্যালাস আর জুলিয়া, চুমো খেল, চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঝরছে।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা কেটে যেতেই মিরিয়ামের উপর চোখ পড়ল জুলিয়ার। স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটি কে?'

'যুদ্ধবন্দি... টাইটাসের সম্পত্তি। যতদিন না তিনি ফিরে আসছেন, ততদিন ও আমার দায়িত্বে থাকবে... মানে তোমারও।'

ভুরু কুঁচকে বন্দিনীর দিকে তাকাল জুলিয়া। 'ইহুদি মেয়েরা এত সুন্দরী হয় বলে জানতাম না!'

'ইহুদি নয় ও,' গ্যালাস বলল। 'নাজারেন... খ্রিস্টান। নাম মিরিয়াম। ইহুদিরা ওকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য একটা তোরণের উপর বেঁধে রেখেছিল। আমি উদ্ধার করেছি।'

'তুমি তো আমার কৌতূহল জাগিয়ে দিলে!' বলল জুলিয়া। 'ওর কাহিনিটা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, তবে...' নিজেকে সামলাল ও। 'থাক, সেটা পরে জানলেও চলবে।' মিরিয়ামের দিকে তাকাল। 'সত্যিই তুমি খ্রিস্টান?'

'জী, মা।' মিরিয়াম মাথা ঝাঁকাল, হঠাৎ দেখাতেই কেন যেন মহিলাকে খুব ভাল লাগছে ওর কাছে। মাতৃত্ববোধ ফুটে বেরুচ্ছে ওঁর চেহারা থেকে।

'সে কী! আমাকে মা ডাকছ কেন?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল জুলিয়া, তবে কণ্ঠে অভিযোগ নেই কোনও।

'ক্যাপ্টেনের কাছে শুনেছি, আমার মত একটি মেয়ে ছিল আপনাদের, তাই। কেন, মা ডাকলে কোনও অসুবিধে আছে?'

'না, না, অসুবিধে কীসের! তুমি তো আমার মেয়ের মতই।' মিরিয়ামকে জড়িয়ে ধরে কপালে একটা চুমু দিল জুলিয়া। ফিসফিসিয়ে বলল, 'ঈশ্বর আর যিশু তোমার মঙ্গল করুন!'

চমকে গেল মিরিয়াম। গ্যালাসের স্ত্রী খ্রিস্টান নাকি? তা কী করে হয়! তবে রহস্যটা পরে খোলাসা করা যাবে, ঈশ্বর যে ভাগ্যক্রমে একজন খ্রিস্টান নারীর কাছে ওকে পৌঁছে দিয়েছেন, তা-ই আপাতত যথেষ্ট। আর চিন্তা নেই ওর, দুনিয়ার সব খ্রিস্টান

www.BanglaBook.org

তো একই পরিবারের সদস্য! মহিলাকে পাল্টা আলিঙ্গন করল মিরিয়াম।

রাত নামার পর ক্যাম্প গুটিয়ে আবার পথে নামল ওরা, অ্যাপিয়ান ফটক ধরে ঢুকল রোমে। এখানে এসে দলবল নিয়ে গ্যালাস চলে গেল রিপোর্ট করতে, মিরিয়ামকে নিয়ে বাড়ির দিকে চলল জুলিয়া, নিরাপত্তার জন্য ওদের সঙ্গে শুধু দুজন সৈনিক থাকল। ওদেরকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তারাও বিদায় নিল।

ছোট্ট একটা আঙিনা পেরিয়ে মিরিয়ামকে বসার ঘরে নিয়ে গেল জুলিয়া। ব্রোঞ্জের তৈরি তেলের বাতি ঝুলছে ছাদ থেকে, সেই আলোয় ভিতরটা চমৎকারভাবে সাজানো অবস্থায় দেখতে পেল মিরিয়াম, এক বিন্দু ধুলোবালি নেই কোথাও। আসবাবপত্র দামি নয়, তবে সবকিছুতে রুচির ছাপ মেলে।

'এ-ই আমাদের বাড়ি,' জুলিয়া বলল। 'আমার বাবার দেয়া। ত্রিশ বছর ধরে এখানেই সংসার করছি আমি, তবে বেশিরভাগ সময় একাকী অবস্থায়। আমার স্বামী সবসময় যুদ্ধ করবার জন্য বাইরে বাইরে থাকে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'আশা করি এখানে তুমি নিরাপদে... সেই সঙ্গে আরামে থাকবে। ঈশ্বরের নামে তোমাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি, মিরিয়াম।'

'আপনার এই ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না,' মিরিয়াম দ্বিধান্বিত গলায় বলল। 'আপনি কি ঈশ্বর আর যিশুতে বিশ্বাস করেন?'

'হ্যাঁ, মা। আমি খ্রিস্টান হয়েছি বেশ কিছুদিন আগে... তবে গোপনে। আমার স্বামী সেটা জানে না। দয়া করে তুমি বোলো না কিছু। সময় হলে আমিই জানাব ওকে।'

'আপনি আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন।'

মাথায় হাত বুলিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল জুলিয়া। তারপর দুজন নিঃশব্দে প্রার্থনায় বসল—একজন স্বামীকে ফিরে পেয়েছে বলে, অন্যজন স্বধর্মের একজন মাতৃপ্রতিম মহিলার কাছে আশ্রয়

www.BanglaBook.org

পেয়েছে বলে।

গ্যালাস কখন ফেরে, ঠিক নেই। তাই প্রার্থনাশেষে হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসল ওরা। অনেকদিন পর ঘরে বানানো খাবার পেল মিরিয়াম, পেটভরে খেল ও। ঘুম এসে গেল চোখে। ওকে দোতলার একটা সুন্দর কামরায় নিয়ে গেল জুলিয়া—মেঝেটা মার্বেল পাথরের, সাজানোও হয়েছে চমৎকারভাবে।

'এই ঘরে আগে আমার মেয়ে থাকত,' বলল জুলিয়া। 'আজ থেকে তুমিও থাকবে।'

'হ্যাঁ, ফ্লাভিয়া... আপনাদের একমাত্র সন্তান,' মিরিয়াম বলল। 'আমি ক্যাপ্টেন গ্যালাসের কাছে শুনেছি ওর কথা।'

'ও বলেছে?' একটু যেন অবাক হলো জুলিয়া। 'কই, আমার সামনে তো কখনও ফ্লাভিয়ার প্রসঙ্গ তুলতেই চায় না ও। সবসময় কেন যেন এড়িয়ে চলে।'

'নিশ্চয়ই কষ্ট পান বলে বলতে চান না।'

'তা-ই হবে,' বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল জুলিয়া। 'তুমি এখন ঘুমাও, মা। অনেক পথ পেরিয়ে এসেছ। নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত লাগছে? কাল সকালে আবার দেখা হবে।'

শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেল সে।

ক্লান্তই ছিল মিরিয়াম, বিছানায় পিঠ ঠেকাতেই কীভাবে যে ঘুমিয়ে পড়ল—বলতে পারবে না। সকালেও উঠল দেরিতে। মুখ-হাত ধুয়ে যখন নীচে নেমে এল, তখন সূর্য অনেকটা চড়ে গেছে। সামনের আঙিনায় দেখতে পেল গ্যালাসকে, বাগানের গাছে ভৃত্যদের দিয়ে পানি দেয়াচ্ছে—পরনে ঝকঝকে একটা নতুন বর্ম।

'সুপ্রভাত, মিরিয়াম!' ওকে দেখে বলে উঠল গ্যালাস। 'ঘুম কেমন হয়েছে?'

'খুবই ভাল,' হাসল মিরিয়াম। 'দিনের পর দিন তাঁবু আর

www.BanglaBook.org

জাহাজে কাটাবার পর এখানে এমন আরামের মধ্যে ভাল ঘুম না হয়ে উপায় আছে?'

'তা তো বটেই!' গ্যালাসও হাসল।

'কিন্তু আপনি বর্ম পরেছেন কেন? এখানে তো যুদ্ধ হচ্ছে না।'

'আনুষ্ঠানিক পোশাক,' গ্যালাস বলল। 'সিজারের দরবারে এক ঘণ্টার মধ্যে হাজির হতে হবে আমাকে।'

শঙ্কিত হয়ে উঠল মিরিয়াম। 'টাইটাস কি এসে পড়েছে?'

'না, না, ওঁর বাবা... সিজার ভেসপাসিয়ান ডেকেছেন আমাকে। জুডেয়ার পরিস্থিতি, সেইসঙ্গে যুদ্ধজয়ের সম্পত্তি কী এনেছি না-এনেছি... এসবের ব্যাপারে ওঁর কাছে রিপোর্ট দিতে হবে আমাকে।'

'আমার কথাও বলবেন?'

'গোপন করার তো উপায় নেই।'

'উনি যদি আমাকে চেয়ে বসেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল গ্যালাস। 'ওঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারব না আমি। তবে কথা দিচ্ছি, সুযোগ থাকলে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব তোমাকে এখানেই রেখে দিতে।'

একটু পরেই চলে গেল গ্যালাস... মিরিয়ামকে উৎকণ্ঠায় ফেলে রেখে। তিন ঘণ্টা পর যখন ফিরল, তখন জুলিয়াও অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছে স্বামীর জন্যে।

দোতলার বারান্দায় বসে ছিল ওরা, ফটক দিয়ে গ্যালাসকে ছড়িতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঢুকতে দেখল—অনেকদিন পেরিয়ে যাবার পরও আহত পা-টা ঠিক হয়নি, কোনোদিন হবে বলে মনেও হচ্ছে না। তীক্ষ্ণ চোখে উপর থেকে স্বামীর চেহারা দেখল জুলিয়া। তারপর বলল, 'ভয় পেয়ো না, মিরিয়াম। খারাপ কোনও খবর আনেনি ও। তা হলে অন্যরকম দেখাত।'

নীচে নেমে পঙ্গু যোদ্ধাকে অভ্যর্থনা জানাল ওরা, তারপর নিয়ে বসাল বসার ঘরে।

www.BanglaBook.org

'খবর কী?' জিজ্ঞেস করল জুলিয়া।

'প্রথম খবর হচ্ছে, আমার সৈনিকজীবন শেষ,' গম্ভীর গলায় জানাল গ্যালাস। 'চিকিৎসকরা বলে দিয়েছে—আমার পা আর কোনোদিন ভাল হবে না। তাই সেনাবাহিনী থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়েছে আমাকে।'

নীরব রইল জুলিয়া।

তার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে গ্যালাস বলল, 'কী ব্যাপার, তুমি কিছু বলছ না কেন? খবরটা শুনে খারাপ লাগছে না?'

'খারাপ লাগবে কেন?' ভুরু কোঁচকাল জুলিয়া। 'ত্রিশটা বছর যুদ্ধ করেছ... কম নাকি? আমি হাঁপিয়ে উঠেছি, ওরা অবসর না দিলে আমিই তো বলতাম তোমাকে দরখাস্ত করতে।'

'কী! আমি যে বেকার হয়ে গেছি... সেটা বুঝতে পারছ না?'

'তাতে কোনও অসুবিধে নেই। তোমার এখন বিশ্রাম দরকার। টাকাপয়সা নিয়ে ভেবো না। তুমি যখন ছিলে না, তখন আমি জমিয়েছি। অন্তত কয়েক মাস খরচাপাতি নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

'না জমালেও অসুবিধে ছিল না। সিজার খুশি হয়ে বাকি জীবন আমাকে অর্ধেক বেতন দেবার ঘোষণা দিয়েছেন। তা ছাড়া জেরুসালেম থেকে যা এনেছি, সেটারও একটা অংশ দান করেছেন। আমার শুধু খারাপ লাগছে এই ভেবে যে, আর কোনোদিন তলোয়ার হাতে দেশের সেবা করতে পারব না।'

'মায়াকান্না বন্ধ করো তো!' মুখ ঝামটা দিল জুলিয়া। 'মিরিয়ামের ব্যাপারে কী কথা হলো—সেটা বলো।'

'ওর কথা জানিয়েছি সিজারকে, টাইটাস কী নির্দেশ দিয়েছেন—তা-ও। শুনে আর কিছু বলেননি তিনি। কিন্তু টাইটাসের ছোট ভাই... প্রিন্স ডমিশিয়ান হাজির ছিলেন দরবারে; মিরিয়ামের ব্যাপারে খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছেন তিনি, সিজারকে চাপাচাপি করছিলেন ওকে প্রাসাদে নিয়ে যাবার জন্য আদেশ জারি

www.BanglaBook.org

করতে। তবে রাজি হননি সিজার, বলে দিয়েছেন—টাইটাসের সম্পত্তির উপর ওঁর আবদার গ্রহণযোগ্য নয়। আমিও একটু মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি, মিরিয়াম খুব অসুস্থ বলে জানিয়েছি। তাই আর বাড়াবাড়ি করতে পারেননি ডমিশিয়ান। আপাতত ও নিরাপদ।'

'কিন্তু টাইটাস ফিরে এলে কী হবে?' জিজ্ঞেস করল মিরিয়াম।

'সেটা শুধু দেবতারাই বলতে পারেন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল গ্যালাস। 'সম্ভব হলে তোমাকে পালিয়ে যেতে বলতাম... কিন্তু তাতে আমার গর্দান যাবে।'

'আপনার ক্ষতি হবে, এমন কাজ আমি কখনোই করব না, ক্যাপ্টেন,' মিরিয়াম জোর গলায় বলল। 'তা ছাড়া... পালিয়ে আমি যাবই বা কোথায়?'

'কী জানি! খ্রিস্টানদের তো স্বধর্মী বন্ধুবান্ধবের অভাব হয় না। তবে তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে। তাই যতদিন না টাইটাস ফিরছেন, তুমি আমাদের এখানে স্বাধীনভাবে থাকতে পারো।'

'হ্যাঁ...' নিচু গলায় বলল মিরিয়াম। 'যতদিন না টাইটাস ফিরছেন। সেটা আসলে কতদিন—তা ঈশ্বরই জানেন।'

মেয়াদটা শেষ পর্যন্ত হলো ছ'মাস। এই সময়টা গ্যালাসের বাড়িতে সত্যিই একজন মুক্ত মানুষের মত থাকতে পারল মিরিয়াম। সন্তানহারা দম্পতি ওকে আপন মেয়ের মত স্নেহ-ভালবাসা দিল, কোনও সাধ অপূর্ণ রাখল না... কিন্তু সুখী হতে পারল না ও। দুপাশে অন্ধকার রেখে আলোতে কে-ই বা সুখী হতে পারে? মিরিয়ামের পিছনের অন্ধকারটা ভয়াবহ অতীতের, আর সামনেরটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের। মাঝখানের সুন্দর পরিবেশটা তাই উপভোগ করতে পারল না।

মাঝে মাঝে জুলিয়ার সঙ্গে নগরীর ভিতরে হাঁটতে বেরোয়

www.BanglaBook.org

মিরিয়াম, কেনাকাটাও করে—তবে মুখটা তখন ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখে, যাতে সুন্দর চেহারা দেখে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না হয়। কেউ ওর দিকে তাকায় না, কিন্তু ও দেখে সবাইকে। নানা বর্ণের, নানা পেশার, নানা প্রকৃতির মানুষ। ঘোড়ার গাড়িতে চড়া বিত্তশালী, রুক্ষ চেহারার যোদ্ধা, ধূর্ত ব্যবসায়ী, খেটে খাওয়া দিনমজুর... সবই আছে তাদের মধ্যে। কেউ মোটা, কেউ রুগ্ন, কেউ বা স্বাস্থ্যচেতন। এদের মধ্যে কে যে শেষ পর্যন্ত ওকে কিনে নেবে—ভেবে আতঙ্কিত হয় ও।

এভাবে হাঁটতে বেরিয়ে একদিন রাজরক্ষীদের বিশাল এক বহর দেখতে পেল মিরিয়াম—হৈচৈ করতে করতে রাস্তা খালি করাচ্ছে। একটু পরেই ফাঁকা রাস্তা দিয়ে ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে এল অল্পবয়েসী এক যুবক—লম্বা, রুক্ষ চেহারা, পরনে রাজকীয় পোশাক। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দুপাশের লোকজনের দিকে এমন ভঙ্গিতে দৃষ্টি বোলাল যেন মানুষ নয়, কীটপতঙ্গ দেখছে; দৃষ্টিতে একটা তাচ্ছিল্য ফুটে রইল। এক মুহূর্তের জন্য মিরিয়ামের ওড়না-ঢাকা মুখের উপর চোখ আটকে রইল তার, তারপর আবার অন্যদিকে তাকাল। বুকটা কেন যেন কেঁপে উঠল মিরিয়ামের, জুলিয়ার কাছে জানতে চাইল, 'কে ও, মা?'

'কে আবার... প্রিন্স ডমিশিয়ান।' মুখ বাঁকা করে বলল জুলিয়া। 'সিজার ভেসপাসিয়ানের ছোট ছেলে, টাইটাসের ভাই। তবে রক্তের সম্পর্ককে মোটেই মূল্য দেয় না সে, সুযোগ পেলেই বাপ-ভাইকে খুন করে সিংহাসন দখল করবে। লোকটা সুবিধের নয়, মিরিয়াম। কখনও ওর সামনে পোড়ো না।'

'কাকে বলছেন?' তিক্ত হাসি হাসল মিরিয়াম। 'আমার অবস্থা তো ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত, টাইটাস-ডমিশিয়ান আর ভেসপাসিয়ানের মত বিড়ালেরা যাকে নিয়ে খেলছে। ওদের এড়াব কী করে?'

'তা তো জানি না। শুধু তোমাকে সতর্ক করলাম আর কী!'

www.BanglaBook.org

এ তো গেল জুলিয়ার কথা। গত ছ'মাসে গ্যালাসও একেবারে বসে ছিল না। যখনই জুডেয়া থেকে কোনও সৈন্য ফিরে এসেছে, তখনই ছুটে গেছে সে। জানার চেষ্টা করেছে, মারকাসের কোনও খবর আছে কি না। তবে জানতে পারেনি কিছু। একটা সময়ে এসে মিরিয়াম বিশ্বাস করতে শুরু করল—রোমান ক্যাপ্টেন মারা গেছে, সঙ্গে নেহুশতাও... নইলে ওদের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? নীরবে-নিভৃতে চোখের পানি ফেলতে থাকল ও।

হাজারো মানসিক যাতনার মধ্যেও একটি স্বস্তির বিষয় রয়েছে—তা হলো ভিন্ন ধর্মের প্রতি সিজার ভেসপাসিয়ানের সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি। রোমের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা এ-কারণে অ্যাপিয়ানের ক্যাটাকুম্বে নিয়মিতভাবে সমবেত প্রার্থনা করতে পারে। জুলিয়ার সঙ্গে প্রায়ই ওখানে যায় মিরিয়াম, রাতভর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার মাধ্যমে শান্তি খুঁজে নেয়। গ্যালাস কখনও বাধা দেয় না, ইতোমধ্যে স্ত্রী-র ধর্মান্তরিত হবার খবর জানতে পেরেছে সে... জুলিয়াই বলেছে। শুনে একটু মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিল প্রথমে, পরে কাঁধ ঝাঁকিয়েছে—জুলিয়ার বয়স তো কম হয়নি, নিজের ভালমন্দ তার নিজেরই বোঝার কথা। মাঝে মাঝে গ্যালাস বরং ওদের সঙ্গ দেয়, চলে যায় প্রার্থনাসভায়, বসে বসে খ্রিস্টধর্মের মহান বাণী শোনে। ভিতরে ভিতরে হয়তো কিছুটা উদ্বেলিতও হয়, কিন্তু ধর্মান্তরিত হবার জন্য কিছুতেই রাজি হয় না। ওর ভাষায়... এই বয়সে এসে নতুন একটা ধর্ম গ্রহণ করাটা পোষাবে না।

যা-ই হোক, এভাবে ছকবাঁধা জীবন কেটে যেতে থাকল মিরিয়ামের, কীভাবে ছ'মাস পেরুল, তা ও নিজেও বলতে পারবে না। তারপর এল সেই দিন—টাইটাস ফিরে এল রোমে। তাকে অভ্যর্থনা জানাতে নগরীর বাইরে ছুটে গেলেন ভেসপাসিয়ান আর ডমিশিয়ান। মহা-জাঁকজমক করে বিজয়ী সেনাপতি, রোমের ভবিষ্যৎ কর্ণধারকে নিয়ে আসা হলো

www.BanglaBook.org

ভিতরে। সিজার ঘোষণা দিলেন—খুব শীঘ্রি টাইটাসের সম্মানে বিজয়-উৎসব আর বিজয়-মিছিল হবে। সেগুলোর প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল গোটা শহর।

কয়েক সপ্তাহ রাজপ্রাসাদে বিশ্রাম নিল টাইটাস, মিরিয়াম কিংবা জেরুসালেম থেকে আনা ধন-সম্পদের বিষয়ে আগ্রহ দেখাল না। তারপর এল মাহেন্দ্রক্ষণ... ডাক পড়ল গ্যালাসের। কয়েক ঘণ্টা পর প্রাসাদ থেকে যখন ফিরে এল সে, চেহারা ছাই হয়ে আছে—দুঃসংবাদের স্পষ্ট ইঙ্গিত।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল জুলিয়া, তবে মনে মনে আন্দাজ করে ফেলেছে জবাবটা।

'ইয়ে...' ইতস্তত করে বলল পঙ্গু ক্যাপ্টেন। 'মুক্তা-কুমারীকে নিয়ে যেতে এসেছি। মধ্যাহ্নভোজের পর ওকে দেখতে চেয়েছেন ভেসপাসিয়ান আর টাইটাস। বিজয়-মিছিলে কোথায় ওকে হাঁটানো হবে, সেটা ঠিক করবেন। যদি ওঁদের কাছে ওকে যথেষ্ট সুন্দরী বলে মনে হয়, তা হলে সম্মানজনক একটা জায়গা দেয়া হবে... সম্ভবত টাইটাসের রথের ঠিক সামনে হাঁটতে পারবে ও।' গ্যালাসের চেহারায় মেঘ জমল। 'ব্যাপারটা এড়ানোর উপায় নেই, ওর জন্য পোশাকও ঠিক করে ফেলা হয়েছে—খাঁটি রেশমের তৈরি একটা সাদা রঙের আলখাল্লা, বুকের কাছে নিকানরের তোরণের নকশা-কাটা।'

কাঁদতে শুরু করল মিরিয়াম।

'চোখ মোছো, মা,' গ্যালাস বলল। 'কপালে যা আছে, তা-ই ঘটবে। তুমি বরং তোমাদের ওই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, কারণ তোমার ভাগ্য এখন আর আমাদের হাতে নেই।'

'ঈশ্বর ওকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন,' জুলিয়া বলল। 'এতে আমার কোনও সন্দেহ নেই।'

'আমারও নেই,' চোখ মুছে বলল মিরিয়াম। 'তিনি কখনও খাঁটি বান্দাদের পরিত্যাগ করেন না।'

www.BanglaBook.org

'তা হলে তোমার আর ভয় কীসের?' গ্যালাস বলল। 'নাহয় কড়া রোদে মিছিলের সঙ্গে পুরো শহর ঘুরবে। রাস্তার দুপাশে অনেক মানুষ থাকবে বটে, কিন্তু কেউ তোমার কোনও ক্ষতি করবে না... সাহসই পাবে না। আর নিলাম? তোমার ঈশ্বর নিশ্চয়ই একটা ভাল মনিব জুটিয়ে দেবেন।'

'তা-ই হয়তো ঘটবে।'

'এসো, খাওয়াদাওয়া সেরে নিই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, প্রাসাদে পৌঁছুতে হবে আমাদের।'

খিদে ছিল না, তবু গ্যালাসের অনুরোধে সামান্য খেল মিরিয়াম, তারপর একটা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে গ্যালাস দম্পতির সঙ্গে প্রাসাদে গেল। রাজরক্ষীরা নীচতলার একটা ছোট কক্ষে বসতে দিল ওদের। আধঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পর ডাক পড়ল উপরতলায় যাবার।

প্রাসাদের অলিগলি পেরিয়ে মার্বেল পাথরে মোড়া একটা মাঝারি আকৃতির রুমে নিয়ে যাওয়া হলো মিরিয়াম আর গ্যালাস দম্পতিকে। মোট চারজন মানুষ রয়েছে ওখানে, গোল একটা টেবিল ঘিরে বসে আছেন বয়োবৃদ্ধ সম্রাট ভেসপাসিয়ান আর তাঁর বড় ছেলে টাইটাস, পিছনে প্রিন্স ডমিশিয়ান রয়েছে দাঁড়িয়ে। তিনজনেই ঝুঁকে রয়েছে টেবিলের উপর—ওখানে ঘরের চতুর্থ মানুষটি... একজন উৎসব-নিয়ন্ত্রক... কাগজে এঁকে বিজয়-মিছিলের আকৃতি-প্রকৃতি বোঝাচ্ছে।

পায়ের শব্দে আলোচনায় ছেদ পড়ল, সবাই মুখ তুলে তাকাল নবাগতদের দিকে। কুর্নিশ করে গ্যালাস বলল, 'মহানুভব, আপনাদের সামনে আমি মুক্তা-কুমারীকে পেশ করছি।'

'হুম, এই সেই মেয়ে?' তীক্ষ্ণ চোখে মিরিয়ামকে আপাদমস্তক জরিপ করলেন ভেসপাসিয়ান। 'খুব সুন্দরী দেখছি! টাইটাস, চিনতে পারছ ওকে?'

www.BanglaBook.org

'নাহ্,' মাথা নাড়ল টাইটাস। 'শেষবার যখন দেখেছি, তখন তো রোদে পুড়ে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় একেবারে এইটুকুন হয়ে গিয়েছিল। খালি গলার ওই মুক্তার মালাটার কথা মনে আছে, আর কিছু নয়।'

ভুরু কুঁচকে মিরিয়ামের মালাটার দিকে তাকালেন ভেসপাসিয়ান। 'এ তো খুব দামি জিনিস, ওর কাছে এল কী করে?'

'ও সাধারণ কেউ নয়,' টাইটাস জানাল। ইতোমধ্যে মিরিয়ামের ব্যাপারে যথেষ্ট খোঁজখবর নিয়েছে সে। 'মেয়েটা আসলে টায়ারের বিখ্যাত ব্যবসায়ী বেনোনির একমাত্র নাতনি। বেনোনি জেরুসালেমে আত্মহত্যা করেছে, ওর সমস্ত সম্পত্তির মালিক এখন এই মেয়েটাই।'

'একজন ক্রীতদাসী আবার সম্পত্তির মালিক হয় কী করে?' প্রশ্ন তুললেন ভেসপাসিয়ান, তাকালেন ছোট ছেলের দিকে। 'ডমিশিয়ান, তুমি তো আইন-কানুন ভাল জানো। মেয়েটা কি নানার সম্পত্তি দাবি করতে পারে?'

'না,' মাথা দোলাল ডমিশিয়ান। 'ক্রীতদাসদের কোনও অধিকার নেই, কাজেই ওরা কোনও কিছুর মালিক হতে পারে না।'

'খামোকা পেঁচাচ্ছ কেন?' বিরক্ত গলায় বলল টাইটাস। 'আমি কি ওকে জমিদার বানাচ্ছি নাকি? দাম বাড়ানোর জন্য বেনোনির সম্পত্তির সঙ্গে জুড়ে রাখছি শুধু, কারণ ওকে যে কিনবে... সে একই সঙ্গে ওই সম্পত্তিরও দখল পাবে। মুক্তা-কুমারীকে শুধু একটা জিনিসই রাখতে দেব আমি... ওই মালাটা। খুব মানিয়েছে কি না!' উৎসব পরিচালকের দিকে তাকাল টাইটাস। 'অ্যাই, লিখে রাখো... এই মেয়ে ওই মালা পরে বিজয়-মিছিলে অংশ নেবে...'

'ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না,' বলল ডমিশিয়ান। 'মেয়েটার সঙ্গে আবার সম্পত্তি যোগ করবার দরকার কী?

www.BanglaBook.org

আলাদাই রাখো!'

'মানে?' ভ্রূকুটি দেখা গেল টাইটাসের কপালে। 'হঠাৎ এ-কথা বলছ কেন?'

'ইয়ে... মানে...' ইতস্তত করল ডমিশিয়ান, 'সম্পত্তি-টম্পত্তি তো দরকার নেই আমার!'

'কী বলতে চাও?'

'আসলে... তোমার কাছে একটা জিনিস চাইবার আছে আমার...'

'আমার কাছে আবার চাইবার কী আছে?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল টাইটাস। 'তুমি আমার ভাই, আমার সবকিছু তো এমনিতেই তোমার!'

'তা হলে আর কথাই নেই,' হাসল ডমিশিয়ান। 'তোমার সম্পত্তি থেকে শুধু এই মুক্তা-কুমারীকে নেব আমি। বেনোনির সয়-সম্পত্তির প্রয়োজন নেই আমার, ওটা তোমারই থাকবে। বিক্রি করো, বা ভোগ করো... তাতে আমার কিছু যায়-আসে না।'

থমকে গেল টাইটাস। একটু চুপ থেকে নিজেকে সামলাল সে। তারপর বলল, 'বুঝতে একটু ভুল হয়েছে তোমার, ভাই। আমি বলেছি—*আমার সবকিছু*। কিন্তু এই মেয়ে তো আমার সম্পত্তি নয়! আমি আগেই ঘোষণা দিয়েছি, এই মেয়েকে বিক্রি করে যা টাকা পাওয়া যাবে, তা যুদ্ধাহত সৈনিকদের মাঝে বিলিয়ে দেব। কাজেই মুক্তা-কুমারী ওই সৈনিকদের সম্পত্তি, আমার নয়।'

'কী বললে!' রেগে উঠল ডমিশিয়ান। 'ভাইয়ের চেয়ে কানা-খোঁড়া সৈন্যরা তোমার কাছে বেশি বড় হলো?'

'প্রশ্নটা বড়-ছোট নিয়ে নয়। আমি কথার বরখেলাপ করতে পছন্দ করি না।'

'ক্...কিন্তু এই মেয়েকে আমার চাই!' গোঁয়ারের মত বলল ডমিশিয়ান।

www.BanglaBook.org

'নিলামের বাজারে যেতে তো কেউ বাধা দিচ্ছে না তোমাকে,' টাইটাস বলল। 'যদি পারো, ওখান থেকেই কিনে নিয়ো! আমি আপত্তি করব না।'

'আ... আমি বাজারে যাব?' রাগে গরগর করছে ডমিশিয়ান। 'যে-জিনিস আমি এমনিতেই পেতে পারি, তার জন্য টাকা খরচ করব কেন?' ঝট্ করে পিতার দিকে ফিরল সে। 'বাবা, টাইটাস আমাকে অপমান করছে। আপনি আদেশ দিন, ও যেন এক্ষুনি মেয়েটাকে আমার হাতে তুলে দেয়।'

টাইটাসের চেহারাও কঠিন হয়ে উঠল। থমথমে গলায় বলল, 'আদেশ দিতে হলে ওকে দাও, বাবা... আমার সঙ্গে যেন বেয়াদবি না করে। বয়সে ও আমার ছোট, এ-কথাটা যেন না ভোলে।'

করুণ দৃষ্টিতে দুই পুত্রের দিকে তাকালেন ভেসপাসিয়ান। সন্তানদের মধ্যকার রেষারেষি সম্পর্কে খুব ভাল করেই জানা আছে তাঁর, এতদিন সেটা চলছিল আড়ালে-আবডালে, কিন্তু আজ সামান্য একটা মেয়ের জন্য সেটা উন্মুক্ত হয়ে গেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সিজার, বললেন, 'আমি খুব হতাশ হয়েছি তোমাদের নিয়ে। এত বড় রাজ্য আমার, ভাগ করলেও কি তোমাদের কারও জন্যে কম হবে? কেন নিজেদের মধ্যে অযথা বিবাদ করছ? এতে তো শুধু নিজেদের নয়, পুরো রাজ্যের... সমস্ত প্রজার ক্ষতি! ক্ষান্ত দাও... ক্ষান্ত দাও তোমরা!'

'দেব,' বলল ডমিশিয়ান। 'তবে তার আগে মেয়েটার ব্যাপারে একটা বিহিত করতেই হবে আপনাকে।'

'ঠিক আছে, করছি,' ভেসপাসিয়ান বললেন। 'জেনে রাখো, কারও পক্ষ নিচ্ছি না আমি, যেটা ঠিক—সেটাই বলছি। ডমিশিয়ান, রাজ-পরিবারের একজন সদস্যের মুখের কথা ফেলনা জিনিস নয়। টাইটাস যদি ঘোষণা দিয়ে থাকে যে, মুক্তা-কুমারীকে বিক্রি করে সমস্ত টাকা যুদ্ধাহতদের মধ্যে

www.BanglaBook.org

বিলিয়ে দেবে, তা হলে সত্যিই মেয়েটা ওর সম্পত্তি নয়। কাজেই ওর উপর তোমার কোনও দাবি বা আবদার সাজে না। যদি খুব বেশি পছন্দ হয়ে থাকে, তা হলে টাইটাসের মত আমিও তোমাকে বলব—কিনে নাও ওকে।'

মুখ টকটকে লাল হয়ে গেছে ডমিশিয়ানের। 'ঠিক আছে, কিনেই নেব ওকে। কিন্তু এই আমি বলে দিলাম, এই হঠকারিতার জন্য টাইটাসকে মাশুল গুনতে হবে।' গটমট করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

'কী বলল ও?' ভেসপাসিয়ান বুঝতে পারছেন না।

'সময় এলেই বুঝতে পারবেন, বাবা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল টাইটাস। তাকাল মিরিয়ামের দিকে। 'আর হ্যাঁ, মুক্তা-কুমারী... আমাদের সাম্রাজ্যে বড় একটা সঙ্কট সৃষ্টি করলে তুমি। অবশ্য তুমি নও, তোমার রূপ এর জন্য দায়ী। আশা করি এই রূপই নিলামের বাজারে তোমাকে সবচেয়ে দামি দাসী হিসেবে দাঁড় করাবে। শুধু প্রার্থনা করো, সেই দামটা যেন ডমিশিয়ান নয়... অন্য কেউ পরিশোধ করে। নইলে তোমারই বিপদ হবে।'

হাত নেড়ে গ্যালাস দম্পতি আর মিরিয়ামকে বিদায় হতে ইশারা করল সে।

BanglaBook.org

বাইশ

বিজয়-মিছিল

এক সপ্তাহ পর ঘনিয়ে এল বিজয়-মিছিলের লগ্ন। আগের দিন

www.BanglaBook.org

বিকেলে কয়েক জন মহিলা দর্জি এল গ্যালাসের বাড়িতে, মিরিয়ামের জন্য তৈরি করা আলখাল্লাটা নিয়ে এসেছে—পরিয়ে দেখবে, প্রয়োজন হলে ছোটখাট সংশোধন দিয়ে নেবে। পোশাকটা সত্যিই চমৎকার—খাঁটি রেশম আর সোনালি কারুকাজ দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যেতে চায়। গলার অংশটা এমনভাবে কাটা হয়েছে, যাতে মিরিয়ামের মালাটা ঢাকা না পড়ে।

শেষ বিকেলের দিকে হাজির হলো সেনাবাহিনীর এক অফিসার, গ্যালাসকে বলতে এসেছে—পরদিন কখন-কীভাবে বন্দিনীকে হস্তান্তর করতে হবে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে একটা উপহার—সোনায় গড়া অপূর্ব একটা কটিবন্ধ, সামনের হুকের জায়গাটার উপর একটা দামি পদ্মরাগমণি পাথর বসানো... তাতে খোদাই করে লেখা—*প্রিন্স ডমিশিয়ানের পক্ষ থেকে, হবু-দাসীর জন্য একান্ত উপহার।*

জিনিসটা মিরিয়াম এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিল, যেন ওটা একটা সাপ। মাথা নেড়ে বলল, 'আমি পরব না ওটা... কিছুতেই না!'

ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন রোমের খ্রিস্টান চার্চের একজন বিশপ... তাঁর নাম সিরিল। গত কয়েক মাসে মুক্তা-কুমারীর সঙ্গে চমৎকার সখ্য গড়ে উঠেছে তাঁর, তাই সঙ্কটের মুহূর্তে সাহস জোগাতে এসেছেন। এগিয়ে গিয়ে মিরিয়ামের মাথায় হাত রাখলেন তিনি। বললেন, 'শান্ত হও, মিরিয়াম। ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখো।'

কাঁদতে কাঁদতে মিরিয়াম বলল, 'এই লজ্জা... এই অসম্মান আমি সইতে পারব না, ফাদার। যিশু যদি নিষেধ না করতেন, এখুনি আত্মহত্যা করতাম। সেটা তো পারছি না! কী করব আমি, বলতে পারেন?'

'বাছা,' নরম গলায় বললেন বৃদ্ধ যাজক। 'উপরে ঈশ্বর তো আছেন, এখুনি অস্থির হচ্ছ কেন? তিনি তোমাকে টায়ারে রক্ষা

www.BanglaBook.org

করেছেন, জেরুসালেমে রক্ষা করেছেন... এমনকী নিকানরের তোরণেও তোমার সঙ্গে ছিলেন তিনি। অস্বীকার করতে পারো?'

'না,' মাথা নাড়ল মিরিয়াম।

'তা হলে আর চিন্তা কীসের?' হাসলেন সিরিল। 'রোমের দাস-বাজারেও তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। কোনও লজ্জা... কোনও অসম্মান তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। দেখবে, ঈশ্বরের তরফ থেকে তোমাকে বাঁচাতে একজন দেবদূত ঠিকই হাজির হয়ে গেছে।'

কথাটা শুনে আশ্চর্য এক প্রশান্তি অনুভব করল মিরিয়াম। তাই তো, এত অস্থির হয়ে পড়েছিল কেন ও? ঈশ্বর তাঁর অনুগত বান্দাদের রক্ষা করবেন—এ তো জানা কথা। শান্ত গলায় ও বলল, 'আমি বুঝতে পেরেছি, ফাদার। ধন্যবাদ, আর আমি ভয় করি না কাউকে। ঈশ্বর সহায়, কেউ আমার ক্ষতি করতে পারবে না... ডমিশিয়ানও না!'

'তা তো বটেই। ডমিশিয়ান হলো শয়তানের দোসর, ওর জন্য শাস্তি ঠিক করে রেখেছেন ঈশ্বর।'

আরও কিছুক্ষণ মিরিয়ামের সঙ্গে সময় কাটালেন সিরিল, তারপর বিদায় নিলেন। কথা দিয়ে গেলেন, রাতভর খ্রিস্টানদের নিয়ে ওর জন্যে প্রার্থনা করবেন তিনি।

সত্যি সত্যি ভয়-ভীতি দূর হয়ে গেল মিরিয়ামের মন থেকে। রাতে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাল ও। ঘুম থেকে উঠল ভোরের আলো ফোটার আগেই। জুলিয়ার সাহায্য নিয়ে বিজয়-মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য তৈরি হলো ও—সাজগোজ করল, টাইটাসের পাঠানো দামি আলখাল্লাটা গায়ে চড়াল। এরপর এল বিদায় নেয়ার পালা।

অশ্রুসজল চোখে জুলিয়া বলল, 'তুমি আমার মেয়ের অভাব পূরণ করেছিলে, মিরিয়াম। তোমাকে আর দেখতে পাব না, এ-কথা ভাবলেই বুকটা ভেঙে যাচ্ছে...'

www.BanglaBook.org

নরম গলায় তাকে সান্ত্বনা দিল মিরিয়াম। 'মন খারাপ করবেন না, মা। ঈশ্বর চাইলে আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে আমাদের। তবে তার জন্য অপেক্ষা করতে রাজি নই আমি, এখুনি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। দুঃসময়ে আমার মত একটা অসহায় মেয়েকে আপনারা যেভাবে সাহায্য করেছেন... বুকে তুলে নিয়েছেন... এ ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব না।'

'ঋণের কথা বলছ কেন?' গ্যালাস বলল। 'তুমি আমাদের মেয়ে.... আর সন্তানের ভালমন্দ দেখা তো বাবা-মা'র কর্তব্য। তাই না?'

'আপনাদের অনেক দয়া।'

'এ-কর্তব্য থেকে আমি এখুনি সরে আসতে চাই না, মিরিয়াম,' গ্যালাস যোগ করল। 'আমি কথা দিচ্ছি... একজন জাত-যোদ্ধার প্রতিশ্রুতি... ডমিশিয়ান যদি তোমার ক্ষতি করে, তা হলে আমি প্রতিশোধ নেব। ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ!'

'অমন কথা মুখে আনবেন না,' মিরিয়াম অনুনয় করল। 'আমি চাই না, আমার জন্যে আপনি সিজারের পুত্রের শত্রুতে পরিণত হন। যদি কিছু করতেই চান, প্রার্থনা করুন—ঈশ্বর যেন আমাকে নিরাপদে রাখেন।'

মাথা ঝাঁকাল গ্যালাস।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল মিরিয়াম। ওকে নিতে কয়েকজন রাজরক্ষী এসেছে, তাদের প্রহরায় রওনা হয়ে গেল বিজয়-মিছিলে যোগ দেবার জন্যে।

সূর্য কেবল উঠতে শুরু করেছে, আঁধার এখনও পুরোপুরি কাটেনি। তারপরও রাস্তায় প্রচুর মানুষ দেখতে পেল মিরিয়াম—দ্রুতপায়ে ছুটছে, আগেভাগে গিয়ে বিজয়-মিছিল দেখবার জন্য ভাল জায়গা দখল করতে চায়। ভিড় এড়িয়ে তুলনামূলকভাবে ফাঁকা রাস্তা বেছে নিল রক্ষীরা, ঘণ্টাখানেক পর

www.BanglaBook.org

পৌঁছুল রাজপ্রাসাদে।

প্রাসাদের নীচতলায় একটা ছোট্ট কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো মিরিয়ামকে, শোভাযাত্রা শুরু হবার আগ পর্যন্ত এখানেই বিশ্রাম নেবে। ওর ব্যাপারে সবাইকে অত্যন্ত যত্নবান দেখা গেল, সন্দেহ নেই—মুক্তা-কুমারী এবং তাকে নিয়ে দুই রাজপুত্রের মধ্যকার বিবাদের কথা জেনে গেছে লোকে।

একটু পর প্রাতঃরাশ দেয়া হলো—রুটি আর দুধ। আহামরি কিছু নয়, তবে শরীরে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য খেতে শুরু করল ও। সারাটা দিন কী পরিমাণ পরিশ্রম করতে হবে, কে জানে! পায়ে হেঁটে পুরো রোম নগরী পাড়ি দেয়া সহজ কাজ নয়।

রুটিতে মাত্র দ্বিতীয়বার কামড় দিয়েছে ও, এমন সময় কামরায় নতুন একজন ভৃত্যকে ঢুকতে দেখা গেল। হাতে রূপার ট্রে—তাতে মাংস-ভাজা, পনির, দামি মদ-সহ নানা রকম বিলাসী খাবার। ট্রে-টা নামিয়ে রেখে ভৃত্য কুর্নিশ করল ওকে, বলল, 'মাফ করবেন, মুক্তা-কুমারী। এগুলো আমার মনিব—প্রিন্স ডমিশিয়ান পাঠিয়েছেন। এখনকার জন্য সামান্য নজরানা... তবে আজ রাতে আপনার জন্যে বিশাল এক নৈশভোজ অপেক্ষা করছে—জানাতে বলেছেন তিনি।'

'তাই নাকি?' বিদ্রূপের সুরে বলল মিরিয়াম।

'জী, তিনি আপনার অপেক্ষায় থাকবেন।' আবার কুর্নিশ করল ভৃত্য।

লোকটা কামরা থেকে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল মিরিয়াম, তারপর ক্রুদ্ধভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিল ট্রে-টা। ডমিশিয়ানের পাঠানো খাবার মরে গেলেও মুখে দেবে না ও, রুটি আর দুধই আবার খেতে শুরু করল।

দু'ঘণ্টা পর একজন রক্ষী হাজির হলো। মিছিলে যাবার সময় হয়েছে। তাকে অনুসরণ করল মিরিয়াম, বাইরে বেরিয়ে দেখল—সূর্য উঠে গেছে পুরোপুরি, চারপাশ ঝলমল করছে।

www.BanglaBook.org

প্রাসাদের সামনের চত্বরে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে, জায়গাটা তখন লোকে লোকারণ্য—কয়েক হাজার বন্দি ইহুদি, সেই সঙ্গে হাতি-ঘোড়া, বাদ্যযন্ত্রী... সবাই সমবেত হয়েছে শোভাযাত্রার জন্য, অশ্বারোহী একটা বড় সৈন্যদল রয়েছে মিছিলকে ঠিকমত পরিচালনা করবার জন্য। চোখ ফেরাতেই প্রাসাদের বারান্দায় রোমের সিনেটের সদস্যদের দেখা গেল—রাজপরিবারের সদস্যদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের অপেক্ষার অবসান ঘটল একটু পরেই, টাইটাস আর ডমিশিয়ানকে নিয়ে হাজির হলেন ভেসপাসিয়ান।

চত্বরের সৈনিকদের মধ্যে তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল, তার মাঝে বারান্দায় স্থাপন করা তিনটে সিংহাসনে বসলেন সিজার আর রাজপুত্রদ্বয়। সিনেট সদস্যরা মাথা নিচু করে সম্মান দেখাল তাঁদের। এবার উঠে দাঁড়ালেন ভেসপাসিয়ান, হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে ইঙ্গিত করলেন। মুহূর্তের মধ্যে নীরবতা নেমে এল চত্বরে।

ভাষণ দিতে শুরু করলেন সিজার ভেসপাসিয়ান। জেরুসালেমের যুদ্ধে সৈনিকদের সাহসিকতার প্রশংসা করলেন, তাদেরকে পুরস্কৃত করবার ঘোষণা দিলেন। এরপর টাইটাসও ভাষণ দিল সৈনিকদের উদ্দেশে। করতালি আর স্লোগান দিয়ে দিয়ে দুজনকেই সম্মান দেখাল সৈন্যরা। এরপর শোভাযাত্রা শুরু হলো। হাজার হাজার মানুষ সারি বেঁধে বেরিয়ে গেল প্রাসাদ-চত্বরের খোলা গেট দিয়ে, হাঁটতে শুরু করল রাস্তা দিয়ে।

বিশাল মিছিলটার পিছনদিকে রয়েছে মিরিয়াম। সামনে যদ্দূর চোখ যায় শুধু মানুষ আর মানুষ—হাতে-পায়ে বেড়ি পরা অবস্থায় হেঁটে চলেছে ইহুদি যুদ্ধবন্দিরা। ওর পিছনে রয়েছে ঘোড়া আর হাতিতে টানা অনেকগুলো ভ্যান—সেগুলোতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে জেরুসালেম থেকে আনা বিভিন্ন রকম সামগ্রী, এর মধ্যে মোমবাতিদানের মত ছোট্ট জিনিস যেমন

www.BanglaBook.org

আছে, তেমনি আছে সোনা আর হাতির দাঁতে গড়া বিভিন্ন আসবাবপত্রও; এ-ছাড়াও রয়েছে ইহুদিদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আর বিবিধ আইনের বই। সবার পিছনে পুরোদস্তুর সামরিক সাজে রয়েছে বিজয়ী রোমান সৈন্যরা—পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে মিছিলকে অনুসরণ করছে তারা।

পোর্টা ট্রায়াম্ফালিস-এর তোরণ পেরুতেই সিজার আর তাঁর পুত্র-রা যোগ দিলেন মিছিলে। প্রথমে একটা সোনালি রথে থাকলেন ভেসপাসিয়ান, তারপর রূপালি রঙের দুটো রথে পাশাপাশি টাইটাস আর ডমিশিয়ান। রাস্তার দুপাশে জড়ো হওয়া জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল, তাদের করতালির মাঝে শোভাযাত্রা ঘুরে বেড়াতে থাকল রোমের সমস্ত এলাকায়।

দর্শকরা বন্দি ইহুদিদের নিয়ে নানা রকম উক্তি করছে, তবে তাদের সবচেয়ে বেশি আগ্রহ মিরিয়ামকে নিয়ে। যেখান দিয়েই যাচ্ছে, সেখানেই আলোচনার ঝড় উঠছে, কানেও আসছে ওর। আঙুল তুলে বার বার ওকে দেখাচ্ছে লোকজন। মিরিয়াম বুঝতে পারল, ওকে নিয়ে টাইটাস আর ডমিশিয়ানের মধ্যকার মন-কষাকষি একটা সরস বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে রোমবাসীদের জন্য। ওর সত্যিকার নাম জানা নেই কারও, সবাই ডাকছে মুক্তা-কুমারী বলে। নিলামের বাজারে ডমিশিয়ান যে ওকে কিনে নেবার ঘোষণা দিয়েছে, সেটা নিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে জনতা। আলাপ-আলোচনা করছে, সত্যিই ডমিশিয়ান এই দাসীকে কিনতে পারবে কি না, তা নিয়ে। রোমে ধনাঢ্য লোকের অভাব নেই, এমন সুন্দরী দাসীর জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। এসব শুনছে, আর এগোচ্ছে মিরিয়াম—সারাক্ষণ চেষ্টা করছে দুশ্চিন্তা দূরে রাখার। ঈশ্বর রয়েছেন ওর সঙ্গে। ঈশ্বরই ওকে রক্ষা করবেন।

মাঝে মাঝেই থামছে মিছিলটা—বিশ্রাম নিতে, কিংবা এলোমেলো হয়ে পড়া বন্দিদের সারি ঠিকঠাক করতে। টাইবার

www.BanglaBook.org

নদীর উপরের সেতু পেরিয়ে এভাবে থামা হলো একবার। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশ থেকে আবারও নানা রকম মন্তব্য মিরিয়ামের কানে ভেসে এল। না-শোনার ভান করে অন্যদিকে তাকাল ও, মন ফেরানোর চেষ্টা করছে। বামদিকে একটা সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি অভিজাত বাড়ি নজর কাড়ল ওর, ভিড়ের পিছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দোতলায় সবক'টা জানালা বন্ধ দেখে একটু অবাক হলো ও। বিজয়-মিছিল দেখবার জন্য আশপাশের সমস্ত বাড়িঘরের জানালায় উৎসাহী মুখের ভিড় লেগেছে, অথচ এটায় কেউ নেই কেন?

মুক্তা-কুমারীর এই কৌতূহল রাস্তার পাশে দাঁড়ানো দর্শকদেরকেও স্পর্শ করল। একজনকে জিজ্ঞেস করতে শুনল, 'বাড়িটা কার?'

'নাম মনে নেই,' বলল তার সঙ্গী। 'শুধু শুনেছি, মালিক জেরুসালেমের যুদ্ধে মারা পড়েছে। উত্তরাধিকারী কে হবে, সেটা ঠিক না হওয়ায় তালা দিয়ে রাখা হয়েছে বাড়িটা।'

ঠিক তখুনি পিছনে গোঙানি আর হাসাহাসির শব্দে মনোযোগ টুটে গেল মিরিয়ামের। মাথা ঘোরাতেই দেখল ইহুদিদের এককালের মহা-পরাক্রমশালী গোত্র-নেতা সাইমনকে। যুদ্ধশেষে ধরা পড়া লোকটাকে অন্যান্যদের সঙ্গে রোমে আনা হয়েছে, বিজয়-মিছিলে হাঁটানোও হচ্ছিল, তবে এ-মুহূর্তে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে বেচারা। অনাহার আর রোমানদের অত্যাচারে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, ক্রমাগত হাঁটতে হাঁটতে শরীরের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে গেছে, মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে এখন। ব্যাপারটা লক্ষ করে কৌতুক অনুভব করছে সাধারণ দর্শক আর সৈনিক থেকে শুরু করে সবাই। পতিত নেতাকে সাহায্য তো করছেই না, উল্টো ঠাট্টা-মশকরায় মেতে উঠেছে তাকে নিয়ে।

বিবমিষা অনুভব করল মিরিয়াম দৃশ্যটা দেখে—মানুষ কীভাবে এত নিষ্ঠুর হতে পারে? চোখ ফিরিয়ে নিল ও, হঠাৎ

www.BanglaBook.org

সামনে একজন দীর্ঘদেহী মানুষকে দেখতে পেল, কাছে দাঁড়ানো একজন রোমান সৈনিকের সঙ্গে কথা বলছে। লোকটার পরিচ্ছদ পুব-দেশীয় ধনী বণিকদের মত, চেহারা বোঝা গেল না, ওর দিকে পিছন ফিরে রয়েছে লোকটা।

'হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যায় বাজারে বিক্রি হবে এই মেয়েটা,' মিরিয়ামকে দেখিয়ে বলল সৈনিক। 'শুধু ও-ই নয়, আরও অনেক দাস-দাসীই বিক্রি হবে—জুডেয়া থেকে আসা ভাল ভাল মাল।'

'হুম! কিন্তু আর কোনও দাসীতে আগ্রহ নেই আমার, একেই ভাল লাগছে,' বলল বণিক।

'নিলামে ডাক দেবেন নাকি? তা হলে আপনার পকেট যথেষ্ট ভারী হতে হবে, জনাব। আমাদের মুক্তা-কুমারীর উপর অনেকেরই নজর রয়েছে।'

'নজর থাকলেই তো চলবে না, কেনার সাধ্যও থাকতে হবে। দেখা যাক, কী হয়।' বলে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল লোকটা।

আবার বুকের মধ্যে ভয়টা চেপে বসল মিরিয়ামের। সত্যিই কি বাঁচার উপায় আছে ওর? কীভাবে বাঁচা সম্ভব অমোঘ নিয়তির হাত থেকে? ভিড়ের উপর চোখ বোলাল ও, কোথাও একটা সহানুভূতিশীল মুখ দেখল না। আকাশের দিকে তাকাল, যেন ঈশ্বরের পাঠানো কোনও দেবদূত দেখতে পাবে; কিন্তু দুর্ভাগ্য, নিষ্ঠুর রোমানদের মত আকাশটাও নিষ্ঠুরতা দেখাচ্ছে—এক টুকরো মেঘ নেই, কড়া রোদ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিচ্ছে বিশ্ব-চরাচরকে।

নীচের দিকে আবার দৃষ্টি নামাতেই মিরিয়ামের চোখ আটকে গেল মার্বেল পাথরে তৈরি বাড়িটার উপর। একটা জানালা খুলে গেছে ওটার, নীল পর্দা উড়ছে বাতাসে। কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইল ও, হঠাৎ শীর্ণ কয়েকটা আঙুল দেখতে পেল চৌকাঠে, তার পিছু পিছু উঁকি দিল একটা নারীমুখ—বয়সের ভারে জর্জরিত, বলিরেখায় ভরা, মাথায় শুভ্র সাদা চুল। দূর থেকে দেখেও

www.BanglaBook.org

চিনতে অসুবিধে হলো না ওর।

হায় ঈশ্বর! এ তো নেহুশতা! ভুল দেখছে না তো? ও বেঁচে আছে?

ব্যাপারটা যে দৃষ্টিবিভ্রম নয়, তা পরমুহূর্তেই বুঝতে পারল মিরিয়াম। নেহুশতাও ওর দিকে তাকিয়েছে, চোখে মায়া-মমতা আর সহানুভূতি নিয়ে। বাতাসে একটা ক্রুশ আঁকল লিবিয়ান দাসী, ওকে ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখতে বলছে। তারপর ঠোঁটের উপর একটা আঙুল ঠেকাল, গোপনীয়তা বজায় রাখতে ইঙ্গিত করছে। তারপর আবার জানালা বন্ধ করে দিল।

হাঁটুতে দুর্বলতা অনুভব করল মিরিয়াম, ধপ করে বসে পড়ল মাটিতে। একজন সৈনিক কড়া গলায় কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ভিড়ের মধ্য থেকে এক মাঝবয়েসী মহিলা এগিয়ে এল—হাতে পানির পেয়ালা।

'এটা খেয়ে নিন, মুক্তা-কুমারী। শক্তি পাবেন।'

চোখ তুলে তাকাতেই মহিলাকে চিনতে পারল মিরিয়াম। খ্রিস্টান, এর সঙ্গে সমবেত প্রার্থনায় কয়েকবার দেখা হয়েছে ওর। হঠাৎ করেই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করল ও, দুঃসময়ে ঠিকই সাহায্য পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি—নেহুশতা আর এই খ্রিস্টান মহিলাই তার প্রমাণ। চোখ বুজে একটু প্রার্থনা করল ও, তারপর মহিলার হাত থেকে পানিটা নিয়ে ধন্যবাদ জানাল।

'কিচ্ছু ভাববেন না,' হাসল মহিলা। 'ঈশ্বর আপনার সঙ্গেই আছেন।' পেয়ালাটা ফেরত নিয়ে পিছিয়ে গেল সে।

উঠে দাঁড়াল মিরিয়াম, এক পেয়ালা পানি আসলে তেমন কিছু নয়, তারপরও কেন যেন আলাদা এক শক্তি অনুভব করছে। মিছিল আবার চলতে শুরু করেছে, দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে চলল ও-ও।

সূর্যাস্তের ঠিক আগে-ভাগে শেষ হলো শোভাযাত্রা, পুরো রোম ও তার আশপাশের এলাকা ঘুরে জুপিটারের মন্দিরে গিয়ে

www.BanglaBook.org

থামল মিছিলটা। সেখানে অসংখ্য পশু বলি দেয়া হলো দেবতাদের উদ্দেশে, নাচ-গান হলো, সমবেত প্রার্থনা হলো। সবশেষে... সবার সামনে ইহুদি নেতা সাইমনকে ফাঁসি দেয়ার মাধ্যমে শেষ হলো আনুষ্ঠানিকতা।

তেইশ

দাস-বাজার

ভোরবেলা মিরিয়াম যখন প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়ে রাজ-প্রাসাদের দিকে যাচ্ছিল, তখন যদি ভাল করে তাকাত, তা হলে আইসিসের মন্দিরের কাছ দিয়ে দুজন ঘোড়সওয়ারকে ক্লান্ত অবস্থায় রোমে ঢুকতে দেখতে পেত। দূর থেকে দুজনকেই পুরুষালি মনে হলেও এদের একজন হচ্ছে নারী, মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট না করবার জন্য পুরুষের মত সেজেছে, পুরুষের মত ঘোড়া হাঁকিয়েছে, মুখ ঢেকে রেখেছে কাপড় দিয়ে।

'ভাগ্য ভাল, নেহুশতা,' নগরীতে ঢুকে ক্লান্ত গলায় বলল পুরুষটি। 'অন্তত মিছিল শুরু হবার আগে পৌঁছুতে পেরেছি। ওই দেখো, সবাই অক্টাভিয়ানের সড়কে জমায়েত হচ্ছে।' আঙুল তুলে ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে ছুটতে থাকা মানুষদের দেখাল সে।

'হ্যাঁ, পৌঁছেছি বটে, প্রভু মারকাস,' বলল নেহুশতা। 'কিন্তু এখন কী করবেন? মিছিলে যোগ দিতে চান?'

'নাহ্, দেরি হয়ে গেছে,' মাথা নাড়ল মারকাস। 'তা ছাড়া গেলেও জায়গা দেবে না।'

www.BanglaBook.org

'কেন, আপনি তো ওদেরই একজন।'

'না হে, নেহুশতা। শত্রুর হাতে ধরা পড়ায় আমি অবাঞ্ছিত হয়ে গেছি। আমাদের আইনে ওটা গর্হিত অপরাধ। ধরা পড়ার আগে রোমান সৈনিকদের আত্মহত্যা করতে হয়।'

'আত্মহত্যার সুযোগ পেলেন কোথায়? আপনাকে যেভাবে ইহুদিরা ছেঁকে ধরেছিল, তাতে নিজের জীবনটাও তো নেয়ার সময় ছিল না।'

'ওসব কেউ শুনবে না। আমি এখন অপরাধী, সিজার কিংবা টাইটাসের ক্ষমা না-পাবার আগে কারও কাছে মুখ দেখাতে পারব না।'

'তা হলে? ছোট মালকিনের খোঁজ পাওয়া যাবে কেমন করে?'

'আমার বাড়িতে চলো। অভিজাত এলাকায় ওটা, মিছিলটা ওখান দিয়ে নিশ্চয়ই যাবে। মিরিয়াম যদি বন্দিদের মধ্যে থাকে, তা হলে বাড়ি থেকে দেখতে পাব আমরা।'

মাথা ঝাঁকাল নেহুশতা।

রাস্তার ভিড় এড়িয়ে এগিয়ে চলল দুই অশ্বারোহী। টাইবারের সেতু পেরিয়ে খানিক পরে পৌঁছে গেল মার্বেল পাথরে তৈরি একটা বিলাসবহুল বাড়ির সামনে। ঘোড়া থেকে নেমে দরজার কড়া নাড়ল মারকাস।

'যে-ই হও না কেন, বাপু,' বিরক্ত একটা কণ্ঠ শোনা গেল ভিতর থেকে। 'বিদায় হও। এখানে কেউ থাকে না। বাড়ির মালিক ক্যাপ্টেন মারকাস যুদ্ধে মারা গেছেন।'

বিড় বিড় করে খেদোক্তি করল মারকাস, তারপর আবার কড়া নাড়ল।

'কে তুমি, বাপু?' আবার খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল ভিতরের লোকটা। 'কেন শুধু শুধু বিরক্ত করছ?'

'আমি মারকাসের উত্তরাধিকারী।'

'আমার মনিবের কোনও উত্তরাধিকারী নেই। এই সম্পত্তি

www.BanglaBook.org

কয়েকদিনের মধ্যে সিজারের হতে যাচ্ছে।'

'ধেত্তেরি!' সখেদে বলে উঠল মারকাস। হুকুম দেয়ার সুরে বলল, 'দরজা খোলো, স্টেফানাস! কেমন খানসামা তুমি, মনিবের গলা চেনো না!'

খটাস করে ছিটকিনি নামানোর শব্দ হলো, পরমুহূর্তে ঝট্ করে খুলে গেল পাল্লা। সাধারণ পোশাক পরা মাঝবয়েসী এক লোককে দেখা গেল চৌকাঠে, বিস্ময়ে তার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

'দেবতাদের দোহাই! প্রভু মারকাস! সত্যিই আপনি তো?'

'ঢুকতে দাও আগে,' স্টেফানাসকে সরিয়ে বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বলল মারকাস। 'তারপর বুঝতে পারবে, সত্যিই আমি, নাকি চোখে ভুল দেখছ।'

মারকাসের পিছু পিছু ঢুকল নেহুশতা, স্টেফানাস দরজাটা বন্ধ করে দিল আবার।

'স্বাগতম, মালিক! স্বাগতম!' বলল সে। 'কিন্তু এ-কীভাবে সম্ভব হলো? আমি তো ভেবেছি আপনি মারা গেছেন।'

'এমনটা ভাবার কারণ?' জিজ্ঞেস করল মারকাস।

'খবর পেয়েছিলাম, আপনি যুদ্ধের সময় নিখোঁজ হয়ে গেছেন। মারা গেছেন, না ইহুদিদের হাতে ধরা পড়েছেন—তা কেউ বলতে পারল না। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম, অন্তত শত্রুর হাতে জীবিত আটক হয়ে নিজেকে অসম্মানের পাত্র করবেন না আপনি। এ অসম্ভব!'

নেহুশতার দিকে তাকাল মারকাস। 'দেখলে? আমার বিশ্বস্ত খানসামার মনোভাবই যদি এমন হয়, তা হলে সিজার কী ভাবতে পারেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল নেহুশতা।

খানসামার দিকে ফিরল মারকাস। 'হ্যাঁ, স্টেফানাস—অসম্ভব একটা ব্যাপারই ঘটেছে। আমি ইহুদিদের হাতে ধরা

www.BanglaBook.org

পড়েছিলাম... যদিও সেটা একেবারেই আকস্মিকভাবে। নিজের প্রাণ নেয়ার কোনও উপায় ছিল না।'

'কী বলছেন, মালিক!' আঁতকে উঠল স্টেফানাস। পরমুহূর্তে গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'চেপে যান, একেবারে চেপে যান। লোকে জানতে পারলে ক্ষতি হবে আপনার। জেরুসালেমের পতনের পর দুজন রোমান বন্দিকে জ্যান্ত পাওয়া গিয়েছিল ওদের বন্দিশালায়, তাদের নিয়ে আসা হয়েছে আজকের বিজয়-মিছিলে সবার সামনে হাঁটাবার জন্য। বুকে তলোয়ার ঝুলবে ওদের, সেই সাথে একটা প্ল্যাকার্ড, তাতে লেখা থাকবে: *আমি মৃত্যুর চেয়ে অসম্মানকে বড় করে দেখেছিলাম!* আমি চাই না, আপনাকে ওদের সঙ্গী হতে হোক।'

মারকাসের মুখটা লাল হয়ে গেল। রাগী গলায় বলল, 'আজে-বাজে কথা বন্ধ করো তো! যাও, চাকর-বাকরদের খবর দাও। আমাদের জন্য গোসল আর গরম খাবারের ব্যবস্থা করো।'

'চাকর-বাকর! কেউ তো নেই, মালিক। আমি ছাড়া শুধু এক বুড়ি মহিলা রয়েছে—রান্নাবান্না করে।'

'কেন, সবাই কোথায়?'

'কয়েকজনকে গ্রামের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছি—আপনার জমিজমা দেখাশোনা করার জন্য। বাকিদের বিক্রি করেছি, রেখেও লাভ হতো না, মালিক নেই ভেবে ওদের উপর নজর দিচ্ছিল পাড়া-প্রতিবেশীরা, জোর করে নিয়ে যেতে চাইছিল।'

'খুব ভাল করেছ, স্টেফানাস,' বলল মারকাস। 'সবদিকেই তোমার কড়া নজর! ভাল কথা, টাকা-পয়সা কিছু আছে বাড়িতে?'

'আছে মানে?' চোখ বড় বড় করে বলল স্টেফানাস। 'এত আছে যে, কী করব ভেবে পাচ্ছি না। আপনার সিন্দুক পুরো ভরে গেছে, তারপরও আসছে তো আসছেই—জমির ভাড়া, খাজনা, চাকর বেচা টাকা... আপনার চাচার অনেক পাওনাও শোধ

www.BanglaBook.org

করেছে লোকে।'

'ভাল, টাকার খুব দরকার আমার এখন,' মারকাস বলল। 'আমাদের গোসল আর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে? গত দুটো দিন বিশ্রাম ছাড়া একটানা ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছি। খুব ক্লান্ত লাগছে। পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

খাওয়াদাওয়া, গোসল আর ছোট্ট একটা ঘুম শেষে দুপুরবেলা জানালার পাশে বসল মারকাস। মিছিল এসে পড়ার সময় হয়েছে, জানালার পাল্লা সামান্য ফাঁকা করে নীচে উঁকি দিচ্ছে ও। পিছনের পায়ের শব্দ হতেই ঘাড় ফেরাল—নেহুশতা এসে ঢুকেছে ঘরে।

'খবর আছে কোনও?' অস্থিরভাবে জানতে চাইল মারকাস।

'সামান্য, প্রভু,' বলল নেহুশতা। 'মানে আপনার ওই খানসামার কাছ থেকে যতদূর জানলাম, আর কী! সুন্দরী এক তরুণীকে মিছিলে হাঁটানো হবে বলে শোনা গেছে, সন্ধ্যায় তাকে দাস-বাজারে বিক্রিও করা হবে। লোকজন বলাবলি করছে, মেয়েটাকে নিয়ে নাকি টাইটাস আর ডমিশিয়ানের মধ্যে ঝগড়া বেধেছে, ব্যাপারটা গড়িয়েছে সিজার পর্যন্ত।'

'ঝগড়া! কীসের ঝগড়া?'

'যদ্দূর জানা গেছে, ডমিশিয়ান মেয়েটাকে উপহার হিসেবে চেয়েছিল, তবে টাইটাস রাজি হয়নি। ভাইকে বলেছে, প্রয়োজন হলে ওকে কিনে নিতে। সিজার ভেসপাসিয়ান তাকে সমর্থন করেছেন। এ-কারণে খেপে গেছে ডমিশিয়ান, মেয়েটাকে তো কিনে নেবেই, অপমানের প্রতিশোধও নেবে বলে ঘোষণা করেছে।'

'বুঝতে পারছি, দেবতারা আমার পক্ষে নেই,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মারকাস। 'নইলে ডমিশিয়ানের মত একজন প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাবেন কেন?'

www.BanglaBook.org

'এখুনি হতাশ হচ্ছেন কেন, প্রভু?' নেহুশতা সাহস জোগাল। 'প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভয় কীসের? ডমিশিয়ানের সঙ্গে পাল্লা দেবার মত টাকা আছে আপনার।'

'টাকা তো বড় কথা নয়, মিরিয়ামের জন্য শেষ কপর্দক-টুকুও বিলিয়ে দিতে রাজি আছি আমি। কিন্তু তাতে কি ডমিশিয়ানের ক্রোধের হাত থেকে বাঁচতে পারব?'

'আপনি যে ডমিশিয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বী, সেটা তিনি না জানলেই তো হয়। নিলামে গোপনে অংশ নিন।'

'এই শহরে কোনও কিছুই গোপন থাকে না, নেহুশতা!' দুঃখের সুরে বলল মারকাস।

'ওসব নিয়ে পরেই নাহয় মাথা ঘামানো যাবে,' ভাবলেশহীন গলায় বলল লিবিয়ান দাসী। 'আগে দেখি তো, মেয়েটা সত্যিই আমাদের ছোট মালকিন কি না!'

'হ্যাঁ, এসো।'

অপেক্ষা করতে থাকল ওরা। কিছুক্ষণ পর রাস্তার দুপাশে অপেক্ষারত দর্শকরা হৈ-হল্লা করে উঠল, দূর থেকে ভেসে এল ঢোল-বাদ্যের আওয়াজ... মিছিল এসে পড়েছে। জানালার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রইল ওরা—সামনেই দেখতে পেল দুই রোমান বন্দিকে। স্টেফানাসের কথা সত্যি—বুকে তলোয়ার ঝুলছে ওদের, সঙ্গে প্ল্যাকার্ড। লোকদুটো দৃষ্টিসীমায় উদয় হতেই বাক্যবাণ ছুঁড়ে দিতে শুরু করল দর্শকরা। ওদেরকে ভীরু, কাপুরুষ বলে গালাগাল করছে।

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল এক রোমান বন্দি, চোখে আগুন জ্বলছে—অপমান আর সহ্য করতে পারছে না সে। চেঁচিয়ে বলল, 'কাকে কাপুরুষ বলছ তোমরা? আমাকে? জানো, এই হাতে কতজন ইহুদিকে খুন করেছি আমি? জানো, গোটা সাম্রাজ্যের জন্য কত ঝুঁকি নিয়েছি? আমি কাপুরুষ নই, কাপুরুষ তোমরা... যারা দূর থেকে একজন বীরকে গাল দিচ্ছ! কী করেছি

www.BanglaBook.org

আমি? বউ-ছেলেমেয়ের কথা ভেবে আত্মহত্যা করিনি—এই তো? তোমাদের ক'জন পারবে সেটা করতে?'

কথাটা বিন্দুমাত্র স্পর্শ করল না দর্শকদের। দুয়োধ্বনি দিতে থাকল তারা, একজন একটা জুতোও ছুঁড়ে মারল।

'বেশ,' বলল রোমান বন্দি। 'আমার মৃত্যু দেখতে চাও তোমরা? তবে তাই হোক।'

দুই বন্দির পিছন পিছন ঘোড়ায় টানা একটা ওয়্যাগন আসছিল—সোনা-দানায় ভর্তি, অত্যন্ত ভারী। উল্টো ঘুরে সেটার দিকে ছুটে গেল লোকটা, লাফ দিয়ে পড়ল সামনে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার বুকের উপর উঠে গেল একটা চাকা, পাঁজরের হাঁড় ভাঙার বিশ্রী শব্দ হলো। একটা আর্তচিৎকার দিয়ে থেমে গেল বন্দি, মারা গেছে সঙ্গে সঙ্গে।

হুল্লোড় করে উঠল দর্শকরা। কয়েকজনকে বলতে শোনা গেল, 'হ্যাঁ, এতদিনে একটা সাহসের কাজ দেখাল ব্যাটা!'

বীভৎস দৃশ্যটা দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল মারকাস, বমি পেল মানুষের দয়ামায়াহীন আচরণ দেখে। এ-কোন্ জগতে বাস করছে ও? দেশের জন্য, জাতির জন্য জীবন উৎসর্গ করার প্রতিদান কি এ-ই? ছোট্ট একটা ভুলও কি কেউ ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবে না? বীরের মৃত্যু দেখে সবাই উল্লাস করবে? জানালা থেকে আরেকটু পিছিয়ে এল ও।

লাশটা ইতোমধ্যে সরিয়ে নেয়া হয়েছে রাস্তা থেকে, মিছিল চলছে স্বাভাবিক গতিতে। দেখতে দেখতে ইহুদি-বন্দিদের একের পর এক সারি পেরিয়ে গেল মারকাসের বাড়ির পাশ দিয়ে, এরপর একটি মেয়েকে দেখতে পেল ও। দূর থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে সে, পরনে বহুমূল্য একটা সাদা রঙের আলখাল্লা, মাথার ঘন কালো চুল নেমে গেছে কোমর ছাড়িয়ে। রোদে জ্বলে চামড়া লাল হয়ে গেছে, কিন্তু তারপরও বুকের উপর জ্বলজ্বল করতে থাকা মুক্তোর মালাটা বেমানান লাগছে না।

www.BanglaBook.org

'মুক্তা-কুমারী! মুক্তা-কুমারী!' উল্লসিত চিৎকার করে উঠল জনতা।

খপ্ করে মারকাসের কাঁধ চেপে ধরল নেহুশতা। 'প্রভু মারকাস, ওই দেখুন!'

দেখছে মারকাস—দু'চোখ ভরে দেখছে। দেখছে ওর প্রেমিকাকে। কত যুগ যেন পেরিয়ে গেছে আঁধার রাতে সেই টাওয়ারের গোড়ায় দুজনার দেখা হবার পর। চাতকের মত আরেকবার মিরিয়ামকে দেখবার আশায় উৎসুক হয়ে রয়েছিল ও, আজ সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে। ওই তো মিরিয়াম! কিন্তু এ কী অবস্থা ওর! চোখে-মুখে বিষাদ, শরীরে অবসাদ, শুকিয়েও গেছে অনেক।

'ঈশ্বর! ধন্যবাদ... ধন্যবাদ তোমাকে!' বিড় বিড় করল নেহুশতা। 'ছোট মালকিনকে দেখতে পেয়েছি... উনি বেঁচে আছেন!'

থেমে গেল মিছিলটা, মিরিয়াম একেবারে বাড়ির কাছে আসার পর। সবাই বিশ্রাম নিচ্ছে। মারকাস বলল, 'ওকে দেখে মনে হচ্ছে খুব দুশ্চিন্তায় আছে। কী করা যায়, নেহুশতা?'

'আমাদের দেখতে পেলে হয়তো বুকে সাহস পেত...'

'না, আমি লোকজনের সামনে চেহারা দেখাতে পারব না,' মারকাস মাথা নাড়ল। 'কিন্তু ওকে তো জানানোও দরকার...'

'সরে দাঁড়ান,' বলল নেহুশতা। 'আপনার মুখ দেখানো বারণ, আমার নয়।'

রোমান ক্যাপ্টেনকে সরিয়ে জানালার পাল্লা খুলে ফেলল লিবিয়ান দাসী। মাথা বের করে বাইরে উঁকি দিল, কয়েক মুহূর্ত পর আবার ঢুকিয়ে ফেলল মাথাটা। পাল্লা বন্ধ করতে করতে বলল, 'দেখেছেন... ছোট মালকিন আমাকে দেখতে পেয়েছেন।'

'সরো, আমার চেহারাও দেখানো দরকার ওকে।'

'পাগলামি করবেন না,' চোখ রাঙাল নেহুশতা। 'আপনি ধরা

www.BanglaBook.org

পড়লে সব লেজেগোবরে হয়ে যাবে। তা ছাড়া মালকিন খুব দুর্বল, এত চমক সহ্য করতে পারবেন না।' ফাঁকায় চোখ রাখল ও। 'ওই তো, মাটিতে বসে পড়ছেন।'

একজন মহিলাকে এগোতে দেখল ওরা, মিরিয়ামকে পানি খাওয়াচ্ছে।

'মহিলাকে চিনে রাখো,' মারকাস বলল। 'ওকে পুরস্কার দেব আমি।'

'উনি পুরস্কারের আশায় কিছু করছেন না, প্রভু,' নেহুশতা বলল। 'করছেন মানবতার খাতিরে।'

'খ্রিস্টান নাকি?'

'আমার তা-ই মনে হচ্ছে।'

একটু পরেই আবার হাঁকডাক শোনা গেল, রওনা হয়ে গেল শোভাযাত্রা। মিরিয়াম অদৃশ্য হতেই সমস্ত আগ্রহ যেন হারিয়ে ফেলল দর্শকরা, ভিড় পাতলা হয়ে গেল—পিছনে থাকা সিজার আর তার দুই পুত্রকে আর গ্রাহ্য করছে না কেউ।

স্টেফানাসকে ডাকল মারকাস। বলল, 'মিছিলের পিছু পিছু যাও। মুক্তা-কুমারীকে কখন-কোথায় নিলামের জন্য তোলা হবে জেনে এসো। সাবধানে থেকো, কাক-পক্ষীও যেন টের না পায়, তুমি কী উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছ।'

'জী, মালিক।' বলে বেরিয়ে গেল স্টেফানাস।

সন্ধ্যাবেলা। সূর্য দ্রুত ডুবে গেছে, পশ্চিমাকাশের লাল আলোয় স্নাত হচ্ছে রোম। বিজয়-মিছিল শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ হলো, ক্লান্ত লোকজন আনন্দোৎসব শেষে ফিরতে শুরু করেছে যার যার বাড়িতে। ব্যতিক্রম শুধু নগরীর প্রান্তের একটা পাইকারি বাজার। ওখানে জেরুসালেম থেকে আনা দাসীদের নিলাম বসবে, তাই আগ্রহী ক্রেতারা ভিড় জমিয়েছে। কৌতূহলী দর্শকও আছে বেশ কিছু... জায়গাটা বেশ সরগরম।

www.BanglaBook.org

রশি আর খুঁটি দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটা ভবনে রাখা হয়েছে বন্দিদের—নিলাম শুরু না-হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবে তারা। দরজা পাহারা দিচ্ছে পালোয়ান টাইপের এক প্রহরী। তাদের সামনে হঠাৎ এক বৃদ্ধা হাজির হলো—নাক-মুখ ওড়নায় ঢাকা, পিঠে একটা ভারী ঝুড়ি, ফল বহন করার জন্য যেমন ব্যবহার করা হয়।

'কী চাই?' কাঠখোট্টা গলায় জিজ্ঞেস করল প্রহরী।

'দাসীদের অবস্থা একটু যাচাই করতে চাই...'

'ভাগো, বুড়ি!' বিরক্ত গলায় বলল প্রহরী। 'শখ কত! তিনবেলার খাবারই তো কেনার সাধ্য আছে বলে মনে হচ্ছে না। কী যাচাই করবে? কিনতে পারবে কাউকে?'

'বিশ্বাস হচ্ছে না?' কাপড়ের আড়াল থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে প্রহরীর হাতে দিল বৃদ্ধা নেহশতা। 'বেশভুষা দেখে মানুষকে বিচার কোরো না। একজন কেন, তিনজনও কিনতে পারি আমি।'

হাসি ফুটল প্রহরীর ঠোঁটে। মুদ্রাটা কোমরে গুঁজে বলল, 'আগে বলবে না? যাও, যাও, ভিতরে যাও।' দরজা খুলে দিল সে।

ভিতরে ঢুকল নেহশতা, স্টেফানাসের খবর মোতাবেক এখানে এসেছে ও। ভিতরটায় আলো কম, কোনোমতে জ্বলছে অল্পক'টা মশাল। মোট পনেরোজন নারীবন্দিকে দেখা গেল, পানি দিয়ে হাত-মুখ ধুচ্ছে, সারাদিনের ধুলো ঝেড়ে ফেলছে পোশাক-আশাক থেকে—আগ্রহী ক্রেতাদের সামনে নিজেকে একটু সুশ্রী করে তোলার চেষ্টা। বৃদ্ধার মত আরও কয়েকজনকে দেখা গেল, দাসীদের যাচাই করতে এসেছে। অল্পবয়েসী এক দাসীর পা দেখছিল একজন, পছন্দ হয়েছে কি হয়নি—কে জানে, হঠাৎ মেয়েটার জামা তুলে শরীর দেখার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে লাথি ঝাড়ল মেয়েটা, লোকটা গিয়ে পড়ল কয়েক হাত দূরে।

www.BanglaBook.org

হাসি-ঠাট্টার রোল উঠল ক্রেতাদের মধ্যে।

উঠে দাঁড়াল লোকটা, চেহারা রাগে লাল হয়ে গেছে। খেপাটে গলায় বলল, 'হাসো... হাসো যত খুশি। কিন্তু বলে রাখছি, আজকের রাত ফুরোবার আগেই এই লাথির দাম চুকাতে হবে তোমাকে।'

গটমট করে বেরিয়ে গেল সে।

বাকি দাসীদের দিকে এবার চোখ ফেরাল নেহুশতা। মিরিয়ামকে পাওয়া গেল খুব সহজে—ঘরের একপ্রান্তে একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে ও, বেশিরভাগ ক্রেতা ভিড় করেছে ওকে ঘিরেই। নেহুশতাও এগোল।

একজন একজন করে ক্রেতা যাচ্ছে মিরিয়ামের সামনে, ওকে আপাদমস্তক দেখছে। কিন্তু নেহুশতা লক্ষ করল, কেউ কথা বলছে না ওর সঙ্গে, স্পর্শও করছে না। হয়তো কোনও নিষেধাজ্ঞা আছে, ভাবল ও। ধারণাটা যে সত্যি সেটা প্রমাণিত হলো একটু পরেই। মিশরীয় বণিকের সাজধারী এক লোক এগিয়ে গেল মিরিয়ামের দিকে, কানে কানে কিছু বলার জন্য ঝুঁকল। সঙ্গে সঙ্গে একজন অ্যাটেনডেন্ট এসে খামচে ধরল তার হাত, টান দিয়ে সরিয়ে আনল পিছে।

'কী ব্যাপার?' একটু রাগের সুরে বলল বণিক।

'আমার উপর নির্দেশ আছে, মুক্তা-কুমারীর সঙ্গে কাউকে কথা বলতে দেয়া যাবে না,' বলল অ্যাটেনডেন্ট। 'ওঁকে দেখা যদি শেষ হয়ে থাকে, আপনি এখন যেতে পারেন, জনাব।'

গজ গজ করে উঠল বণিক, আলোকস্বল্পতার জন্য তার চেহারা দেখতে পাচ্ছে না নেহুশতা, কিন্তু কণ্ঠটা কেমন যেন পরিচিত ঠেকল। পরমুহূর্তেই চমকে উঠল ও—লোকটা হাত তুলছে... ওর একটা আঙুল নেই!

'ক্যালেব!' বিড় বিড় করল নেহুশতা। 'ক্যালেব এখানে? জেরুসালেম থেকে নিশ্চয়ই পালিয়ে এসেছে ও। কিন্তু এখানে

www.BanglaBook.org

কেন? নিশ্চয়ই ছোট মালকিনকে কেনার জন্য। হায় মারকাস, আপনার আরেকজন প্রতিদ্বন্দ্বী বাড়ল।'

দরজার কাছে ফিরে গেল নেহুশতা, প্রহরীকে ক্যালেবের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। জানা গেল—আলেকজান্দ্রিয়ান সওদাগর হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিচ্ছে ও, নাম বলছে—ডিমিট্রিয়াস।

আবার লাইনে ফিরল নেহুশতা। ওর সামনে দুজন দাস-ব্যবসায়ী দাঁড়িয়ে গল্প করছে, কান পাতল ও।

'বাজার বসানোর একটা সময় হলো এটা?' বিরক্ত গলায় বলল একজন। 'সারাদিন মিছিল শেষে লোকজন সবাই ক্লান্ত... কাল সকালে বসালেই বা কী ক্ষতি হত?'

'তোমার-আমার কথা ভেবে বসিয়েছে নাকি?' বলল দ্বিতীয়জন। 'বসিয়েছে তো ডমিশিয়ানের কথা ভেবে। তিনি নাকি মুক্তা-কুমারীকে হাতে পাবার জন্য অস্থির হয়ে গেছেন। তর সইছে না।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ,' গলা খাদে নামাল দ্বিতীয় লোকটা। 'প্রিন্সের প্রতিনিধি... স্যাচারিয়াসের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। মেয়েটার জন্য এক হাজার সেস্টারশিয়া পর্যন্ত দাম হাঁকবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে। ওই তো সে!' ইশারায় খানিক দূরে দাঁড়ানো কৃশকায় এক লোককে দেখাল।

'এক হাজার!' বিস্মিত গলায় বলল প্রথম ব্যবসায়ী। 'একজন দাসীর জন্য!'

'আরে বোকা, শুধু দাসীর দাম হবে কেন? গলার মালাটা দেখছ না? টায়ারে নাকি জায়গা-জমিও আছে।'

'না হে, এত দামি জিনিস দেখে পোষাবে না। টায়ারের সম্পত্তি দিয়েই বা করব কী? এসো, সস্তা কোনও মাল দেখি। তা ছাড়া, রাজপুত্রের সঙ্গে পাল্লা দেয়ারও কোনও খায়েশ নেই

www.BanglaBook.org

আমার।'

'কারোই নেই। হাজার সেস্টারশিয়া বাজেট রাখলেও অনেক সস্তাতেই মেয়েটাকে কিনে নিতে পারবে ডমিশিয়ান।'

লাইন ছেড়ে চলে গেল লোকদুটো। একটু পরেই মিরিয়ামকে পরখ করবার জন্য নেহুশতার পালা এল।

'বাহ্! বাহ্!' ওকে দেখে বাঁকা সুরে বলে উঠল অ্যাটেনডেন্ট। 'ব্যতিক্রমী একজন খরিদ্দার দেখছি! একজন বুড়ি!'

'তোমরা সবাই দেখি মানুষকে বাহ্যিক রূপ দেখে বিচার করো,' বলল নেহুশতা। 'কতবড় ভুল করছ, সেটা কোনও একদিন টের পাবে, বাছা।'

পরিচিত কণ্ঠটা শুনেই আস্তে আস্তে মুখ তুলল মিরিয়াম, একান্ত দাসীকে এক পলক দেখে আবার মাথা নামাল। ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার ভান করল নেহুশতা। বলল, 'হুম, স্বাস্থ্য-টাস্থ্য তো ভাল আছে। চেহারাটা কেমন, সেটাই হলো কথা। অ্যাই মেয়ে, মুখ তোলো তো।'

ওর দিকে তাকাল মিরিয়াম। চেহারাটা দেখার ছলে কাছে গিয়ে বাম হাত নাড়ল নেহুশতা, আঙুলে পরা আংটিটা দেখাল। মিরিয়ামের বুকের রক্ত ছলকে উঠল। এ তো মারকাসের দেয়া সেই আংটি! এটা ওকে দেখাচ্ছে কেন নোউ? তারমানে কি মারকাস বেঁচে আছে? ওকে উদ্ধার করতে এসেছে?

ছোট মালকিনের মনে সৃষ্টি হওয়া প্রশ্ন পড়তে পারছে নেহুশতা, স্মিত হেসে মাথা ঝাঁকাল ও। তারপর সোজা হলো।

দরজা থেকে প্রহরীর ডাক শোনা গেল, সবাইকে বেরুতে বলছে। নিলাম শুরুর সময় হয়ে গেছে। অন্যান্য ক্রেতাদের সঙ্গে বাইরের চত্বরে বেরিয়ে এল নেহুশতা, ওখানে একটা ছোট্ট মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে। মঞ্চের উপর বাক্যবাগীশ এক বয়স্ক লোককে দেখা গেল, নিলামটা সে-ই পরিচালনা করবে।

www.BanglaBook.org

'বন্ধুগণ,' ক্রেতারা জড়ো হতেই বলে উঠল লোকটা। 'আজকের এই নিলাম আমি যত দ্রুত সম্ভব শেষ করব। সারাদিন আমরা সবাই কম-বেশি পরিশ্রম করেছি, কাজেই বেচাকেনাটা দীর্ঘ না করাই উচিত হবে...'

সূচনা এমন হলেও বাস্তবে কম কথা বলল না সে, শুধু ভূমিকা করতে করতেই পনেরো মিনিট কাটিয়ে দিল। সবাইকে জানাল, দাস-বিক্রি বাবদ পাওয়া একটি অর্থও রাজকীয় কোষাগারে যাবে না, টাইটাস সমস্ত টাকা ইহুদিদের সঙ্গে যুদ্ধে আহত ও নিহতদের কল্যাণে বিলিয়ে দেবেন। সিজার আর পুত্রদের গুণগান করল সে কিছুক্ষণ, তারপর এল কাজের কথায়। নিলামে ওঠা পনেরোজন দাসীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল সে, জানাল—এরা সবাই সম্ভ্রান্ত ইহুদি পরিবারের মেয়ে, জেরুসালেম কিংবা আশপাশের এলাকা থেকে আনা হয়েছে। নিলামের নিয়ম-কানুনও বলে দিল—ভুয়া ডাক দেয়া যাবে না, দাসী বাবদ দাম নগদে মিটাতে হবে। কারও সঙ্গে যদি টাকা না থাকে, তা হলে তা জোগাড়ের জন্য এক ঘণ্টা সময় দেয়া হতে পারে, তবে এই সুবিধা শুধুমাত্র পরিচিত এবং বিশ্বস্ত ক্রেতারা পাবে।

বক্তৃতা শেষ হবার পর শুরু হলো নিলাম। প্রথম মেয়েটাকে তোলা হলো মঞ্চে, ডাক শুরু হলো পাঁচ সেস্টারশিয়া দিয়ে, শেষ হলো পনেরোতে। পরের চারজনও একই দামে বিক্রি হলো। এরপর এল অল্পবয়েসী সেই মেয়েটার পালা, বাড়ির ভিতরে যে একজন ক্রেতাকে লাথি মেরেছিল। ওকে মঞ্চে তোলার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় থেকে বেরিয়ে এল লাথি খাওয়া লোকটা। বিশ সেস্টারশিয়া দাম হেঁকে বসল। আরও দুজন আগ্রহী ক্রেতা জুটে গেল ওর সঙ্গে। পাল্লা দিয়ে দাম বাড়াতে থাকল তারা। শেষ পর্যন্ত জিতল খেপা লোকটাই, ষাট সেস্টারশিয়া দিয়ে। দাম চুকিয়ে হিড় হিড় করে মঞ্চ থেকে মেয়েটাকে নামিয়ে আনল সে।

www.BanglaBook.org

বলল, 'এসো, সুন্দরী। তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।'

টানতে টানতে মেয়েটাকে নিয়ে রওনা হলো লোকটা, কিন্তু কিছুদূর গিয়েই চিৎকার করে উঠল। তার কোমরের খাপ থেকে ছুরি কেড়ে নিয়ে বুকে বসিয়ে দিয়েছে দাসী। মাটিতে পড়ে গিয়ে তড়পাতে শুরু করল বেচারা, মারা যাচ্ছে।

হৈ-হল্লা করে উঠল ক্রেতা আর দর্শকরা। সবাই ছুটে এল মেয়েটাকে ধরতে। রক্তমাখা ছুরি হাতে অসহায়ভাবে উন্মত্ত জনতার দিকে তাকাল হতভাগ্য দাসী, তারপর নিজের বুকেই বসিয়ে দিল ছোরাটা। লুটিয়ে পড়ল।

চোখের পলকে ক্রোধ-টোধ সব দূর হয়ে গেল ভিড়ের মধ্য থেকে। হাততালি দিয়ে উঠল সবাই—মজা পেয়েছে খুব। একজন বলে উঠল, 'যাক, এখানে এসে ভুল করিনি। দারুণ একটা ব্যাপার দেখতে পেলাম!'

জোরে গলা খাঁকারি দিল নিলাম-পরিচালক। বলল, 'আপনাদের তামাশা দেখা শেষ হয়েছে? তা হলে ফিরে আসুন এখানে। ওই মরা দাসীর চেয়েও আকর্ষণীয় জিনিস অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্য—আজকের নিলামের সবচেয়ে বড় রত্ন... আমাদের সাত নম্বর দাসী... মুক্তা-কুমারী!'

ঝট্ করে ঘুরল ক্রেতারা, ছুট লাগিয়ে ফিরে এল মঞ্চের কাছে। কে কার আগে থাকবে, তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে যেন। সবাই কাছ থেকে দেখতে চায় মুক্তা-কুমারীকে। ধস্তাধস্তি চলতে থাকা ভিড়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল নিলাম-পরিচালক। পাশে দাঁড়ানো অ্যাটেনডেন্টকে বলল, 'নিয়ে এসো ওকে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চব্বিশ

দাসী মিরিয়াম

আদেশটা শুনেই পিনপতন নীরবতা নেমে এল ভিড়ের মধ্যে। খানিক পরেই মশাল হাতে দুজন অ্যাটেনডেণ্ট উদয় হলো, তাদের মাঝখানে হেঁটে আসছে মিরিয়াম। অসম্ভব সুন্দর লাগছে ওকে—মশালের আলোয় মুখটা হয়ে উঠেছে লালাভ, সাদা আলখাল্লা আর গলার মুক্তো চারপাশের আঁধারের মাঝে জ্বলজ্বল করছে। নশ্বর এই নারীকে এখন আর মর্ত্যের জীব বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে স্বর্গের কোনও অপ্সরা। রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকল দর্শকরা।

আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে সিঁড়ি ভেঙে মঞ্চে উঠল মিরিয়াম, মাঝখানে গিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল, আচার-আচরণে ভয়ভীতির কোনও ছাপ নেই। ভিড়টা মঞ্চের আরও কাছে চলে এল, ওখানে ডিমিট্রিয়াসরূপী ক্যালেব রয়েছে, রয়েছে নেহুশতাও। লিবিয়ান দাসীর সঙ্গে এখন আবার ছোটখাট গড়নের একজন ক্রীতদাস যোগ দিয়েছে, তার পিঠেও নেহুশতার মত একটা ভারী ফলের ঝুড়ি। ওজনটা সম্ভবত বেশি হয়ে গেছে, মাঝে মাঝেই কাতর আওয়াজ করছে লোকটা।

ভিড়ের যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে না শুধু একজন মানুষকে—সে হচ্ছে স্যাচারিয়াস, প্রিন্স ডমিশিয়ানের প্রতিনিধি হওয়ায় মঞ্চের একপাশে আলাদা জায়গা দেয়া হয়েছে তাকে,

www.BanglaBook.org

সাধারণ ক্রেতাদের জন্য ওপাশটায় যাওয়া নিষেধ। মিরিয়াম মঞ্চে পৌঁছুতেই নিয়ম ভেঙে সে নিজেও উঠে পড়ল সেখানে, বন্দিনীর চারপাশে ঘুরে ঘুরে আপাদমস্তক জরিপ করতে শুরু করল।

নিলাম-পরিচালক বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে তাকাল স্যাচারিয়াসের দিকে, তবে কিছু বলা থেকে বিরত থাকল। ডমিশিয়ানের খাস লোকের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে অকালে জান খোয়াবার কোনও মানে হয় না। ভিড়ের দিকে চোখ ফেরাল সে।

'দেখুন,' বলল নিলাম-পরিচালক। 'দেখুন আপনারা, নিজ চোখেই দেখুন, কারণ বলার মত কোনও ভাষা নেই আমার কাছে। শুধু এটুকু জানাতে চাই, বিশ বছর ধরে এই পেশায় রয়েছি আমি, এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার দাস-দাসী বিক্রি করেছি, কত জায়গা থেকেই না এসেছে তারা! প্রাচ্য, গ্রিসের পাহাড়ি এলাকা, মিশর, সাইপ্রাস, স্পেনের সমতল, টিউটন... এমনকী ব্রিটনদের দ্বীপ থেকে আসা দাসী নিলাম করেছি আমি। তাদের ভিতর সুন্দরীর সংখ্যা নেহায়েত কম ছিল না, কিন্তু এই দাসীকে দেখার পর এই আমিও বিমোহিত হয়ে গেছি।

'কী রূপ এর, কী জৌলুস এর—আপনারাই বিচার করুন। মোলায়েম ত্বক, দীঘল কালো চুল, মুক্তোর মত দাঁত... সবই আছে এর। কোথাও এক বিন্দু খুঁত পাবেন না। দেহের দিকে তাকান—এমন মেয়েকে দেশের সেরা ভাস্কররা মডেল হিসেবে চাইবে। যে-ই একে কিনবে, সে দাসী নয়... একটা পরীকে পাবে।

'তবে শুধু রূপ-যৌবনই নয়, এই মেয়েকে কিনলে আরও অনেক লাভ হবে আপনাদের। গলার মালাটা দেখুন, আমি কিছুক্ষণ আগে একজন জহুরিকে দেখিয়েছিলাম দাম ঠিক করতে, সে আমাকে বলেছে—মুক্তোর ওই মালাটার দামই অন্তত একশ' সেস্টারশিয়া হবে। তা ছাড়া এই মেয়ের সঙ্গে বিজয়ী ক্রেতা পাবেন টায়ারে অগাধ ধন-সম্পদ, সেইসঙ্গে প্রচুর জমিজমা—যা

www.BanglaBook.org

উত্তরাধিকারসূত্রে এই মেয়ের পাবার কথা ছিল। হ্যাঁ... হ্যাঁ, টায়ার এখান থেকে বহু দূরে বটে, ওখানকার জমিজমা দখলে রাখা সম্ভব কি না, এ-প্রশ্নও স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হতে পারে আপনাদের মনে... কিন্তু আমার সঙ্গে আমাদের মহান সেনাপতি টাইটাসের সই করা একটি নির্দেশনামা আছে। ওটার সাহায্যে ওসব ধনসম্পদ এবং জমিজমা সহজেই হস্তগত করতে পারবে ওর মালিক।

'হ্যাঁ, সঙ্গে এটাও জেনে রাখুন—এই নিলাম থেকে যা অর্থ পাওয়া যাবে, তা আমাদের যুদ্ধাহত বীরযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যবহার করা হবে। যত বেশি দাম পাওয়া যায়, ততই উপকার হয় ওঁদের। কাজেই কেউ মনের মধ্যে কৃপণতা রাখবেন না দয়া করে, উদার হয়ে ডাক দিন।

'আসুন ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা তা হলে নিলামের কার্যক্রম শুরু করি। এই অপূর্ব রূপসী, লাখে একটা দাসীর ডাক কত দিয়ে শুরু করলে ভাল হয়? এক হাজার সেস্টারশিয়া? হাসবেন না, আমি অন্যায় কিছু বলছি না... ওই তো, একজন হাত তুলেছেন। কত বললেন? পঞ্চাশ? হায় খোদা, দাসীর মালাটার দামও তো এর দ্বিগুণ! ঠিক আছে, ডেকে যখন ফেলেইছেন, তখন পঞ্চাশ দিয়েই শুরু করা যাক। পঞ্চাশ পেয়েছি আমি, ষাট বলবেন কেউ?'

বলল একজন, সেখান থেকে বাড়তে শুরু করল ডাক। সত্তর, আশি, নব্বুই পেরিয়ে একশ'তে পৌঁছে গেল নিমেষে। এরপর বাড়তে শুরু করল শ' ধরে। দুইশ', তিনশ', চারশ'... এভাবে আটশ' সেস্টারশিয়া পর্যন্ত ডেকে বসল একজন। বাকিরা ক্ষান্ত দিল শেষ ডাকটার পর। পাল্লা দেবার আর ক্ষমতা নেই কারও।

ডমিশিয়ানের প্রতিনিধির দিকে তাকাল নিলাম-পরিচালক। 'কী, বন্ধু স্যাচারিয়াস? ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? এখনও তো আপনাকে মুখই খুলতে দেখলাম না। এদিকে কিন্তু আটশ' পর্যন্ত

www.BanglaBook.org

দাম উঠে গেছে। আপনি কিছু না বললে সামনের ওই লম্বা ভদ্রলোক পেয়ে যাচ্ছেন মুক্তা-কুমারীকে।'

হাসল স্যাচারিয়াস। বলল, 'নয়শ' সেস্টারশিয়া! আমি নয়শ' দেব এই মেয়ের জন্য।'

নিলাম-পরিচালকের মুখেও হাসি ফুটল। বিক্রিত দামের উপর কমিশন পায় সে; দাস-দাসীর দাম যত বাড়ে, ততই তার লাভ। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আমরা নয়শ' সেস্টারশিয়ার ডাক পেয়েছি। কেউ কি এর উপরে বলবেন?'

আটশ' ডাকা লোকটার চেহারায় মেঘ ঘনাল। মাথা নেড়ে সে বলল, 'নাহ্, এর উপরে গিয়ে পোষাবে না আমার পক্ষে। স্যাচারিয়াস, যান... মুক্তা-কুমারী আপনার।' উল্টো ঘুরে চলে গেল সে।

স্যাচারিয়াসের মুখে বিজয়ীর হাসি ফুটল। নিলাম-পরিচালকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর তো কিছু শোনার প্রয়োজন নেই। শেষ করো তোমার আনুষ্ঠানিকতা।'

কিন্তু বয়স্ক লোকটাকে কমিশনের লোভে পেয়ে বসেছে। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'কী হলো, কেউ কিছু বলছেন না যে? নয়শ'র উপরে ডাক দেবার সাহস নেই কারও?'

'আমি ডাকব!' হঠাৎ গমগম করে উঠে একটা কণ্ঠ। ভিড় ঠেলে সামনের সারিতে চলে এল মিশরীয় সওদাগর... মানে ক্যালেব। সবাইকে শুনিয়ে বলল, 'এক হাজার সেস্টারশিয়া!'

ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল স্যাচারিয়াস, চোখে আগুন জ্বলছে। কে এই বেয়াদব, যে ডমিশিয়ানের বিরুদ্ধে ডাক দেয়?

তাকে পাত্তা দিল না সওদাগর, বলল, 'কী? ডাকবেন আপনি, নাকি ওভাবেই তাকিয়ে থাকবেন?'

নিলাম-পরিচালকের দিকে তাকাল স্যাচারিয়াস। 'এগারোশ' সেস্টারশিয়া!'

'বারোশ'!' পরিচালক মুখ খোলার আগেই বলল সওদাগর।

www.BanglaBook.org

'তেরোশ'!' সমান তেজে বলল স্যাচারিয়াস।

'চোদ্দোশ'!'

জনতা খুব মজা পাচ্ছে এই সেয়ানে সেয়ানে লড়াই দেখে। হাততালি দিয়ে উঠল সবাই। খেপাটে দৃষ্টিতে তাদের উপর নজর বোলাল স্যাচারিয়াস, কী করবে বুঝতে পারছে না।

'থামবেন না,' অনুনয়ের সুরে বলল পরিচালক। 'ভিনদেশি এক সওদাগর আপনাকে টেক্কা দেবে, তা কী করে হয়? আমাদের রাজপুত্রের প্রতিনিধিত্ব করছেন আপনি, রাজকীয় কোষাগার আপনার হাতের মুঠোয়... এখন যদি ওই মিশরীয়-র কাছে হেরে যান, তা হলে গোটা রোমান সাম্রাজ্যের অপমান না?'

আর হয়তো ডাকত না স্যাচারিয়াস, কিন্তু খোঁচা দেয়ায় কাজ হলো। মিরিয়ামের উপর একবার নজর বোলাল সে, তারপর বলল, 'ঠিক আছে... দেড় হাজার সেস্টারশিয়া!'

হুল্লোড় করে উঠল জনতা। দাঁত বের করে ডিমিট্রিয়াসের দিকে তাকাল নিলাম-পরিচালক। বলল, 'ডাকবেন আপনি?'

মাথা নাড়ল ক্যালেব, চোদ্দোশ'র বেশি দেয়ার সাধ্য নেই ওর। হঠাৎ বুঝতে পারল, কী ঘটেছে। মিরিয়ামকে চিরকালের মত হারিয়েছে ও। বুকের মধ্যে আবেগ উথলে উঠল ওর, কান্না ঠেকাতে মুখ ঢাকল হাতে দিয়ে, তারপর মাথা নিচু করে সরে গেল মঞ্চের সামনে থেকে।

'হুম, হার মানল তা হলে!' বলল নিলাম-পরিচালক। স্যাচারিয়াসের দিকে ফিরল। 'অভিনন্দন, বন্ধু! আপনি এখন এই অপূর্ব রূপসীর...'

কথা শেষ করতে পারল না সে, ভিড়ের পিছন থেকে উঁচু গলায় বিদেশি উচ্চারণে ডাক ছাড়ল একজন।

'দু'হাজার!'

থমকে গেল সবাই, ধীরে ধীরে চোখ ফেরাতেই শীর্ণ এক বৃদ্ধাকে দেখতে পেল, পিঠে ফলের ঝুড়ি। এক মুহূর্ত চুপ রইল

www.BanglaBook.org

জনতা, তারপরই ভেঙে পড়ল হাসিতে। নিলাম-পরিচালক কোনোমতে নিজেকে সামলে বলল, 'অ্যাই বুড়ি! কী বলছ, বুঝে-শুনে বলছ তো? পয়সার হিসেবে দু'হাজার ডাকছ নাকি?' বলার ভঙ্গিতে বিদ্রূপের ছাপ স্পষ্ট।

ঠাট্টা-মশকরা কিংবা জনতার হাসি নিয়ে মোটেই উদ্বিগ্ন দেখাল না নেহুশতাকে। লোকজনকে সরিয়ে মঞ্চের সামনে চলে এল ও। বলল, 'বুঝতে আপনাদেরই কষ্ট হচ্ছে বোধহয়। দু'হাজার সেস্টারশিয়া দাম হেঁকেছি আমি ওই মেয়েটার জন্য।'

হাসিতে ছেদ পড়ল নিলাম-পরিচালকের। বৃদ্ধাকে যথেষ্ট সিরিয়াস দেখাচ্ছে, মশকরা করছে না মোটেও। হাত তুলে জনতাকে শান্ত করল সে। তারপর বলল, 'দু'হাজার সেস্টারশিয়া? সত্যি বলছেন?'

'শুনতে কষ্ট হচ্ছে?' পাল্টা বিদ্রূপ করল এবার নেহুশতা। 'কানের তুলো-টা ফেলে দিয়ে আসুন তা হলে।'

বিহ্বল দেখাল পরিচালককে। কয়েক মুহূর্ত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। তারপর সংবিৎ ফিরে পেতেই সোজা হলো। বলল, 'ডাকটা গ্রহণ করতে বাধ্য আমি।' স্যাচারিয়াসের দিকে তাকাল সে। 'দু'হাজার দিতে চাইছে এই মহিলা। আপনি বাড়াবেন?'

'হলো-টা কী?' রাগী গলায় বলল স্যাচারিয়াস। 'রাজা-বাদশারা এসে পড়েছে নাকি নিলামে? এত দাম হাঁকে কীভাবে?' মাথা নাড়ল সে। 'না, না, অত দামে যেতে পারব না আমি। এমনিতেই বাজেটের চেয়ে পাঁচশ' সেস্টারশিয়া বেশি হেঁকে ফেলেছি। ওগুলো নিজের পকেট থেকে দিতে হয় কি না, সেটাই ভাবছিলাম। আর এই বুড়ি কি না দু'হাজার হাঁকছে! দাও, দাও, ওকেই দিয়ে দাও!'

'হতাশ হবেন না, স্যাচারিয়াস।' বলল পরিচালক। 'দাম হাঁকা আর দাম পরিশোধ করা এক জিনিস নয়। আপনার দেড়

www.BanglaBook.org

হাজারের ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত, কিন্তু এই মহিলা... ও যদি এক্ষুনি পুরো টাকা শোধ করতে না পারে, তা হলে মুক্তাকুমারীকে পাবে না। এ আমাদের অপরিচিত, একে টাকা আনার জন্য এক ঘণ্টাও সময় দেব না আমি।' নেহুশতার দিকে ফিরল সে। 'কথাটা বুঝতে পারছ?'

'পরিষ্কার,' ওড়নার আড়াল থেকে হাসল নেহুশতা। 'বিদেশ-বিভুঁইয়ে এলে আমি নগদে কেনাকাটা করি, তাই যথেষ্ট স্বর্ণমুদ্রা আমার সঙ্গেই আছে।'

'কী বলছ এসব!' অবিশ্বাসের সুরে বলল পরিচালক। 'তোমার সঙ্গে দু'হাজার সেস্টারশিয়া আছে? কোথায়?'

'এই তো... আমার আর আমার ভৃত্যের ঝুড়িতে! দেখতে চাও?'

জবাব দিতে পারল না নিলাম-পরিচালক, ঢোক গিলল সশব্দে। স্যাচারিয়াস চেঁচিয়ে উঠল, 'বোকা... আমাদের বোকা বানাচ্ছে এই বুড়ি। অসম্ভব! ওর কাছে দু'হাজার সেস্টারশিয়া থাকতে পারে না।'

বিরক্ত চোখে তার দিকে তাকাল নেহুশতা। 'আপনি এত কথা বলছেন কেন? নিলাম ছেড়ে তো পিছিয়ে গেছেন আপনি। বলতেই যদি হয়, তা হলে নতুন কোনও ক্রেতা বলবে। আছেন তেমন কেউ?'

নেই, থাকার প্রশ্নও ওঠে না। পরিচালকের দিকে তাকাল নেহুশতা। 'একটু তাড়াতাড়ি করবেন? আজ রাতেই আমাকে সেন্টাম স্যালে-তে পৌঁছুতে হবে, ওখানে আমার জাহাজ অপেক্ষা করছে। এখানে সময় নষ্ট করতে চাই না।'

অসহায়ের মত স্যাচারিয়াসের দিকে তাকাল পরিচালক। কিছু করার নেই তার, নিয়ম অনুসারে সর্বোচ্চ মূল্যদাতার পক্ষেই রায় দিতে হবে। স্যাচারিয়াসও জানে ব্যাপারটা, কাঁধ ঝাঁকাল তাই।

www.BanglaBook.org

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল পরিচালক। ঘোষণা করার সুরে বলল, 'দু'হাজার সেস্টারশিয়া... আমাদের সাত নম্বর দাসী, মুক্তা-কুমারীর জন্য। টাইটাসের আদেশে বিক্রি করা হচ্ছে এখন... ওর গলার মালা, সেইসঙ্গে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সমস্ত ধনসম্পদ এবং সয়-সম্পত্তি সহ। শেষ বারের মত বলছি, কেউ কি আর ডাকবেন? না? তা হলে...' রোস্ট্রামে হাতুড়ির বাড়ি দিতে শুরু করল সে, 'যাচ্ছে... যাচ্ছে... গেল! অভিনন্দন, মহাত্মনা। এই দাসী এখন আপনার... দাম শোধ করা সাপেক্ষে অবশ্য। ভাল কথা, আপনার নামটা জানতে পারি?'

'মুলিয়ের,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল নেহুশতা।

'মুলিয়ের?' ভুরু কোঁচকাল পরিচালক। 'অদ্ভুত নাম তো!'

'কেন, পছন্দ হচ্ছে না আপনার?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল নেহুশতা।

'না, না, অপছন্দের কী আছে?' তাড়াতাড়ি বলল লোকটা। এই ধনী খদ্দেরকে খেপানো ঠিক হবে না। রাগ করে যদি চলে যায়, তা হলে দু'হাজার সেস্টারশিয়ায় তার যে মোটা কমিশনটা পাবার কথা, সেটা মার যাবে। সম্বোধন পাল্টে ফেলল সে, গলায় মধু ঢেলে বলল, 'দামটা চুকিয়ে দিন, মাদাম মুলিয়ের। তারপর নিয়ে যান আপনার দাসীকে।'

'এখানেই দেব?'

'এত টাকা এখানে দেয়া ঠিক হবে না,' বলল পরিচালক। 'চলুন, আপনাকে আমাদের অফিসে নিয়ে যাই। ওখানেই হিসেবটা মিটিয়ে নেয়া যাবে।'

'দাসীটাকেও নিন,' নেহুশতা বলল। 'এত দামি একটা জিনিস আমি অসন্তুষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বীদের মাঝে রেখে যেতে চাই না।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' অপেক্ষমাণ ক্রেতাদের দিকে ফিরল পরিচালক। 'আধঘণ্টার জন্য বেচাকেনা মুলতবি করছি আমি, তারপর আবার শুরু করা যাবে।'

www.BanglaBook.org

পথ দেখিয়ে নেহুশতা আর ওর ভৃত্যকে চত্বরের পাশের একটা অফিস-ঘরে নিয়ে গেল নিলাম পরিচালক, মিরিয়াম রইল সঙ্গে। ভিতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করল নেহুশতা, তারপর নিজের আর ভৃত্যের ঝুড়িদুটো নামিয়ে রাখল মেঝেতে। বলল, 'গুনে নিন।'

একজন কেরানিকে ডেকে একটা ঝুড়ির ডালা খোলাল পরিচালক। পরমুহূর্তেই চমকে গেল। উপরটায় সোনা-দানা কিছু নেই, শুধু লেটুস পাতা দেখা যাচ্ছে।

'এসব কী?' রাগী গলায় বলল সে। 'ঠকাতে চাইছেন নাকি আমাকে?'

'ভাল করে না দেখে মন্তব্য করা ঠিক না,' নেহুশতা বলল। 'পাতাগুলো সরান, তারপর দেখুন।'

সরাল পরিচালক, একটা আস্তর সরতেই বেরিয়ে পড়ল শত শত স্বর্ণমুদ্রা, থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ঝুড়ির ভিতর। তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় ঝুড়িটা খোলা হলো—ওটাও একইভাবে ভর্তি।

'দেবতাদের দোহাই!' ঢোক গিলে বলল পরিচালক। 'এখানে তো দু'হাজারের বেশি আছে!'

'ঠিকই ধরেছেন,' নেহুশতা বলল। 'সেইসঙ্গে এটাও জানিয়ে রাখি, বাড়তি মুদ্রাগুলো পিঠে বওয়ার কোনও ইচ্ছেই নেই আমার। ওগুলো আপনাকে আর আপনার কেরানিকে দিয়ে যেতে পারলে খুশি হব। তবে বিনিময়ে ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে আপনাদের।'

'কী কাজ? বলুন, বলুন!' খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে নিলাম-পরিচালক আর তার কেরানির।

'টাইটাসের একটা নির্দেশনামা আছে না আপনাদের কাছে? মুক্তা-কুমারীর সয়-সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরের ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ, আছে তো! ওটা আপনার, মাদাম। নামের জায়গায় আপনার নামটা বসিয়ে নিলেই...'

www.BanglaBook.org

'নামটা আমার নয়, আরেকজনের হবে,' বাধা দিয়ে বলল নেহুশতা। 'এবং সেটা গোপন রাখতে হবে আপনাদেরকে।'

'কার নাম দেবেন?'

'বের করুন ওটা। লিখুন—স্বর্গীয় ডিমাস ও র‍্যাশেলের কন্যা মিরিয়াম, রাজা হেরড এগ্রিপার মৃত্যুর বছরে যার জন্ম।'

জামার ভিতর থেকে নির্দেশনামাটা বের করল পরিচালক, কেরানি দ্রুত ওটায় কলম চালাল।

'খুব ভাল,' বলল নেহুশতা। 'এবার সই করুন দুজনে।'

করল দুই রোমান, তারপর নির্দেশনামাটা তুলে দিল নেহুশতার হাতে।

'আর কিছু?' জিজ্ঞেস করল নিলাম-পরিচালক।

'হ্যাঁ। এখান থেকে বেরুনোর দ্বিতীয় কোনও রাস্তা আছে? বাজারের লোকজনের সামনে আর পড়তে চাই না।'

'পিছনে একটা দরজা আছে,' কেরানি বলল।

'আমাদের একটু বাজারের বাইরে পৌঁছে দিলে খুব ভাল হয়। তা ছাড়া একটা আলখাল্লাও দরকার, দাসীর গলায় মুক্তোর মালাটা দেখলে লোকজন লোভী হয়ে উঠতে পারে।'

ছুটে গিয়ে নিজের একটা আলখাল্লা এনে দিল কেরানি। বলল, 'চলুন, আমিই নিয়ে যাচ্ছি আপনাদের।'

পরিচালকের দিকে তাকাল নেহুশতা। 'আপনি নিলাম-মঞ্চে ফেরার আগে আমাদের একটু সময় দেবেন? যাতে দূরে চলে যেতে পারি?'

'দেব না মানে?' বলল পরিচালক। 'একশোবার দেব। আপনার মত উদার মহিলা আমি জীবনে দেখিনি, মাদাম। যান, নিশ্চিন্তে যান। কাউকে কিছু বলব না আমি, স্বয়ং সিজারকেও না।'

'ধন্যবাদ।' বলে কেরানির পিছু পিছু অফিস-ঘরের পিছন দিয়ে বেরিয়ে এল নেহুশতা, মিরিয়াম আর ভৃত্য। মিনিট

www.BanglaBook.org

পাঁচেকের মধ্যেই বাজার পেরিয়ে পৌঁছে গেল বড় রাস্তায়।

'যান, এখন আপনারা নিরাপদ,' বলল কেরানি।

তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিল ওরা, দ্রুত পা ফেলে হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার আড়ালে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের একদৃষ্টে দেখল কেরানি, তারপর উল্টো ঘুরে ফিরতি পথ ধরল। কিন্তু কয়েক কদম যেতেই বাধা পেল সে—দীর্ঘদেহী এক যুবক তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে তাকাল কেরানি, পরমুহূর্তে চিনতে পারল—এ তো মিশরীয় সেই সওদাগর, নিলামে যে মুক্তা-কুমারীর জন্য চোদ্দোশ' সেস্টারশিয়া হেঁকেছিল! অফিসের জানালা দিয়ে দেখেছে সে।

'বন্ধু!' নরম গলায় বলল ক্যালেব। 'তোমার সঙ্গীরা কোথায় গেল?'

'আমি জানি না,' বিরক্ত গলায় বলল কেরানি।

'মনে করার চেষ্টা করো,' লোকটার হাতে পাঁচটা স্বর্ণমুদ্রা গুঁজে দিল ক্যালেব। 'কোন্‌দিকে গেছে ওরা—ডানে, বাঁয়ে, নাকি সোজা সামনে?'

'কী আশ্চর্য, দেখিনি তো! বলব কী করে?'

'বেকুব কোথাকার!' রাগী গলায় বলল ক্যালেব, ঝট্ করে একটা ছুরি বের করে লোকটার পেটে ঠেকাল। 'জলদি বলো, নইলে খারাবি আছে তোমার কপালে।'

ভয়ে কাঁপতে শুরু করল কেরানি। কোনোমতে বলল, 'ডানে... ডানে গেছে। আ... আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আর কিছু দেখিনি।'

ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল ক্যালেব, হনহন করে হেঁটে চলে গেল। অনুসরণ করতে যাচ্ছে নেহুশতাদের।

সুস্থির হবার জন্য একটু অপেক্ষা করল কেরানি। বিস্ময় বোধ করছে—কী ঘটছে এসব? মুক্তা-কুমারীকে নিয়ে এত আগ্রহ কেন লোকের? টাকা-পয়সার মায়া করছে না... হাতে পাবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জন্য খেপে উঠেছে... রহস্যটা কী? আনমনে কাঁধ ঝাঁকাল কেরানি, তারপর ফিরতি পথ ধরল।

মারক্যাসের বাড়ির দিকে দ্রুত পায়ে ছুটছে নেহুশতা, মিরিয়াম আর নেহুশতার ভৃত্য সেজে থাকা স্টেফানাস। হাত ধরাধরি করে আছে প্রথম দুজন, কিন্তু কথা বলছে না, আগে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছুতে চায়। বিড়বিড় করছে শুধু স্টেফানাস—তার মালিক সামান্য এক দাসীর জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিলেন, এটা মেনে নিতে পারছে না সে।

'চুপ থাকো, স্টেফানাস!' বলে উঠল নেহুশতা। 'খামোকা হা-হুতাশ করছ। আমার মালকিন কোনও সস্তা বস্তু নয়, ওঁর সম্পত্তির দামই দু'হাজার সেস্টারশিয়ার চেয়ে বেশি।'

'তাতে আমার মালিকের কী লাভ?' বলল স্টেফানাস। 'তুমি তো নির্দেশনামায় নিজের মালকিনের নাম বসিয়েছ!'

কথাটার জবাব দেয়ার প্রয়োজন করল না লিবিয়ান দাসী, তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছুনো দরকার। একটু পরেই পৌঁছে গেল ওরা, চাবি ঘুরিয়ে বাড়ির দরজা খুলতে শুরু করল স্টেফানাস।

'জলদি!' তাড়া দিল নেহুশতা। 'আমি পিছনে পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।'

ঝটপট দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল স্টেফানাস, পিছু পিছু মিরিয়াম আর নেহুশতা। পাল্লাটা পুরোপুরি বন্ধ করল না লিবিয়ান দাসী, সামান্য ফাঁকা রেখে উঁকি দিল বাইরে। একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে একজন মানুষকে ছুটে যেতে দেখল।

'কে ওটা?' নার্ভাস ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল স্টেফানাস।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল নেহুশতা। 'লোকে ওকে আলেকজান্দ্রিয়ার সওদাগর ডিমিট্রিয়াস বলে চেনে, তবে আমার কাছে আরেকটা নামে পরিচয় আছে ওর।'

দরজা বন্ধ করে দিল ও, তারপর ঘোমটা সরিয়ে জড়িয়ে

www.BanglaBook.org

ধরল মিরিয়ামকে। গালে আর কপালে চুমু খেল। মিরিয়ামও ওকে পরম শান্তিতে জাপটে ধরেছে।

'এসবের মানে কী, নোউ?' আবেগের উচ্ছ্বাস কমতেই জিজ্ঞেস করল মিরিয়াম। 'কীভাবে তুমি আমাকে কিনে আনলে?'

'সব ঈশ্বরের দয়া, ছোট মালকিন। তিনিই আপনাকে বাঁচাবার জন্য একজন দেবদূত পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'কার কথা বলছ? কোথায় আমি?'

'আসুন, দেখাচ্ছি।'

পথ দেখিয়ে বাড়ির ভিতরে মিরিয়ামকে নিয়ে গেল নেহুশতা। বিশাল একটা দরজা খুলে ঢুকল সুন্দরভাবে সাজানো একটা বৈঠকখানায়। কামরার শেষপ্রান্তে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে এক সুদর্শন যুবক।

ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল মিরিয়ামের। 'ও কি... ও কি...'

'হ্যাঁ, ছোট মালকিন। যান, কথা বলুন ওর সঙ্গে।'

টলমল পায়ে এগোতে শুরু করল মিরিয়াম, কাছাকাছি পৌঁছুতেই ঘুরে দাঁড়াল যুবক, বুকের রক্ত ছলকে উঠল ওর।

মারকাস... এ তো ওর মারকাস! বয়সের ছাপ পড়েছে চেহারায়, স্বাস্থ্যও ভেঙে গেছে আগের চেয়ে, কিন্তু তারপরও এ তো ওরই প্রিয়তম!

মারকাসও থমকে গেছে। বিড় বিড় করে বলল, 'স্বপ্ন দেখছি না তো?'

'না, মারকাস,' শান্ত গলায় বলল মিরিয়াম। 'স্বপ্ন দেখছ না, আমি সত্যিই এসেছি।'

ছুটে এসে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল মারকাস, মিরিয়াম বাধা দিল না। পরম শান্তিতে চোখ মুদল। রোমান ক্যাপ্টেনের বিশাল বুকটাকে নিজের ঘর বলে মনে হচ্ছে ওর কাছে।

কিছুক্ষণ ওভাবেই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে থাকল ওরা, তারপর মিরিয়াম নরম গলায় বলল, 'এবার ছাড়ো আমাকে। খুব

www.BanglaBook.org

ক্লান্ত লাগছে, বসতে দাও।'

তাড়াতাড়ি ওকে একটা গদিমোড়া আসনে বসাল মারকাস। উত্তেজিত গলায় বলল, 'আমি তো দেরি দেখে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। কীভাবে কী ঘটল, সব শোনাও আমাকে!'

'নোউকে জিজ্ঞেস করো। কথা বলার শক্তি নেই আমার মধ্যে।'

মালকিনের হাত-পা মালিশ করতে শুরু করল নেহুশতা। মারকাসকে বলল, 'ওসব পরে শুনলে হয় না? উনি ফিরে এসেছেন, এটাই তো যথেষ্ট। জলদি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করুন। ছোট মালকিনের পেটে সারাদিন কিছু পড়েছে বলে মনে হয় না।'

'অবশ্যই, অবশ্যই!' বলে নিজেই ছুটে গেল মারকাস। কিছুক্ষণ পর একটা ট্রে-তে ফলমূল, মাংস, মদ আর পানি নিয়ে ফিরে এল।

কোমর ধরে মিরিয়ামকে সোজা হতে সাহায্য করল নেহুশতা, খাওয়াতে শুরু করল। ধীরে ধীরে মুখের রঙ ফিরে এল মিরিয়ামের, চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নিজের চেষ্টায় সোজা হয়ে বসতে পারল ও, গদিতে হেলান দিল। এবার নেহুশতা মারকাসকে নিলামের পুরো ঘটনা খুলে বলল।

'চমৎকার!' হেসে উঠল মারকাস। 'চমৎকার দেখিয়েছ, নেহুশতা! স্টেফানাসকেও ধন্যবাদ দিতে হয়। বছরের পর বছর ধৈর্য ধরে আমার সমস্ত টাকা-পয়সা জমিয়েছে ও, নইলে দরকারের সময় এতগুলো সেস্টারশিয়া কোথায় পেতাম?'

'তোমার টাকা!' বিস্মিত গলায় বলে উঠল মিরিয়াম। 'তা হলে তুমিই কিনে এনেছ আমাকে? তারমানে আমি তোমার দাসী?'

'তা হবে কেন?' মারকাস বলল। 'আমাদের দুজনের মধ্যে কেউ যদি কারও ভৃত্য হয়ে থাকে, সে আমি, মিরিয়াম।'

www.BanglaBook.org

'তুমি আমার কাছে কিছু চাও না?'

'একটাই জিনিস—তোমাকে স্ত্রী বানাতে।'

'না!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মিরিয়াম। 'তা হয় না, মারকাস। তুমি জানো, এ সম্ভব নয়!'

মারকাসের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। করুণ গলায় বলল, 'এতকিছু ঘটে যাবার পরও তুমি এ-কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, মারকাস। এতকিছুর পরও!'

'নিজেকে আমার জন্য উৎসর্গ করতে পারো, অথচ আমাকে বিয়ে করতে পারো না?'

'না, মারকাস। আমি পারি না।'

'কিন্তু কেন? কেন, মিরিয়াম?'

'কারণটা আমি বহুদিন আগেই তোমাকে বলেছি—বিধর্মী কাউকে বিয়ে করতে পারব না আমি।'

'তোমাদের ধর্মে এ-ধরনের কোনও নিষেধাজ্ঞা আছে?'

'না, নেই। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা আছে আমার মৃত মায়ের কাছ থেকে। তাঁকে আমি অসম্মান দেখাতে পারব না।'

একটু ভাবল মারকাস। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, তা হলে আমি ধর্মান্তরিত হব। তোমার জন্য খ্রিস্টান হব আমি।'

করুণ চোখে ওর দিকে তাকাল মিরিয়াম। 'তা যথেষ্ট নয়, মারকাস। এসেনি-তে তোমাকে কী বলেছিলাম, ভুলে গেছ? লোক-দেখানো খ্রিস্টান হয়ে লাভ নেই। তোমাকে মনে-প্রাণে-আত্মায় সত্যিকার বিশ্বাসী হতে হবে, কোনও জাগতিক মোহে নয়। যতদিন না সেটা হতে পারছ, আমাদের মিলন অসম্ভব।'

'তা হলে তুমি কী করতে চাও?'

'সেটা এখনও ঠিক করিনি। তবে একটা জিনিস বুঝতে পারছি, আমার জন্য নিজেকে বরবাদ করে দিচ্ছ তুমি, এ হওয়া উচিত নয়। যেভাবেই হোক, তোমার জীবন থেকে আমি দূরে

www.BanglaBook.org

চলে যেতে চাই।'

'না!' কঠোর গলায় বলল মারকাস। 'যাবে না তুমি!'

'দাসীকে আদেশ দিচ্ছ?'

'ধরে নাও তাই। কেন তোমাকে যেতে দেব আমি? তোমার জন্য নিজের সর্বস্ব কি উজাড় করে দিইনি আমি? এর বিনিময়ে স্ত্রী না হও, অন্তত ভালবাসাটুকু তো দিতে পারো আমাকে। নাকি তাতেও কোনও নিষেধাজ্ঞা আছে?'

'না নেই, কিন্তু তোমার মঙ্গলের জন্য ভালবাসাকে অগ্রাহ্য করতে হবে আমার।'

'অগ্রাহ্য করবে! কেন?' রাগী গলায় বলল মারকাস। 'তোমার-আমার সম্পর্ক কি এতই ঠুনকো? পরস্পরের জন্য কম ত্যাগ স্বীকার করেছি আমরা? জেরুসালেমে তুমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঁচিয়েছ আমাকে, নিকানরের তোরণে নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছ। আমিও তোমার জন্য নিজের বিপদ অগ্রাহ্য করে ছুটে এসেছি রোমে, শেষ কানাকড়ি খরচ করে মুক্ত করেছি তোমায়... এখন আমি কপর্দকশূন্য! বলো মিরিয়াম... আমাদের এই কষ্টভোগ, আমাদের এই ত্যাগ-তিতিক্ষা... এসব কীসের জন্য?'

'আমি... আমি জানি না,' ফুঁপিয়ে উঠল মিরিয়াম। দুহাতে মুখ ঢাকল ও। 'হা ঈশ্বর! আমি কী করব?'

'আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করবেন, ছোট মালকিন,' বলল নেহুশতা। 'ধর্ম আর আদর্শকে অনুসরণ করবেন। বাকিটা ঈশ্বরের হাতে থাকুক।'

'চুপ করো!' চেঁচিয়ে উঠল মারকাস। 'ওর মাথায় আর আজে-বাজে চিন্তা ঢুকিয়ো না, নোউ!'

'না, আমি চুপ করব না!' সমান তেজে বলল নেহুশতা। 'আপনি সত্যিই একজন কাপুরুষ, প্রভু। আপনার জাতভাই-রা আপনাকে যতটা ভাবে, তারচেয়েও নিচু মানের কাপুরুষ। অবলা একটা মেয়ের অসহায়ত্বের সুযোগ নিতে চাইছেন, তাকে ইচ্ছের

www.BanglaBook.org

বিরুদ্ধে... ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কাজ করতে দুর্বল করে তুলছেন। বলছেন ও আপনার দাসী নয়, তারপরও ওকে জোর করে আটকে রাখতে চাইছেন। এ কত বড় অন্যায়, জানেন? এ-সব পুরুষের কাজ?'

'কথা শেষ হয়েছে তোমার?' থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল মারকাস।

'না!' খেপাটে দেখাল নেহুশতাকে। 'আরও কিছু বলার আছে আমার। যদি সত্যিই আমার ছোট মালকিনকে মুক্তি দিতে চান, তা হলে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে আগে মুক্তি দিন ওঁকে। ওঁর কাঁধে আপনার দয়ার যে বোঝা চেপে রয়েছে, সেটা সরিয়ে নিন। কপর্দকশূন্য হয়েছেন? মালকিনের টায়ারের সম্পত্তি নিয়ে নিন আপনি। আর ওঁকে যদি মনে-প্রাণে চান, তা হলে বেরিয়ে পড়ুন ঈশ্বরের খোঁজে, সত্যিকার বিশ্বাসের খোঁজে। প্রতিদানের আশায় না থেকে দীক্ষা নিন খ্রিস্টধর্মে। যদি সফল হন তো ভাল কথা, আমার মালকিন হাসিমুখে গ্রহণ করবেন আপনাকে। যদি না হন, তাতেও ক্ষতি নেই, অন্তত আমার মালকিন তাঁর মৃত মায়ের সামনে অপরাধী হবেন না। এই-ই হলো আমার বক্তব্য, প্রভু। এবার আপনি নিজেই ঠিক করুন, কী করবেন।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারল না মারকাস, কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর অস্থিরভাবে শুরু করল পায়চারি, লিবিয়ান দাসীর কথাগুলো ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে ওকে। অনেকক্ষণ ভাবল ও, তারপর এসে দাঁড়াল মিরিয়াম আর নেহুশতার সামনে। ততক্ষণে ওর চেহারায় আমূল পরিবর্তন এসেছে।

'ঠিক আছে, তুমিই জিতলে, নেহুশতা,' শান্ত গলায় বলল মারকাস। 'সব সত্যি কথাই বলেছ তুমি, যদিও একটু রং চড়িয়ে! তবে আমি কিছু মনে করিনি। হ্যাঁ, ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমাকে বিয়ে করা উচিত হবে না মিরিয়ামের। ওকে কিনে নেয়ার ঘটনাটাও স্রেফ ভাগ্যচক্রে ঘটেছে, তাই আমারও উচিত

www.BanglaBook.org

হবে না ওকে জোর করে আটকে রাখা। আমি তা মেনে নিচ্ছি। তাই মিরিয়াম, আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি। এটাও যেন আমার দয়া বলে মনে না হয়, তাই তোমার টায়ারের সম্পত্তি বিনিময় হিসেবে নিয়ে নেব আমি। তবে সেটা এ-মুহূর্তে সম্ভব নয়, দলিল করার মত আনুষ্ঠানিকতায় যেতে পারব না আমি, তাই পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত সব তোমার কাছেই গচ্ছিত থাক।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। 'এখন তোমরা যেতে পারো। তবে এত রাতে বাইরে বেরুনো ঠিক হবে না, তাই রাতটা চাইলে আমার বাড়িতে কাটাতে পারো। সকাল হলে যেদিক খুশি চলে যেও, আমি বাধা দেব না।'

কান্নায় ভেঙে পড়ল মিরিয়াম। 'ওহ্ মারকাস! তুমি কী করবে? কী করবে তুমি?'

'কী জানি,' মারকাস কাঁধ ঝাঁকাল। 'হয়তো নেহুশতার কথামত সত্যিকার ঈশ্বরের খোঁজে বেরুব। তবে তাতে মনের সায় কতটুকু পাব, বলতে পারছি না। বিশেষত যেহেতু দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের ধর্ম মানুষের সুখের পথে কতখানি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়!'

আর কিছু বলল না মিরিয়াম, কাঁদতে থাকল।

'যাও তোমরা, আর দাঁড়িয়ে থেকো না,' বলল মারকাস। 'নিজের উপর বিশ্বাস নেই আমার। তোমাকে এভাবে কাঁদতে দেখলে আমি মত পাল্টে ফেলতে পারি। তাতে তোমার-আমার... দুজনের আত্মাই অভিশাপে পড়বে।'

কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়াল মিরিয়াম, বেরিয়ে গেল বৈঠকখানা থেকে। নেহুশতাও ওকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিল, থেমে গেল মারকাস খপ করে ওর বাহু চেপে ধরায়।

'তোমাকে আমার খুন করা উচিত!' হিসিয়ে উঠল রোমান ক্যাপ্টেন।

হাসল নেহুশতা। 'আমি যা বলেছি, তা আপনাদের দুজনের

www.BanglaBook.org

ভালর জন্যই। বেঁচে থাকলে একদিন ঠিকই বুঝতে পারবেন সেটা।'

'কোথায় ওকে নিয়ে যাবে তুমি?'

'জানি না। তবে খ্রিস্টানদের বন্ধু পেতে অসুবিধে হয় না।'

'আমাকে ওর খবরাখবর জানাবে তো?'

'নিশ্চয়ই, যদি জানানোটা নিরাপদ হয়।'

'ওর যদি আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়?'

'জানবেন। আপনারও যদি ছোট মালকিনের সাহায্য দরকার হয়... আর সেটা দেয়া অসম্ভব না হয়ে থাকে, আমি অবশ্যই ওঁকে নিয়ে আসব আপনার কাছে।'

'সাহায্য নয়, ওকেই আমার সারাজীবনের জন্য দরকার, নোউ,' নিচু গলায় বলল মারকাস। 'যাও এখন, তোমার মুখ আর দেখতে চাই না আমি।'

BanglaBook.org

পঁচিশ

স্যাচারিয়াসের শাস্তি

সারাদিনের শোভাযাত্রা শেষে নিজের প্রাসাদে ফিরে এসেছে ডমিশিয়ান, মেজাজ খারাপ করে। এর পিছনে বেশ কয়েকটা কারণ রয়েছে। প্রথমটা হচ্ছে ঈর্ষা... টাইটাসের প্রতি ঈর্ষা। ভাইকে একবিন্দু পছন্দ করে না সে, অথচ আজকের সারাদিন উদযাপন করতে হয়েছে সেই ভাইয়েরই বিজয়ের আনন্দে। নিজেকে কেমন যেন ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে তার, কোনও ধরনের

www.BanglaBook.org

কৃতিত্বের অভাবে গোটা সাম্রাজ্যের সামনে নিজেকে নাঙ্গা মনে হচ্ছে। সারাটা দিন চোখের সামনে টাইটাসের জয়গান গেয়েছে সর্বস্তরের মানুষ, পাশে দাঁড়িয়ে থেকেও ডমিশিয়ান ছিল অদৃশ্য। ভবিষ্যৎ-টাও তেমনই হতে যাচ্ছে, ইতোমধ্যে ভেসপাসিয়ান ঘোষণা দিয়েছেন—তাঁর মৃত্যুর পর টাইটাসই গোটা রোমান সাম্রাজ্যের হাল ধরতে যাচ্ছে। অর্থটা পরিষ্কার, ডমিশিয়ানকে বাকি জীবন তার বড় ভাইয়ের ছায়ায় ছায়ায় কাটাতে হবে। এই উপলব্ধি বুকের আগুন বাড়িয়ে দিয়েছে তার। মুখে কিছু বলতে না পারলেও ভিতর ভিতর ফুঁসছে সে। রাজ্যের বিখ্যাত সব জ্যোতিষীরা অবশ্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, ভেসপাসিয়ান আর টাইটাসের মৃত্যুর পর ডমিশিয়ানও সিংহাসনের স্বাদ পাবে; কিন্তু সেই দিন আসতে বহু দেরি... আদৌ আসবে কি না কে জানে। জ্যোতিষীদের কথায় খুব একটা ভরসা নেই ছোট রাজপুত্রের।

মেজাজ খারাপ হবার দ্বিতীয় কারণ মিছিল শেষে হওয়া ভোজসভাটা। সেখানে ভোজসভার পরিচালক... ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যেভাবেই হোক... ডমিশিয়ানের নামে কোনও পানোৎসব উৎসর্গ করেনি। ব্যাপারটাকে চূড়ান্ত অপমান বলে ধরে নিয়েছে সে।

আরও ঘটনা আছে। অনেক শখ করে মুক্তা-কুমারীর জন্য কটিবন্ধটা তৈরি করিয়েছিল ডমিশিয়ান, কিন্তু বেয়াদব মেয়েটা সেটা পরে শোভাযাত্রায় অংশ নেয়নি। উপহার পাঠানোর ব্যাপারটা যারা জানত, তারা এই অবজ্ঞা লক্ষ করে মুখ টিপে হেসেছে। বুঝতে পেরেও ফাজিলগুলোকে কিছু বলতে পারেনি ডমিশিয়ান, তাতে লজ্জাটা ভালমত লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ত। রাগের ঠেলায় ভোজসভায় বসে গ্লাসের পর গ্লাস মদ গিলেছে ডমিশিয়ান—প্রথমে মাতাল হয়েছে, তারপর হয়েছে অসুস্থ। মাথা ব্যথা আর পেট ব্যথা... দুটোই শুরু হয়েছে একসঙ্গে। বাপ আর ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে শেষ পর্যন্ত উঠে পড়তে হয়েছে

www.BanglaBook.org

তাকে।

প্রাসাদে ফিরে ঘণ্টাদুয়েক বিশ্রাম নেবার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠল ডমিশিয়ান। মেজাজটাও ঠাণ্ডা হতে শুরু করল মুক্তা-কুমারীর কথা ভেবে। একটু পরেই মেয়েটাকে নিয়ে হাজির হবে স্যাচারিয়াস, তাকে নিয়ে আমোদ-ফুর্তি করতে পারবে। কোনও রকম দুশ্চিন্তা অনুভব করল না সে, করবার কথাও নয়। নিলাম থেকে মুক্তা-কুমারীকে কিনে আনবার নিখুঁত আয়োজন করে রেখেছে ডমিশিয়ান। এমনিতেই রাজপুত্রের বিরুদ্ধে কারও ডাক দেবার কথা নয়, তারপরও অবিশ্বাস্য একটা অঙ্কের বাজেট দিয়ে রাখা হয়েছে স্যাচারিয়াসকে—এক হাজার সেস্টারশিয়া! এই দামে আজকের নিলামের সমস্ত দাসীই কিনতে পারবার কথা।

স্যাচারিয়াসের খবর নিল ডমিশিয়ান, কিন্তু এখনও ফেরেনি সে। তাই সময় কাটাবার জন্য জলসা বসাল রাজপুত্র। কয়েকজন নর্তকী এসে নাচতে শুরু করল তার সামনে, আর সে আবার মদ খেতে শুরু করল। একটু পরেই মাতলামিতে পেয়ে বসল তাকে, একজন নর্তকী সুরের ছন্দে পা ফেলতে ভুল করায় খেপে গেল, রক্ষীদের ডেকে বলল মেয়েটাকে চাবুকপেটা করতে।

টানতে টানতে নর্তকীকে নিয়ে গেল রক্ষীরা, বাকিরা থেমে গেছে। বাদ্যযন্ত্রী আর নৃত্যশিল্পী... সবার চেহারায় আতঙ্ক, এরপর না জানি কার পিঠে চাবুক পড়ে! ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে স্থবির শিল্পীদের দিকে তাকাল ডমিশিয়ান, ঘোঁত ঘোঁত করে বলল, 'থামলে কেন? আমি কি থামতে বলেছি?'

আবার শুরু হলো নাচ। তবে নার্ভাস থাকার কারণেই কি না, এবার সবাই ভুল করতে শুরু করল। ভুরু কুঁচকে শিল্পীদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ডমিশিয়ান, শেষ পর্যন্ত যে-ই না হুঙ্কার ছাড়তে যাবে, তখুনি এক ভৃত্য উদয় হলো। কুর্নিশ করে জানাল,

www.BanglaBook.org

স্যাচারিয়াস জলসাঘরের বাইরে অপেক্ষা করছে।

'সঙ্গে কেউ আছে?' সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল ডমিশিয়ান, নেশা-টেশা কর্পূরের মত উড়ে গেছে।

'জী, হুজুর। একটা মেয়ে আছে।'

'এক্ষুনি নিয়ে এসো ওদের।' হুকুম দিল ডমিশিয়ান, তারপর তুড়ি বাজাল শিল্পীদের উদ্দেশে। 'অ্যাই, ভাগো তোমরা।'

আদেশটা দিতে না দিতে পড়িমরি করে পালাল শিল্পীরা। মাতাল রাজপুত্রের সামনে থেকে সরে যেতে পারলে ওরাও বাঁচে। মুহূর্তেই খালি হয়ে গেল জলসাঘর। একটু পরেই পর্দা ঠেলে দরজা দিয়ে ঢুকল স্যাচারিয়াস—হাত কচলাচ্ছে, মুখে নার্ভাস হাসি। পিছন পিছন একটা মেয়েকে দেখা গেল—বেশ লম্বা, তবে চেহারা-সুরত দেখা যাচ্ছে না; কালো আলখাল্লায় শরীর, আর ঘোমটা দিয়ে মুখটা ঢাকা তার।

কাছে এসেই মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল স্যাচারিয়াস, সম্মান দেখাতে শুরু করল। কিন্তু আনুষ্ঠানিকতায় মন নেই ডমিশিয়ানের, অস্থির গলায় বলল, 'ওঠো, ওঠো! এখানে এসবের প্রয়োজন নেই।'

সোজা হলো স্যাচারিয়াস। তার পিছনের নারীমূর্তিটার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল ডমিশিয়ান, সন্তোষের সুরে বলল, 'হুম, তা হলে কিনতে পেরেছ ওকে?'

'ইয়ে... হ্যাঁ,' ঢোঁক গিলে বলল স্যাচারিয়াস।

'ভাল কাজ দেখিয়েছ!' হাসিমুখে বলল ডমিশিয়ান। 'তোমার এই সেবার কথা মনে রাখব আমি। ভাল কথা, দাম কি খুব বেশি উঠেছিল নাকি?'

'শুধু বেশি নয়, হুজুর... যাকে বলে আকাশছোঁয়া! জিন্দেগিতে আমি এমন দামাদামি দেখিনি!'

'কী বলছ!' ভুরু কোঁচকাল ডমিশিয়ান। 'আমার বিরুদ্ধে ডাক দিয়েছে! শেষ পর্যন্ত কত দিয়েছ তুমি?'

www.BanglaBook.org

'পঞ্চাশ সেস্টারশিয়া, হুজুর।'

'পঞ্চাশ! এটাই তোমার কাছে আকাশছোঁয়া দাম মনে হয়েছে? প্রিয় স্যাচারিয়াস, তোমার চিন্তাভাবনা তো দেখছি একটা ভিখিরির-ও অধম!' দাসীর দিকে তাকাল ডমিশিয়ান। 'প্রিয়তমা, তুমি ওভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন? সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত লাগছে না? জোব্বা-জাব্বা পরে থাকার দরকার কী? খুলে ফেলো সব। তোমার অতুলনীয় রূপ দেখিয়ে ধন্য করো আমাকে।'

মেয়েটি চুপ করে রইল।

'হুম,' মুচকি হেসে বলল ডমিশিয়ান। 'তা হলে কাজটা আমাকেই করতে হবে? ঠিক আছে, আমার কোনও আপত্তি নেই।' টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে।

স্যাচারিয়াস ভাবল এই-ই সুযোগ! রাজপুত্র পুরো পাঁড়-মাতাল হয়ে রয়েছে, মুক্তা-কুমারীর বদলে সে যে অন্য একটা মেয়েকে কিনে এনেছে, সেটা হয়তো বুঝতেই পারবে না। এখন কেটে পড়াই ভাল, সকাল হলে নাহয় ধীরে-সুস্থে বোঝানো যাবে তাকে। তাই বলল, 'আপনাকে আমি আর বিরক্ত করব না, হুজুর। আজ্ঞা দিলে চলে যেতে পারি।'

'যাবে মানে?' ঢেঁকুর তুলে বলল ডমিশিয়ান। 'যেতে দিলে তো? এত চমৎকার একটা কাজ করলে, বিনিময়ে অন্তত এই ভুবনমোহিনীর চেহারাটা এক নজর দেখে যাও!'

'চেহারা আমি দেখেছি, হুজুর,' তাড়াতাড়ি বলল স্যাচারিয়াস। 'আর দেখবার দরকার নেই...'

'ফালতু কথা বোলো না তো!' ধমক দিল ডমিশিয়ান। দাসীর আলখাল্লা হাতড়াচ্ছে সে। 'শালার বাঁধনটা কোথায়? খুঁজে পাচ্ছি না কেন? স্যাচারিয়াস, তুমি ওকে এভাবে মিশরীয়দের মমির মত বেঁধেছ কেন? কাছে এসো, সাহায্য করো আমাকে।'

ঢোঁক গিলল স্যাচারিয়াস, কী করবে বুঝতে পারছে না। ওর দিকে একবার তাকিয়ে মেয়েটা নিজেই এবার নড়ে উঠল।

www.BanglaBook.org

আলখাল্লা আর ঘোমটা খুলে ফেলল। তার মুখের দিকে তাকিয়েই থমকে গেল ডমিশিয়ান।

মেয়েটি সুন্দরী, অল্পবয়েসী, দেহের গড়নও চমৎকার... কিন্তু সমস্যা হলো, এ মুক্তা-কুমারী নয়।

চোখ পিটপিট করল ডমিশিয়ান। বলল, 'ভুল দেখছি নাকি? মদ বেশি খেয়ে ফেলেছি? তা কী করে হয়? অ্যাই মুক্তা-কুমারী, তোমার গলার মালাটা কোথায়? মুক্তোর মালাটা?'

'জী...' নিচু গলায় বলল মেয়েটি। 'আমার কাছে তো কোনও মুক্তোর মালা নেই!'

'হুজুর!' ব্যস্তসমস্ত কণ্ঠে বলে উঠল স্যাচারিয়াস। 'আপনার ভুল হচ্ছে না, এই দাসী আসলে মুক্তা-কুমারী নয়। ওর দাম এত বেশি উঠে গিয়েছিল যে আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি...'

'খামোশ!' চেঁচিয়ে উঠল ডমিশিয়ান। চেহারা থেকে মাতলামি সরে গিয়ে নিষ্ঠুরতা ভর করেছে। 'কী ভেবেছ তুমি? আমাকে ধোঁকা দেবে? আমার এতদিনের প্রতীক্ষার এই প্রতিদান? মুক্তা-কুমারীকে তোমার হাতের মুঠো থেকে আরেকজন নিয়ে গেছে... আর তুমি আমাকে সেই গল্প শোনাতে এসেছ! সাহসও তো কম নয়, মুক্তা-কুমারীর বদলে নিয়ে এসেছ একটা সস্তা বেশ্যাকে...' রাগে কথা জড়িয়ে গেল তার। ক্রুদ্ধ ভঙ্গি তালি দিল হাতে।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন রাজরক্ষী এসে ঢুকল জলসাঘরে। তাদের দিকে তাকিয়ে ডমিশিয়ান বলল, 'এই মেয়েটাকে লাথি দিয়ে রাস্তায় ফেলে আয়। আর ধর্ এই বিশ্বাসঘাতকটাকে!'

আদেশটা পালন করতে এক মুহূর্তও দেরি করল না রক্ষীরা, দাসীকে হিঁচড়ে নিয়ে গেল দুজন, অন্যেরা এসে চেপে ধরল স্যাচারিয়াসকে।

'মুগুর আন্!' খেপাটে গলায় বলল ডমিশিয়ান। 'বদমাশটার হাত-ঠ্যাং ভেঙে গুঁড়ো করে দে!'

www.BanglaBook.org

'দয়া করুন, হুজুর!' মিনতি করল স্যাচারিয়াস।

'চোপ্! কথা বললে জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব, হারামজাদা!'

একটু পরেই মুগুর নিয়ে এল এক রক্ষী, সেটা দিয়ে তুলোধুনো করা হতে থাকল স্যাচারিয়াসকে। বেচারার চিৎকার আর গোঙানিতে কেঁপে উঠল পুরো প্রাসাদ।

'এখনও শব্দ বেরুচ্ছে কেন?' রক্ষীদের ধমক দিল ডমিশিয়ান। 'তোরা তো দেখি মুগুরও চালাতে জানিস না। আমাকে দে, দ্যাখ্... কীভাবে কুত্তাটাকে যমের বাড়ি পাঠাই!' রক্ষীর হাত থেকে মুগুরটা কেড়ে নিল সে।

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে রাজপুত্রের দিকে তাকাল স্যাচারিয়াস। বুঝতে পারছে, কিছু একটা না করলে এই খেপা লোকটা এক্ষুনি খুন করে ফেলবে তাকে।

তাড়াতাড়ি হাঁটুতে ভর দিয়ে দু'হাত জোড় করল স্যাচারিয়াস। বলল, 'দয়া করুন, প্রভু! আমার কথাটা শুনুন! আপনার হাতে মরতে পারলে ধন্য হব আমি। কিন্তু আমি মরে গেলে তো মুক্তা-কুমারীর খোঁজ পাবেন না আপনি!'

'কী বলতে চাস্? ওকে তুই নিজেই লুকিয়ে রেখেছিস?' দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল ডমিশিয়ান।

'না, না,' সভয়ে বলল স্যাচারিয়াস। 'আমি লুকাব কেন? ওর খোঁজ এনে দেবার কথা বলছি আমি।'

থমকে গেল রাজপুত্র। ভাবল একটু, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কে না কে কিনেছে, তুই খোঁজ বের করবি কীভাবে?'

'আমার উপর আস্থা রাখুন, হুজুর। যে-লোক সামান্য একটা দাসীর জন্য দু'হাজার সেস্টারশিয়া খরচ করে, তার পক্ষে আর যা-ই হোক, গা-ঢাকা দিয়ে থাকা সম্ভব নয়।'

'দু'হাজার সেস্টারশিয়া!' চমকে গেল ডমিশিয়ান। 'কী বলছিস এসব?'

'জী হুজুর, যদি একটু সময় দেন, পুরো ঘটনা খুলে বলতে

www.BanglaBook.org

পারি আপনাকে।'

'বল্।'

শারীরিক ব্যথাকে অগ্রাহ্য করে নিলামের পুরো ঘটনা রাজপুত্রকে শোনাল স্যাচারিয়াস। শেষে যোগ করল, 'আমি কী-ই বা করতে পারতাম, প্রভু? আমার কাছে তো অত টাকা ছিল না!'

'তাতে কী?' রাগী গলায় বলল ডমিশিয়ান। 'বাকিতে নিয়ে আসতি। পরে নাহয় শোধ করে দেয়া যেত দামটা। তুই গাধার মত ওকে ছেড়ে দিতে গেলি কেন?'

'আ... আমার ভুল হয়ে গেছে, হুজুর। একটা দিন সময় দিন আমাকে, আমি ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করব। যেভাবেই হোক, মুক্তা-কুমারীকে আপনার কাছে এনে দেব।'

'কীভাবে?'

'ওর মালিকের খোঁজ বের করব, তাকে খুন করব... ইয়ে, যদি আপনি অনুমতি দেন আর কী!'

'অনুমতির কী আছে, যে-লোক আমার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেয়ার মত দুঃসাহস দেখায়, তার তো মৃত্যুই প্রাপ্য!' স্যাচারিয়াসের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল ডমিশিয়ান। 'কিন্তু কথা হচ্ছে, তুই কাজটা পারবি কি না।'

'আমাকে কালকের দিনটা সময় দিন, তা হলেই দেখবেন—পারি কি পারি না।'

হাত থেকে মুগুরটা ফেলে দিল ডমিশিয়ান। 'ঠিক আছে, দিলাম সুযোগ। এখনকার মত যেতে পারিস। কিন্তু মনে রাখিস, যদি ব্যর্থ হোস্, তা হলে এই মুগুরের বাড়ির চেয়েও কষ্টদায়ক একটা পদ্ধতিতে মরতে হবে তোকে।'

'আমি ব্যর্থ হব না, প্রভু!' মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করল স্যাচারিয়াস, তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেল প্রাসাদ থেকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

*

পরদিন।

রোমের ব্যস্ততম অংশে নিজের দোকানে বসে আছে ডিমিট্রিয়াসরূপী ক্যালেব—চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। গতকাল সারাদিন শোভাযাত্রার পাশে পাশে হেঁটেছে ও, মিরিয়ামের কাছাকাছি থেকেছে, সন্ধ্যায় গেছে নিলামে... প্রিয়তমাকে কিনে নেবার জন্যে। প্রস্তুতি ভালই ছিল, গত কয়েকটা মাস এর জন্যই রোমে ব্যবসা চালিয়ে গেছে, টাকা জমিয়েছে। মিরিয়ামের উপর রাজপুত্রের নজর পড়ার খবর আগে থেকেই জানা ছিল ওর, সেজন্যে নিলামে যাবার আগে দোকানের সমস্ত জিনিসপত্র বিক্রি করে বাড়তি টাকাও নিয়েছিল, কিন্তু তারপরেও লাভ হয়নি। চোদ্দোশ' সেস্টারশিয়ার চেয়ে বেশি দাম দেবার মত সামর্থ্য ছিল না ওর।

শেষ পর্যন্ত মিরিয়ামকে কিনে নেয়া ওই রহস্যময় বৃদ্ধাকে চিনতে অসুবিধে হয়নি ক্যালেবের। নেহুশতা যেমন ওর কণ্ঠস্বর চেনে, ক্যালেবও চেনে লিবিয়ান দাসীর কণ্ঠ। নেহুশতা তার মালকিনকে কিনে নিয়েছে, এতে তেমন অবাক হয়নি ও, অবাক হয়েছে দামটা দেখে। হতদরিদ্র এক দাসীর পক্ষে কীভাবে এত টাকা দেয়া সম্ভব হলো? জানা কথা, টাকাটা ওর নিজের নয়। তারমানে কারও প্রতিনিধিত্ব করছিল ও। কিন্তু কার? কার হয়ে নেহুশতা তার ছোট মালকিনকে কিনে নিতে পারে? জবাব একটাই—মারকাস।

কিন্তু তা কী করে হয়? মারকাসের তো জীবিত থাকবার কথা নয়। হ্যাঁ, ক্যালেবের হাতে বন্দি হবার পর সে পালিয়ে গিয়েছিল বটে। কিন্তু পালিয়ে যদি বাঁচতে পারত, তা হলে রোমান বাহিনীতে সে ফিরে যায়নি কেন? কেন তাকে আবার অশ্বারোহীদের মাঝে দেখা যায়নি? এসবের কারণে ক্যালেব ধরেই নিয়েছে, মারকাস আর বেঁচে নেই। আর রমণীমোহন ওই

www.BanglaBook.org

রোমান যদি মারা গিয়ে থাকে, তা হলে কে কিনল মিরিয়ামকে?

জবাবটা জানার জন্য অস্থির হয়ে গিয়েছিল ক্যালেব। তাই নেহুশতাকে অনুসরণ করেছিল। কিন্তু ওকে বোকা বানিয়ে নিলাম-অফিসের পিছনের দরজা দিয়ে মিরিয়ামকে নিয়ে কেটে পড়ে ধুরন্ধর বুড়ি। চালাকিটা যখন ক্যালেব ধরতে পারে, তখন দেরি হয়ে গেছে। অফিসের পিছনে ছুটে গিয়েছিল ও, কেরানির কাছ থেকে ওদের কথা জেনে নিয়ে ধাওয়াও করেছিল, কিন্তু ওদের নাগালে পায়নি। লাভের মধ্যে শুধু দূর থেকে ওরা কোন্ বাড়িতে ঢুকেছে—সেটা দেখতে পেয়েছে।

বাড়ির সামনে গিয়ে অসহায়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল ক্যালেব, দরজা ভেঙে একবার ভিতরে ঢোকার কথাও ভেবেছে, তবে শেষ পর্যন্ত আগ-পাছ ভেবে পরিকল্পনাটা বাতিল করে দিয়েছে। অমন অভিজাত একটা বাড়ির ভিতর কড়া প্রহরা থাকবার কথা, অবাঞ্ছিতভাবে ঢোকার চেষ্টা করলে প্রাণ খোয়াতে হত।

শেষ পর্যন্ত সারারাত বাড়িটার চারপাশে ঘুরে-ফিরে কাটায় ক্যালেব। মনে আশা—হয়তো দেখতে পাবে মিরিয়ামকে, জানতে পারবে ওর রহস্যময় ক্রেতার পরিচয়। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না।

ধীরে ধীরে ভোর হয়েছে, নির্জন রাস্তায় প্রাণের সাড়া ফিরে এসেছে। রাস্তায় কয়েকজন ঝাড়ুদারকে দেখতে পেয়েছে ক্যালেব—ঝাঁট দিচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে তাদের একজনের সঙ্গে অভিনয় শুরু করে দেয় ও, বলে—মাতাল হয়ে সারারাত পড়ে ছিল রাস্তার ধারে, এখন আর পথ চিনতে পারছে না। ওকে দেখে হাসে লোকটা, পরিস্থিতি একটু তরল হয়ে ওঠে। এই সুযোগে বিশাল বাড়িটার কথা জানতে চায় ক্যালেব।

'ওটা?' বলে লোকটা। 'ওটার খবর জেনে আর কী করবে? এককালে আমরা ওটাকে *ভাগ্যবানের বাড়ি* বলে ডাকতাম, তবে

www.BanglaBook.org

অদৃষ্টের খেলায় ওটা এখন দুর্ভাগ্যের আখড়া।'

'মানে?'

'বাড়ির মালিক যুদ্ধে মারা গেছে। উত্তরাধিকারীও নেই। ওটা এখন পড়ে রয়েছে সিজারের থাবার জন্যে।'

'কে ছিল সেই মালিক?'

'ওমা, কাকে *ভাগ্যবান* বলা হয়—তা তুমি জানো না? মারকাস... সিজার নিরোর প্রিয়পাত্র।'

থম মেরে গেছে ক্যালেব খবরটা শুনে। আসল রহস্য বুঝে ফেলেছে নিমেষে। ওর প্রাণের শত্রু আজও বেঁচে আছে। আর বেঁচে যে আছে, শুধু তা-ই নয়, মিরিয়ামকে আবার ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ওর নাগাল থেকে।

অস্ফুট স্বরে এরপর গাল দিয়ে উঠেছে ক্যালেব, ফিরে এসেছে ওখান থেকে... বুকে ধিকিধিকি আগুন নিয়ে।

BanglaBook.org

ছাব্বিশ

ডমিশিয়ানের আদালত

পায়চারি করতে শুরু করল ক্যালেব। প্রচণ্ড ক্রোধ অনুভব করছে ও। মারকাস বেঁচে আছে, সে এখন রোমে, মিরিয়ামকে কিনে নিয়েছে। নিলামে ডমিশিয়ান জিতলেও এতটা খারাপ লাগত না, রাজপুত্র অন্তত মিরিয়ামের মন পেত না। কিন্তু মারকাসের ব্যাপার ভিন্ন। অসহায় বোধ করছে ক্যালেব—ত্যাগ-তিতিক্ষা, আর অসীম ধৈর্যের প্রতিদানে কিছুই পায়নি ও, মিরিয়াম চলে গেছে চিরশত্রুর

www.BanglaBook.org

হাতে।

প্রেম-ভালবাসার দিন শেষ, এখন ওর মাথায় ঘুরছে শুধু প্রতিশোধের চিন্তা। প্রতিশোধ নিতেই হবে ওকে, কিন্তু কীভাবে? মারকাসকে খুন করতে পারে, তবে তাতে নিজেরই বিপদ হবে। একজন সম্ভ্রান্ত রোমানের বিদেশি হত্যাকারীকে কেউ দয়া দেখাবে না। লোক ভাড়া করলেও পিছনে সূত্র থেকে যাবার সম্ভাবনা থাকে। না, মরবার ইচ্ছে নেই ক্যালেবের। মরলে লাভ কী? বরং মারকাসকে দুনিয়া থেকে সরাতে পারলে আবার মিরিয়ামকে কাছে পাবার একটা সুযোগ থাকে। তাই মরতে রাজি নয় ও। সময় আর সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকবে, যতদিন লাগুক না কেন।

সুযোগটা এল সঙ্গে সঙ্গে, কথাটা ভাবতে না ভাবতেই। দরজায় টোকা শুনে মনোযোগ টুটে গেল ক্যালেবের।

'আসুন,' গলা চড়িয়ে বলল ও।

পাল্লা ঠেলে ছোটখাট গড়নের একজন মানুষ ঢুকল, পরিচিত চেহারা। ভুরু কুঁচকে গেল ক্যালেবের—লোকটার সারামুখে কালসিটে পড়া, মাথা বাঁধা ব্যাণ্ডেজে... হাবভাবে মনে হচ্ছে, জামার তলাতেও আরও অনেক জখম রয়েছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে লোকটা, প্রতি পদক্ষেপে মুখ বাঁকানো দেখে বোঝা যাচ্ছে—তীব্র শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে বেচারাকে।

দাস-বাজারে দেখা প্রিন্স ডমিশিয়ানের প্রতিনিধিকে চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না ক্যালেবের। বলল, 'স্বাগতম, জনাব স্যাচারিয়াস। এ কী অবস্থা... আপনার তো বিছানায় থাকা উচিত। এখানে কী করছেন?'

'ইয়ে... কাল রাতে একটা দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম,' স্যাচারিয়াস বলল। 'আপনার নাম তো ডিমিট্রিয়াস, তাই না? একটা কাজে এসেছি... খুব জরুরি, ঘরে থাকা সম্ভব হলো না।'

'বসুন, বসুন। আপনার তো খুব খারাপ অবস্থা! বসে কথা বলুন।' একটা চেয়ার বাড়িয়ে দিল ক্যালেব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ধন্যবাদ, বসতে হবে না। অতটা অসুস্থ নই আমি,' বলল স্যাচারিয়াস। তীক্ষ্ণ চোখে দেখল ক্যালেবকে। 'আপনারই বরং বিশ্রাম নেয়া দরকার। মনে হচ্ছে সারারাত ঘুমোতে পারেননি।'

'ঠিকই ধরেছেন, আমিও একটা দুর্ঘটনার শিকার হয়েছি। না, না... দেখার মত কোনও জখম নেই শরীরে। আঘাত পেয়েছি হৃদয়ে, সেটা সারতে সময় নেবে।'

'হুম!'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্যালেব। 'বাদ দিন আমার কথা। কীভাবে আপনার সেবা করতে পারি, সেটাই বলুন। কিছু কিনবেন? পুব দেশীয় শালের একটা চমৎকার সংগ্রহ আছে আমার কাছে...'

'কাপড়-চোপড় না, আমার আগ্রহ দাসী-বাঁদী নিয়ে। কালকের সেই মেয়েটার কথা বলছি... চমৎকার জিনিস ছিল। আপনি তো ওর জন্যে চোদ্দোশ' সেস্টারশিয়া পর্যন্ত হাঁকলেন!'

'হ্যাঁ, মেয়েটাকে আমার পছন্দ হয়েছিল।'

কয়েক মুহূর্ত অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করল। স্যাচারিয়াস কী বলবে, ভেবে পাচ্ছে না। শেষে ক্যালেব বলল, 'দেখুন, আমি খুব ব্যস্ত। যদি কাজের কথাটা সরাসরি বলতেন...'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই...' বলে উঠল স্যাচারিয়াস। 'আমি আসলে ভদ্রতা করছিলাম। পছন্দ যেহেতু করছেন না, তা হলে সরাসরিই বলি। আপনি হয়তো জানেন, আমি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করছি...'

'...হ্যাঁ,' অপরপক্ষের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল ক্যালেব, 'যিনি একজন দাসীর জন্য দেড় হাজার সেস্টারশিয়া দেয়ার ক্ষমতা রাখেন।'

'ঠিকই ধরেছেন,' অস্বস্তি নিয়ে বলল স্যাচারিয়াস। 'আমার মনিব যে দাসীটার প্রতি কীরকম আগ্রহী ছিলেন, তা তো বুঝতে পারছেন। কিন্তু সমস্যা হলো, তাঁর সেই আগ্রহ পূরণ হয়নি।'

'কারণ তাঁর চেয়েও আগ্রহী কেউ একজন ছিল নিলামে, যে

www.BanglaBook.org

আরও পাঁচশ' সেস্টারশিয়া বেশি হেঁকে নিয়ে গেছে মেয়েটাকে। শুনুন স্যাচারিয়াস, জানা খবর আমাকে নতুন করে শুনিয়ে কাজ নেই। আসল কথা বলুন।'

'ইয়ে...' ইতস্তত করল স্যাচারিয়াস। 'আসলে... আমার মনিব খুব কষ্ট পেয়েছেন ঘটনাটায়। তাঁর মত মানুষ শখের জিনিস না-পেতে অভ্যস্ত নন। ব্যর্থতাও পছন্দ করেন না।'

'আপনার অবস্থা দেখেই বুঝতে পারছি।'

'আমার অবস্থা... না, না, আমি আসলে পড়ে গিয়েছিলাম। মনিবের কষ্ট দেখে আমার মাথা এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল, পা হড়কে...'

'নিশ্চয়ই কুয়া-টুয়ায় পড়ে গিয়েছিলেন?' টিটকিরির সুরে বলল ক্যালেব। 'একইসঙ্গে মাথা, পিঠ আর পা-তে তো অন্য কোনোভাবে ব্যথা পাওয়া সম্ভব নয়।'

জবাব না দিয়ে চুপ রইল স্যাচারিয়াস।

হাসল ক্যালেব। 'থাক, বাদ দিন ও-প্রসঙ্গ। আমি জানি, রোমের প্রাসাদের মেঝে অত্যন্ত পিচ্ছিল। ওখানে পা হড়কালে কারও দোষ দেয়া যায় না। আপনি কি আমার কাছে দাওয়াই নিতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, তবে সেটা প্রিন্স ডমিশিয়ানকে শান্ত করবার দাওয়াই,' গম্ভীর গলায় বলল স্যাচারিয়াস। 'আমি ওই ক্রেতার নাম-পরিচয় চাই, ডিমিট্রিয়াস। বুড়িটা গায়েব হয়ে গেছে, নিলাম-পরিচালকও কিছু বলতে পারছে না ওর ব্যাপারে। এখন আপনিই আমার ভরসা।'

'আমি! এ-কথা কেন বলছেন?'

'জানি না কেন বলছি। তবে আমার মন বলছে, কেউ যদি আমাকে সাহায্য করতে পারে তো সে আপনি।'

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল ক্যালেব। 'একটা কথা শুধু বলুন, ওই ক্রেতার পরিচয় জেনে আপনি কী করবেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ডমিশিয়ান ওর কল্লা চান। অদ্ভুত খায়েশ... তবে নিজের কল্লা বাঁচানোর জন্য খায়েশটা পূরণ করতে আমাকে।'

হঠাৎ করে ক্যালেবের অন্ধকার হৃদয়ে আলোর একটা শিখা জ্বলে উঠল। প্রতিশোধ নেবার একটা চমৎকার সুযোগ ওকে তৈরি করে দিয়েছেন বিধাতা। হেসে উঠল ও। বলল, 'ঠিক জায়গাতেই এসেছেন আপনি, স্যাচারিয়াস। আমি প্রিন্সকে ওই কল্লাটা চিনিয়ে দিতে... এমনকী কোনও ধরনের কেলেঙ্কারি ছাড়া কীভাবে কেটে আনা যাবে... তা-ও দেখাতে পারি। কিন্তু বিনিময়ে তিনি কি আমার হাতে দাসীটাকে তুলে দিতে রাজি আছেন?'

স্যাচারিয়াসের ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে কথাটা শুনে। ক্যালেব তাড়াতাড়ি যোগ করল, 'আসলে... মেয়েটাকে আমি ছোটবেলায় চিনতাম। ওর প্রতি ভ্রাতৃসুলভ একটা আকর্ষণ রয়েছে আমার...'

'হ্যাঁ, তাতে সন্দেহ নেই,' কটাক্ষ করল স্যাচারিয়াস। 'মুক্তা-কুমারীকে দেখবার পর গোটা রোমের সমস্ত পুরুষই কোনও না কোনও ধরনের পারিবারিক আকর্ষণ বোধ করেছে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'সে যা-ই হোক, আপনার দাবি-টা না মানবার কোনও কারণ দেখছি না। আমার মনিব ব্যবহৃত জিনিস পছন্দ করেন না, কাজেই মেয়েটাকে এখন তাঁর আর প্রয়োজন নেই। আমার তো মনে হয়, তিনি শুধু ওই বেয়াদব ক্রেতাকে শায়েস্তা করতে চান, যে একজন রাজপুত্রের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার মত দুঃসাহস দেখিয়েছে।'

'ব্যাপারটা নিশ্চিত হয়ে নিন,' ক্যালেব বলল। 'আমি শুধু আপনার অনুমানের উপর ভিত্তি করে কিছু করতে রাজি নই।'

'ঠিক আছে, আপনার যা মর্জি। দাবি-দাওয়া যা যা আছে, তা একটা কাগজে লিখে দিন। আমিও লিখিতভাবেই প্রিন্সের জবাব নিয়ে আসব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কাগজ-কলম নিয়ে বসল ক্যালেব। লিখল,

www.BanglaBook.org

'প্রথম দাবি, হিলেলের পুত্র ক্যালেব... যে রোমানদের বিরুদ্ধে ইহুদিদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছে... তার জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা, সেই সঙ্গে রোমান সাম্রাজ্যের যে-কোনও স্থানে ভ্রমণ, বসবাস এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করবার অনুমতি দিতে হবে। দ্বিতীয় দাবি, প্রিন্স ডমিশিয়ানের চাহিদা অনুসারে দু'হাজার সেস্টারশিয়া প্রদানকারী অজ্ঞাত ক্রেতাকে ধরিয়ে দেয়ামাত্র মুক্তা-কুমারী নামে পরিচিত দাসীকে মিশরীয় সওদাগর ডিমিট্রিয়াসের হাতে তুলে দিতে হবে।'

কাগজটা স্যাচারিয়াসের হাতে তুলে দিল ও। বলল, 'এই দুটোই আমার দাবি। আর হ্যাঁ, যে-ক্যালেবের কথা লিখেছি, সে আমার একজন বন্ধু... বিপদে সাহায্য পেয়েছি ওর কাছে, তাই প্রতিদানে পাল্টা উপকার করতে চাই। ডমিশিয়ানের চাহিদা পূরণ করতে গেলেও ওর সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন। তাই ওর ক্ষমা পাবার বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি কিছু চাই না, দাসীটাকে পেলেই আমি খুশি থাকব...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বাধা দিয়ে বলল স্যাচারিয়াস। 'আর ব্যাখ্যা করতে হবে না।' কাগজটা কোমরে গুঁজল সে। 'আপনি অপেক্ষা করুন। আশা করি, ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই প্রিন্সের জবাব নিয়ে ফিরতে পারব।'

'একা ফিরবেন,' বলে দিল ক্যালেব। 'যদি ভেবে থাকেন, সৈন্য-সামন্ত দিয়ে ক্যালেবকে গ্রেফতার করতে আসবেন, তা হলে মনে রাখবেন—ও ধরা পড়লে কিন্তু মুক্তা-কুমারী বা তার ক্রেতার কোনও খবরই আর পাবেন না আপনারা।'

'ক্যালেব নিশ্চিন্ত থাকতে পারে,' হাসল স্যাচারিয়াস। 'আমাদের সিজার বা তাঁর পুত্ররা সামান্য একজন পলাতক ইহুদিকে নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবেন না। কী আর করতে পারবে একা একটা লোক? বরং রাজপুত্রের হয়ে কাজ করবার যে প্রস্তাব আপনি দিয়েছেন, তাতে ওর উপর খুশি হয়ে উঠবে

www.BanglaBook.org

সবাই। ভয়ের কোনও কারণ নেই, একাই ফিরব আমি... এবং খুব শীঘ্রি। আসি তা হলে, কেমন?'

'যান, সাবধানে চলাচল করবেন। প্রাসাদের পিচ্ছিল মেঝেতে আবার পা হড়কায় না যেন!'

'হ্যাঁ, সেটা আমারও চিন্তা। চেষ্টা করব যাতে তেমন কিছু না ঘটে। আপনিও প্রার্থনা করুন আমার জন্যে।'

'নিশ্চয়ই। বিদায়, স্যাচারিয়াস।'

'বিদায়!'

দোকান থেকে বেরিয়ে গেল ডমিশিয়ানের প্রতিনিধি।

ভুরু কুঁচকে ক্যালেবের দাবিনামাটা পড়ল ডমিশিয়ান, তারপর চোখ তুলে তাকাল স্যাচারিয়াসের দিকে। রাগী গলায় বলল, 'তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে? এসব প্রস্তাবে রাজি হব... ভেবেছ কী আমাকে? মুক্তা-কুমারী আর ওর নতুন মালিকের মাথা—দুটোই চাই আমি! জানো না সেটা?'

প্রমাদ গুনল স্যাচারিয়াস। রাজপুত্র আবার খেপে যাচ্ছে, কী ঘটিয়ে বসে—কে জানে! সম্বোধনটা এখনও গতকালকের মত তুই-তোকারিতে নেমে আসেনি, এটাই যা স্বস্তি। তবে নামতে দেরি নেই, যা করবার তাড়াতাড়ি করতে হবে।

'মহামহিম রাজপুত্র,' গলায় মধু ঢালল সে। 'সবই জানি আমি। তবে সমস্যা হলো, এই সওদাগর গভীর জলের মাছ। ভাল টোপ না দিলে তার কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না।'

'ধরে এনে প্যাঁদানি দিচ্ছি না কেন?'

'সেটা আমি ভেবেছি, হুজুর। কিন্তু ইহুদিরা খুবই গোঁয়ার টাইপের হয়—মরে যাবে, তাও মুখ খুলবে না। তারচেয়ে ওর কথামত নাচাটাই বোধহয় ভাল। কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে সমস্ত প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেলেই চলবে।'

'কিন্তু এ-হারামজাদা তো সমস্ত প্রতিশ্রুতি লিখিতভাবে

www.BanglaBook.org

চাইছে!'

'অসুবিধে কী? দেয়া হবে লিখিতভাবে—তবে সেটা আমার হস্তাক্ষরে! মুক্তা-কুমারীকে ডিমিট্রিয়াসের হাতে তুলে দেয়ার ব্যাপারে কোনও বাধ্যবাধকতা থাকবে না আপনার। ব্যাটা যদি হৈচৈ করে, সোজা অস্বীকার করতে পারবেন চুক্তিটা... কারণ ওটা তো আপনি লিখছেন না!'

'হুম! আর সাধারণ ক্ষমার ব্যাপারটা? ওটাও জাল করবে? অমন ক্ষমা একমাত্র টাইটাস ঘোষণা করতে পারে, ওর সই-স্বাক্ষর নকল করতে হলে তোমাকে নিজ-দায়িত্বে করতে হবে... আমি বাপু এসবের মধ্যে নেই।'

নেই স্যাচারিয়াসও। রাজপুত্রের সমর্থন ছাড়া অমন কাজ সে-ও করতে রাজি নয়। তাই বলল, 'আমার মনে হয়, জাল-টালের ঝামেলায় না গিয়ে টাইটাসের আসল স্বাক্ষরই নেয়া ভাল।'

'দেবে ও?' সন্দিহান গলায় বলল ডমিশিয়ান। 'কোথাকার কোন্ ইহুদি...'

'আমার সন্দেহ, ডিমিট্রিয়াস নিজেই ক্যালেব, হুজুর,' স্যাচারিয়াস বলল। 'গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছে, তাই মুক্তি চাইছে। ওকে ছাড়া মুক্তা-কুমারীর খোঁজ পাওয়া সম্ভব নয়, কাজেই ওর ক্ষমার ব্যাপারটা গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। টাইটাসকে নিয়ে তেমন ঝামেলা হবে বলে মনে হয় না, সামান্য একজন পলাতক ইহুদি কখনোই তাঁর মাথা-ব্যথার কারণ হতে পারে না। আপনি যদি সুপারিশ করেন, তা হলে টাইটাস খুশি মনেই ওকে ক্ষমা করবেন।'

'একটা ইহুদি কুত্তার জন্য সুপারিশ করব?' ডমিশিয়ান দ্বিধান্বিত।

'স্রেফ সময়ের প্রয়োজনে, হুজুর,' বোঝাল স্যাচারিয়াস। 'তা ছাড়া একটা ইহুদিকে হাতের মুঠোয় রাখতে পারলে ক্ষতি কী!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনার হয়েই তো কাজ করবে ও।'

'হুম!' হাসি ফুটল ডমিশিয়ানের ঠোঁটে। 'বোঝা যাচ্ছে, দেখতে বোকা দেখালেও তুমি আসলে খুব চালাক, স্যাচারিয়াস। কাল রাতে মার খেয়ে এখন তো মাথায় বুদ্ধির খই ফুটছে দেখি! ভাল, ভাল... খুব ভাল! ঠিক আছে, তোমার পরামর্শই মেনে নিচ্ছি। যাও, ডিমিট্রিয়াসের দাবি-দাওয়া পূরণের ব্যবস্থা করো। মুক্তা-কুমারীকে চাই আমি... এনে দাও ওকে!'

তিন ঘণ্টা পর ক্যালেবের দোকানে ফিরল স্যাচারিয়াস।

'বন্ধু ডিমিট্রিয়াস!' বলে উঠল সে। 'সুখবর! এই নিন আপনার... মানে আপনার বন্ধুর ক্ষমাপত্র।' একটা ফরমান তুলে দিল সে ক্যালেবের হাতে। 'ক্যালেব এখন মুক্ত মানুষ হিসেবে গোটা রোমান সাম্রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে পারবে, ব্যবসা-বাণিজ্য তো বটেই, যে-কোনও জনসমাবেশ... এমনকী বিচারকাজেও সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারবে। টাইটাস নিজে সই করেছেন। আমাকে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়েছে সইটা নিতে—স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি আজই তিন মাসের জন্য সাগরপারের একটা ভিলায় চলে যাচ্ছেন কি না!'

ফরমানটা দেখল ক্যালেব। 'চমৎকার! ঠিক যা চাইছিলাম!' হাত বাড়াল ও। 'আরেকটা ফরমান থাকবার কথা আপনার কাছে।'

'হ্যাঁ, এই যে,' দ্বিতীয়টা বাড়িয়ে ধরল স্যাচারিয়াস। 'প্রিন্স ডমিশিয়ানের প্রতিশ্রুতিপত্র। মুক্তা-কুমারীর ক্রেতার সঠিক পরিচয় এবং তাকে গ্রেফতার করবার মত যথেষ্ট তথ্য দিতে পারলে মেয়েটাকে আপনার হাতে তুলে দেয়া হবে। তবে একটা ব্যাপার... ওকে কিনে নিতে হবে আপনাকে। পুরো দেড় হাজার সেস্টারশিয়া দিয়ে। আজকের বাজারে ওটাই ওর মূল্য বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে রাজপুত্র নিজে সই করেছেন, আমি

www.BanglaBook.org

সাক্ষী থেকেছি।'

ফরমানটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ক্যালেব। সন্দিহান কণ্ঠে বলল, 'আপনার আর রাজপুত্রের সই-দুটো তো দেখি প্রায় একই রকম!'

'অবাক হবার কিছু নেই,' ভাবলেশহীন গলায় বলল স্যাচারিয়াস। 'আমি তাঁকে অনুকরণ করার চেষ্টা করি... বিশ্রী একটা বদভ্যাস বলতে পারেন।'

'তা তো বটেই,' বিদ্রূপের সুরে বলল ক্যালেব। 'ন্যায়-নীতিহীন একজন মানুষকে অনুকরণ করা বদভ্যাসই বটে। নিজের নীতিও ঠিক থাকে না।' কথাটার মাধ্যমে কিছু একটা ইঙ্গিত করছে ও।

'খামোকা সন্দেহ করছেন। সীল-টা দেখুন। ওটা কি নকল করা সম্ভব?'

'চুরি করা তো সম্ভব।'

'তা হলে মনের মধ্যে সন্দেহ রেখে এসব চুক্তিতে না জড়ানোই ভাল।' মোক্ষম একটা খোঁচা মারল স্যাচারিয়াস।

চুপ করে থেকে বিষয়টা নিয়ে ভাবল ক্যালেব। তারপর বলল, 'না, ঝুঁকিটা নেব আমি। দেখা যাক, আমার সঙ্গে প্রতারণা করে রাজপুত্র কোনও কেলেঙ্কারি বাধাতে চান কি না!'

'খুব ভাল,' হাসল স্যাচারিয়াস। 'এবার তা হলে আমার প্রশ্নের জবাব দিন। কে কিনেছে মুক্তা-কুমারীকে?'

'ক্যাপ্টেন মারকাস,' বলল ক্যালেব। 'জুডেয়া অভিযানে টাইটাসের অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান ছিল ও। চেনেন নিশ্চয়ই?'

চমকে গেছে স্যাচারিয়াস। 'চিনি তো বটেই! নামকরা মানুষ—প্রয়াত কাইয়াসের ভাস্তে, সিজার নিরোর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র... কিন্তু ও তো মারা গেছে!'

'মরেনি। বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে, রোমে ফিরেও এসেছে। সঙ্গে রয়েছে এক লিবিয়ান দাসী—নেহুশতা। ওই

www.BanglaBook.org

বুড়িই নিলামে গিয়ে ওর হয়ে কিনেছে মুক্তা-কুমারীকে। ওর বাড়িতে গেলেই আমার কথার সত্যতা দেখতে পাবেন।'

'আপনি এসব জানলেন কী করে?'

'ক্যালেবের কাছ থেকে। নিলাম শেষে নেহুশতা আর মুক্তা-কুমারীকে অনুসরণ করেছিল ও—দুজনকেই মারকাসের বাড়িতে গিয়ে ঢুকতে দেখেছে।'

'বড্ড চিন্তায় ফেলে দিলেন!' গম্ভীর গলায় বলল স্যাচারিয়াস। 'মারকাসের মত বিখ্যাত মানুষের বিরুদ্ধে এমনকী প্রিন্স ডমিশিয়ানও কিছু করতে পারবেন না। নিলামে অংশ নেয়া কোনও অপরাধ নয়... হোক সেটা একজন রাজপুত্রের বিরুদ্ধে! ওকে তা হলে শায়েস্তা করা যাবে কীভাবে?'

'নিলামে অংশ নেয়াটা অপরাধ না হোক,' ক্যালেব বলল, 'কিন্তু অন্য একটা অপরাধ তো করেছে সে। সেটার জন্য বিচারের কাঠগড়ায় তোলা যায় না ওকে?'

'কী অপরাধ?'

'ইহুদিদের হাতে জ্যান্ত ধরা পড়েছিল ও। আমি যদ্দূর জানি, আপনাদের আইনে ওটা একটা অমার্জনীয় অপরাধ। এর জন্যে মৃত্যুদণ্ড... নিদেনপক্ষে সমাজ থেকে বহিষ্কারের বিধান রয়েছে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু অভিযোগটা প্রমাণ করতে পারবে কেউ?'

'ক্যালেব পারবে। ও নিজেই মারকাসকে বন্দি করেছিল।'

'ওই নাম শুনতে শুনতে কান পচে গেল,' বিরক্ত গলায় বলল স্যাচারিয়াস। 'কোথায় আপনার এই ক্যালেব?'

'আপনার সামনেই,' হাসল ছদ্মবেশী ব্যবসায়ী। 'আমিই ক্যালেব।'

'বলেন কী! আমি তো ভাবতেও পারিনি!' অবাক হবার ভান করল স্যাচারিয়াস। ব্যাপারটা যে আগেই আন্দাজ করেছে, সেটা আর ফাঁস করল না। 'কী আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য নাহয় পরে হোন,' কাঠখোট্টা গলায় বলল ক্যালেব।

www.BanglaBook.org

লোকটার মেকি আচরণে বিরক্ত বোধ করছে। 'এখন গিয়ে মারকাসকে গ্রেফতারের ব্যবস্থা করুন। আপনার মনিবের জন্য কাজটা কঠিন হবে না। কাঠগড়ায় তুলে ফেলুন ওকে, সাক্ষী নিয়ে ভাববেন না। ওর সমস্ত ঘটনা আমি ছবির মত তুলে ধরব আদালতে।'

'ঠিকই ধরেছেন, গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে অসুবিধে হবে না। টাইটাস হাওয়া-বদলের জন্য যাওয়ায় এখন প্রিন্স ডমিশিয়ান-ই সামরিক ব্যাপার-স্যাপারের দায়িত্বে আছেন। তবে একটাই সমস্যা, বিচারে যে-শাস্তিই নির্ধারণ করা হোক না কেন, তা সিজারের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।'

'আমি এমন সাক্ষ্য দেব যে, ওকে দু'বার ফাঁসিতে ঝোলাতেও আপত্তি করবে না কেউ।'

'খুব ভাল। আপনি তৈরি থাকুন। মারকাস যদি রোমে থাকে, তা হলে আজ রাতেই গ্রেফতার করা হবে ওকে। কাল হয়তো আদালতে হাজিরা দিতে হতে পারে আপনাকে।'

'মেয়েটা? ওকে ধরবেন না? আমার হাতে তুলে দেবেন না?'

'মারকাসের বাড়ি থেকে অবশ্যই নিয়ে আসা হবে ওকে। তবে...' কাঁধ ঝাঁকাল স্যাচারিয়াস। 'আমাদের আইন-কানুন যে কতটা কড়া, তা তো জানেন। কোথাও প্যাঁচ বেঁধে গেলে আপনার কাছে হস্তান্তরে দু'চারদিন দেরি হতে পারে... সেটা মেনে নিতে হবে আপনাকে।'

'প্যাঁচ যাতে না বাঁধে, তা নিশ্চিত করতে পারলে আপনার লাভ হবে,' অর্থপূর্ণ স্বরে বলল ক্যালেব। 'এই ধরুন... পঞ্চাশ সেস্টারশিয়া... কী বলেন আপনি?'

'যদি উপহার দিতে চান, আমার কী বলার আছে? উপহার-টুপহার তো বন্ধুত্বকে আরও দৃঢ় করে, তাই না? আর যে-দিনকাল পড়েছে, বাড়তি দু'চার পয়সা নিতে আপত্তি করব কেন? নিশ্চিন্তে থাকুন, প্রিয় ক্যালেব, আমি সাধ্যমত চেষ্টা

www.BanglaBook.org

করব।'

'তা হলে বিদায়, স্যাচারিয়াস! সুসংবাদের প্রত্যাশায় থাকলাম।'

'পাবেন,' কথা দিল স্যাচারিয়াস।

পরদিন ভোরে দোকান খুলতে এসেই দু'জন রক্ষীকে দেখতে পেল ক্যালেব—ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। লোকদুটো জানাল, ওদের সঙ্গে ডমিশিয়ানের প্রাসাদে যেতে হবে ওকে।

'কেন?' জিজ্ঞেস করল ক্যালেব।

'সাক্ষী দিতে।'

মনটা আনন্দে নেচে উঠল ক্যালেবের। পড়েছে... মারকাস তা হলে ধরা পড়েছে! আর একটি কথাও না বলে রক্ষীদের সঙ্গে পা বাড়াল ও, প্রায় উড়ে চলে গেল রাজপ্রাসাদে। ফটকে স্যাচারিয়াস ওকে অভ্যর্থনা জানাল।

'পেয়েছেন ওদেরকে?' উত্তেজিত ভঙ্গিতে জানতে চাইল ক্যালেব।

'হ্যাঁ, তবে একজনকে,' জবাব দিল স্যাচারিয়াস। 'মেয়েটা উধাও হয়ে গেছে।'

বিস্ময়ে এক পা পিছিয়ে গেল ক্যালেব। 'উধাও হয়ে গেছে মানে? কোথায়?'

'তা তো জানি না। আমি ভাবছিলাম, আপনি জানবেন। ওকে নিয়ে আসলে মাথা ঘামাইনি। মারকাসকে পেয়েছি, সেটাই ঢের। ও-ও টাইটাসের কাছে যাবার জন্য রওনা হতে যাচ্ছিল। আরেকটু দেরি করলে খালি হাতে ফিরতে হত আমাদের। যাক গে, আসুন। আদালত আপনার অপেক্ষায় আছে।'

'মেয়েটাই যদি না থাকে, তা হলে আমি সাক্ষ্য দিতে যাব কোন্ দুঃখে?' খেপাটে গলায় বলল ক্যালেব।

'সেক্ষেত্রে আপনি নিজেই বিপদে পড়বেন। কথা বাড়াবেন

www.BanglaBook.org

না। আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।'

পেছানোর উপায় নেই, বুঝতে পারছে ক্যালেব। অগত্যা স্যাচারিয়াসকে অনুসরণ করল ও। পথ দেখিয়ে ডমিশিয়ানের প্রতিনিধি ওকে নীচতলার মাঝারি আকৃতির একটা হলঘরে নিয়ে গেল। ঘরের একপ্রান্তে একটা উঁচু আসনে বসে আছে ডমিশিয়ান, দুপাশে আনুষ্ঠানিক পোশাক পরা ছ'জন বিচারক। রাজপুত্রের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরাও আছে ওখানে, এ ছাড়া আছে কঠোর চেহারার কয়েকজন সৈনিক। আইনজীবীর পোশাক পরা একজন উকিলকে দেখা গেল—বাদীপক্ষের প্রতিনিধিত্ব করবে। ঝুঁকে তার সঙ্গে কথা বলছিল ডমিশিয়ান, স্যাচারিয়াসকে ঢুকতে দেখে সোজা হলো, চেহারায় যথারীতি শয়তানি খেলা করছে।

তীক্ষ্ণ চোখে ক্যালেবকে জরিপ করল রাজপুত্র। স্যাচারিয়াসকে জিজ্ঞেস করল, 'এ-ই তোমার সেই ইহুদি সাক্ষী নাকি?'

'জী, মহানুভব,' কুর্নিশ করে জবাব দিল স্যাচারিয়াস। 'সেনাবাহিনী থেকে আরও কয়েকজন সাক্ষী জোগাড় করেছি, ওরা বাইরে অপেক্ষা করছে।'

'ঠিক আছে, তা হলে আসামীকে হাজির করা হোক।'

ইশারা পেয়ে হাঁক ছাড়ল এক ঘোষক, একটু পরেই পিছনে পায়ের শব্দ হলো। ঘাড় ফিরিয়ে মারকাসকে দেখতে পেল ক্যালেব—মাথা উঁচু করে বিচারকক্ষে ঢুকছে দুজন রক্ষীর প্রহরায়। কাছে এসে থামল সে, চির-প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও, তুমি এখানে! এবার বুঝতে পারছি সব।'

জবাবের অপেক্ষা করল না মারকাস, হেঁটে চলে গেল ডমিশিয়ানের সামনে, সামরিক কায়দায় সম্মান জানাল।

ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টিতে বন্দি ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল রাজপুত্র। বলল, 'তা হলে তুমিই মারকাস? অভিযোগটা পড়ে শোনাও একে।'

www.BanglaBook.org

গলা খাঁকারি দিল বাদীপক্ষের উকিল। 'অভিযোগটা হচ্ছে—আসামী মারকাস, জুডেয়ার যুদ্ধে রোমান অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান থাকা অবস্থায় জীবিত ধরা দেয় ইহুদিদের হাতে। এ-ধরনের লজ্জা বরণ করবার আগে বাহিনীর সকল সৈনিককে আত্মহত্যা করবার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, যা সে করেনি। মারকাস, আপনি এ-অভিযোগ স্বীকার করেন?'

জবাব দিল না মারকাস। শান্ত গলায় বলল, 'এ-ধরনের প্রশ্নোত্তরের আগে জানতে চাই, কেন এ-আদালতে হাজির করা হয়েছে আমাকে? যদি বিচার করতেই হয়, সেটা শুধু আমার সেনাপতি টাইটাস করবার অধিকার রাখেন। তাঁর সামনেই দাঁড়াতে চাই আমি।'

'সেটাই যদি চাইতেন,' বাঁকা সুরে বলল উকিল, 'তা হলে রোমে পৌঁছুনোমাত্র টাইটাসের কাছে হাজিরা দেয়া উচিত ছিল আপনার। কিন্তু এখন আমাদের সেনাপতি রোমে নেই, সামরিক সমস্ত দায়িত্ব তাঁর ছোট ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন, কাজেই আপনার বিচার করবার ক্ষমতা অবশ্যই ডমিশিয়ানের আছে।'

'ক্যাপ্টেন হয়তো হাজিরা দেয়ার কথা মাথাতেই আনেনি,' টিটকিরির সুরে বলল ডমিশিয়ান। 'অন্য কোনও মতলব নিয়ে ব্যস্ত ছিল সে।'

'কথাটা ঠিক নয়,' প্রতিবাদ করল মারকাস। 'আমাকে যখন গ্রেফতার করা হয়, তখন আমি টাইটাসের কাছে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।'

'তা হলেও আমি বলব, কাজটা ঠিক করোনি,' মাথা নাড়ল ডমিশিয়ান। 'হাজিরা দিতে দেরি করাটা মোটেই ভাল লক্ষণ নয়। আসলে তোমার মনে কী ছিল, সেটা এখুনি বোঝা যাবে।'

ইশারা পেয়ে কথা বলতে শুরু করল উকিল। বিজয়-মিছিলের দিন মারকাসের রোমে পৌঁছুনো আর পরে

www.BanglaBook.org

নেহুশতার মাধ্যমে নিলাম থেকে মুক্তা-কুমারীকে কিনে নেবার ঘটনা তদন্তসাপেক্ষে জানতে পেরেছে সে—সব খুলে বলল বিচারকদের সামনে। সেই সঙ্গে যোগ করল, গ্রেফতারের সময় দাসী কিংবা সেই বৃদ্ধাকে পাওয়া যায়নি, ম্যারকাসও বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল—সেটা টাইটাসের কাছে হাজিরা দেবার জন্য, নাকি পিঠটান দেবার জন্য... এ ব্যাপারে ঘোর সন্দেহ প্রকাশ করল সে।

এরপর শুরু হলো ইহুদিদের হাতে ক্যাপ্টেনের বন্দি হবার ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণ। প্রথমেই ডাকা হলো ক্যালেবকে, উকিলের জেরার মুখে পুরনো টাওয়ারের আঙিনায় ঘটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ আর পরে মারকাসের পালিয়ে যাবার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিল ও। রোমান বাহিনীর দুজন সৈনিককে ডাকা হলো, তারাও হলফ করে বলল, ঘটনার দিন মারকাসকে ইহুদিদের মাঝে কোণঠাসা হতে দেখেছে তারা দূর থেকে। ওখান থেকে পালানো অসম্ভব ছিল ক্যাপ্টেনের পক্ষে।

সব শুনে হাসি ফুটল ডমিশিয়ানের ঠোঁটে। বন্দিকে জিজ্ঞেস করল, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার কিছু বলার আছে কি না।

'অবশ্যই আছে,' জোর গলায় বলল মারকাস। 'এখানে বিচার নয়, প্রহসন চলছে। আমাকে সাক্ষী হাজির করবার কোনও সুযোগই দেয়া হয়নি। আমার পক্ষে কথা বলবারও কেউ নেই এখানে। আপনাদের সবচেয়ে বড় সাক্ষী হচ্ছে আমার একজন পুরনো শত্রু... বহু বছর আগে এসেনি গ্রামে যাকে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিলাম। ও একটা জাত-অপরাধী, সে-বয়েসেই একজন রোমান সৈনিককে খুন করেছিল। ওর কথা বিশ্বাস করবার কোনও মানে হয় না। স্বীকার করি, আমি বন্দি হয়েছিলাম ইহুদিদের হাতে; কিন্তু আমাকে যে ওর চ্যালা-চামুণ্ডারা পিছন থেকে হামলা করে বেহুঁশ করে ফেলেছিল, তা কিন্তু বলেনি ও। তখন নিজের জীবন নেয়ার মত কোনও

www.BanglaBook.org

অবস্থা ছিল না আমার। দয়াময়ী দুই নারীর সহযোগিতায় পালাই আমি, অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকি অনেক... অনেক দিন। সুস্থ হয়েই ফিরে এসেছি রোমে। হ্যাঁ, হাজিরা দিতে দেরি করেছি... কিন্তু সে তো মাত্র একদিন! পালানোর কোনও ইচ্ছে ছিল না আমার, সত্যিই আমি টাইটাসের কাছে যেতাম।'

'হাহ্! সেটা তো তোমার মুখের কথা!' অবজ্ঞার সুরে বলল ডমিশিয়ান।

'মুখের কথা না মনের কথা, সেটা টাইটাস ঠিক করবেন। তাঁর সামনে হাজির করুন আমাকে।'

'টাইটাস এখন অনুপস্থিত। আমি তার প্রতিনিধিত্ব করছি।'

'তা হলে আমি সিজার ভেসপাসিয়ানের সামনে দাঁড়াতে চাই,' কাঠখোট্টা গলায় বলল মারকাস। 'আমি যেন-তেন কেউ নই, সিজারের বিচার চাইবার অধিকার আছে আমার। অন্তত তাতে এই প্রহসনের চেয়ে ভাল বিচার পাব, কারণ এখানকার আদালত এমন একজন পরিচালনা করছে, যে ব্যক্তিগত কারণে আমার উপর রুষ্ট হয়ে আছে!'

'খামোশ!' চেঁচিয়ে উঠল ডমিশিয়ান। রাগে ফুঁসল সে কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, তোমার ব্যাপারটা সিজারের কানে তোলা হবে... যদি তিনি শুনতে চান আর কী। তার আগে বলো, নিলাম থেকে কেনা ওই দাসীকে নিয়ে তুমি কী করেছ? কোথায় ও?'

'আমার মামলার সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক আছে কি?'

'অবশ্যই। তোমার গল্পের সত্যতা যাচাই করা যাবে ওর কাছ থেকে। কোথায় গেছে মেয়েটা?'

'আমি জানি না,' মাথা নাড়ল মারকাস। 'আমি ওকে কিনেছিলাম ঠিকই, কিন্তু বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছি। নিজের বৃদ্ধা দাসীকে নিয়ে এরপর চলে গেছে ও; কোথায়, তা বলতে পারব না।'

www.BanglaBook.org

'তোমাকে আমি কাপুরুষ ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন তো দেখি—তুমি একটা জাত-মিথ্যুকও।' দাঁত-মুখ খিঁচাল ডমিশিয়ান। 'ভালই গল্প বানাতে জানো।' ঘুরে অন্যান্য বিচারকদের সঙ্গে নিচু গলায় আলোচনা করে নিল সে। তারপর সোজা হয়ে বলল, 'এই আদালত সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তোমাকে দোষী বলে সাব্যস্ত করছে, মারকাস। শাস্তির সিদ্ধান্তটা সিজারের হাতে রইল, তবে সেটা তিনি না দেয়া পর্যন্ত তোমাকে বন্দি থাকতে হবে টেম্পল অভ মারস্-এর সামরিক কয়েদখানায়। পালাবার চেষ্টা করলে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, কাজেই চুপচাপ অপেক্ষা কোরো ওখানে। চাইলে লিখিত একটা আবেদন করতে পারো সিজারের কাছে নিজের বক্তব্য দিয়ে। আমরাও এই আদালতে পাওয়া সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ জমা দেব তাঁর কাছে। বাকিটা ওঁর মর্জি।'

'এখন সত্যিই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হচ্ছে,' তিক্ত গলায় বলল মারকাস। 'আমাকে কি না আপনারা কাপুরুষ বলছেন! এই দেখুন!' টান দিয়ে নিজের পোশাকের সামনের দিক উন্মুক্ত করে ফেলল ও। তামাটে বুকে সাদা হয়ে থাকা অনেকগুলো পুরনো আঘাতের দাগ বেরিয়ে পড়ল তাতে। 'এগুলো কি কাপুরুষের চিহ্ন? আমার সঙ্গে যারা যুদ্ধ করেছে, তাদের জিজ্ঞেস করুন... আমার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছে, তাদের জিজ্ঞেস করুন... এমনকী ওই যে ওখানে দাঁড়ানো যে-ক্যালেব, ওকেও জিজ্ঞেস করুন—সত্যিই কি মারকাস কাপুরুষ?'

'হয়েছে!' কড়া গলায় ধমক দিল ডমিশিয়ান। 'তোমার ওসব বড়াই শোনার ইচ্ছে বা মানসিকতা—কোনোটাই নেই আমাদের। আস্ফালন থামাও, বুক ঢাকো। তুমি যে জীবিত ধরা পড়েছিলে, শুধু সেটাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ, অন্য কিছু নয়। তোমার সমস্ত বক্তব্য শুনেছি আমরা, তোমার প্রার্থনাও মঞ্জুর করেছি। কী শাস্তি পাবে না-পাবে, সেটা সিজার স্বয়ং ঠিক করবেন। কাজেই আর

www.BanglaBook.org

কিছু বলার প্রয়োজন নেই তোমার। কয়েদখানায় গিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকো।' প্রহরীদের দিকে তাকাল রাজপুত্র। 'অ্যাই, নিয়ে যাও একে।'

সাতাশ

বিশপ সিরিল

বিজয়-মিছিলের পরদিন সকালে শোবার ঘরের জানালার পাশে বসে ছিল গ্যালাসের স্ত্রী জুলিয়া। উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল বাড়ির খুব কাছ দিয়ে বয়ে যাওয়া টাইবার নদীর বহমান স্রোতের দিকে। মনটা বেশি ভাল নেই তার, গতকাল ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কন্যাসম মিরিয়ামকে দেখেছে ও গলায় দড়ি বাঁধা পশুর মত মিছিলে হাঁটতে, সেই থেকে এক ধরনের বিষাদে আক্রান্ত হয়েছে। গ্যালাস অবশ্য সারাদিনই মিছিলের সঙ্গে ছিল, সন্ধ্যায় নিলামেও গেছে। স্বামীর কাছ থেকে ওখানকার ঘটনা শুনেছে জুলিয়া, দু'হাজার সেস্টারশিয়া দাম দিয়ে রহস্যময় এক বৃদ্ধা মিরিয়ামকে কিনে নিয়ে গেছে বলে জানতে পেরেছে। এই মূল্য হতভাগ্য মেয়েটাকে কীভাবে উশুল করতে হয়, তা ভেবে জুলিয়া চিন্তিত। স্বস্তির ব্যাপার এ-টুকুই যে, মিরিয়াম অন্তত ডমিশিয়ানের মত বদমাশের হাতে পড়েনি।

জানালার পাশে বসে আনমনা হয়ে ছিল জুলিয়া, হঠাৎ আঙিনার দরজাটা খোলার শব্দ শুনতে পেল, তবে গুরুত্ব দিল না। গ্যালাস বিশেষ কাজে বাইরে গেছে, ফিরতে দেরি হবে। হয়তো

www.BanglaBook.org

বাজার সেরে চাকরটা ফিরে এসেছে, তাই আর উঠল না ও। যেভাবে ছিল, সেভাবেই বসে রইল।

একটু পরেই জুলিয়ার গায়ের উপর একটা ছায়া পড়ল। দৃষ্টি ফেরাতেই চমকে উঠল খ্রিস্টান মহিলা। মিরিয়াম! মিরিয়াম দাঁড়িয়ে আছে পিছনে! সঙ্গে কালো চামড়ার এক বৃদ্ধা—অপরিচিত।

'মিরিয়াম! তুমি এখানে এলে কীভাবে?' বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করল জুলিয়া।

'ঈশ্বরের দয়ায়, মা,' বলল মিরিয়াম। 'আর এই নেহুশতার সহায়তায়... ওর কথা তো আগেই বলেছি আপনাকে, মনে আছে? ডমিশিয়ানের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছি আমি, আপনার কাছে ফিরে এসেছি—মুক্ত এবং অক্ষত অবস্থায়।'

'খুলে বলো সব। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

বলল মিরিয়াম। শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল জুলিয়া।

'মারকাস দেখছি বড্ড ভালমানুষ,' বলল সে। 'ঈশ্বর ওঁকে পুরস্কৃত করুন।'

'আমিও তাই প্রার্থনা করি,' মিরিয়াম বলল।

'পুরস্কার তো আপনি নিজেই দিয়ে ফেলছিলেন,' বেরসিকের মত বলল নেহুশতা। 'আরেকটু হলেই ওর হাতে নিজেকে তুলে দিতে যাচ্ছিলেন।'

'আবেগের বশবর্তী হয়ে আমরা সবাই-ই কোনও না কোনও সময়ে ভুল করে ফেলি,' মিরিয়ামের পক্ষ নিল জুলিয়া। 'এতে দোষের কিছু নেই।'

'মাফ করবেন, লেডি,' নেহুশতা বলল। 'সবাইকে এক কাতারে ফেলা ঠিক নয়। অন্তত আমি কখনও আবেগের বশে ভুল করি না। কোনও পুরুষের জালে পড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

'খুব ভাল,' হাসল জুলিয়া। 'তুমি থাকায় নিজের কর্তব্য

www.BanglaBook.org

থেকে বিচ্যুত হয়নি মিরিয়াম। ঈশ্বর তোমাদের দুজনকেই মারকাসের মত পুরস্কৃত করুন, এই প্রার্থনাই করি।'

'মারকাসের জন্য পুরস্কার নয়, অন্য কিছুর প্রার্থনা করতে হবে আমাদের,' গম্ভীর গলায় বলল নেহুশতা। 'ছোট মালকিনকে হারিয়ে পাগলা কুকুর হয়ে যাবে ডমিশিয়ান। আমি প্রার্থনা করব, ঈশ্বর যাতে মারকাসকে সেই আক্রোশ থেকে বাঁচান।'

কথাটা শুনে মিরিয়ামের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

ঠিক তখুনি গ্যালাস ফিরল বাড়িতে। মিরিয়ামকে দেখে স্ত্রী'র মত সে-ও অবাক হলো। ফলে পুরো ঘটনা আরেক দফা শোনানো হলো তাকে।

'অদ্ভুত! অবিশ্বাস্য!' সব শুনে বলল গ্যালাস। 'জীবনে কোনোদিন আমি এমন ত্যাগের কাহিনি শুনিনি। দুজন মানুষ পরস্পরকে এত ভালবাসার পরও শুধুমাত্র মৃত এক নারীর নির্দেশ রক্ষার জন্য বিচ্ছিন্ন থাকবে... এ তো কল্পনারও অতীত! আমি প্রার্থনা করছি, উপরে যিনিই আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করুন না কেন, তিনি যেন তোমাদের এই মহত্ত্বের উপযুক্ত প্রতিদান দেন।'

'ধন্যবাদ, গ্যালাস।' মিরিয়াম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

'কিন্তু মা, তোমার তো এখানে থাকা চলবে না,' ইতস্তত করে বলল পঙ্গু যোদ্ধা। 'যত দ্রুত সম্ভব রোম ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

'কী বলছ এসব?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জুলিয়া। 'ও চলে যাবে কেন?'

'ডমিশিয়ানের কারণে। মিরিয়ামের উপর নজর পড়েছে তার, হাতের মুঠোয় না পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই শান্ত হবে না। মারকাসের জায়গায় আমি হলে ওকে নিয়ে আগে এই শহর ছেড়ে পালাতাম। মুক্তি-টুক্তি দিতাম পরে।'

'কী যে বলো না!' ঠোঁট উল্টাল জুলিয়া। 'আগে মুক্তি দিয়েই

www.BanglaBook.org

তো ভাল করেছে। মিরিয়াম এখন একজন মুক্ত, স্বাধীন মানুষ। কোনও রাজপুত্রেরও ওর স্বাধীনতা খর্ব করার অধিকার নেই।'

'ভাল করে ভাবো তো, জুলিয়া,' গম্ভীর গলায় বলল গ্যালাস, 'ডমিশিয়ান যদি কারও উপর নজর দেয়, তখন কি তার স্বাধীনতার মূল্য থাকে? বিশেষ করে সে যদি সুন্দরী একটা মেয়ে হয়?'

মাথা নিচু করে ফেলল জুলিয়া, তার স্বামী ভুল বলেনি। ডমিশিয়ান একরোখা মানুষ, ছলে-বলে-কৌশলে মিরিয়ামকে সে দখল করবেই। সুন্দরী মেয়েদের প্রতি তার আগ্রহের কথা সবার জানা।

'কী করতে চাও তা হলে?' মন খারাপ করা সুরে জানতে চাইল জুলিয়া। বুঝতে পারছে, কন্যাসম মেয়েটিকে নিজের কাছে রাখতে পারবে না।

স্ত্রী'র প্রশ্নের জবাব দিল না গ্যালাস। মিরিয়ামকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের এ-বাড়িতে কেউ ঢুকতে দেখেছে?'

'মনে হয় না,' উত্তর দিল মিরিয়াম। 'আশপাশে ছিল না কেউ, আপনাদের আঙিনার দরজাও খোলা ছিল। কাউকে ডাকতে হয়নি।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকাল গ্যালাস, সদর দরজা খোলা থাকার কারণ জানতে চাইছে।

'চাকরটাকে বাজার করতে পাঠিয়েছি,' জুলিয়া বলল। 'ও-ই খোলা রেখে গেছে হয়তো।'

'ভালই হয়েছে তা হলে,' সন্তুষ্ট গলায় বলল গ্যালাস। 'ফিরবার পরে আবার কাজ দিয়ে পাঠাব, রাত পর্যন্ত যেন ফিরতে না পারে।'

'কেন?'

'আমাদের দুই অতিথির খবর যেন মুখ ফসকে কোথাও বলে দিতে না পারে।'

www.BanglaBook.org

'আর ওরা?'

'অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেব, চাকরটা ফিরবার আগেই!'

'এসবের কি সত্যিই প্রয়োজন আছে?'

'আছে,' গ্যালাস ব্যাখ্যা করল। 'রোমের সবাই জানে, মুক্তা-কুমারী আমাদের কাছে গত কয়েকটা মাস থেকেছে। আমরা দুজন ছাড়া সারা শহরে আর কোনও চেনা-পরিচিত মানুষ নেই ওর। কাজেই মারকাসের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যে ও এখানেই আসবে—সেটা বুঝতে সময় লাগবে না ডমিশিয়ানের। সবার আগে এখানেই খোঁজ নিতে আসবে তার লোকজন।'

'আমরা তাহলে কোথায় যাব?' জিজ্ঞেস করল নেহুশতা।

'উপায় একটা বেরিয়ে যাবে,' বলল গ্যালাস। 'আগে চলো, কিছু খেয়ে নেবে। আমারও খিদে পেয়েছে। খাওয়াদাওয়ার পর ঠিক করব, কোথায় পাঠানো যায় তোমাদের।'

খাবার টেবিলে নীরব রইল সবাই। মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে প্রত্যেকেরই, ডমিশিয়ানকে কীভাবে ফাঁকি দেয়া যায়—তা নিয়ে ভাবছে।

হঠাৎ গ্যালাস বলে উঠল, 'একটা বুদ্ধি পেয়েছি। জুলিয়া, খাওয়া শেষে তোমাদের ওই বিশপ... মানে, সিরিলের কাছে চলে যাও। ওঁর সঙ্গে কথা বলে দেখো, ওদের দুজনকে খ্রিস্টানদের মাঝে লুকানোর একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন কি না। ভদ্রলোক মিরিয়ামকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। আমার মনে তো হয়, খুশিমনেই ওদেরকে সাহায্য করবেন তিনি।'

'খাওয়া-দাওয়া পরে করতে পারব,' অসমাপ্ত প্লেট-টা ঠেলে দিয়ে বলল জুলিয়া। 'দেরি করার কোনও মানে হয় না, আমি এখুনি যাচ্ছি বিশপের কাছে।'

'আমরাও সঙ্গে যাই,' প্রস্তাব দিল নেহুশতা। 'এখানে বেশিক্ষণ থাকার সাহস পাচ্ছি না। রাজপুত্রের পোষা কুকুরেরা যে-কোনও মুহূর্তে চলে আসতে পারে। ওই বিশপ কোনও

www.BanglaBook.org

ব্যবস্থা করুন বা না-ই করুন, অন্তত ধরা তো পড়ব না।'

'মিরিয়াম, তোমার কী মত?' জানতে চাইল গ্যালাস।

'আমি শুধু ডমিশিয়ানের হাত থেকে নিষ্কৃতি চাই,' মিরিয়াম জবাব দিল। 'তার জন্যে যদি গোয়ালঘর বা নর্দমায়-ও আশ্রয় নিতে হয়, তাতে আমার আপত্তি নেই।'

'বুঝতে পেরেছি,' মাথা ঝাঁকাল গ্যালাস। উঠে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরল মিরিয়ামকে, বিদায় জানাল আবেগঘন কণ্ঠে।

দু'ঘণ্টা পর।

রোমের অনুন্নত অংশের একটি নোংরা, ঘন-বসতিপূর্ণ এলাকা—আজকালকার ভাষায় বস্তি বলা যেতে পারে ওটাকে। নিত্যপ্রয়োজনীয় তৈজসপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরির কারখানা রয়েছে এই বস্তিতে, ওটার দোতলায় বসে মধ্যাহ্নভোজ করছিল কারখানার মালিক... সমাজে সেপ্টিমাস নামে পরিচিত সে। তবে খ্রিস্টানদের ধর্মীয় পরিমণ্ডলে এই মানুষটিই যে বিশপ সিরিল নাম নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে অধিষ্ঠিত, তা কল্পনাও করতে পারবে না সাধারণ লোকজন। গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্যই এই দ্বৈত-পরিচয় বজায় রাখছেন সিরিল।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে বিশপের, এমন সময় একজন ভৃত্য এসে কানে কানে কিছু বলল তাঁকে।

'লেডি জুলিয়া, আর দুজন অতিথি?' ভুরু কোঁচকালেন সিরিল। 'ঠিক আছে, নিয়ে এসো ওদের।'

একটু পরেই দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল জুলিয়া, সঙ্গে ঘোমটায় ঢাকা দুটি নারী। হাত তুলে গ্যালাস-পত্নীকে আশীর্বাদ করলেন সিরিল। তারপর জানতে চাইলেন, 'সঙ্গে এরা কারা?'

'নিজেই দেখুন।'

ঘোমটা সরাল মিরিয়াম আর নেহুশতা। প্রিয় মুক্তা-কুমারীকে দেখে চমকালেন না বিশপ, স্মিত হাসলেন কেবল। লিবিয়ান

www.BanglaBook.org

দাসীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটি কে?'

'আমার পরিবারের পুরনো দাসী—নোউ,' মিরিয়াম বলল। 'তিন পুরুষ ধরে আমাদের সেবা করছে ও, আমার নানী থেকে শুরু করে আমাকে পর্যন্ত।'

'ও কি খ্রিস্টান?'

'শুধু খ্রিস্টান নই, খাঁটি অনুসারী,' এবার মুখ খুলল নেহুশতা। 'স্বয়ং সেইন্ট জনের কাছে দীক্ষা পেয়েছি আমি।'

'খুব খুশি হলাম জেনে।' পালাক্রমে দুই অতিথিকে আশীর্বাদ করলেন সিরিল। তারপর মিরিয়ামকে বললেন, 'দেখেছ, আমার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয়নি! নিলামের খবর শুনেছি আমি, তোমাকে উদ্ধারের জন্য সত্যিই একজন দেবদূত পাঠিয়েছিলেন ঈশ্বর, তাই না?'

'হ্যাঁ, ফাদার,' মিরিয়াম স্বীকার করল। 'ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করেছেন।'

'হুম, ঈশ্বরের প্রিয়পাত্রী তুমি। কিন্তু এখন আমার কাছে এসেছ কেন?'

ডমিশিয়ান সংক্রান্ত বিপদের কথা খুলে বলল মিরিয়াম, বিশপের কাছে আশ্রয় চাইল।

'তোমাকে এখানে লুকিয়ে রাখা কঠিন হবে না,' বললেন সিরিল। 'তবে পেট চালানোর জন্য কিছু একটা করতে হবে তোমাকে। ওটা তোমার ছদ্ম-পরিচয় হিসেবেও কাজ করবে। কিন্তু কথা হলো, হাতের কাজ-টাজ কি কিছু জানো তুমি?'

'আমি খুব ভাল মূর্তি বানাতে পারি,' মিরিয়াম বলল।

'ওটা তো শিল্পীর কাজ,' সিরিল বললেন। 'আমার কারখানায় শিল্পী নয়, কারিগর দরকার।'

'দুটোয় খুব একটা পার্থক্য আছে কি? কারিগররাও তো এক ধরনের শিল্পী।'

'তাও ঠিক,' একটু ভাবলেন সিরিল। 'ঠিক আছে, তা হলে

www.BanglaBook.org

তোমার এই প্রতিভাই কাজে লাগানো যাক। তবে মূর্তি নয়, অন্য কিছু বানাতে হবে তোমাকে। মাটির প্রদীপ বানাতে পারবে?'

'কারোটা নকল করতে পারব না, নিজের মনমত... নিজের নকশায় হলে পারব। তাতে চলবে?'

'অসুবিধে কী?' কাঁধ ঝাঁকালেন সিরিল। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে।'

সেদিন থেকে সেপ্টিমাসের কারখানার মৃৎশিল্পের বিভাগে নতুন এক নারী শ্রমিকের উদয় ঘটল। চেহারা ঢেকে প্রতিদিন এক কোনায় বসে বৃদ্ধা দাসীর সহায়তায় নিত্যনতুন ডিজাইনের প্রদীপ তৈরি করে ও, সেগুলো চড়া দামে বিক্রি হয় রোমের অভিজাত দোকানে। কারখানার সমস্ত শ্রমিক খ্রিস্টান হওয়ায় কখনও ওকে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় না। কারখানার পিছনে একটা ছোট্ট বাড়িতে ওদের থাকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন বিশপ সিরিল; সেখানে শান্তিতে জীবনযাপন করতে থাকে দুই পলাতকা। শহরের এই নোংরা, নিম্নবিত্তদের এলাকায় রাজরক্ষীরা ভুলেও পা মাড়ায় না, ফলে মুক্তা-কুমারীর সন্ধান আর পায় না কেউ।

নিয়মিত খ্রিস্টানদের সান্ধ্যকালীন সমবেত প্রার্থনায় যোগ দেয় মিরিয়াম আর নেহুশতা। ওখানে জুলিয়ার সঙ্গে দেখা হয় ওদের, মহিলার কাছ থেকে শহরের হালচাল জানতে পারে। প্রথমদিনই ওরা শোনে, গ্যালাসের বাড়ি ছাড়বার কিছুক্ষণের ভিতরই একদল সৈন্য হাজির হয়েছিল সেখানে, মুক্তা-কুমারীর খোঁজ নিচ্ছিল। গ্যালাস মিথ্যে বলে ফিরিয়ে দিয়েছে তাদের। এরপর কয়েকদিন ডমিশিয়ানের গুপ্তচরেরা নজর রেখেছিল বাড়ির উপর, কিন্তু ওখানে মিরিয়ামের কোনও চিহ্ন দেখতে না পেয়ে অচিরেই ক্ষান্ত দিয়েছে নজরদারিতে।

এভাবেই দিন কেটে যেতে থাকল মিরিয়াম আর নেহুশতার... নিরুদ্বিগ্ন, শান্তভাবে। তবে সেটা সুখের জীবন নয়।

www.BanglaBook.org

প্রায়ই গভীর রাতে জানালা দিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে যায় মিরিয়াম, ঘুম আসে না ওর। মারকাসের কথা ভেবে নিজের অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুক থেকে।

ডমিশিয়ানের প্রাসাদ থেকে সরাসরি টেম্পল অভ মারসের কয়েদখানায় নিয়ে আসা হয়েছে মারকাসকে। অবশ্য অভিজাত বংশের সন্তান, সেই সঙ্গে বিচারাধীন আসামী হওয়ায় সাধারণ কয়েদির মত আচরণ পেতে হলো না ওকে। বরং প্রথম-শ্রেণীর বন্দি হিসেবে বেশ খাতির পেল ও। কয়েদখানার দুটো বড় বড় কক্ষ দেয়া হলো ক্যাপ্টেনকে, ব্যক্তিগত খানসামা স্টেফানাসকেও ফুট-ফরমাশ খাটবার জন্য সঙ্গে রাখার অনুমতি দেয়া হলো। বিকেলবেলা কয়েদখানার সামনের বাগানেও হেঁটে বেড়াতে পারে ও... কয়েকজন কারারক্ষীর প্রহরায়।

এমনিতে সামরিক কয়েদখানায় বন্দিদের সঙ্গে কারও দেখা করবার নিয়ম নেই, তবে মারকাস এখনও বিচারাধীন বলে অতিথি আপ্যায়নের সুযোগ আছে। তবে সেটা স্রেফ সুযোগ-ই, কারণ প্রথম দিকে বেশ কয়েকদিন কেটে গেলেও কেউ দেখা করতে এল না ওর সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য একজন এল, তবে সে মিত্র নয়—ডমিশিয়ানের প্রতিনিধি... স্যাচারিয়াস।

বিকেলবেলা বাগানে পায়চারি করছিল মারকাস, এমন সময় লোকটা এসে অভিবাদন জানাল ওকে, তারপর শুরু করে দিল মায়াকান্না—বন্দি ক্যাপ্টেনের দুঃখে যেন বুক ফেটে যাচ্ছে তার।

বিরক্ত হয়ে তাকে থামিয়ে দিল মারকাস। বলল, 'আপনার এসব নাটুকেপনা ভাল্লাগছে না আমার কাছে। কেন এসেছেন, সেটাই বলুন।'

'আপনার সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলতে,' গদগদ কণ্ঠে বলল স্যাচারিয়াস। 'সেইসঙ্গে এটা জানাতে—আসলে কেন আপনি এখানে বন্দি হয়ে আছেন...'

www.BanglaBook.org

'কেন?'

'অত্যন্ত ক্ষমতাবান একজন মানুষের বিরাগভাজন হয়েছেন আপনি। বোকামি করেছেন, আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল আপনার।'

'তা-ই?' অবাক হবার ভান করল মারকাস। 'তা কি বোকামি করেছি, সেটা বলতে পারেন?'

'প্রশ্নের জবাবটা প্রশ্ন দিয়েই দিই। যখন একজন দাসীর উপর মহানুভবের মন বসে গেছে, তাকে আপনি কিনতে গেছেন কোন্ দুঃখে?'

'হুম, সমস্যাটা এতই গুরুতর?' গম্ভীর হলো মারকাস।

'নিশ্চয়ই, সেটাই আপনাকে বোঝাতে এসেছি আমি। শুনুন, একটা উন্মাদও বিশ্বাস করে না যে, জেরুসালেমে আপনি নিজের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন; এমনকী যারা আপনার বিচার করেছে, তারাও না। তবু আপনি একটা সঙ্গীন অবস্থার মধ্যে আছেন। যেমনতরোই হোক, আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ তো আছে! সিজার ভেসপাসিয়ান এর মধ্যে নাক গলাবেন না, কারণ ব্যাপারটা নিতান্তই ডমিশিয়ানের ব্যক্তিগত। ছোট ছেলের সঙ্গে মুক্তা-কুমারীর বিষয়ে এমনিতেই একবার গোল বেঁধেছে তাঁর, এখন আবার আপনার পক্ষ নিয়ে পরিস্থিতি আরও বিগড়ে দিতে চাইছেন না তিনি।'

'তা হলে কী ঘটবে?'

'সিজার এখনও চুপচাপ আছেন, তবে আমি জানি তিনি কী বলবেন। পুরো ব্যাপারটা উনি গছিয়ে দেবেন টাইটাসের ঘাড়ে। আপনি তাঁর সৈনিক, আত্মত্যাগের নিয়মটাও টাইটাস-ই চালু করেছিলেন, তাই সিজার বলবেন, টাইটাস ফিরে এসেই মামলাটার ফয়সালা করুক।'

'তাতে আমার আপত্তি নেই,' মারকাস বলল। 'ওঁর কাছে আমি ন্যায়বিচার পাব।'

www.BanglaBook.org

'তা তো বটেই। কিন্তু কী রায় দেবেন তিনি, বুঝতে পারছেন না? নিজের জারি করা নির্দেশের বিরোধিতা কোনোদিনই করবেন না টাইটাস... আপনার মত বন্ধুপ্রতিম মানুষের জন্যও না। ডমিশিয়ানও তাঁকে নিয়মের বাইরে যেতে দেবে না। তাই বাধ্য হয়েই আপনাকে একটা ভয়ানক শাস্তি দেবেন টাইটাস।'

'আপনি দেখছি বিপদের জান্তব প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে ওস্তাদ,' তিক্ত গলায় বলল মারকাস। 'কিন্তু এতসব আমাকে শোনাচ্ছেন কেন, তা-ই বুঝতে পারছি না। মতলবটা কী আপনার?'

হাসল স্যাচারিয়াস। 'আমার কোনও মতলব নেই। আমি শুধু আপনাকে মুক্তির পথ দেখাতে এসেছি।'

'মুক্তি! কীভাবে?'

'খুব সহজ। মুক্তা-কুমারীকে ডমিশিয়ানের হাতে তুলে দিন।'

ভিতরে ভিতরে একটা অদম্য ক্রোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল মারকাসের, এই ব্যাটা তা হলে এ-প্রস্তাব দিতে এসেছে এখানে? মিরিয়ামের সঙ্গে ওকে বিশ্বাসঘাতকতা করাতে এসেছে?

'কী, কিছু বলছেন না যে?' জিজ্ঞেস করল স্যাচারিয়াস।

'শোনো,' দাঁত কিড়মিড় করে বলল মারকাস, 'কোনও অসভ্য জানোয়ারের সামনে আমি কখনোই একটা নিষ্পাপ ফুলকে ছুঁড়ে দেব না।'

'যিনি আপনার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাঁকে শোনানোর জন্য ভাল একটা কথাই বটে!' টিটকিরির সুরে বলল স্যাচারিয়াস। 'তবে আপনার সৌভাগ্য, ডমিশিয়ানকে সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলব না আমি। তাই মিনতি করছি, আরেকবার ভেবে দেখুন প্রস্তাবটা।'

'ভেবে-চিন্তেই বলেছি আমি,' মারকাস নির্বিকার। 'মেয়েটা কোথায় গেছে, জানা নেই আমার, কাজেই ওকে ডমিশিয়ানের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। অবশ্য পারলেও

www.BanglaBook.org

দিতাম না। এমন একটা অন্যায় করার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভাল।'

'হুম,' সমঝদারের ভঙ্গিতে বলল স্যাচারিয়াস। 'এটাই তা হলে সত্যিকার প্রেম! আপনার জন্য আমি গর্ব অনুভব করছি, মারকাস। খাঁটি রোমানের মত আচরণ করেছেন আপনি। আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলো বটে, তারপরও দেবতাদের কাছে আমি প্রার্থনা করছি—তাঁরা যেন আপনাকে এই ন্যায়পরায়ণতা এবং নিখাদ ভালবাসার প্রতিদান দেন। আর কিছু বলবার নেই আমার, বিদায়।'

চলে গেল স্যাচারিয়াস।

দুদিন পর আরেকজন দর্শনার্থী এল মারকাসের সঙ্গে দেখা করতে। স্টেফানাস এসে জানাল, সেপ্টিমাস নামে একজন দেখা করতে চায় ওর সঙ্গে। নামটা অপরিচিত, তবে আপত্তি করল না মারকাস। একাকীত্বে ভুগছে ও, নতুন একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে খারাপ লাগবে না... সে যে-ই হোক না কেন!

অনুমতি পেয়ে একটু পরেই আলখাল্লা পরা একজন বয়স্ক মানুষকে নিয়ে এল স্টেফানাস। তীক্ষ্ণ চোখে মানুষটাকে দেখল মারকাস, তারপর একটা টুল দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'বসুন। কী কাজে এসেছেন, জানতে পারি?'

'আমার কাজ বিপন্ন মানুষকে সাহস জোগানো, প্রভু মারকাস!' পরিশীলিত কণ্ঠে বললেন অতিথি।

'তা হলে একেবারে ঠিক জায়গায় এসেছেন,' মলিন হাসি হেসে বলল মারকাস। 'এই ঘর হলো অনন্ত-বিপদের ঘর... আর আমি এর অধিবাসী।'

'সবই জানি আমি, সেজন্যেই এসেছি।'

চকিতে একটা চিন্তা খেলা করে গেল মারকাসের মাথায়। নিশ্চিত হবার জন্য বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনি কি খ্রিস্টান? ভয়ের কিছু নেই, নির্ভাবনায় বলতে পারেন। আমি

www.BanglaBook.org

কারও ক্ষতি করতে চাই না, করবার মত অবস্থাতেও নেই অবশ্য।'

'প্রিয় মারকাস, আমি কোনও মানুষকে ভয় করি না,' জবাব দিলেন অতিথি। 'তা ছাড়া সিজার নিরোর দিন চলে গেছে, এখন ভেসপাসিয়ানের রাজত্ব—তিনি খ্রিস্টানদের বিরক্ত করেন না। তাই সত্যিকার পরিচয়টাই দেব আপনাকে। আমার নাম সিরিল, রোমের খ্রিস্টানদের বিশপ আমি, এখানে এসেছি আপনাকে আমাদের পুণ্যধর্মে দীক্ষা দিতে।'

'এই দীক্ষা পেতে কত দিতে হবে আপনাকে?'

বিশপের চেহারায় রক্ত জমল। আহত গলায় বললেন, 'দেখুন, যদি পছন্দ না হয়, তা হলে তাড়িয়ে দিন আমাকে। কিন্তু দয়া করে অপমান করবেন না। ঈশ্বরের বাণী আমি টাকার বিনিময়ে বিক্রি করি না।'

সিরিলের আচরণে মুগ্ধ হলো মারকাস। তাড়াতাড়ি বলল, 'ক্ষমা করুন আমাকে, আসলে সারাজীবন পুরোহিত আর ধর্মযাজকদের টাকা নিতে দেখেছি তো! খ্রিস্টানদেরও একই রকম ভেবেছিলাম। খুব ভুল হয়েছে দেখছি। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।'

'ঠিক আছে, আপনাকে ক্ষমা করলাম।'

'এখন তা হলে বলুন, আমার খবর আপনি কার কাছে পেয়েছেন?'

'এমন একজনের কাছে, যাকে আপনি সারাজীবনের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে বন্দি করেছেন,' অর্থপূর্ণ গলায় বললেন সিরিল।

মারকাসের চোখে বিস্ময় ফুটল। 'তার মানে... তার মানে...' উত্তেজনায় কথা আটকে যাচ্ছে ওর।

'ঠিক ধরেছেন,' হাসলেন সিরিল। 'আমি মিরিয়ামের কথাই বলছি। ও এখন আমার আশ্রয়ে রয়েছে... নিরাপদে। আর কিছু জানতে চাইবেন না দয়া করে, কারণ আপনার পেট থেকে সমস্ত

www.BanglaBook.org

তথ্য বের করে নেয়া হতে পারে... অত্যাচারের মাধ্যমে। সেটা হতে দেয়া যায় না, আমি আর আমার সহকর্মীরা ওকে আমৃত্যু রক্ষা করবার শপথ নিয়েছি।'

ধন্যবাদ দিতে শুরু করল মারকাস।

'ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই,' বিনয়ের সুরে বললেন সিরিল। 'কাজটা আমি শুধু দায়িত্ববোধের জন্য নয়, মনের আনন্দের জন্যেও করি।'

'বন্ধু সিরিল,' সিরিয়াস গলায় বলল মারকাস। 'মিরিয়াম মস্ত বিপদে আছে। ওকে খুঁজে বের করবার জন্য পাগল হয়ে গেছে ডমিশিয়ান। আপনারা বেশিদিন ওকে লুকিয়ে রাখতে পারবেন না। রোম ছেড়ে পালাতে হবে ওকে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি টায়ারে পাঠিয়ে দিতে পারেন। ওখানে ওর বন্ধু-বান্ধবের অভাব হবে না, ডমিশিয়ানের সরাসরি কোনও ক্ষমতাও নেই ওখানে, শয়তানটার পক্ষে সম্ভব হবে না টায়ারে কিছু করা।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন সিরিল। 'ব্যাপারটা আমিও ভেবেছি, কিন্তু সেটা এক কথায় অসম্ভব। রোমের আশপাশের সমস্ত বন্দরে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে—বহির্গামী সব জাহাজের যাত্রীদের তল্লাশি নিতে হবে। মুক্তা-কুমারীর সঙ্গে বর্ণনা মেলে, এমন সব মেয়েকে আটক করতে হবে ডমিশিয়ানের পরিদর্শনের জন্য। বুঝতেই পারছেন, রাজকীয় আদেশ—কেউ এর অন্যথা করবে না।'

'কোনও উপায়ই কি নেই?'

'আছে একটা, তবে সেটা কাজে পরিণত করবার মত যথেষ্ট টাকা আমাদের... মানে গরীব খ্রিস্টানদের কাছে নেই।'

'বুদ্ধিটা বলুনই না আগে! টাকা-পয়সার কথা পরে ভাবা যাবে।'

'একটা জাহাজ কিনে ফেলতে হবে, সেটায় রাতের অন্ধকারে তুলতে হবে মিরিয়ামকে। ও, কিংবা ওর মত কোনও মেয়ে

www.BanglaBook.org

জাহাজে যে আছে—এটাই বলা হবে না বন্দরের কর্মকর্তাদের। তা হলে আর তল্লাশি করবে না ওরা। জাহাজের নাবিক সব আমাদের নিজস্ব হতে হবে, যাতে আসল কথা কিছুতেই ফাঁস না হয়।'

একটু ভাবল মারকাস। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'জাহাজ আর লোক জোগাড় করতে পারবেন? টাকার ব্যবস্থা আমি করে দেব। বাড়িতে এখনও কিছু স্বর্ণমুদ্রা রয়ে গেছে আমার, তা ছাড়া জমিজমা থেকে অগ্রিম খাজনাও জোগাড় করতে পারব।'

'আমি খোঁজ নেব,' কথা দিলেন সিরিল।

'খুব খুশি হলাম,' মারকাস বলল। 'এখন তা হলে আপনাদের ঈশ্বরের কথা শোনান আমাকে... যদি হাতে সময় থাকে আর কী!'

'ঈশ্বরের কথা শোনাবার জন্য সময়ের কোনও অভাব নেই আমার,' সিরিল বললেন।

সূর্যাস্ত পর্যন্ত মারকাসকে দীক্ষা দিলেন সিরিল, এরপর ওঁর যাবার সময় হলো। কয়েদখানার ফটক রাতের মত বন্ধ হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে।

'আবার আসবেন,' বিশপের হাত চেপে ধরে বলল মারকাস। 'আমি আরও শুনব।'

'মিরিয়ামের কথা, নাকি ঈশ্বরের?'

'দুটোই।'

চার দিন পর ফিরলেন সিরিল। এ ক'টা দিন খুব উৎকণ্ঠায় কাটাল মারকাস, খাঁচায় পোরা সিংহের মত ছটফট করল। ইতোমধ্যে খবর এসেছে, স্যাচারিয়াসের ধারণাই ঠিক—সিজার ওর ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত দিতে রাজি হননি। টাইটাস ফিরে এলে বিষয়টার ফয়সালা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

যা হোক, বিশপের আগমনে কিছুটা শান্তি পেল ও। মিরিয়াম ভাল আছে, ওকে শুভ কামনা জানিয়েছে। সিরিল জানালেন,

www.BanglaBook.org

হেকটর নামে একজন গ্রিক নাবিকের সন্ধান পেয়েছেন তিনি—লোকটা খ্রিস্টান, দক্ষ সারেং, জাহাজ নিয়ে সিরীয় উপকূলে যেতে রাজি আছে। বেশ কিছু খ্রিস্টান ও ইহুদি খালাসী-ও জোগাড় করেছেন তিনি—সবাইকে বিশ্বাস করা যায়। এ ছাড়া গ্যালাস আর জুলিয়াও বাড়ি-ঘর বিক্রি করে পাড়ি জমাতে চায় টায়ারে... ওই একই জাহাজে। রোমে কোনও পিছুটান নেই ওদের, মিরিয়ামকে কন্যা বলে মেনেছে, তাই ওর সঙ্গে কাটাতে চায় বাকি জীবন। বিশ্বস্ত লোকজনের তাই অভাব থাকছে না। কেনার মত কয়েকটা জাহাজ পাওয়া গেছে বলে জানালেন বিশপ, এর মধ্যে *লুনা* নামে একটি ছোট জাহাজ পছন্দ হয়েছে তাঁর—ওটা দ্রুতগামী, একেবারে নতুনের মত। জাহাজটার দাম জানতে চাইল মারিকাস, বললেন সিরিল।

তৎক্ষণাৎ স্টেফানাসকে ডাকল মারকাস। কী পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে হবে, সেটা জানিয়ে পাঠিয়ে দিল কয়েদখানা থেকে। যতদিন না টাকাটা জোগাড় হয়, ততদিন ফিরবে না ও। জোগাড় হয়ে গেলে সেপ্টিমাসের কারখানায় গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

কাজের কথা শেষে এবার খ্রিস্টধর্মের দীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মারকাস আর বিশপ সিরিল।

এভাবেই কেটে যেতে থাকল সময়। সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার আসেন সিরিল—মারকাসকে মিরিয়ামের খবরাখবর দেন, একই সঙ্গে শোনান যিশুখ্রিস্ট আর ঈশ্বরের বাণী। আস্তে আস্তে টাকার জোগাড় হতেই *লুনা* জাহাজটা কিনে ফেলা হলো, সেটায় নাবিক আর খালাসীদেরও তুলে নেয়া হলো। বিভিন্ন বন্দর থেকে প্রচুর ব্যবসা-পণ্য কিনতে শুরু করল হেক্টর, যাতে বাণিজ্যে যাবার চাতুরি-টা নিখুঁত হয়। প্রস্তুতিটা নিখুঁত হলো, রোমানরা কেউ কিছু সন্দেহ করল না। এই মহাযজ্ঞের খরচ কোত্থেকে আসছে, তা অবশ্য মিরিয়ামও জানল না, কারণ

www.BanglaBook.org

মারকাস ব্যাপারটা ওর কাছ থেকে গোপন রাখবার নির্দেশ দিয়েছে সিরিলকে। নেহুশতা অবশ্য কিছুটা অনুমান করল, তবে কী কারণে যেন ছোট মালকিনের সামনে মুখ বন্ধ রাখল সে।

দু'মাস পেরুল। টাইটাস এখনও ফেরেনি, মারকাস যথারীতি কয়েদখানায় পচছে। একদিন সিরিল এসে জানাল, সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে, টায়ারের উদ্দেশে রওনা দেয়ার জন্য *লুনা* সম্পূর্ণ তৈরি, ওস্টিয়া বন্দরে অপেক্ষা করছে। লোকজন আর মালামাল... সব তুলে ফেলা হয়েছে জাহাজে, বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে গ্যালাস দম্পতিও উঠে পড়েছে ওটায়। বাকি রয়েছে শুধু মিরিয়াম। ভাল আবহাওয়া দেখে রওনা হবার দিনক্ষণ ঠিক হলেই ওকে গোপনে তুলে ফেলা হবে জাহাজে।

মারকাস এখন মনে-প্রাণে খ্রিস্টান, কিন্তু সিরিলের হাজারো অনুরোধেও ধর্মান্তরিত হতে রাজি হয়নি। ও চায় না, মিরিয়ামের মনে হোক—ধর্মবিশ্বাসের এই পরিবর্তন স্রেফ প্রেমিকাকে কাছে পাবার একটা হাতিয়ার মাত্র। সিরিল যেদিন শেষবারের মত মিরিয়ামের বিদায়-বার্তা নিয়ে এল, তখনও ও মত পাল্টাল না।

খুব ছোট্ট একটা বার্তা দিয়েছে মিরিয়াম। বলেছে, 'প্রিয় মারকাস, আমি চলে যাচ্ছি। আর কোনোদিন আমাদের দেখা হবে কি না জানি না। হয়তো দেখা না হওয়াটাই ভাল, কারণ আমাদের মধ্যে কোনোদিন মিলন হওয়া সম্ভব নয়। তারপরও এটুকু জেনো, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি তোমাকেই ভালবাসব, তোমারই থাকব। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা রইল, তিনি যেন তোমাকে আমার কারণে সৃষ্ট বিপদ থেকে রক্ষা করেন। আমায় তুমি ক্ষমা করে দিয়ো।'

পাল্টা বার্তা পাঠাল মারকাস। সিরিলকে বলল, 'ওকে বলবেন, আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ওর কাছে, আমাকে এভাবে ভালবাসার জন্য। ভালবেসে আমি শুধু দুঃখ-দুর্দশা পেয়েছি. কিন্তু প্রার্থনা করি—ওকে যেন সেসবের কিছু স্পর্শ না করে।

www.BanglaBook.org

ভালবাসার প্রতিদানে ভালবাসাই দেব আমি... যদি বেঁচে থাকি, টায়ারে গিয়ে দেব সেই প্রতিদান। আর যদি মারা যাই... তা হলে যেন ও না ভোলে আমাকে। অন্তত মাঝে-মধ্যে স্মরণ করে... এই মাটির পৃথিবীতে একজন মানুষ সবকিছুর চাইতে বেশি ভালবাসত ওকে। সেই মানুষটি হচ্ছি আমি... মারকাস।'

আটাশ

মাটির প্রদীপ

দীর্ঘদিন ধরে ব্যর্থ অনুসন্ধান চালাতে চালাতে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছে প্রিন্স ডমিশিয়ান, গা-ছাড়া ভাব এসে পড়েছে তার মধ্যে। কিন্তু ক্যালেব তার ব্যতিক্রম। অসীম ধৈর্য নিয়ে ও মিরিয়ামকে খুঁজেই চলেছে। গ্যালাস দম্পতির উপর সবচেয়ে বেশি নজর দিয়েছে ক্যালেব, পুরো রোমে এরাই মিরিয়ামের একমাত্র বন্ধু, তাই আশ্রয় নিতে হলে এদের কাছেই আসবে ও—এই ভেবে। চিন্তাধারা ঠিক ছিল ক্যালেবের, কিন্তু নজর দেয়ার কাজটা দেরিতে শুরু করায় ব্যর্থ হতে হয়েছে ওকে, যদিও সেটা আজও জানে না ক্যালেব। দিনের পর দিন ওদের বাড়ির উপর গোপনে নজরদারি করেছে ও—কখনও নিজে, কখনও ভাড়া করা লোকের মাধ্যমে। বলা বাহুল্য, ওখানে মিরিয়ামের আনাগোনার কোনও চিহ্ন দেখতে পায়নি। জুলিয়ার সঙ্গে মিরিয়ামের দেখা হয় সান্ধ্যকালীন প্রার্থনায়, কিন্তু সেখানে কোনোদিন যায়নি ও। সেটা ওর দ্বিতীয় ভুল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গ্যালাস আর জুলিয়াকে বাড়ি-ঘর বিক্রি করতে দেখে কিছুটা সন্দিহান হয়ে উঠেছিল ক্যালেব, দম্পতিকে অনুসরণ করে ওস্টিয়া বন্দর পর্যন্ত গেছে... *লুনা* জাহাজ সম্পর্কেও জেনেছে, কিন্তু জানতে পারেনি আসল ব্যাপারটাই—ওই জাহাজে করে মিরিয়াম যে রোম ছাড়ার পরিকল্পনা করেছে, সেই খবর। শেষ পর্যন্ত দুত্তোর বলে গ্যালাস দম্পতিকে ছেড়ে রোমে ফিরে এল ও—তৃতীয় ভুলটা করল।

অবশ্য এতসব ভুলের পরও এক সময়ে অনুসন্ধানে সফল হলো ক্যালেব, তবে সেটা ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা সুচারু পরিকল্পনার ফলে নয়, স্রেফ ভাগ্যের জোরে। হয়তো ওর অধ্যবসায়ে খুশি হয়েই প্রতিদান দিলেন বিধাতা। ঘটনাটা খুলেই বলা যাক।

বাসার জন্য প্রদীপ কিনতে দোকানে গিয়েছিল ও, ছাদ থেকে ঝোলানো অদ্ভুত ডিজাইনের একটা প্রদীপ নজর কাড়ল—ভিত্তিটা নৈসর্গিক দৃশ্যের আকারে করা হয়েছে। গাছপালার সারি রয়েছে ওখানে, সব গিয়ে মিশেছে একটা জলাশয়ে... শূন্য ওই খাদটায় তেল থাকবে, সলতে ধরালে মনে হবে যেন একটা বনভূমিতে আগুন লেগেছে। কৌতূহলী হয়ে দোকানদারকে জিনিসটা নামাতে বলল ও। হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল।

গাছগুলো চেনা চেনা লাগল ক্যালেবের কাছে, জায়গাটাও। হঠাৎ ছোট্ট একটা পাথরের আকৃতি দেখে চমকে উঠল ও। আর কোনও সন্দেহ নেই—এ তো এসেনি গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর কিনারের দৃশ্য! ছোটবেলায় ওই পাথরটায় বসে কত না সন্ধ্যা কাটিয়েছে ও আর মিরিয়াম, মাছ ধরেছে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল ক্যালেব, মনে মনে স্মৃতিচারণ করল। তারপর চোখ তুলে তাকাল দোকানির দিকে।

'প্রদীপটা আমি নেব, খুব পছন্দ হয়েছে,' বলল ও। 'এটা কে বানিয়েছে, বলতে পারো?'

মাথা নাড়ল দোকানদার। 'জী না, জনাব। এগুলো আসে

www.BanglaBook.org

সেপ্টিমাসের কারখানা থেকে। ওখানে প্রচুর শ্রমিক কাজ করে, তাদের মধ্যে কে কোন্‌টা বানিয়েছে, কে বলতে পারে?'

'এটা যেন-তেন কাজ নয়, একজন শিল্পীর হাতের কাজ,' ক্যালেব বলল। 'সবার পক্ষে এ-জিনিস বানানো সম্ভব না।'

'আমি এতকিছু বুঝি না,' দোকানদার বলল। 'আমি শুধু টাকা চিনি। জিনিসটা পছন্দ হয়েছে তো? দাম দিন। কারিগরের খোঁজ নিতে হলে সেপ্টিমাসের কাছে যান।'

কী আর করা, প্রদীপের দাম চুকিয়ে বেরিয়ে এল ক্যালেব। সেপ্টিমাসের কারখানা খুঁজে বের করল। তবে ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কারখানার সামনে গিয়ে দেখল—ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে ওটা।

একটা মেয়ে তালা লাগাচ্ছিল সামনের দরজায়, ক্যালেবের সম্ভ্রান্ত পোশাক-আশাক দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল। জানতে চাইল, কোনও সাহায্য দরকার কি না।

হাতের প্রদীপটা ওকে দেখাল ক্যালেব। বলল, 'একটু সমস্যায় পড়ে গেছি। এই প্রদীপের কারিগরকে আমার দরকার, আরও বেশ কিছু প্রদীপের ফরমায়েশ দেব। কিন্তু কারখানা তো দেখছি বন্ধ হয়ে গেছে...'

'আগামীকাল আসতে পারেন না?'

'না। আজ রাতেই রোম ছেড়ে একটা বিশেষ কাজে যেতে হচ্ছে আমাকে, কবে ফিরব ঠিক নেই।'

একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল মেয়েটি। আগন্তুককে দেখে বেশ ধনী বলে মনে হচ্ছে, অর্ডার-ও নিশ্চয়ই বড়-সড়ই দেবে। একে ফিরিয়ে দেয়া ঠিক হবে কি না ভাবছে। শেষ পর্যন্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলল সে। বলল, 'ঠিক আছে, নিয়ম নেই যদিও, তারপরও আমি আপনাকে ওই কারিগরের থাকার জায়গা দেখিয়ে দেব। ওখানে গিয়ে কথা বলতে পারেন ওর সঙ্গে। কিন্তু... আপনি আবার কোনও ঝামেলা করতে আসেননি তো?'

www.BanglaBook.org

'না, না! কী যে বলো!'

'ঠিক আছে, তা হলে আসুন আমার সঙ্গে।'

অলি-গলি পেরিয়ে একটা ভাঙাচোরা বাড়ির সামনে ক্যালেবকে নিয়ে গেল মেয়েটা। সিঁড়ি দেখিয়ে বলল, 'সোজা ছাদে চলে যান। চিলেকোঠায় থাকে ও।'

ধন্যবাদ জানিয়ে মেয়েটার হাতে দুটো স্বর্ণমুদ্রা গুঁজে দিল ক্যালেব। বিদায় দিল। তারপর সিঁড়ি ধরে উঠতে শুরু করল ছাদে। একটু পরেই চিলেকোঠার দরজার পাশে পৌঁছে গেল ও, ওপাশে আলো জ্বলছে, মানুষের কণ্ঠ ভেসে আসছে। মেঝেতে শুয়ে পড়ল ক্যালেব, দরজার পাল্লা আর চৌকাঠের মাঝখানের ফাঁকা দিয়ে উঁকি দিল ভিতরে।

দম আটকে এল ওর—মিরিয়ামকে দেখতে পাচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছে চুলার পাশে, ওখানে একটা টুলে বসে রাতের খাবার রান্না করছে নেহুশতা। কথা বলছে দুজনে।

'ভাবো...' মিরিয়াম বলল, 'ভাবো নোউ, এই অভিশপ্ত শহর আর নোংরা কারখানায় এটাই আমাদের শেষ রাত! কাল থেকে খোলা সাগর আর নোনা বাতাসে থাকব আমরা। *লুনা!* কী সুন্দর একটা নাম, তাই না? জাহাজটা আমি কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি...'

'আস্তে কথা বলুন, ছোট মালকিন,' চাপা স্বরে বলল নেহুশতা। 'কে না কে শুনে ফেলে, কোনও ঠিক আছে? সিঁড়িতে যেন কীসের আওয়াজ শুনলাম...'

'নিশ্চয়ই ইঁদুর। এখানে তো কেউ আসে না। বাদ দাও ওসব। আমার খুব ভাল লাগছে। যদি মারকাসের জন্য চিন্তা না হত, তা হলে হয়তো মন খুলে হাসতেও পারতাম।'

আর অপেক্ষা করার মানে হয় না, দরজা ঠেলে চিলেকোঠায় ঢুকে পড়ল ক্যালেব, ওদেরকে চমকে দিয়ে। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'কেমন আছ, মিরিয়াম? নেহুশতা! তুমিও আছ দেখি! কী

www.BanglaBook.org

কপাল! কে ভেবেছিল, এমন একটা জায়গায় আবার দেখা হয়ে যাবে আমাদের!'

মিরিয়ামের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ভয়ার্ত গলায় বলল, 'ক্যালেব! তুমি এখানে কী করছ?'

'কৌতূহল মেটাতে এসেছি,' হাসল ক্যালেব। হাতের প্রদীপটা উঁচু করে দেখাল। 'এটা আমাকে পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দিল। কাজটা কার, তা না জানা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল নেহুশতা। রাগী গলায় বলল, 'ভণিতা ছাড়ো, শয়তানের দূত কোথাকার! তুমি এসেছ ছোট মালকিনকে আবার সেই অসম্মান আর লজ্জার জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।'

'আমাকে আজে-বাজে কথা বলা উচিত হচ্ছে না তোমার, নেহুশতা,' শান্ত গলায় বলল ক্যালেব। 'যদি শয়তানের দূত-ই হতাম, তা হলে কি টায়ারে তোমাদের উদ্ধার করতাম আমি? জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিকানরের তোরণে মিরিয়ামকে খাবার পৌঁছে দিতাম? ভুল করছ তোমরা, আমি আসলে ওকে ডমিশিয়ানের হাত থেকে বাঁচাতে এসেছি।'

'ওসব গালগল্প অন্য কোথাও গিয়ে ঝাড়ো,' বলল নেহুশতা। 'আমরা সব খবরই পাই। তোমার বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে বাকি নেই আমাদের—ছোট মালকিনকে পাবার জন্য ডমিশিয়ানের সঙ্গে চুক্তি করেছিলে, তাই না? মারকাসকেও মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়ে ফাঁসিয়ে দিয়েছ, ওকে সবার সামনে কাপুরুষ প্রমাণিত করেছ। তোমার ভিতরে আসলে বিবেক-সম্মান... কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই, ক্যালেব। তা বুঝে গেছি আমরা।'

লিবিয়ান দাসীর অগ্নিমূর্তির সামনে কুঁকড়ে গেল ক্যালেব। নরম গলায় বলল, 'শান্ত হও। আমি পাপ করেছি ঠিকই, কিন্তু সে শুধু ভালবাসার জন্যে...'

'না, ক্যালেব। এসব তুমি করেছ ঘৃণার জন্যে!'

'কেন...' আকুল গলায় বলল মিরিয়াম। 'কেন তুমি এসব

www.BanglaBook.org

করেছ, ক্যালেব? বলছ, তুমি আমায় ভালবাসো, তা হলে এমন আচরণ কেন করেছ? এমন জঘন্য কাজ যে করতে পারে, তাকে কি ভালবাসা যায়? আমার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে লাভ কী, যখন আমার হৃদয়জুড়ে অন্য কেউ বসে আছে? তা ছাড়া আমি তো তোমাকে বিয়েও করতাম না, তা হলে কী হিসেবে রাখতে আমাকে—রক্ষিতা, না নর্তকী হিসেবে? ছেলেবেলার খেলার সাথীকে দাসী বানাতে তুমি?'

জবাব দিল না ক্যালেব।

'করুণা করো আমাকে,' মিনতি করল মিরিয়াম, 'যেতে দাও!'

'লুনা জাহাজে?' থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল ক্যালেব।

বুঝতে পারল মিরিয়াম, অস্বীকার করে লাভ নেই। আড়ি পেতে সবই শুনেছে ক্যালেব। তাই বলল, 'হ্যাঁ, লুনা জাহাজেই বটে। হয়তো সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতা আর মুক্তির স্বাদ পাব এবার। বাধা দিয়ো না। দেখো, বহুদিন আগে তুমিই প্রতিজ্ঞা করেছিলে—কোনোদিন আমার উপরে জোর খাটাবে না। আজ সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে চাও?'

'আমি এ-ও প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, দ্বিতীয় কোনও পুরুষকে আমাদের মাঝে আসতে দেব না,' শীতল কণ্ঠে বলল ক্যালেব। 'সেটাও তো ভাঙতে পারি না। স্বেচ্ছায় নিজেকে আমার হাতে তুলে দাও তুমি, তা হলে মারকাস বাঁচবে। যদি প্রত্যাখ্যান করো, ভয়ঙ্কর মৃত্যু হবে ওর। নিজেই ঠিক করো—আমাকে, না মারকাসের মৃত্যুকে বেছে নিতে চাও।'

'কাপুরুষের মত আমার উপর এমন একটা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চাইছ?'

'যা-খুশি বলো,' ক্যালেব নির্বিকার। 'কিন্তু এখুনি জবাব দিতে হবে তোমাকে।'

একটু সময় চুপ করে থাকল মিরিয়াম, নীরবে দুহাত একত্র করে প্রার্থনা করল, তারপর চোখ তুলে তাকাল ক্যালেবের দিকে।

www.BanglaBook.org

বলল, 'সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমি—তোমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছি। যা খুশি করো গে, মারকাসের ভাগ্য তোমার-আমার কিংবা ডমিশিয়ানের হাতে নয়। ওটা ঈশ্বরের হাতে। তিনি যদি চান, মরবে ও, নয়তো হাজার চেষ্টা করেও ওর গায়ে ফুলের টোকা পর্যন্ত দিতে পারবে না কেউ। কিন্তু আমার সম্মান আমাকেই বাঁচাতে হবে, মারকাসও চাইবে না ওর নিরাপত্তা আমি তোমার দেয়া ওই কঠিন মূল্যের বিনিময়ে কিনি।'

'এই-ই তোমার শেষ কথা?' রাগী গলায় জিজ্ঞেস করল ক্যালেব।

'হ্যাঁ। ছলচাতুরি আর মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে মারকাসের মত মহান মানুষকে হত্যা করতে পারো, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে কোনও সমঝোতায় যাব না।'

'বেশ, তা হলে আমাকেও দেখছি জোর খাটাতে হবে। লুনা জাহাজে তোমাকে যেতে দেব না আমি!'

ধপ্ করে বিছানায় বসে পড়ল মিরিয়াম, দুহাতে মুখ ঢাকল—ডুকরে ডুকরে কাঁদছে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে। দৃশ্যটা দেখে কী ঘটে গেল ক্যালেবের ভিতরে, জীবনে এই প্রথম নিজেকে বিচার করতে শুরু করল। কীসে পরিণত হয়েছে, সেটা বুঝতে পেরে মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হলো ওর, কিন্তু পারল না, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মেঝেতে।

'আ... আমাকে ক্ষমা করে দাও, মিরিয়াম!' ভারী গলায় বলল ও।

বিস্মিত দৃষ্টিতে মুখ তুলে তাকাল মিরিয়াম, নেহুশতাও ক্যালেবের এই পরিবর্তন দেখে ভুরু কুঁচকে ফেলেছে।

ওদের দিকে পালা করে তাকাল ক্যালেব। বলল, 'সত্যি, বড্ড অন্যায় করেছি আমি তোমার আর মারকাসের সঙ্গে। এই পাপের বোঝা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। তোমার ভালবাসা না পাই, অন্তত ঘৃণাটুকু যেন না-পেতে হয়—সেটাই চাই এখন।

www.BanglaBook.org

একটা সুযোগ দাও আমাকে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। কথা দিচ্ছি, আর কোনোদিন তোমাকে বিরক্ত করব না, মারকাসকেও মুক্ত করে তোমার কাছে টায়ারে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করব। আমাকে শুধু ক্ষমা করে দাও। দয়া করো, ঘৃণা কোরো না আমাকে।'

কিছু বলল না মিরিয়াম। নীরবে কাঁদতে থাকল।

'তা হলে বিদায়,' বলে উঠে দাঁড়াল ক্যালেব। দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে উল্টো ঘুরে বেরিয়ে যেতে থাকল।

দুই লাফে তার পিছনে পৌঁছে গেল নেহুশতা, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল মাটিতে। কোমরের কাছ থেকে একটা ছুরি বের করে ক্যালেবের পিঠে বিঁধিয়ে দিতে গেল।

'না, নোউ... না-আ!' চেঁচিয়ে উঠল মিরিয়াম। 'খবরদার, ও-কাজ কোরো না। তা হলে তোমাকে কোনোদিন ক্ষমা করব না আমি!'

থেমে গেল নেহুশতা। মিরিয়ামের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি ভুল করছেন, ছোট মালকিন। এই দু'মুখো সাপকে বিশ্বাস করা যায় না। এখন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে, কিন্তু একটু পরেই দেখবেন ডমিশিয়ানের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ফিরে এসেছে। তা হতে দেয়া যায় না।'

'আনলে আনুক,' মিরিয়াম বলল। 'তাও ওকে মারতে পারবে না তুমি। ও আমার বন্ধু!'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল নেহুশতা, ক্যালেবকে ছেড়ে দিল।

সোজা হয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে মিরিয়ামের দিকে তাকাল ক্যালেব। 'তু... তুমি এখনও আমাকে বন্ধু ভাবো?'

'হ্যাঁ, ক্যালেব,' মিরিয়াম ভেজা গলায় বলল। 'সবকিছুর পরও তুমি আমার বন্ধু। তোমাকে আমি ঘৃণা করি না। করবও না কোনোদিন।'

www.BanglaBook.org

উঠে দাঁড়াল ক্যালেব। 'তোমার এই বন্ধুত্বের মর্যাদা আমি জীবন দিয়ে হলেও রাখব, মিরিয়াম। তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ।'

এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে মিরিয়ামের হাতের উল্টোপিঠে চুমু খেল ও। মিরিয়াম ওকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাধা দিয়ে বলল, 'থাক, আমাকে আর লোভী করে তুলো না। ভাল থেকো। নিশ্চিন্ত মনে জাহাজে চড়তে পারো তুমি, মিরিয়াম। আমি খেয়াল রাখব, কোথাও যেন কোনও সমস্যা না হয়।'

চলে গেল ব্যর্থ প্রেমিক। শেষবারের মত।

কথা রাখল ক্যালেব। মিরিয়ামের খবর ফাঁস করল না ডমিশিয়ানের কাছে। ফলে পরদিন রাতে গ্রিক ক্যাপ্টেন হেকটরের নেতৃত্বে নিরাপদে ওস্টিয়া বন্দর ছাড়তে পারল *লুনা*... মিরিয়াম, নেহুশতা, গ্যালাস আর জুলিয়াকে নিয়ে।

ওরা চলে যাবার এক সপ্তাহ পরেই রোমে ফিরে এল টাইটাস, মারকাসের বিষয়টা তার কানে তোলা হলো কিছুদিন কেটে যাবার পর। সঙ্গত কারণে বন্দির সঙ্গে দেখা করল না সেনাপতি, তবে শান্তভাবে পুরো ঘটনা শুনল। এবার অবশ্য ক্যালেবের প্ররোচনায় মারকাসের পক্ষে বেশ কিছু লোক দাঁড়িয়ে গেল, ফলে একপেশে প্রমাণ দেখতে হলো না টাইটাসকে, সমানভাবে দু'পক্ষের বক্তব্যই শুনতে পারল।

প্রথমেই আনন্দ প্রকাশ করল সেনাপতি—ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং দক্ষ সৈনিক মারকাস বেঁচে আছে বলে। কাপুরুষতার অভিযোগ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল সে, কারণ নিজ চোখে অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধানকে যুদ্ধ করতে দেখেছে টাইটাস, জানে ওর সমস্ত বীরত্বের কাহিনি। তা ছাড়া ক্যালেবও সাক্ষ্য দিতে এসে সত্যি ঘটনা শোনাল এবার—আত্মসমর্পণ না করা সত্ত্বেও কীভাবে মারকাস জ্যান্ত ধরা পড়েছে, সে-ঘটনা খুলে বলল। কাজেই

www.BanglaBook.org

দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ রইল না টাইটাসের মনে। কিন্তু এতকিছুর পরও আইন আইন-ই। মারকাস জীবিত ধরা পড়েছিল ইহুদিদের হাতে—এ সত্য অস্বীকারের উপায় নেই। ডমিশিয়ানের মান-সম্মান রক্ষার জন্য ওকে শাস্তিও দিতে বাধ্য টাইটাস, ভাইকে অপমান করে বাইরের একজন মানুষকে ক্ষমা করে দিলে রাজ-পরিবারে আগুন জ্বলে উঠবে।

উপায়ান্তর না দেখে শাস্তি ঘোষণা করল টাইটাস... তবে সেটা সবচেয়ে লঘুদণ্ড-টা। তিন বছরের জন্য রোমে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হলো মারকাসকে, পদচ্যুত করা হলো সামরিক বাহিনী থেকে। এই সময়ে শহরের মানুষের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখতে পারবে না ও, থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। ব্যাপারটা নিশ্চিত করবার জন্যে কয়েদখানা থেকে রাতের অন্ধকারে ছাড়া পাবে ও, যাতে কারও সঙ্গে দেখা না হয়। অল্প একটু সময় দেয়া হবে শুধু নিজের বাড়িতে গিয়ে জিনিসপত্র গোছগাছ করতে, এরপর সেই রাতের আঁধারেই শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে।

ঘটনাক্রমে শাস্তির আদেশটা রাজপ্রাসাদ থেকে স্যাচারিয়াসই নিয়ে এল কয়েদখানায়। ফরমান হাতে হাজির হলো সে মারকাসের সামনে।

'আবার তুমি?' বিরক্ত চোখে তার দিকে তাকাল বন্দি ক্যাপ্টেন। 'এবার কোন্ দুঃসংবাদ শোনাতে এসেছ?'

'কীসের দুঃসংবাদ? আমি তো এসেছি সুখবর শোনাতে!' গালভরা হাসি দিয়ে বলল স্যাচারিয়াস। ফরমানটা বাড়িয়ে ধরল সে। 'নিজেই দেখুন। মাত্র তিন বছরের জন্য রোম থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে আপনাকে। সামরিক বাহিনীর পদ হারিয়েছেন বটে, কিন্তু সহায়-সম্পত্তি কিছুই বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। একেবারে অল্পের উপর দিয়ে পার পেয়ে গেছেন আপনি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফরমানটা পড়ে দেখল মারকাস। 'হুম, তা-ই তো দেখছি। কিন্তু এতে প্রিন্স ডমিশিয়ানের প্রতিক্রিয়া কী?'

'ভাল না। টাইটাস আপনাকে মুক্তি দিয়ে ওঁকে অপমান করেননি ঠিকই, কিন্তু মনঃপূত শাস্তিও তো দেননি।'

'তারমানে ডমিশিয়ান এখনও আমার শত্রু?'

'হ্যাঁ। আগের চেয়েও খেপে রয়েছেন তিনি। মুক্তা-কুমারীকে পাওয়া যায়নি কি না! তাঁর ধারণা, আপনিই ওকে লুকিয়ে রেখেছেন। আমার পরামর্শ হলো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোম ছেড়ে চলে যান আপনি। নইলে ডমিশিয়ানের রোষের শিকার হবেন।'

'তা আমি এমনিতেও যাব। মান-সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে আমার, এই হতচ্ছাড়া শহরে এমনিতেও থাকবার ইচ্ছে নেই। আর হ্যাঁ, তোমার মনিবকে জানিয়ে দিতে পারো—ওঁর কাঙ্ক্ষিত মুক্তা-কুমারী এখন সাগর পাড়ি দিয়ে ওঁর কালো ছায়ার বাইরে চলে গেছে। এখন যাও, আমাকে একা থাকতে দাও।'

ভুরু কোঁচকাল স্যাচারিয়াস। 'যাব? আপনার জন্য এতকিছু করলাম, কোনও পুরস্কার-টুরস্কার দেবেন না?'

'ডমিশিয়ানের পা-চাটা কুত্তা, আমার জন্য তুমি কী করেছ না-করেছ, তা আমি খুব ভাল করেই জানি। ভাগো এখান থেকে! নইলে এমন পুরস্কার পাবে, যা তুমি আশা করোনি!'

ধমক খেয়ে মারকাসের কামরা থেকে বেরিয়ে এল স্যাচারিয়াস। বিড় বিড় করে বলল, 'আমাকে কুত্তা বলল? ঠিক আছে, তা হলে আমিও দেখিয়ে দেব—কুকুর খেপে গেলে কী করতে পারে!'

কয়েদখানা থেকে প্রাসাদে ফেরার পথে ডিমিট্রিয়াসের দোকানের সামনে থামল ধূর্ত স্যাচারিয়াস। ভাবল, মারকাসের কাছে তো কিছু পাওয়া গেল না, দেখা যাক—এই ইহুদি সওদাগরের ট্যাঁক থেকে কিছু খসানো যায় কি না।

www.BanglaBook.org

দোকানে কোনও কর্মচারী নেই, পিছনদিকে নিজের আসনে পাংশুমুখে বসে আছে ক্যালেব—চেহারায় বিষাদ। কী কারণে যেন মনটা খুব খারাপ ওর, স্যাচারিয়াসকে দায়সারা ভঙ্গিতে অভ্যর্থনা জানাল।

'খবর শুনেছেন নাকি?' বলে কাহিনি বয়ান করতে শুরু করল ডমিশিয়ানের প্রতিনিধি। ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে টাইটাস কী অন্যায় করেছে মারকাসকে লঘু শাস্তি দিয়ে, তা বর্ণনা করতে থাকল। ক্যালেবকে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করছে... ও যে বেশ কয়েকদিন আগেই বদলে গেছে, তা জানে না।

'...বুঝেছেন, কম তো করলাম না আমরা!' কাহিনি শেষে বলল স্যাচারিয়াস। 'তারপরেও টাইটাসের মাথায় যে কী ভূত সওয়ার হলো... ডমিশিয়ান খুব খেপে গেছেন। অবশ্য আমরা নিরাপদ, আমাদের চেষ্টার কথা জানা আছে তাঁর। মনে রাখবেন, ছোট রাজপুত্রের সুনজরে যে আছেন আপনি, রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার পরেও ক্ষমা পেয়েছেন... সব আমার কল্যাণে।'

'হ্যাঁ, মনে আছে,' নিচু গলায় বলল ক্যালেব। 'আপনি যথোপযুক্ত পুরস্কার পাবেন এর জন্যে।'

'ধন্যবাদ, বন্ধু!' হাত কচলাতে কচলাতে বলল স্যাচারিয়াস। 'আর হ্যাঁ, আপনার কপাল আবার ফিরতে পারে। মারকাস গর্দভটা আমাকে বলে দিয়েছে, মুক্তা-কুমারীকে সাগর পাড়ি দিয়ে কোথায় যেন পাচার করেছে সে। খবরটা এখুনি ডমিশিয়ানকে জানাব আমি, তদন্ত করে মেয়েটাকে খুঁজে বের করব। ওকে যদি পাওয়া যায়, তা হলে তো ন্যায়সঙ্গতভাবে আপনিই মালিক হয়ে যাবেন...'

'কেউই আর ওর মালিক হতে পারবে না, স্যাচারিয়াস,' ভাঙা গলায় বলল ক্যালেব। 'কারণ মুক্তা-কুমারী সাগরের ওপারে নয়, সাগরের তলায় চলে গেছে!'

www.BanglaBook.org

'মানে!' চমকে গেল স্যাচারিয়াস।

'আমি খবর পেয়েছি, মেয়েটা মাসখানেক আগে *লুনা* নামে একটা জাহাজে চেপে টায়ারের দিকে রওনা হয়েছিল। আজ সকালে *ইমপেরাট্রিক্স* নামে একটা জাহাজ এসে পৌঁছেছে রোমে, ওটার ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। রেগিয়ামের কাছাকাছি বিশাল এক ঝড়ের মধ্যে পড়েছিল ওরা, তখন দূরে একটা জাহাজকে ডুবে যেতে দেখেছে। ঝড়শেষে একজন নাবিককে মুমূর্ষু অবস্থায় সাগর থেকে উদ্ধার করে ওরা—সে জানায়, ডুবে যাওয়া জাহাজটার নাম ছিল *লুনা!*

'বলেন কী! নাবিকটাকে দেখেছেন আপনি?'

'না, উদ্ধার পাবার কিছুক্ষণ পরেই নাকি মারা গেছে সে। তবে *ইমপেরাট্রিক্স*-এর আরও কয়েকজন নাবিকের সঙ্গে কথা বলেছি আমি নিশ্চিত হবার জন্যে—সবাই একই গল্প শুনিয়েছে।'

'হায়!' কপাল চাপড়াল স্যাচারিয়াস। 'মুক্তা-কুমারী তা হলে আমাদের সবার নাগালের বাইরে চলে গেছে? আমাকে এক্ষুনি এ-খবর নিয়ে যেতে হবে ডমিশিয়ানের কাছে।'

'যান। আমারও এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।'

দোকান থেকে বেরিয়ে গেল স্যাচারিয়াস। ঘণ্টাখানেক পর বিরক্ত চোখে আবার তাকে ফিরতে দেখল ক্যালেব।

বিতৃষ্ণার সুরে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? আবার এলেন কেন?'

'খবর শোনাতে, বড়ই মজার খবর!' হাসিমুখে বলল স্যাচারিয়াস। 'আসলে আমার তেমন বন্ধু-বান্ধব নেই তো, তা ছাড়া খবরটা আপনি ছাড়া আর কেউ-ও ততটা উপভোগ করতে পারবে না। তাই ছুটে এসেছি।'

'কী হয়েছে, বলুন তো! ভাল কিছু, নাকি খারাপ?'

'দুটোই... দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অবশ্য। খারাপটা হচ্ছে মারকাসের জন্য, আর ভালটা ওকে যারা ঘৃণা করে... মানে

www.BanglaBook.org

আপনার-আমার জন্য।'

'এত ফেনাচ্ছেন কেন? সোজাসুজি বলতে পারছেন না?'

'শুনুন,' গলা খাদে নামিয়ে ফেলল স্যাচারিয়াস। 'মুক্তা-কুমারীর পালানো আর ডুবে মরার খবর শুনে খুব খেপে গেছেন ডমিশিয়ান, কোনোদিন তাঁকে এমন রাগতে দেখিনি আমি। টাইটাসকে গালাগাল করছেন, সিজারকে গালাগাল করছেন, গালাগাল করছেন আপনাকে-আমাকেও। কী যে হয়ে যেত, বলা যায় না, তাই বুদ্ধি করে ওঁর সমস্ত রাগ আমি সঠিক দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি। বুঝিয়ে দিয়েছি, সব নষ্টের মূল ওই মারকাস। ওর কারণেই মুক্তা-কুমারীকে চিরদিনের জন্য হারিয়েছেন প্রিন্স। অথচ দেখুন, মাত্র তিন বছরের বহিষ্কার ছাড়া এত বড় অপরাধের কোনও শাস্তিই পেতে হচ্ছে না তাকে। এটা তো ঠিক নয়! নিষ্ফল আক্রোশে গজরাচ্ছিলেন ডমিশিয়ান, শেষে প্রতিশোধ নেবেন বলে ঠিক করেছেন তিনি... কীভাবে, তা আমি জানতেও পেরেছি। বড়ই মজার একটা ব্যাপার!'

'কী করতে যাচ্ছেন প্রিন্স?' শঙ্কিত গলায় জানতে চাইল ক্যালেব।

চোরা-চোখে চারপাশে তাকাল স্যাচারিয়াস, কেউ আছে কি না। তারপর সামনে ঝুঁকে বলল, 'আজ সূর্য ডোবার পর কয়েদখানা থেকে মুক্তি পাবে মারকাস, বাড়িতে যাবে জিনিসপত্র গোছগাছ করে রোম ছাড়বার জন্য। তবে রোম নয়, দুনিয়াই ছাড়তে হবে ওকে। ও পৌঁছানোর আগেই প্রিন্সের কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক চলে যাবে ওখানে, মারকাসের চাকর আর বুড়ি দাসীকে বন্দি করে বাড়ির ভিতর ওঁত পেতে বসে থাকবে। যে-ই না মারকাস ভিতরে ঢুকবে...'

কথাটা আর শেষ করল না রাজপুত্রের প্রতিনিধি, ক্রূর হাসি হেসে বাকিটা বুঝিয়ে দিল।

'খুন করা হবে ওকে?' ক্যালেবের চেহারা থমথম করছে।

www.BanglaBook.org

'কেউ সন্দেহ করবে না ডমিশিয়ানকে?'

'কে- করবে? করলেই বা কী, একজন রাজপুত্রের দিকে আঙুল তোলার সাহস আছে কারও? তা ছাড়া মারকাস বিতর্কিত লোক, ওর অনেক শত্রু আছে। কাণ্ডটা কে ঘটিয়েছে, তা নিশ্চিত হবার তো উপায় নেই কোনও। তাই না?'

'হুম!' গম্ভীরভাবে মাথা দোলাল ক্যালেব।

'কী ব্যাপার, আপনি খুশি হননি? আপনার চিরশত্রু মান-সম্মান সব খুইয়েছে, এখন নিজের দোরগোড়ায় মারাও পড়বে... এরচেয়ে আনন্দের আর কী থাকতে পারে?'

'হয়তো নেই,' বলল ক্যালেব। 'কিন্তু এখনও তো ও মরেনি। ভাগ্য বড়ই বিচিত্র জিনিস, স্যাচারিয়াস। কখনও কখনও অবিশ্বাস্য সব ঘটনা ঘটায়, যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।'

'এখানে অন্য কিছু ঘটবার সম্ভাবনা নেই,' অবজ্ঞার সুরে বলল স্যাচারিয়াস। 'আজ রাতেই মারকাস মারা যাচ্ছে... আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।'

'তা হলে তো ভালই। কী ঘটে না-ঘটে, জানাবেন আমাকে।'

'অবশ্যই।'

স্যাচারিয়াসের হাতে কয়েকটা মুদ্রা গুঁজে দিয়ে বিদায় দিল ক্যালেব। তারপর নিজের টেবিলে বসে একটা চিঠি লিখল। লেখা শেষ হলে একজন কেরানিকে ডেকে পাঠাল ও, মুখবন্ধ খামটা তার হাতে তুলে দিয়ে নির্দেশ দিল—সূর্যাস্তের ঠিক দু'ঘণ্টা পর প্রাপকের কাছে পৌঁছুতে হবে ওটা।

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল কেরানি। ক্যালেবও বাড়ি ফিরল। নিজের ঘরে বসে নিচু স্বরে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করল ও, তারপর যখন সূর্য ডুবে গেল, গায়ে চাপাল গাঢ় রঙের একটা আলখাল্লা—ঠিক রোমান অফিসারদের মত।

ঘরের সবকিছুর দিকে ছলছল দৃষ্টিতে একবার চোখ বোলাল

www.BanglaBook.org

ক্যালেব। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ও।

উনত্রিশ

মারকাসের ধর্মান্তর

লুনা জাহাজের দুর্ভাগ্যের খবর শুধু ক্যালেব নয়, বিশপ সিরিলের কানেও এসেছে। রোমের খ্রিস্টানদের কাছে কোনও কিছুই অজানা থাকে না।

ক্যালেবের মত সিরিলও *ইমপেরাট্রিক্স*-এর নাবিকদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার সত্যতা যাচাই করলেন, তারপর ছুটে গেলেন টেম্পল অভ মারসের কয়েদখানায়, মারকাসকে খবরটা জানাতে। ফটক পেরুতে তেমন অসুবিধে হলো না, নিয়মিত আসা-যাওয়ার ফলে রক্ষীদের সবার কাছে মুখচেনা হয়ে গেছেন বিশপ। সরাসরি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো মারকাসের কামরায়।

প্রাক্তন ক্যাপ্টেনকে ঘরের মাঝখানে উদাসভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন সিরিল, হাতে একটা ছোট তলোয়ার। পাশে টেবিলের উপর একটা চিঠি পড়ে আছে, খামের উপর মিরিয়ামের নাম লেখা। কী যেন সন্দেহ জাগল বৃদ্ধ যাজকের মনে, জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করছেন আপনি, মারকাস? তলোয়ার পেলেন কোথায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল মারকাস। 'আমার সব জিনিসপত্র ফেরত দিয়েছে ওরা, ওর মধ্যে ছিল।'

www.BanglaBook.org

'কিন্তু ওটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

ম্লান হাসি ফুটল মারকাসের ঠোঁটে। বলল, 'আপনার কাছে গোপন করব না। আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম।'

'কী বলছেন এসব!' এগিয়ে গিয়ে ওর হাত থেকে তলোয়ারটা কেড়ে নিলেন সিরিল, ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মেঝেতে। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই মহাপাপ ঘটবার আগেই তিনি আমাকে নিয়ে এসেছেন এখানে।' রাগী চোখে মারকাসের দিকে তাকালেন তিনি। 'এসবের মানে কী! মিরিয়ামকে ঈশ্বর আপন করে নিয়েছেন বলে আপনাকেও মরতে হবে নাকি?'

'মিরিয়ামকে ঈশ্বর আপন করে...' থতমত খেয়ে গেল মারকাস। 'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না, ফাদার!'

'মিরিয়াম তো *লুনা*-সহ ডুবে গেছে সাগরে... খবরটা দেবার জন্য এসেছি আমি এখানে।'

'কী শোনাচ্ছেন! মিরিয়াম... মিরিয়াম মারা গেছে?' মারকাস যেন বিশ্বাস করতে পারছে না কথাটা।

'হ্যাঁ, বাছা। দুঃখজনক হলেও সত্যি, ঈশ্বর ওকে কাছে ডেকে নিয়েছেন।'

ধপ করে বসে পড়ল মারকাস। নীরব রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'ও... ও মারা গেছে? আমি তা হলে আর দ্বিধা করছি কেন? যান আপনি, ফাদার। আমাকে শান্তিতে মরতে দিন।' তলোয়ারটা কুড়িয়ে নিতে এগোল ও।

ছুটে গিয়ে অস্ত্রটার উপর পা দিয়ে দাঁড়ালেন সিরিল। রাগী গলায় বললেন, 'এসব পাগলামির মানে কী! হাবভাবে তো মনে হচ্ছে মিরিয়ামের খবরটা আগে পাননি আপনি, তা হলে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন কেন?'

'কারণ শুধু মিরিয়ামকে নয়, আমি সবকিছু হারিয়েছি,' দুখী গলায় বলল মারকাস। 'আমার মান-সম্মান ধ্বংস হয়ে গেছে, আমার গায়ে কাপুরুষের তকমা বসে গেছে... টাইটাসের

www.BanglaBook.org

নির্দেশে! সেই টাইটাস, যার জন্যে আমি জীবন বিপন্ন করেছি... সেই টাইটাস, যার নির্দেশে আমি যুদ্ধের পর যুদ্ধ করেছি... অথচ আজ তিনিই আমাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন!'

'এর জন্যে আপনি আত্মহত্যার মত মহাপাপ করতে চাইছেন? আসল কাপুরুষের কাজ তো ওটা!'

'কিন্তু এই লজ্জা নিয়ে আমি বাঁচি কী করে? এখন তো শুনছি মিরিয়ামও নেই!'

'শুনুন, আসল সম্মান... আসল মর্যাদা থাকে মানুষের ভিতরে। মিথ্যে অভিযোগ, কিংবা অন্যায় শাস্তি-আরোপে সেটা নষ্ট হয় না। সত্য একদিন ঠিকই বেরিয়ে আসে। সেই দিনটার জন্য ধৈর্য ধরতে হবে আপনাকে, ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখতে হবে।'

'কিন্তু মিরিয়াম...'

'মিরিয়াম! আপনি কি ভাবছেন মহাপাপ করলে পরকালে ও আপনাকে দুহাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাবে? হায়, মারকাস! আপনি বুঝতে পারছেন না, ঈশ্বর আপনার পরীক্ষা নিচ্ছেন? সম্মান আর খ্যাতির শিখর থেকে আপনাকে তিনি নামিয়ে এসেছেন শুধুই ধৈর্য আর বিশ্বাসের শক্তি আছে কি না, দেখার জন্য। তাই ভেঙে পড়লে চলবে না আপনার, শত বিপদ... শত সমস্যার মাঝেও ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখতে হবে। তা হলেই দেখবেন, সব বিপদ কেটে গেছে। একদিন আবার সুদিন ফিরবে আপনার!'

কথাগুলো দাগ কাটল মারকাসের মনে। শান্ত হয়ে ও বলল, 'আমি দিশেহারা, ফাদার। আমাকে মুক্তির পথ দেখান!'

'পথ আপনাকে আমি অনেক আগেই দেখিয়েছি, মারকাস। আপনিও সেটা চেনেন। বাকি রয়েছে শুধু আনুষ্ঠানিকতা, তা হলেই ঈশ্বর আর যিশুর সত্যিকার অনুসারী হয়ে যেতে পারেন আপনি। মুক্তি পেতে পারেন পার্থিব এই পৃথিবীর কলুষতা

www.BanglaBook.org

থেকে।'

'আমার বাধাটা আপনি জানেন, ফাদার।'

'হ্যাঁ, মিরিয়াম যাতে ভুল না বোঝে আপনাকে। কিন্তু ও-ই তো এখন নেই, মারকাস। এখনও কি খ্রিস্টান হতে আপত্তি আছে আপনার? এখন তো কেউ আর আপনার ধর্মান্তরকে স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার বলতে পারবে না।'

'ঠিক বলেছেন,' সচকিত হয়ে উঠল মারকাস। 'এখন আমি সমস্ত পিছুটান কাটিয়ে... কোনও কিছু পাবার আশা না করে খ্রিস্টান হতে পারি! শুধু ঈশ্বর আর যিশু ছাড়া আর কারও চিন্তা মাথায় নেই আমার, নিজের চিন্তাও নেই।' পূর্ণ দৃষ্টিতে সিরিলের দিকে তাকাল ও। 'আমাকে দীক্ষিত করুন, ফাদার!'

'বেশ, হাঁটু গেড়ে বসুন।'

আলখাল্লার ভিতর থেকে পবিত্র পানি বের করলেন বিশপ, খ্রিস্টমতে ধর্মান্তরিত করলেন মারকাসকে। সামান্য আনুষ্ঠানিকতা... কিন্তু শেষ হতেই বুকে আশ্চর্য এক শক্তি অনুভব করল মারকাস, অদ্ভুত এক পরিবর্তন যেন ঘটে গেছে ওর মধ্যে।

উঠে দাঁড়িয়ে ও বলল, 'এখন কী, ফাদার? আজ থেকে আপনিই আমার গুরু, আপনি যা বলবেন তা-ই করব আমি।'

'না,' সিরিল মাথা নাড়লেন। 'আমি নই, যিশু যা বলেছেন, তা করতে হবে আপনাকে।'

'করব, তবে সেটা আপনার পাশে থেকে... আপনার ছায়ায়। বলুন, কী করতে হবে আমায়?'

'কিছুই না। তবে আলেকজান্দ্রিয়ার চার্চে ডাক পড়েছে আমার, তিনদিনের ভিতরই রওনা হব। আপনি চাইলে আমার সঙ্গী হতে পারেন। জায়গাটা পছন্দ হলে একটা কাজও জুটিয়ে দেয়া যাবে।'

'যাব আমি,' মারকাস বলল। 'রোমে তো এমনিতেও ঠাঁই নেই আমার।' জানালার দিকে তাকাল ও, বাইরে অন্ধকার

www.BanglaBook.org

ঘনিয়ে এসেছে। 'সূর্য ডুবে গেছে, ফাদার। আমি এখন মুক্ত। খুব খুশি হব, যদি আপনি আমাকে বাড়ি পর্যন্ত সঙ্গ দেন। ওখানে অনেক কাজ সেরে নিতে হবে রওনা হবার আগে, আপনার পরামর্শ পেলে ভাল হয়।'

'নিশ্চয়ই যাব আমি,' হাসিমুখে বললেন সিরিল। 'চলুন।'

ইতোমধ্যে কয়েদখানার ফটক খুলে দেয়া হয়েছে, বেরিয়ে পড়ল মারকাস আর বিশপ সিরিল। দুজন সৈনিক দেয়া হলো ওদের সঙ্গে, বাড়ি পর্যন্ত মারকাসকে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিল তারা।

সিরিলকে নিয়ে বাড়ির দরজার দিকে এগোল মারকাস, ঢোকা দিতে গিয়ে থমকে গেল। দরজাটা খোলা।

'এরকম বাড়ির দরজা-জানালা খোলা থাকা উচিত নয়,' মন্তব্য করলেন বিশপ। 'চোর-ডাকাতকে আকৃষ্ট করবার মত অনেক জিনিস রয়েছে ভিতরে।'

'মনে হয় আমার খানসামা স্টেফানাসের কাজ,' বলল মারকাস। 'আমি ফিরব বলে খবর পাঠানো হয়েছে ওকে, সেজন্যেই নিশ্চয়ই দরজা খুলে রেখেছে। চিন্তার কিছু নেই, আসুন।'

বাড়ির ভিতরটা অন্ধকার, কয়েক পা এগোতেই হোঁচট খেল মারকাস। নীচের দিকে তাকাতেই দরজা দিয়ে আসা আবছা আলোয় উপুড় হয়ে পড়ে থাকা একটা দেহ দেখতে পেল।

'কে ওটা?' বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন সিরিল।

'কী জানি!' পা দিয়ে মানুষটাকে ঠেলল মারকাস, কিন্তু অনড় রইল দেহটা। 'মাতাল-টাতাল হবে। দরজা খোলা দেখে ঢুকে পড়েছে ভিতরে, ঘুমিয়ে পড়েছে। নড়ছে না।'

ঠিক তখুনি ঘরের কোণে একটা আওয়াজ পাওয়া গেল—মেঝে ঘষটাচ্ছে কেউ! তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে ছুটে গেল মারকাস আর সিরিল। একটা সোফার পিছনে দেখতে পেল

www.BanglaBook.org

স্টেফানাস আর বৃদ্ধা রাঁধুনিকে—হাত-মুখ বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে।

'হা ঈশ্বর!' আঁতকে উঠল মারকাস। তাড়াতাড়ি বাঁধন খুলে মুক্ত করল দুই ভৃত্যকে।

মনিবকে দেখে দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেছে স্টেফানাসের। মুখের বাঁধন খোলা হতেই বলল, 'দেবতাদের দোহাই! আপনি বেঁচে আছেন, মালিক? চোখে ভুল দেখছি না তো!'

'কী সব আবোল-তাবোল বকছ, স্টেফানাস!' বিরক্ত গলায় বলল মারকাস। 'এখানে হয়েছেটা কী? তোমাদের এ-অবস্থা হলো কী করে?'

'মুখোশপরা একদল খুনি এসেছিল, মালিক!' হড়বড় করে বলল স্টেফানাস। 'বলল, ক্যালেব পাঠিয়েছে ওদের। আমাদের দুজনকে বেঁধে ফেলল, তারপর অন্ধকারে ওত পেতে বসে ছিল দরজার পিছনে। খানিক পর ধস্তাধস্তির শব্দ শুনেছি আমরা, চিৎকার শুনেছি... শুনেছি হাসতে হাসতে খুনিদের চলে যেতেও। তাই ভেবেছিলাম, নিশ্চয়ই আপনাকে খুন করে ফেলেছে ওরা।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল মারকাস আর সিরিল, ছুটে গেল দরজার মুখে পড়ে থাকা দেহটার দিকে। এতক্ষণে পরিষ্কার আলো পড়ায় দেখা গেল, মানুষটার সারা দেহ রক্তাক্ত, গাঢ় আলখাল্লা ভিজে মেঝেতেও গড়াচ্ছে লাল ধারা।

ধরাধরি করে লাশটাকে উল্টাল সিরিল আর স্টেফানাস। চেহারাটা দেখে চমকে উঠল মারকাস।

'ক্যালেব!'

'ভুল করছেন না তো?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন সিরিল। 'খুনিদের যে ভাড়া করেছে, তার লাশ এখানে পড়ে থাকবে কেন?'

'আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই,' মারকাস বলল। 'বিশ্বাস না হলে ওর ডান হাতটা দেখুন—একটা আঙুল কাটা থাকবে।'

www.BanglaBook.org

রক্তমাখা হাতটা তুলে ধরলেন সিরিল, সত্যিই ওখানে একটা আঙুল নেই। হতভম্ব হয়ে গেলেন তিনি। 'এ... এ কীভাবে সম্ভব? খুনিরা ওদের নিয়োগকর্তাকে কেন খুন করবে?'

'কে জানে?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল মারকাস। 'হয়তো টাকা-পয়সা নিয়ে গোলমাল বেধেছিল। সে যা-ই হোক, ঈশ্বর বিচার করেছেন ওর। আমাকে মারতে গিয়ে নিজে মরেছে। এর চেয়ে বড় শাস্তি কী হতে পারে?'

'এখুনি মন্তব্য করা উচিত হচ্ছে না আপনার,' সিরিল বললেন। 'লোকটা তো আপনাকে সাবধান করতে এসেও খুন হতে পারে।'

'ক্যালেব! ...সাবধান করবে? ...আমাকে? ...তাও কিনা নিজের ভাড়াটে খুনিদের ব্যাপারে?' হাসল মারকাস। 'ওর সম্পর্কে কিচ্ছু জানেন না আপনি, ফাদার। একটা সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর ও।'

'লাশটা ভিতরে নিয়ে যাই, মালিক।' স্টেফানাস বলল। 'এখানে ফেলে রাখা নিরাপদ নয়।'

'হ্যাঁ, নিয়ে চলো। চিন্তাভাবনা করে দেখি, কী করা যায় ওকে নিয়ে।'

ধরাধরি করে ক্যালেবের মৃতদেহ বাড়ির ভিতরের কামরায় নিয়ে গেল ওরা। তারপর বসল আলোচনায়, লাশটা কীভাবে সরানো যায়, তা ঠিক করতে। কিন্তু একটা বুদ্ধিও মনঃপূত হলো না কারও, সবক'টাতে নিত্যনতুন সমস্যা দেখতে পাচ্ছে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল এভাবে, হঠাৎ সামনের দরজায় করাঘাত শুনে চমকে উঠল ওরা, কে যেন এসেছে। কিছুক্ষণ জবাব দিল না কেউ, যাতে মানুষটা বিরক্ত হয়ে চলে যায়। কিন্তু করাঘাত না থামায় বোঝা গেল, অজানা অতিথি এত সহজে দমবার পাত্র নয়। অগত্যা স্টেফানাসকে পাঠাল মারকাস।

একটু পরেই ফিরে এল খানসামা, হাতে একটা মুখবন্ধ

www.BanglaBook.org

খাম। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল মারকাস।

'এক কেরানি, মালিক,' স্টেফানাস বলল। 'এই চিঠিটা নিয়ে এসেছে। ওর মনিব ডিমিট্রিয়াস সওদাগর নাকি সূর্যাস্তের দু'ঘণ্টা পর দিয়ে যেতে বলেছে এটা।'

'ডিমিট্রিয়াস!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল মারকাস। 'সে তো ক্যালেবেরই ছদ্মনাম!'

'খুলুন চিঠিটা,' বললেন সিরিল। 'দেখুন, কী লিখেছে ও।'

সিল ভেঙে চামড়ার কাগজটা খাম থেকে বের করল মারকাস। পড়ল:

মহান মারকাস,

এই চিঠি পেয়ে হয়তো অবাক হচ্ছ। হওয়াটাই স্বাভাবিক—অতীতে তোমার অনেক ক্ষতি করেছি আমি, প্রাণ নেবারও চেষ্টা করেছি। কিন্তু আজ আমি জানতে পারলাম, প্রিন্স ডমিশিয়ান... যে তোমাকে আমার চেয়েও বেশি ঘৃণা করে... সে তোমার প্রাণ নেবার একটি ষড়যন্ত্র করেছে। তোমারই বাড়িতে একদল খুনি লুকিয়ে থাকবে, দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকামাত্র তোমাকে খুন করবে ওরা। জীবনে তোমার প্রতি অনেক অন্যায় করেছি আমি, তোমার জীবন তছনছ করে দিয়েছি, তাই এ-সুযোগে সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। তাই ঠিক করেছি, তোমার আগেই ওই বাড়িতে পৌঁছুব আমি... তোমারই মত রোমান অফিসারদের আলখাল্লা পরে, আশা করি অন্ধকারে পার্থক্যটা ধরতে পারবে না খুনিরা। যদি সফল হই, তা হলে এই চিঠি পাবার আগেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেছে তোমার, তাই না?

আমার জন্য কেঁদো না, মারকাস। আমার গুণগানও গেয়ো না। আমি তোমাকে কোনও দয়া দেখাচ্ছি না। মিরিয়াম চলে গেছে, আমি ওকে অনুসরণ করতে যাচ্ছি মাত্র। এই আশায়—পরের জীবনে হয়তো ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে

www.BanglaBook.org

আমার, মিরিয়ামের ভালবাসা... ওর ক্ষমা পাবো। এই মাটির পৃথিবীতে রয়ে যাচ্ছ শুধু তুমি—মিরিয়ামের স্মৃতি নিয়ে, নীরবে বুকে রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে বেঁচে থাকতে হবে তোমাকে... একাকী! এ-ই আমার আনন্দ। বিদায় মারকাস, তোমার সঙ্গে লড়াই করে মরবার ইচ্ছে ছিল আমার, কিন্তু নিয়তি যখন আমার জন্য আততায়ীর ছুরি ঠিক করে রেখেছে, কী-ই বা করতে পারি, বলো? তুমি এখানেই থাকো, আমি মিরিয়ামের কাছে গেলাম। কেমন?

—ক্যালেব।

পড়া শেষ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মারকাস। বলল, 'সাহসী মানুষ, ওকে আজ আমার আরও বেশি ঈর্ষা হচ্ছে। ও বেঁচে থাকতেও কখনও এত ঈর্ষা হয়নি। ফাদার, আপনার জন্যই এমনটা ঘটল। আপনি যদি আমাকে বাধা না দিতেন, তা হলে পরকালে গিয়েও ও আমাকে মিরিয়ামের পাশে দেখতে পেত। কিন্তু এখন...'

'বাজে কথা বন্ধ করুন, মারকাস,' বিরক্ত হয়ে বললেন সিরিল। 'আপনার কি ধারণা, স্বর্গেও এখানকার মত রেষারেষি আছে? ওটা হচ্ছে অনন্ত সুখের জগৎ। কে আগে গেলেন, কে পরে গেলেন—তাতে কিছু যায়-আসে না। ওখানে সবারই মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়। আমার ধারণা, ক্যালেব আপনাকে রাগাবার জন্য মিরিয়ামের প্রসঙ্গ টেনেছে। আসলে ও জীবন দিয়েছে আপনাকে বাঁচাবার জন্য। অহঙ্কারী ছিল তো, তাই কথাটা সরাসরি স্বীকার করেনি।'

'হ্যাঁ, আপনার কথাই বোধহয় ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল মারকাস। 'ক্যালেব আসলেই আমার জন্য আত্মত্যাগ করেছে। কী অদ্ভুত ব্যাপার, আমি কোনোদিন ভাবিনি এমন ঘটতে পারে। ওর কাছে আমি ঋণী হয়ে রইলাম।'

'সব ঈশ্বরের কৃপা,' সিরিল বললেন। 'কিন্তু এখন ওসব

www.BanglaBook.org

নিয়ে আলোচনার সময় নেই। আসুন, লাশটা দাফনের ব্যবস্থা করি। নইলে ডমিশিয়ান বুঝে ফেলবে, আপনার জায়গায় অন্য কেউ জীবন দিয়েছে। ক্যালেবের আত্মত্যাগকে সফল করবার জন্যই যত দ্রুত সম্ভব মিশরের পথে রওনা হতে হবে আমাদেরকে।'

প্রায় তিন মাস পর এক সন্ধ্যায় আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে নোঙর ফেলল একটা ছোট্ট জাহাজ, ফ্যারোসের বাতিঘরে তখন সবে আলো জ্বলে উঠেছে। শীতকালীন সমুদ্রের কঠিন ঝড়-ঝাপটা পেরোতে হয়েছে জাহাজটাকে, মাঝে মাঝে যাত্রাপথ থেকে সরে গিয়ে ছোট ছোট বন্দরেও আশ্রয় নিতে হয়েছে, ফলে সমুদ্রযাত্রায় সময় লেগে গেছে স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশি। খাবার আর পানীয় ফুরিয়ে এসেছে।

তবে এতকিছুর পরও নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছুতে পারায় ফো'কাসলের কেবিনে থাকা মারকাস, বিশপ সিরিল আর ওদের খ্রিস্টান সহযাত্রীরা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাল। প্রার্থনা শেষে ডেকে বেরিয়ে এল ওরা। আজ আর তীরে যাওয়া সম্ভব নয়, বেশ রাত হয়ে গেছে, তাই ডেকের বুলওঅর্কে ভর দিয়ে তীরের দিকে তাকিয়ে রইল সবাই—ওখানে বিশাল আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর রাতের আলো মিটিমিটি করছে।

ওদের খুব কাছেই নোঙর করে রয়েছে আরেকটা জাহাজ, তবে ম্লান আলোয় ওটার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কালচে অবয়বটা থেকে ভেসে আসছে শুধু এক ধরনের সমবেত সঙ্গীত, করার কিছু না পেয়ে চুপচাপ সেটাই শুনতে থাকল যাত্রীরা।

হঠাৎ ঝট্ করে সোজা হলো মারকাস। বলল, 'এ তো মাঝি-মাল্লার গান নয়!'

'ঠিক ধরেছেন,' সিরিল বললেন। 'খ্রিস্টানদের একটা ধর্মসঙ্গীত গাইছে ওরা। কথাগুলো আমার মুখস্থ।'

www.BanglaBook.org

'তারমানে ওটা খ্রিস্টানদের জাহাজ,' বলল মারকাস। 'যাবেন নাকি? আমাদের এখানে তো খাবার-দাবার কিছুই নেই। ওখানে গিয়ে দেখি, কিছু জোগাড় করা যায় কি না! অন্তত রাতটা তো কাটানো যাবে দু'মুঠো পেলে।'

'মন্দ বলেননি। চলুন।'

একটু পরেই একটা ছোট নৌকা নিয়ে অচেনা জাহাজটার পাশে ভিড়ল মারকাস ও তার সঙ্গীরা। ডেকের উপর থেকে ওদের পরিচয় জানতে চাইল একজন প্রহরী। নিজেদেরকে রোমের খ্রিস্টান সংঘের সদস্য বলে পরিচয় দিল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে একটা মই নামিয়ে দেয়া হলো। ওটা বেয়ে জাহাজের ডেকে উঠে এল মারকাসরা।

জাহাজের ক্যাপ্টেনের খোঁজে পিছনের ডেকে চলে গেল ওরা, ওখানে একটা শামিয়ানা খাটানো হয়েছে। শামিয়ানার তলায় গোল হয়ে বসেছে জাহাজের আরোহীরা, মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে আছে এক শ্বেতবসনা, মিষ্টি সুরে গান গেয়ে চলেছে সে, অন্যেরা কিছুক্ষণ পর পর তাল মেলাচ্ছে তাতে।

ভুরু কুঁচকে গেল মারকাসের, মেয়েটির অবয়ব আর কণ্ঠস্বর খুব পরিচিত ঠেকছে ওর কাছে। সিরিলকে নিয়ে শামিয়ানার দিকে এগোল ও।

পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াল গায়িকা, মুখের কাছে তুলে ধরল লণ্ঠনটা। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎস্পন্দন থমকে যেতে চাইল মারকাসের। বিশপ সিরিলের বাহু ধরল ও, অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'ফাদার, দেখুন! আমি কি স্বপ্ন দেখছি, নাকি সত্যিই ওটা মিরিয়াম?'

মিরিয়ামও দেখতে পেয়েছে ওকে। গান থামিয়ে একটা চিৎকার করে উঠল ও, ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মারকাসের বুকে।

www.BanglaBook.org

আমাদের দীর্ঘ কাহিনি এভাবেই শেষ হচ্ছে। বলে রাখা ভাল, রোমে *লুনা* জাহাজের ডুবে যাবার যে খবর এসেছিল, তা সঠিক ছিল না। হ্যাঁ, বড় একটা ঝড়ের কবলে পড়েছিল মিরিয়ামের জাহাজ, তবে ক্যাপ্টেন হেকটরের দক্ষতায় সেটা থেকে বেঁচে যায় ওরা। ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজটা সিসিলিতে থামতে বাধ্য হয়, ওখানেই মেরামত করা হয় ওটার। গ্রিসের এক বন্দরে ওরা আরও আট সপ্তাহ কাটায়, ভাল আবহাওয়া পাবার আশায়। সেখান থেকে নতুন করে যাত্রা শুরু করে মাত্র দুদিন আগে আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছেছে *লুনা।* ওটাতেই এসে উঠেছে মারকাস।

ইমপেরাট্রিক্স যে-জাহাজটিকে ডুবতে দেখেছিল, যেটার একজন নাবিককে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করেছিল, সেটার নামও *লুনা* হতে পারে, কেননা তখনকার দিনে জাহাজের নামের ক্ষেত্রে *লুনা* একটি জনপ্রিয় শব্দ ছিল। কিংবা ব্যাপারটা এমনও হতে পারে যে, *ইমপেরাট্রিক্সের* নাবিকেরা মুমূর্ষু লোকটার বলা নামটা ঠিকভাবে শুনতে পায়নি। সে যা-ই হোক, বিষয়টি আমাদের জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

শুধু এটুকু জানুন, সে-রাতে অনেক কথা হলো মিরিয়াম আর মারকাসের মধ্যে। বিচ্ছেদের সময়টাতে দুজনের জীবনে কী ঘটেছে না-ঘটেছে, তা খুলে বলল ওরা। মিরিয়াম ক্যালেবের আত্মত্যাগের কথা জানল, নিঃস্বার্থভাবে মারকাসের খ্রিস্টান হবার কথা শুনল। এক অর্থে জাহাজডুবির ভুল খবরটার কারণে খুশিই হলো দুজনে, কারণ মিরিয়াম আপাতদৃষ্টিতে মৃত থাকা অবস্থায় মারকাস ধর্মান্তরিত হওয়ায় এখন আর কেউ ভুল বুঝতে পারবে না ওকে। কেউ বলতে পারবে না, একটি মেয়েকে জয় করবার জন্য নতুন ধর্ম নিয়েছে ও।

এভাবেই... হাজারো বিপদ-আপদ আর সমস্যাসংকুল সময় পেরিয়ে পরস্পরকে কাছে পেল ওরা।

www.BanglaBook.org

পরদিন সকালে *লুনা*-র ডেকে বিয়ে হয়ে গেল মারকাস আর মিরিয়ামের, যাকে লোকে মুক্তা-কুমারী বলে জানে। অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করলেন বিশপ সিরিল, ক্যাপ্টেন গ্যালাস করল কন্যা-সম্প্রদান। আর নেহুশতা... মুখে স্মিত হাসি নিয়ে নব-দম্পতির পিছনে দাঁড়িয়ে থাকল ও... মৃত মালকিন র‍্যাশেলের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি সঠিকভাবে পালন করতে পারার আনন্দে।

***

BanglaBook.org